নির্ম্মলা।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

উপহার।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল,

পরম স্নেহাস্পদেষু।

প্রিয়তম উপেন্দ্র,

তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেও সমবয়স্ক বলিয়া চিরদিন তোমাকে বন্ধুভাবে ভাবিয়া আসিতেছি। জীবনের শুভমুহূর্ত্তে সেই যে তোমার সহিত মিলন হইয়াছে, তাহা একদিনের তরেও শিথিল হয় নাই এবং কখনও হইবে না। আমি তোমার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তোমার স্বভাবসুন্দর পবিত্র চরিত্রের সন্নিধানে থাকিয়া আমি অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। আমি তোমাকে পাইয়া প্রথম ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তুমি যে দিন সেই বিজন মাঠে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া হতচেতন হইয়াছিলে, আমি তোমাকে [illegible] হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলাম। যে দিন তুমি সেই বিলের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে, যখন শুনিলাম তোমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, আমি বিষ বাহির করিব বলিয়া কত আগ্রহের সহিত ক্ষতস্থান চুষিয়াছিলাম—সে দিন আমার প্রাণ তোমার জন্য পাগল হইয়াছিল। হৃদয়ের সেই প্রণয়াবেগ আর থামে নাই। তার পর কত ঘটনা ঘটিয়াছে। তুমি পীড়িত হইয়া পড়িলে, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া তোমাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছি। তোমার ক্লেশ দেখিয়া কত কাঁদিয়াছি। তোমা অপেক্ষা আমার কোন জিনিস ভাল হইলে, আমি তাহা কখনও গ্রহণ করি নাই, কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি। তুমি বিদেশে থাকা সময়ে তোমার পত্র না পাইয়া তোমার জীবনের আশঙ্কা করিয়া একদিন সংসার ছাড়িয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইব বলিয়া যে ব্যাকুল হইয়াছিলাম,

দিনের ঘটনা কখনও ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব? তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমার ভালবাসা বিকাশ পাইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট নহে। আমার সেই ভালবাসার প্রতিদান পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি যে দিন মৃতকল্প হইয়া বিদেশে পড়িয়াছিলাম, তুমি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া কতই কাঁদিয়াছিলে, কত যত্নে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলে, পরে তোমারই কাতরতায় তুষ্ট হইয়া ভগবান আমার জীবনদান করিয়াছিলেন। আমি ভ্রাতৃ-শোকে যখন ব্যাকুল হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতাম, তুমিও ব্যাকুলভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছ। আমি তোমার ভালবাসা কখনও ভুলিতে পারি নাই এবং পারিব না।

তোমার সহবাসে থাকিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহার অভাবে আমি কখনই নির্ম্মলাচরিত লিখিতে পারিতাম না। অনাথা দুঃখিনীর চরিত্রে যে এত মাধুর্য্য ও পবিত্রতা আছে তোমা কখনই বুঝিতাম না, বুঝিলেও তাহা লইয়া পুস্তকরচনা করিতে প্রবৃত্তি হইত না। আমি বহু পরিশ্রমে ও যত্নে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছি। লিখিবার সময়ে আমার মনে দুইটী বাসনা হইয়াছিল। প্রথম—উহা পড়িয়া তুমি প্রীত হইবে. দ্বিতীয়তঃ—নির্ম্মলার ন্যায় যাহারা দুঃখিনী তাহারা উহা পড়িয়া বা শুনিয়া নয়নাশ্রু মুছিয়া পরকালের বিধাতার চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া প্রশান্তভাবে জীবন যাপন করিতে শিখিবে। জানি না আমার দ্বিতীয় বাসনা পূর্ণ হইবে কি না, তবে আমার প্রথম বাসনা পূর্ণ হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। তুমি প্রীত না হইলে, অপরের প্রীতিতে আমার পরিতোষ জন্মিবে না। তাই আজ উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে তোমার হস্তে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিলাম। উহা পাঠ করিয়া তুমি সন্তোষলাভ করিলেই আমার সমুদয় শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি ১০ই আশ্বিন, ১৩০১ সাল।

তোমার স্নেহের শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ম্মলা।

প্রথম অধ্যায়।

পিতৃ-গৃহ।

বেলা তৃতীয় প্রহর। সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে জীবগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। গৃহস্থ মাত্রেই এখন নিদ্রা যাইতেছে। কেবল নির্ম্মলা নিবিষ্ট মনে এক খানি কাঁথা লইয়া সেলাই করিতেছে। নির্ম্মলা এখনও বালিকা, বয়স চতুর্দ্দশ কিম্বা পঞ্চদশ বৎসর হইবে। মুখ খানিতে কেমন এক অপূর্ব্ব আভা, নয়ন যুগলে কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুরিমা। সৌন্দর্য্যের সহিত শোভার সমাবেশ হওয়ায়, সে কমনীয় দেহলতিকা অনুপম শ্রী ধারণ করিয়াছে। সরলতার হাসি, প্রীতির সুমধুর দীপ্তি, সহিষ্ণুতার বিমল সলিলে সমুজ্জল হইয়া, বিকশিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্বর্গের নন্দন কানন পরিহার করিয়া একটী পারিজাত কুসুম আজ ধরাতলে বিরাজ করিতেছে। নির্ম্মলা মনোনিবেশ সহকারে সেলাই করিতেছে, এমন সময় একজন আসিয়া তাহার নিকটস্থ একখানি চৌকিতে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "নির্ম্মলা! তুমি বড় লক্ষ্মী—আমি যখনই আসি, দেখি তুমি কোন না কোন কাজ করিতেছ, বেশ, ইহা স্ত্রীলোকের একটী প্রধান গুণ।" নির্ম্মলা কোন উত্তর না দিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে কাঁথা খানি গৃহের ভিতর রাখিয়া আসিয়া এক খানি পুস্তকহস্তে নিকটে বসিয়া পড়িতে লাগিল। পুস্তক খানি চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ। নির্ম্মলা পড়িতে লাগিল, আগন্তুক ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতে লাগিলেন।

আগন্তুকের নাম বিমলানন্দ, বয়স ২৩।২৪ বৎসর। কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছেন, গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ীতে আসিয়াছেন। নির্ম্মলার সহিত বিমলানন্দের কোন সম্পর্ক নাই, তবে প্রতিবেশী বলিয়া বিমলানন্দের

মাতাঠাকুরাণীকে নির্ম্মলা পিসীমা বলিয়া ডাকিয়া থাকে এবং সেই সূত্রে বিমলানন্দকে দাদা বলিয়া ডাকে। বিমলানন্দের যত্নেই নির্ম্মলা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে। নির্ম্মলা এ পর্য্যন্ত কোন নাটক নবেলের মুখ দেখে নাই, কোন নায়ক নায়িকার প্রেমের কথা এ পর্য্যন্ত শুনে নাই। সে সব গ্রন্থ বিমলানন্দের চক্ষুঃশূল। বিমলানন্দ একটী বিশেষ ভাবে প্রণোদিত হইয়া নির্ম্মলাকে শিক্ষা দিতেন, তাই প্রণয়ের কথা তাহাকে বড় একটা শুনাইতেন না, বা পড়াইতেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নির্ম্মলাকে বাঙ্গালা ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন করিয়া, শেষে সংস্কৃত পড়াইবেন, এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় যে রাশি রাশি বহুমূল্য গ্রন্থ আছে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় পড়াইয়া ধর্ম্মবিষয়ে তাহার মনের মতিগতি পরিচালিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষায় বিমলানন্দের একান্ত অনুরাগ ছিল, এই জন্য প্রথম হইতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কি জন্য এত যত্ন-সহকারে তাহাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "নির্ম্মলা দুঃখিনী, লেখা পড়া শিখিলে হয়ত সেই সব চিন্তায় দিন চলিয়া যাইবে, দুঃখের যন্ত্রণা হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাই শিক্ষা দিতেছি।" যাহা হউক চারুপাঠের কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হইলে নির্ম্মলা সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল "দাদা, দেখুন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া ঐ পথের ধারে বসিয়া কাশিতেছেন, ওঃ কাশরোগ কি কষ্টের।" দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ উঠিয়া নির্ম্মলাদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলা পুস্তক হস্তে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলানন্দও "আসুন" বলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ চৌকিতে বসিলেন। নির্ম্মলা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিমলানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নিবাস ?"

বৃদ্ধ। আগেই পরিচয় ? একটু তামাক খাওয়াও, শেষে পরিচয় দিব।

বিমলানন্দ ঈষৎ লজ্জিতভাবে তামাক সাজিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তামাক খাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিমলানন্দের ভগিনী আসিয়া বলিল "দাদা। মা ডাকিতেছেন, তুমি বাড়ী এস।" অগত্যা বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া বিমলানন্দ প্রস্থান করিলেন।

বিমলানন্দ প্রস্থান করিলে, নির্ম্মলা বাহির হইয়া পা ধুইবার জন্য এক গাড়ু জল আনিয়া দিল। তৎপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার

কি স্নানাহার হ'য়েছে?" বৃদ্ধ নির্ম্মলার মুখের দিকে সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "না"। তখন নির্ম্মলা স্নানার্থ তৈল আনিয়া দিল, তিনি স্নান করিতে গমন করিলেন।

নির্ম্মলা অপর একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "বৌ বৌ ও বৌ একটু উঠ ত, একজন অতিথি এসেছেন।" বৌ অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "কি আপৎ, নিরিবিলি একটু যে ঘুমাব তার যো নাই, একটু শুয়েছি অমনি বৌ বৌ করে যেন ফেউ লেগেছে। কেন গা কি হয়েছে?"

নির্ম্মলা ধীরে ধীরে আবার বলিল "বৌ রাগ ক'র না, একজন অতিথি এসেছেন, তাই তোমাকে ডাক্‌ছি। বলি কি রাঁধ্‌ব?"

বৌ। আমার মুণ্ডু রাঁধ। আঃ শরীর জুড়িয়ে দিলেন, যত পথের আপৎ জুঠিয়ে ল'য়ে আইসে। নিজে শুতে ঠাই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমি ওসব জানি না, বুঝি না, তোমার মনে যা থাকে তাই করগে, সংসারে আগুন না লাগিয়ে তুমি কখনও ক্ষান্ত হইবে না!

এই বলিয়া বৌ গাত্রবস্ত্রে মুখাবৃত করিয়া পুনরায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গিন্নীর বাড়ী হইতে তরকারী আনিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। এদিকে বৃদ্ধ স্নানান্তে উপস্থিত হইলে, নির্ম্মলা একটু নারিকেল কোরা ও কয়েক খানি বাতাসা তাঁহাকে জলযোগ করিতে দিল। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধ ভোজন করিতে বসিলেন। নির্ম্মলা দরজার পার্শ্বে বসিয়া দেখিতে লাগিল।

বৃদ্ধ। তোমাদের বাড়ীতে আর কাহাকেও যে দেখিতেছি না, তোমার দাদা কোথায়?

নির্ম্মলা। তিনি যশোহর গিয়াছেন।

বৃদ্ধ। কখন আস্‌বেন?

নির্ম্মলা। রাত্রিতে।

বৃদ্ধ। তোমাদের বৌ কোথায়?

নির্ম্মলা। তিনি এখানেই আছেন।

বৃদ্ধ। কৈ, দেখ্‌ছি না ত।

নির্ম্মলা। পূবের ঘরে শু'য়ে আছেন।

বৃদ্ধ। যে লোকটীর সঙ্গে তুমি তখন আলাপ কর ছিলে সে কে?

বৃদ্ধ কথাটী বলিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইলেন। নির্ম্মলা মুখ খানি অবনত করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিল "উনি আমার দাদা হন।" বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বেশ"; তখন অন্য কোন কথা না বলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলাও সেই অবসরে ঘরের ভিতর যাইয়া বসিল।

নির্ম্মলার মন কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধের কথার ভাব, হাসি ও "বেশ" শব্দটী তাহার বড় ভাল লাগিল না, বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিল। এদিকে বৃদ্ধের আহার সমাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া নির্ম্মলা উঠিয়া তাঁহাকে জল আনিয়া দিল। তাহার মন আবার প্রসন্ন হইল। বৃদ্ধকে একটী পান আনিয়া দিল, বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "আমার কি দাঁত আছে যে তোমার ঐ পান খাব?" তখন নির্ম্মলা তাহা ছেঁচিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া নিকটে বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

এই সময়ে বিমলানন্দের মাতা তথায় আসিয়া বৃদ্ধের দিকে একটু তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "দূর, পোড়ামুখী, তুই যে আমাদের কাছে, মাথা খুলে ব'সে আছিস্?" এই কথা শুনিবামাত্র নির্ম্মলা হাতের কলিকা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিতে দিতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বিমলানন্দের মাতা পুবের ঘরে যাইয়া "বৌ মা, ও বৌ মা, উঠ, শীঘ্র উঠ, তোমার ঠাকুর জামাই এসেছেন।" তখন বৌ চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কতক্ষণ"। বৃদ্ধ উভয়কেই প্রণাম করিয়া কহিলেন "অনেকক্ষণ।"

বৃদ্ধের নাম রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৬০।৬২ বৎসর, নিবাস গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে। স্বয়ং ফুলে মেলের কুলীন, স্বকৃত ভঙ্গ হইয়া এ বয়সে দশ বারটী বিবাহ করিয়াছেন। শেষ বয়সে, যখন নির্ম্মলার বয়স সবে মাত্র ৬ বৎসর, একদিন ঘটনাক্রমে তিনি তাহাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নির্ম্মলার পিতা, জীবিত ছিলেন, তিনি এত বড় কুলীনকে সৌভাগ্যক্রমে পাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করেন। রামপদ বিবাহ করিয়া দুই দিন মাত্র শ্বশুর বাড়ী ছিলেন, তাহার পর আর কখনও আইসেন নাই। বিবাহের সময় বিমলানন্দ অন্যত্র থাকায় তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

রামপদ এতদিন অপরাপর শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন বৃদ্ধ হইয়া নানা রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, কাজেই আর কোন স্থানে কিছু মাত্র আদর নাই। শেষে মনে মনে স্থির করিয়াছেন, একটী স্ত্রীকে লইয়া নিজের বাড়ীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিব, পরের গলগ্রহ আর হইব না। নিজের বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে, তাঁহাতে কষ্টে সৃষ্টে দুই জনের এক প্রকার চলিতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি একে একে সকল শ্বশুর বাড়ীতেই গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া ও বাড়ীর অবস্থা জানিয়া কোন স্ত্রীই আসিতে সম্মত হইলেন না। কেহ কেহ বলিলেন, আমাদিগকে যদি যাইতে হয়, তবে আমরা বিষপান করিব; কেহ বলিলেন জলে ডুবিয়া মরিব; কেহবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, কাজেই পিতা মাতা কেহই সাহস করিয়া পাঠাইতে পারিলেন না। রামপদ হতাশ ও ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে মনে ভাবিলেন, একবার শেষ শ্বশুর বাড়ীটা বেড়াইয়া যাওয়া যাউক। নির্ম্মলা বালিকা, সে যে তাঁহার বাড়ীতে যাইবে, আর তাহার দ্বারা যে সংসার চলিবে, সে আশা কিছুই ছিল না, তবে ভবের লীলা একবার দেখিবার জন্য বনগ্রামে নামিয়া কুমুদ্দূরে স্বীয় শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেন। প্রথমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক্ হইলেন। একজন সুন্দর যুবা পুরুষের নিকট নির্ম্মলা একাকিনী বসিয়া পড়া শুনা করিতেছে, দেখিয়া মনে মনে হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বসিলেন, তবে সংসারে আর তত আসক্তি নাই, মন ইতিপূর্ব্ব হইতেই ক্ষুব্ধ ছিল, তাই মনে অধিক আর কিছু ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। ক্রমে নির্ম্মলার অভ্যর্থনায়, তাহার মধুর কথা শ্রবণে, তাহার কমনীয় মুখকান্তি দর্শনে, বৃদ্ধের মন নিতান্ত শীতল হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজের অবস্থা স্মরণ হওয়াতে মন বিষাদে পূর্ণ হইল। বাল্যের সে চপলতা, যৌবনের সে স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ, সকলই চলিয়া গিয়াছে। এ বিশুষ্ক বৃক্ষে কি মাধবীলতা কখন শোভা পাইতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মনে কত শোকই উপস্থিত হইল।

এদিকে বিমলানন্দ মায়ের নিকট শুনিলেন যে নির্ম্মলার স্বামী আসিয়াছে। শুনিয়া মনে যার পর নাই ব্যথা পাইলেন। নির্ম্মলার অদৃষ্টে

কি এই ছিল, ইহা ভাবিয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। মনে কত যে ভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৌলীন্য প্রথা দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া মনে মনে যার পর নাই ব্যাকুল হইলেন। এক এক বার মনে হইল, কলেজের পড়া শুনা শেষ করিয়া অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া বঙ্গদেশে এমনই প্রবল আন্দোলনতরঙ্গ তুলিবেন যে কৌলীন্য প্রথা একেবারে সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে। এইরূপ কত ভাবেই মন উদ্বেলিত হইতে লাগিল। নির্ম্মলাদের বাড়ীর দিকে তাকাইতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু নির্ম্মলার মন স্থির, অচঞ্চল। নির্ম্মলা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে, একজন বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, কখনও যে স্বামিমুখ দেখিবে সে প্রত্যাশা ছিল না, সে ভাবনাও কখন মনে উদিত হয় নাই। আজ সত্য সত্যই স্বামীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু মনে কিছু মাত্র ক্ষোভ হইল না, তবে তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া মনে দুঃখ ও কষ্ট বোধ হইল।

ক্রমে রাত্রি হইল। নির্ম্মলার দাদা বাড়ী আসিয়া রামপদকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন, তবে তাঁহার শরীরে পীড়ার লক্ষণ সকল দেখিয়া সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। যাহাহউক তাঁহার পিতা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই কুলীনপ্রবর স্বয়ং তাঁহার ভবনে অধিষ্ঠিত, ইহাতে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলেন।

নির্ম্মলা বৃদ্ধের হস্তে পড়িয়াছিল বটে, তথাপি তাহাকে কেহই হতভাগিনী বলিত না; অনেকে আবার মনে করিত, এত বড় কুলীনের হাতে পড়া কম সৌভাগ্য ও তপস্যার বিষয় নহে। তবে বিমলানন্দের মাতা কখনও কখনও ক্ষোভ করিয়া বলিতেন "আমার এমন সোণার চাঁদ কচি মেয়ে বুড়র হাতে পড়িল, ওর কপালে আর সুখ হ'ল না।" বিমলানন্দ মনে মনে বড়ই দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু তাহা কখনও নির্ম্মলার নিকট প্রকাশ করিতেন না, প্রত্যুতঃ, স্বামিমুখ ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবনের আরও যে উদ্দেশ্য আছে, তাহা প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিতেন। পরকালের ভার মনে দৃঢ়তররূপে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। নিজের বাড়ীতে নির্ম্মলার ভাই ও বৌ ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ভাই লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া বেড়াইতেন,

তাহাতে দু দশ টাকা যাহা উপার্জ্জিত হইত, তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা এক প্রকার চলিত। নির্ম্মলার দুরবস্থায় অগ্রজের মনে কখনও কোন দিন দুঃখ বা ক্ষোভ হয় নাই, তাহার প্রথম কারণ এই যে, উক্ত বিবাহে তাঁহার বিশেষ মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, দ্বিতীয় কারণ, নির্ম্মলা না থাকিলে সংসার চলে না। পূর্ব্বে ঘরে মাসী ছিলেন, তিনিই সংসারের সমুদায় কার্য্য করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর নির্ম্মলা নয় বৎসর বয়স হইতে নিজে সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সঙ্গতিপন্ন ঘরে নির্ম্মলার বিবাহ হইলে ভ্রাতার সংসার চলিত না এবং তাঁহার পত্নী মৃগেন্দ্রবালারও অসুবিধার পরিসীমা থাকিত না। ভ্রাতা নকুড়েশ্বর ইহা বেশ বুঝিতেন, তাই নির্ম্মলাকে মনে মনে খুবই ভাল বাসিতেন, কিন্তু মৃগেন্দ্রবালা গঞ্জনা দিতে বিরত থাকিতেন না। নির্ম্মলার স্বামী বৃদ্ধ, একবারও তাহার তল্লাস লয় না, ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিত, কাজেই গঞ্জনা দিবার বিশেষ সুবিধা ছিল, কিন্তু নির্ম্মলা কখনও কোন দিন দ্বিরুক্তি করে নাই। প্রথম প্রথম নীরবে কাঁদিত, শেষে সকলই সহ্য হইয়া গেল, বিশেষ বিমলানন্দের মধুর উপদেশে ও শিক্ষায় মনের ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও সমুন্নত হইয়াছিল, সুন্দর সুন্দর ভাব হৃদয়ে খেলিত। নির্ম্মলা শিবপূজা করিত, তদ্ভিন্ন দুই একটা ব্রতও লইয়াছিল। নির্ম্মলাকে কেহ বড় একটা হাসিতেও দেখে নাই, কাঁদিতেও দেখে নাই, অথচ সেই প্রীতিময়ী মূর্ত্তি খানি দেখিলে বিকশিত কুসুমের দিকে অথবা শারদীয় শশাঙ্কের দিকে কাহারও চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইল। আহারাদি সমাপ্ত হইল। বিমলানন্দের মাতা আসিয়া জিজ্ঞসা করিলেন "বৌমা! জামায়ের বিছানা কোন ঘরে করেছ?" মৃগেন্দ্রবালা হাস্যভঙ্গিতে বলিলেন "বুড়োর আবার বিছানা কি? অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন।" বিমলানন্দের মাতা জিব কেটে কহিলেন "ছি বাছা ও কথা কি বলতে আছে? স্বামী পরম গুরু, তার বুড়ই বা কি আর যুবাই বা কি; বিশেষ জামাই কতকাল পরে এসেছেন।" মৃগেন্দ্রবালা আর কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "পূবের ঘরে ঠাকুর ঠাকুরাণীর জন্য বিছানা উহাঁর দাদা করিয়া রাখিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া বিমলানন্দের মাতা চলিয়া গেলেন। তখন বৌ নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন "সাবাস মেয়ে, আমরা পাছে শুইতে না দিই

উহাঁর বুড় বরকে হজম করিয়া ফেলি, সেই ভয়ে ইহার মধ্যে ধাঁ করে বুড় ঠাকুরুণকে মধ্যস্থ মানা হয়েছে। বলিহারি যাই তোমার বাহাদুরী, তোমার ক্ষুরে কোটী দণ্ডবৎ।" নির্ম্মলা অবনতবদনে বসিয়া রহিল, বৌ আবার বলিতে লাগিলেন "যাও অমন ক'রে বসে রইলে কেন? কচি খুকী, যেন কিছুই বুঝেন না, রাত পোহায়ে যায় যে।" নির্ম্মলা কাতরভাবে মৃগেন্দ্রবালার দিকে একবার তাকাইল, আবার অবনত মুখে বসিয়া রহিল। বৌ দেখিলেন ঝগড়া কিছুতেই বাধে না, তখন রাগ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মৃগেন্দ্রবালা চলিয়া গেলে, নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া আস্তে আস্তে কয়েকটী পান ছেঁচিয়া প্রদীপহস্তে পূবের ঘরে প্রবেশ করিল। রামপদ শয্যায় বসিয়া কাশিতেছিলেন; নির্ম্মলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ঘরে তামাক আছে কি?" নির্ম্মলা বাহির হইয়া দেখিল হুঁকা, কলিকা, তামাক সমুদয় নকুড়েশ্বর ঘরে লইয়া কবাট বন্ধ করিয়াছেন। নিরাশ হইয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে আসিয়া আবার দাঁড়াইল। রামপদ দেখিয়া কহিলেন "কৈ তামাক কোথায়?" নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল "দাদার ঘরে আছে, তিনি কবাট বন্ধ করিয়াছেন, এখনও ঘুমান নাই, আপনি একবার ডাকুন।" এই কথা শুনিয়া রামপদ কিঞ্চিৎ রাগতঃ হইয়া কহিলেন "শ্যালার কি আক্কেল, যাক্ আমি তামাক খাইতে চাহি না।" নির্ম্মলা ধীরে ধীরে পান ছেঁচা তাঁহার সম্মুখে রাখিল। বৃদ্ধ পূর্ব্বর রাগভরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। নির্ম্মলা দুঃখিত মনে গৃহ হইতে বাহির হইল। তখন রামপদ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই, ও হয়ত আর আসিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এদিকে নির্ম্মলা বহির্গত হইয়া লজ্জাতে নকুড়েশ্বরকে ডাকিতে পারিল না এবং বৌকে ডাকিতেও সাহস হইল না; তখন দ্রুতগতিতে বিমলানন্দের বাড়ীতে যাইয়া দেখিল বিমলানন্দ পড়িতেছেন। লজ্জায় তাঁহাকে কিছু বলিতে না পারিয়া "পিসী মা, পিসী মা" বলিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিল। বিমলানন্দের মাতা চকিতের ন্যায় উঠিয়া কহিলেন "কেন মা, এ রাত্রিতে কেন, কি হয়েছে?" নির্ম্মলা কহিল "না পিসী মা, কিছুই হয় নাই; ঘরে তামাক আছে? একটু তামাক দেও ত।" বিমলানন্দের মাতা

বলিলেন "তামাক, তোমার দাদার ঘরে আছে, সে পড়্‌ছে, তুমি সেখান থেকে লওগে।" এই বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিমলানন্দ নিজে যদিও তামাক খাইতেন না, কিন্তু হুঁকা, কলিকা, তামাক সকলই তাঁহার পড়িবার ঘরে থাকিত। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। বিমলানন্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি নির্ম্মল, এত রাত্রিতে কি মনে করে এসেছ?" নির্ম্মলা মুখখানি অবনত করিয়া কহিল "একটু তামাক লইতে আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া চাকতের মধ্যে তামাক ও হুঁকা কলিকা লইয়া বহির্গত হইল। বিমলানন্দের অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আর অবসর থাকিল না।

গৃহে আসিয়া, নির্ম্মলা উত্তমরূপে তামাক সাজিয়া স্বামীর হস্তে দিল। রামপদ চমৎকৃত হইলেন। তখন স্নেহভরে কহিলেন "দেখ, আমি ঐ যে পান ফেলিয়া দিয়াছি, উহা আমাকে আনিয়া দেও, আমি খাইতেছি, আমি কাজটা ভাল করি নাই।" নির্ম্মলা নূতন করিয়া পান ছেঁচিয়া আনিয়া দিল।

জীবনে যাহারা কখনও স্নেহ বা আদরের আস্বাদ পায় নাই, তাহাদের পক্ষে দৈবযোগে কখনও সেরূপ সৌভাগ্য ঘটিলে, তাহা যে কত সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সংসারের নরনারী যদি স্বার্থপরতা-রূপ ভীষণ মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্নেহের সুবিশালচ্ছায়ায় অধিবাস করিত, তবে জগৎ হইতে শোকতাপবিচ্ছেদ নিমেষমধ্যে অপসারিত হইত, এবং এই বিশ্বসংসার নন্দনকাননে পরিণত হইয়া সুখের সুবিমল জ্যোৎস্নায় পরিস্নাত হইত। রামপদ এ জীবন পরের আলয়ে অতিবাহিত করিয়াছেন, বিশেষ ধনী শ্বশুরের আলয়ে, নির্ধন বৃদ্ধ জামাতার আদর আদৌ সম্ভবপর নহে। যাহা কখন জীবনে ঘটে নাই, কখনও প্রত্যাশা করেন নাই, তাহা সংঘটিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনে মনে দেবতার নাম স্মরণ করিয়া শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিয়া স্নেহভরে নির্ম্মলাকে কহিলেন "এস রা'ত অনেক হ'য়েছে, শোওসে।" নির্ম্মলা গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিল। এদিকে রামপদ শয়ন করিবামাত্র ভয়ানক কাশিতে লাগিলেন, এক এক বার বোধ হইতে লাগিল যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নির্ম্মলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া, নিকটে আসিয়া স্বামীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। সহসা অতি ভয়ানক

কাশি আসিল, বৃদ্ধ তাহা উদ্গীরণ করিতে না পারিয়া বিকলহৃদয়ে শয্যায় কাতর হইয়া পড়িলেন, পরক্ষণেই মূর্চ্ছা হইল। নির্ম্মলা অঙ্গুলি দিয়া মুখের শ্লেষ্মা কিছু বাহির করিয়া, পরে চকে মুখে ও নাকে ফুঁ দিতে লাগিল এবং চকে বারংবার জলের ছিট দেওয়ায় কিঞ্চিৎপরে রামপদর সংজ্ঞা হইল। দেখিলেন নির্ম্মলার সুকোমল অঙ্কে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে, নির্ম্মলা কাঁদিতেছে। রামপদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একান্তভাবে সেই শান্তিময় ক্রোড়ে পড়িয়া রহিলেন, নিশ্বাস বেশ বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মস্তক শয্যায় স্থাপিত করত নির্ম্মলা বাহির হইল, এবং খানিক পুরাতন ঘৃত আনিয়া বৃদ্ধের বক্ষে মালিস করিতে লাগিল। সেই সময়ে বমি হইয়া সমুদয় বিছানা ভাসিয়া গেল। নির্ম্মলা জল দিয়া নিজহস্তে স্বামীর মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিল। রামপদ সুস্থ হইয়া সরিয়া বসিলেন। নির্ম্মলা সমুদয় পরিষ্কৃত করিয়া সেই অর্দ্ধসেলাই কাঁথা আনিয়া নূতন বিছানা করিয়া দিল। রামপদ পান তামাক খাইয়া বিস্মিতচিত্তে পুনরায় শয়ন করিলেন, কোন কথা বলিতে আর সাহস হইল না। নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করত, পরিশেষে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে পূর্ব্ববৎ শয়ন করিল। উভয়েই নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে রামপদ ধীরে ধীরে কহিলেন "ওঃ। কি কষ্টই দিলাম। দেখ, আমি কা'ল বাড়ী যাইব, তোমাদিগকে আর কষ্ট দিতে চাহি না, আমার এ সঙ্কটরোগ আর সারিবে না।" নির্ম্মলা কাতর-ভাবে কহিল "আপনি বাড়ী যাইবেন, বাড়ীতে আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবার লোক আছে কি?" রামপদ নিরাশভাবে কহিলেন "আর কে থাকিবে? যে দুদিন বাঁচি, নিজের ঘরে পড়িয়া থাকিব, তাহার পর মরিলে, পাড়ার লোকেরা ফেলিয়া দিবে।" নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু অন্ধকারে ও বসনে তাহা লীন হইয়া গেল, পরে কহিল "আমাকে লইয়া চলুন, আমি আপনার সেবা করিব।" বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া রামপদ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, এবং নির্ম্মলার মস্তকে-হস্তার্পণ করত স্নেহবিজড়িতস্বরে গদগদবচনে কহিলেন "তোমার মধুর কথায় যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর কি বলিব, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ——(পরে কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন)——এ জগতে আর কি মঙ্গল হইবে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তবে আশীর্ব্বাদ করি, পরজন্মে তুমি রাজরাজেশ্বরী হইও।" এই বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে আবার শয়ন করিলেন।

নির্ম্মলা কহিল "আমার দাদা হয় ত আপত্তি করিবেন, আপনি তাহা শুনিবেন না।" বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, আমি কাহারও কথা শুনিব না, তুমি আমার দিকে থাকিলে, আমায় পায় কে? আমি কোন শ্যালা শালীর বারণ শুনিব না।" নির্ম্মলা চুপ করিয়া রহিল। রামপদও নিদ্রা যাইবেন এই ভাবে শয়ন করিলেন, কিন্তু সহসা একটী কথা মনে পড়ায় শঙ্কিতভাবে কহিলেন "দেখ, তুমি যে আমার বাড়ী যাইবে, তাহা ত. আমি আগে জানি না; এই জন্য টাকা কড়ি বেশী কিছু আনি নাই। কা'ল তোমাকে লইয়া যাইতে হইলে পথখরচ কোথায় পাইব, তাহাই ভাবিতেছি।" নির্ম্মলা কহিল "সে জন্য ভাবনা নাই, আমার নিকট টাকা আছে তাহা দিব।" বাস্তবিক নির্ম্মলার নিকট কিছুই ছিল না, তবে কি একটা মনে ভাবিয়া ঐ কথা বলিয়া ফেলিল। তখন রামপদ নিরুদ্বেগচিত্তে শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রার শান্তিময় অঙ্কে অচেতন হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলাও প্রশান্তচিত্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রত্যূষে উঠিয়া নির্ম্মলা বাহিরের সমুদয় কার্য্য সারিল। তৎপর রামপদ উঠিলে বিছানা সমুদয় ধুইয়া দিল, কিন্তু লজ্জাক্রমে ও মৃগেন্দ্রবালার ভয়ে তাহা বাহিরে মেলিয়া না দিয়া ঘরের ভিতর দিল, কিন্তু তাহাতেও বৌএর হাতে অব্যাহতি পাইল না। কারণ বৌদ উঠিলে যখন মৃগেন্দ্রবালা উঠিলেন, তখন কি একটা মনে করিয়া আগেই পূবের ঘরে যাইয়া বিছানা-গুলি ভিজা দেখিয়া কৃত্রিম ওয়াক্ টানিতে টানিতে হাস্য ও বিদ্রূপের তরঙ্গ তুলিয়া নির্ম্মলার মাথার উপর আসিয়া পড়িলেন, সরলা বালিকা শঙ্কিত, সঙ্কুচিত ও লজ্জিতভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। বৌ মনের সাধ মিটাইয়া বিদ্রূপ ও গঞ্জনা করিয়া চলিয়া গেলে, নির্ম্মলা স্বামীকে অর্থ দিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তদ্বিষয় ভাবিতে লাগিল। বিমলানন্দের নিকট চাহিলে, অনায়াসে পাইতে পারে, সে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাহা চাহিতে ভাল লাগিল না। তাঁহার মাতার নিকট চাহিতে মন সঙ্কুচিত হইল; ততদূর সাহস হইল না। নির্ম্মলার যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল, তাহা নকুড়েশ্বর গ্রামের ভদ্রার মায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন। এখন অলঙ্কারের মধ্যে হাতে কয়েকগাছি বেলওয়ারী চুড়ী ও নাকে একটী নোলক ছিল, তদ্ভিন্ন চারি গাছি মল যাহা ছিল, নির্ম্মলা তাহা কখনও পরিত না। নির্ম্মলা গোপনে সেই চারি গাছি মল লইয়া ভদ্রার

মায়ের নিকট গেল। ওজনে আঠার ভরি রূপা ছিল, কিন্তু ভদ্রার মা কি টাকার সুদ মাসে চারি আনা ধার্য্য করিয়া ছয়টী টাকা নির্ম্মলাকে দিয়া মল কয়গাছি আত্মসাৎ করিল। নির্ম্মলা প্রফুল্লমুখে টাকা কয়েকটী লইয়া গৃহে আসিল।

সে দিন রবিবার, সুতরাং নকুড়েশ্বর বাড়ীতেই থাকিলেন। আহারাদি সমাপনের পর, রামপদ স্ত্রীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নকুড়েশ্বরের মুখখানি একটু মলিন হইল, পরে কৃত্রিম আনন্দপ্রকাশে কহিতে লাগিলেন "সে ত সৌভাগ্যের বিষয়, আপনার এত স্ত্রী থাকিতে যে আমার ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আপনার ন্যায় কুলীনের স্ত্রীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে ভগিনী আমার এখনও বালিকা, বিশেষ আমার সংসারে ——আপনার সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই যে তাহার নিকট থাকিবে, এরূপ অবস্থায় মহাশয়ই বলুন দেখি কিরূপে পাঠাই। আর কিছুদিন যাউক, একটু বড় হউক, তখন আসিয়া লইয়া যাইবেন।"

রামপদ। তখন আর আমায় আসিতে হইবে না, ততদিন আমি গোরে যাইব। আমার অসময়েই যদি কাহাকে না পাইলাম, তবে আর স্ত্রী নিয়া দরকার কি ?

নকুড়েশ্বর। আপনার ত আরও অনেক স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে একজনকে আনিয়া আপাততঃ সংসার করিতে পারেন, শেষে——

রামপদ। সে সব কথায় কাজ কি ? সে পরামর্শে আবশ্যক নাই। পাঠাইবে না, সেই উত্তম।

নকুড়েশ্বর। আপনি রাগ করিবেন না। আমাকে তো আর অমত নাই, তবে বালিকা বলিয়া যা একটু আপত্তি।

রামপদ। কলিকালে আবার বালিকা। আজ কাল ৮৯ বৎসরের মেয়েরা সংসার চালাইতেছে, ভায়া ছেলে মানুষ তাই ঐরূপ কথা বলিতেছ ; আমার দেখে শুনে চুল পেকে গেছে।

নকুড়েশ্বর। আচ্ছা আপনি বসুন, আমি একবার বাড়ীর ভিতর জানিয়া আসি। এই কথা বলিয়া নকুড়েশ্বর স্ত্রীর নিকট যাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃগেন্দ্রবালা মুখ নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন "আমি জানি পর কখনও আপন হয় না। তুমিই বোন বোন করিয়া মর

বোন তোমায় পোঁছেও না। বাপ্‌রে ও কি কম মেয়ে। বাহিরে রঙ্‌ চঙ্‌, ভিতবে মাখাল ফল। পাছে ওঁর অলঙ্কারগুলিন তুমি বন্ধক দেও সেই ভয়ে বুড়াব কাছে কাঁদাকাটি ক'রে যা'বাব জন্য পাগল হ'য়েছে। ও আপদে কাজ নাই, বালাই এখনই পাব কর, শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট বলদে কাজ নাই। আমি বোগা মানুষ, নতুবা শর্ম্মাবাম কারু তোয়াকা রাখেন না। উনি মনে কবেন, উনি না হইলে, আমাব সংসাব চলে না —গৌবাঙ্গ না হতেন যদি, কি হ'ত জীবেব গতি। তা যাক্‌, তুমি আছ, এক রকম চলে যা'বে, তুমি এখনই পাপ বিদায় কবে দেও।"

নকুড়েশ্বব ফিবিয়া আসিয়া কহিলেন "বাড়ীব তাদেব ত মত হয় না, তবে আমি অনেক বুঝাইয়া মত কবিয়াছি; আব আপনি ত নিতান্ত জিদ্‌ কবিতেছেন, কাজেই পাঠাইতে হইল, কিন্তু একটী কথা আমার কাছে স্বীকাব কবিতে হইবে—আমি যখন আনিতে যাইব, তখনই পাঠাইয়া দিতে হইবে।"

রামপদ। তা অবশ্য, রাধামাধব—সে কথা কি আর বলিতে আছে?

তখন উভয়ে পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিলেন যে সেই দিন ভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে আব শুভ দিন নাই, কাজেই সেই দিন বাত্রির গাড়িতে যাইবার পরামর্শ স্থিব হইল। নকুড়েশ্বর একটী ডুলির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন, এদিকে প্রস্থানেব উদ্যোগ হইতে লাগিল।

নির্ম্মলার এতক্ষণ প্রশান্তভাব ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে চিত্ত শোকাকুল হইল। অতীব জীবনের সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল। অতি শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, সে শোক নির্ম্মলাকে বড় একটা পাইতে হয় নাই, তথাপি অপবেব পিতা মাতাব ভালবাসা দেখিয়া মনে ক্ষোভ হইত। গৃহে নির্ম্মলা ভালবাসাব আস্বাদ কিছুই পায় নাই, তবে নিজে ভ্রাতাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত ও সেই সম্বন্ধে মৃগেন্দ্রবালাকেও যাব পব নাই ভক্তি করিত। এই জন্য তাহারা যে ভালবাসে না কিম্বা অনাদর করে তাহা ততটা বুঝিতে পাবিত না, বুঝিলেও তজ্জন্য মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইত না। আজ তাহাদিগকে পবিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—সে শোক বড়ই প্রাণে বাজিল। তাহার পব বিমলানন্দের মাতা ও বিমলানন্দকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতেও মন কাতব হইল। শোকের প্রবাহ একবার হৃদয়ে বহিলে শীঘ্র তাহা প্রশমিত হয় না।

তখন পরিচিত যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতেই শোক উদ্বেলিত হইতে থাকে। নির্ম্মলা প্রথমে যাইয়া প্রতিবেশীগণের নিকট একে একে বিদায় লইয়া পিসীমার নিকট আসিয়া সজল নয়নে প্রণাম করিল। পিসীমা অশ্রুপূর্ণলোচনে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন "এমন মেয়ে আর হবে না। মা আমার ঠিক্ যেন সাবিত্রী। মায়ের গুণে জামাই আমার দীর্ঘজীবী হবেন। এস মা কেঁদ না, আবার আমরা দুই এক মাসের মধ্যে লইয়া আসিব। তোর দাদা ঐ ঘরে পড়িতেছে, তাঁহাকে একবার প্রণাম করে আয়। আহা সে তোরে কতই ভালবাসে।" নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বিমলানন্দের ঘরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবনতমুখে সম্মুখে দাঁড়াইল। বিমলানন্দ কহিলেন "নির্ম্মল! আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। তুমি স্বামিঘরে যাইতেছ, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিবে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্ত্রীলোকের হইতে পারে না। যে নিজেকে ভুলিয়া গিয়া কর্ত্তব্যপালন করে, সেই প্রকৃত মানুষ। তোমার যেরূপ চরিত্র, ভগবান অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন। আমার একটী কথা শুনিতে হইবে—এই নোট খানা লও, আর কালীসিংহের মহাভারত গুলিন লইয়া যাও, অবকাশ মত পড়িবে।" নির্ম্মলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলানন্দ পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"কেন নির্ম্মল। তুমি ত কখনও আমার কথার বিপরীত কার্য্য কর নাই, তবে ইহা লইতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?" এই বলিয়া কুড়ি টাকার এক খানি নোট নির্ম্মলার হাতে দিয়া কহিলেন "ইহা দ্বারা তোমার স্বামীর চিকিৎসা করাইবে, আর আমি কলিকাতায় যাইয়া কাশরোগের ভাল ঔষধ পাঠাইয়া দিব।" নির্ম্মলার চক্ষুতে জল আসিল, মুছিতে মুছিতে নোট খানি আঁচলে বাঁধিয়া বাড়ীতে আসিল। এ দিকে ডুলি উপস্থিত। নির্ম্মলা মৃগেন্দ্রবালার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, শোকে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু কোন কবি সে স্থানে উপস্থিত থাকিলে, নির্ম্মলার মুখ খানিতে এই কয়েকটী কথা পড়িতে পারিতেন "বৌ আমি কত অপরাধই করিয়াছি, সে সব মার্জ্জনা করিয়া ক্ষমা কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।" মৃগেন্দ্রবালা সজোরে চরণ টানিয়া লইয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন "থাক্ থাক্ বোঝা গেছে, ও ভক্ত বিটলেমী দিয়া কাজ নাই, আমরা গরিব মানুষ, কত দুঃখ দিয়েছি, এখন আপন ঘরে গিয়ে গা

জুড়াওগে। আমি যত সহ্য করিয়াছি, আর যদি কেহ তাহার সিকির সিকি তস্য সিকি করে, তবে আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিও। যাক্ সে সব কথায় কাজ নাই। জগদীশ্বর জানেন আমি যদি কখন মন্দ বেসে থাকি, তবে যেন আমার দুটী চক্ষুর মাথা খাই।" এই কথা বলিয়া বৌ রাগে ফুলিতে ফুলিতে উত্তরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। এমন সময় নকুড়েশ্বর তথায় আসিয়া কহিলেন "কৈ এখনও দেরি করিতেছ, আর দেরি করিলে গাড়ী পাওয়া যাইবে না।" অগ্রজকে দেখিয়া নির্ম্মলা চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, মুখে বাক্যস্ফূরণ হইল না। নকুড়েশ্বরের চক্ষেও জল আসিল, মুছিয়া কহিলেন "কেঁদো না, আবার শীঘ্রই যেয়ে লইয়া আসিব।"

বিমলানন্দের মাতা একটী পুরাতন পেটরা দিয়াছিলেন, তাহাতেই নির্ম্মলার কয়েকখানি বই ও কালী সিংহের মহাভারত ও পূর্ব্বের কথিত কাঁথা খানি, একটী সিন্দূরের কৌটা, ক্ষুদ্র এক খানি আরসী, ও এক খানি চিরুনি ও দুই খানি বস্ত্র লইয়া নির্ম্মলা আজ শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিল। ডুলি অগ্রেই ষ্টেশনে যাইয়া পৌঁছিল, বৃদ্ধ পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন। স্বামীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া নির্ম্মলার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল, পূর্ব্ব রাত্রির সমুদায় কথা স্মরণ হইল, তখন একজন ডুলি বাহককে তাঁহার উদ্দেশে পাঠাইয়া দিল। ক্ষণ পরে অপর জন কার্য্য বিশেষে অন্যত্র চলিয়া গেল। মুটে মোট রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, কাজেই নির্ম্মলা একাকিনী ডুলির ভিতর বসিয়া স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছে। ক্রমে টিকি-টের সময় হইল। একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী সুরাপানে মত্ত হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ডুলির নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কৈ কোন লোক যে দেখিতেছি না, টিকিট লইবে না?" নির্ম্মলা নীরব নিস্পন্দ। আগন্তুক সমধিক উৎসাহিত হইয়া কহিল "ডুলির ভিতর কে? বাহির হইয়া এস, স্ত্রীলোকের কামরায় আসিয়া বৈস।" নির্ম্মলা কহিল "আমার লোক জন সব পুকুরে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছে, তাহারা আসিলে যাইব, এখন এখানে থাকি।" আগন্তুক একটু তেজের সহিত কহিল "এখানে ডুলি থাকা নিয়ম নহে, তুমি বাহির হইয়া আইস।" এই বলিয়া ডুলির কাপড় তুলিতে যাইতেছে, এমন সময়ে নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া কহিল "এখানে কে আছ এই মাতাল বেটাকে তাড়াইয়া দেও।" তখন ভয়ে

মাতাল সরিয়া গেল। ষ্টেশনে যাহারা টিকিট লইতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুই একজন ডুলির নিকট আসিল। এদিকে রামপদও সেই সময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ নোট খানি ও নগদ ৬৲ টাকা যাহা ছিল তাহা তাঁহার হস্তে দিল। অনতিবিলম্বে উভয়ে গাড়ীতে উঠিলেন। অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিল। ষ্টেশনে গোল হইয়াছিল, অনেকে মনে মনে তাহার অনেক প্রকার অর্থ করিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! মেয়েটী আপনার কে?"

রামপদ। গাড়ীতে অল্পক্ষণেরই সম্বন্ধ, পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

অপরিচিত ব্যক্তি। মহাশয় যে রাগ কর্‌লেন। যাহা হউক আপনি যে বিলক্ষণ ভদ্র, তাহা জানা গেল। একা এই মেয়েটীকে ষ্টেশনে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা পাঁচজন না থাকিলে, মাতালের হাতে আপনার যে কি সর্ব্বনাশ হইত, তাহা কি ঠিক আছে, আবার উল্‌টে আমাদের উপর রাগ, ভাল রে কলিকাল।

সকলেই সেই সঙ্গে বৃদ্ধকে ধিক্কার দিতে লাগিল। রামপদ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "না, না রাগ কর্‌বেন না, আপনারা ভদ্রেরই কার্য্য করিয়াছেন। তবে আমাদের মত লোকের এরূপ সঙ্গতি নাই যে গাড়ী রিজার্ভ করিয়া লই, পরিচয়াদি দিলে অনেক সময়ে লোকের নিকটে লজ্জা পাইতে হয়, তাই পরিচয় দিই নাই।" গাড়ীর সকলেই বলিল "তা বটে ত—তবে মহাশয় একটা ভুল করেছেন, স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে ত ভাল করিতেন।" ক্রমে একটা ষ্টেশন পরে কতক লোক নামিয়া গেল, এবং কতক নূতন লোক আসিল। একজন নবাগত বৃদ্ধ রামপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কোথায় যাইবেন?"

রামপদ। গোবরডাঙ্গা।

নবাগত ব্যক্তি। ও মেয়েটী বুঝি আপনকার কন্যা।

রামপদ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "না"।

নবাগত ব্যক্তি। তবে বুঝি আপনকার পুত্রবধূ, বাড়ী লইয়া যাইতেছেন?

পূর্ব্বের অপরিচিত ব্যক্তি যিনি তামাক খাইতেছিলেন তখন শ্লেষভাবে কহিলেন "মহাশয়, উহাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না, উনি তাহাতে বড়ই চটেন।"

নবাগত ব্যক্তি। তাতে আর দোষ কি? উনি বৃদ্ধ আর আমিও বৃদ্ধ, মেয়েটী নিতান্ত কচি, ইহাতে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধের কোন কারণ নাই, আর জিজ্ঞাসা করিলেও কোন দোষ হয় না।

রামপদ দেখিলেন বড়ই বিপদ। একবার পরিচয় দিতে অসম্মত হওয়ায়, যার পর নাই তিরস্কৃত হইয়াছেন, কাজেই এবার অসম্মত হইতে পারিলেন না, অথচ প্রকৃত পরিচয় দিতে সাহস হইল না। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া রামপদ কহিলেন "তা ভদ্রলোকের নিকট পরিচয় দিব তাহাতে দোষ কি? আমরা গোবরডাঙ্গায় নামিব—উনি আমার নাতনী, শ্বশুর বাড়ী হইতে বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

নবাগত ব্যক্তি হাস্য করিয়া কহিলেন "এমন গুরুতর সম্বন্ধ, কাজেই পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। আপনার নাতিনী যে আপনাকে দেখিয়া দশ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছেন।" রামপদ কি করেন, অনন্য উপায় হইয়া তাঁহার হাস্যের সহিত যোগ দিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন।

নবাগত ব্যক্তি। আপনার নাতজামাই কি কাজ করেন?

রামপদ। কোন কাজ করেন না, কলিকাতায় কলেজে পড়েন, এবার এ পরীক্ষা দিবেন।

নবাগত ব্যক্তি। তিনি কোন্ কলেজে পড়েন?

রামপদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে পড়েন।

একজন যুবা পুরুষ এতক্ষণ চসমাচক্ষে গাড়ীর আলোকে এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন, তিনি নবাগত ব্যক্তির ধৃষ্টতা দেখিয়া বিরক্ত হইতেছিলেন। তাঁহার মতে এরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তথাপি সে শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! তাঁহার নাম কি?" রামপদ দেখিলেন যুবার চেহারা খুব বড় লোকের মত, বিশেষ লেখাপড়া জানা লোক সুতরাং উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কহিলেন "তাঁহার নাম রামপদ।" যুবা বিস্মিতভাবে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "কৈ, মেট্রোপলিটান কলেজে বি এ ক্লাসে রামপদ নামে কাহাকে কখনও দেখি নাই। আমি ত নিজে সেই ক্লাসে পড়িতেছি।"

রামপদ। বিলক্ষণ, আমি কি তোমায় মটরপলটান্ বলছি যে তুমি তথায় রামপদ শর্ম্মাকে দেখিতে পাইবে?

যুবা। মহাশয় রাগ প্রকাশ করিবার অগ্রে আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে মেট্রোপলিটান কলেজ ও বিদ্যাসাগরের কলেজ একই কথা।

গাড়ীর সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

নবাগত ব্যক্তি। মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া অনেকটা সন্দেহ হয়, আপনকার নাতজামাই হয় ত ফাকি পড়িবেন।

রামপদ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন "উত্তম"।

নির্ম্মলা নিতান্ত দুঃখিত মনে সকল কথা শুনিতেছিল এবং লজ্জায় যার পর নাই সঙ্কুচিত হইয়া গাড়ীর একপার্শ্বে মৃতবৎ পড়িয়াছিল। রামপদ গাড়ীর লোকদের ভদ্রতায় নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এত যে আমন্দের কারণ হইয়াছিল, সকলই বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত জ্বালাতন হইতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশরোগের বৃদ্ধি হইল। নির্ম্মলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া স্বামীর বক্ষে পুরাতন ঘৃত মালিস করিতে লাগিল। পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া নির্ম্মলার অঙ্কে পতিত হইলেন; নির্ম্মলা পূর্ব্বের ন্যায় শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে রামপদর চৈতন্য হইল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; নির্ম্মলাও নিজের স্থানে যাইয়া পূর্ব্ববৎ বসিল। গাড়ীর সকলেই চমৎকৃত হইল। বৃদ্ধের উপর সকলেরই দয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে যাহারা বিরক্ত করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নির্ম্মলার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। যে যুবা পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাসী ছিলেন। তিনি নির্ম্মলার আচরণে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাহার নিকট বসিলেন এবং অনেক কথা বার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "উনি তোমার কে?" নির্ম্মলা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া উত্তর করিল "স্বামী।" বৃদ্ধা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, পরে নিজের ভগিনীপুত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "বাবা শরৎকুমার! তোমরা যাঁহাকে লইয়া এত তামাসা করিতেছিলে উনি এই মেয়ের স্বামী। আহা! মেয়ে ত নয় যেন একখানি পট। এমন গুণের মেয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, ঠিক যেন সাবিত্রী, আহা থাক্ ঠাকুর করুন যেন চিরদিন সুখে থাকে।" বৃদ্ধার নিকট এই নূতন সংবাদ শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। যুবা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "কি সর্ব্বনাশ, হায়রে কৌলীন্য প্রথা।" এই বলিয়া ম্লানমুখে পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্র

পড়িতে লাগিলেন। রামপদ অবনত মুখে যেন নিদ্রায় নিমগ্ন, কিছুই শুনিতে পান নাই, এই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই গাড়ী গোবরডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল। রামপদ যেন কত পরিত্রাণ পাইলেন—এই ভাবে মনের উৎসাহে নির্ম্মলাকে লইয়া নামিলেন। রামপদ একটী ভাবনায় পড়িলেন। যে রাত্রি আছে তাহাতে রাতারাতি বাড়ী যাওয়া হইতে পারে, অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়, মজুরা দিনের বেলা বিনা পাল্কী বা ডুলি কখনও যাওয়া হইতে পারে না, তাহাতে বিশেষ নিন্দা হইবে। অতি হীনাবস্থার লোকেও প্রথম বার স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার সময়ে একটু সমারোহ করিয়া থাকে, কাজেই রামপদ অগত্যা সে ব্যয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন; বিশেষ স্ত্রীর নিকট এতগুলি টাকা পাইয়াছেন, মনে যার পর নাই আনন্দ হইয়াছে একারণ স্থির করিলেন কিছু ব্যয় হয় সেও ভাল, তথাপি কাল পাল্কী করিয়া লইয়া যাইব; লোকজন সকলে জানিবে যে রামপদর শ্বশুর খুব বড়লোক, তাহাতে গ্রামে বেশ মান বৃদ্ধি হইবে, নির্ম্মলারও খুব আদর হইবে। এইরূপ ভাবিয়া বৃদ্ধ নির্ম্মলাকে কহিলেন "দেখ, এ রাত্রিতে পাল্কী পাওয়া যাইবে না, আজ এস একটা দোকানে থাকি, কাল সকালে যাওয়া যাইবে।"

নির্ম্মলা। বাড়ী কত দূর?

রামপদ। তিন চারি ক্রোশ হইবে।

নির্ম্মলা। তবে আর অনর্থক খরচা করিবার আবশ্যক কি? চলুন হেঁটে যাই। এখনও যে রা'ত আছে তাহাতে বেশ বাড়ীতে যাওয়া যাইবে, কেহই দেখিতে বা জানিতে পারিবে না।

রামপদ অবাক্ হইয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "তুমি সত্য সত্যই পূর্ণলক্ষ্মী, তুমি আমার সংসারে গেলে, আমার সংসার উথলিয়া উঠিবে।" বৃদ্ধ একজন মুটের মাথায় পেঁটারাটী উঠাইয়া দিয়া সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন।

নিশাবরজনী আজ কি শোভমানা! ধীরে ধীরে সুমন্দ বায়ু বহিতেছে। চন্দ্রের সুধার ধরাতল ভাসিতেছে। রজনী আঁধারের অপূর্ব্ব অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসারিত করিয়া কেমন হাসিতেছে। রামপদ সে হাসির সহিত নিজের হাসি মিশাইয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

তাঁহারে সৌভাগ্যে আজ সকলেই উল্লসিত। তাঁহাকে সকলেই অভিবাদন করিতেছে। ঝিঁ ঝিঁ রবে আজ কি মধুর বীণাবাদিত হইতেছে। চক্রবাক বিরহবিলাপ ভুলিয়া প্রণয়মাহাত্ম্য গাহিতেছে। পাদপরাজি কোমল লতিকার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া বিভোর ছিল, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে হস্তপ্রসারণ করিতেছে, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া কতই উৎসুক হইয়াছে। আকাশতলে শশাঙ্কদেব তারাদলসহ কৌতুক করিতেছিলেন, রামপদকে যাইতে দেখিয়া ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শুভ্র মেঘরূপ বসনে আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য তারাদল কতই কৌশল করিতেছে। বৃথা চেষ্টা। রামপদ যে সুখরাজ্যে যাইতেছেন, নিশানাথ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দিকে চলিতেছেন—আর নির্ম্মলার ন্যায় ঐ ক্ষুদ্র তারাটী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। রামপদ মনে মনে কহিলেন— আমরা কি নভোমণ্ডলের ঐ দৃশ্যের প্রতিবিম্ব? বলিতে বলিতে ভাবিতে ভাবিতে তিনি অধীর হইলেন, নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু উদ্গত হইল। তিনি উল্লাসভরে উৎসাহপদে চলিতে লাগিলেন এবং প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলাকে লইয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্বামি-গৃহ

প্রভাত হইবামাত্র গ্রামের ঝী বৌরা একে একে নির্ম্মলাকে দেখিতে আসিল, সকলেই তাহার রূপের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। রামপদ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন এবং নীরবে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন, শুনিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া প্রফুল্ল মনে প্রতিবেশীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, অতি অল্প সংখ্যক লোকের বসতি। রামপদ ভিন্ন গ্রামে আর এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে, সে বাড়ীর কর্ত্তা রসিকলোচন মুখোপাধ্যায়। গ্রামের সকলেরই অবস্থা সামান্য, তবে রসিকলোচন দু দশ টাকা লোককে ধার দিয়া থাকেন, কয়েক ঘর প্রজা আছে, কাজেই তিনি গ্রামের মধ্যে একটু মান্যগণ্য লোক। রামপদর একখানি ক্ষুদ্র খড়ের ঘর, ও তাহারই পার্শ্বে এক খানি চালা, তাহাতেই রন্ধনাদি হইয়া

থাকে। বাড়ীর উত্তরাংশে তিন চারি বিঘার একটী আম্র, নারিকেল ও সুপারির বাগান আছে, তদ্ভিন্ন পাঁচ বিঘা ধানী জমি আছে। বাড়ীর উঠান জঙ্গলপূর্ণ, এবং ঘরের মধ্যে ইন্দুরের উৎপাতে অতীব অপরিষ্কৃত ছিল, নির্ম্মলা দুই এক দিনের মধ্যে সমুদয় পরিষ্কার করিয়া লইল। বাড়ীটী সুন্দর শ্রীধারণ করিল। বাগানে যে আম্র ও নারিকেল ছিল তাহা ব্যাপারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দশ বার টাকা হইল। রামপদ কহিলেন "দেখ, এই কয়েকটী টাকা তোমার বুদ্ধিতে পাওয়া গেল, আর তুমি পূর্ব্বে যে কুড়ি টাকার নোট দিয়াছ তাহা মজুত আছে, তদ্ভিন্ন আমি বিবাহ করিয়া কয়েকটী সোণার অঙ্গুরী পাইয়াছি—এই সকল দিয়া তোমাকে দুইগাছি বালা গড়াইয়া দি।" নির্ম্মলা কহিল "বালার দরকার নাই, ঐ টাকা দিয়া আপনার চিকিৎসা করুন।" বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "পাগল, আমি কি ঔষধ করিতে কিছু বাকি রাখিয়াছি? এখন হা'র মেনেছি, আমার ঔষধে কিছু হবে না, মাঝ থেকে তুমি ফাঁকি পড়িলে কি লাভ হইবে? তোমার কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।" নির্ম্মলা কাতরভাবে কহিল "আপনার অসুখই যদি ভাল না হয়, তবে আমি বালা নিয়ে কি করিব? আপনি হতাশ হইবেন না, উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলেই আরোগ্য হইবেন।" নির্ম্মলা এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে ডাকহরকরা একটা মোড়ক আনিয়া দিল। নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল, বিমলানন্দ কলিকাতা হইতে কাশরোগের ঔষধ পাঠাইয়াছেন। ঔষধের সঙ্গে একখানি পত্র পাইয়া নির্ম্মলা পড়িতে লাগিলঃ——

স্নেহের নির্ম্মল!

আমি কল্য কলিকাতায় আসিয়া এখানকার জনৈক বিখ্যাত কবিরাজের ব্যবস্থামত ঔষধ পাঠাইয়া দিলাম। আশা করি উহা সেবনে তোমার স্বামীর কাশরোগ সম্যক্‌রূপে আরোগ্য হইবে। ঔষধের ব্যবস্থা তাহার গায় লেখা আছে। রীতিমত যাহাতে ঔষধসেবন ও নিয়মপ্রতিপালন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। তোমাদের বাড়ীর সকলের কুশল দেখিয়া আসিয়াছি। আমি ভাল আছি। তোমার স্বামীকে আমার নমস্কার জানাইবে ও তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিমলানন্দ শর্ম্মা।

রামপদ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে এই ঔষধ পাঠাইয়াছেন, কেই বা এই পত্র লিখিয়াছেন। নির্ম্মলা পত্র খানি স্বামীর হস্তে দিয়া কহিল "বিমল দাদা এই ঔষধ ও পত্র পাঠাইয়াছেন।"

রামপদ। কোন্ বিমল দাদা?

নির্ম্মলা। আমার সেখানকার ওবাড়ীর পিসীর ছেলে।

রামপদ। চিনেছি। ওঃ ছেলেটীর ত খুব দয়া মায়া আছে। আমি কোথাকার কে, আমার জন্য ঔষধ পাঠাইয়াছেন। বেশ, বেশ, বেশ।

নির্ম্মলা। আপনাকে যে কুড়ি টাকা দিয়াছি তাহাও তিনি দিয়াছেন—আপনার চিকিৎসার জন্য দিয়াছেন।

রামপদ। বটে? এ কথা তুমি আগে বল নাই কেন? তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে বিশেষ আলাপটা করে আসিতাম। আমি প্রথম দিন তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করি নাই। কি জান আমার স্বভাব এমনি যে অল্পেতেই তাহা জল হইয়া যায়, অপর লোকের ন্যায় আমি মনে কোন কথা পাকাই নয়।

নির্ম্মলা কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। রামপদ কহিতে লাগিলেন "আমার কোন কথা পেটে থাকে না—আমি প্রথম দিন তোমাকে বই পড়িতে দেখিয়া চটিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি আমার অন্যায় হইয়াছে। লেখা পড়া শিখিলে যে স্ত্রীলোক মন্দ হয় না, তাহা তোমাকে দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছি। আর আমি দেখিতেছি আজ কালকার ছেলে পিলেরা সাবেক কালের ছেলেদের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। প্রথম ইংরাজী পড়ে অনেকেই খিষ্টান হয়েছিল, অনেকে সাহেব সেজে সাহেবের হোটেলে অখাদ্য খাইত, গুরুজনকে যাহা মুখে আসিত তাহা বলিত, খাদ্যীয় শালগ্রামের যে দশা হইত, বাপ্‌রে সে কথা মুখে আসিলেও পাপ হয়, কিন্তু এখনকার ছেলেদের মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।"

নির্ম্মলা এতক্ষণ একদিকে যেমন কর্ণে শুনিতেছিল, অপর দিকে তেমনি একে একে ঔষধের ব্যবস্থা ও নিয়মগুলি পড়িতেছিল, পরে স্বামীর কথা শেষ হইলে কহিল "আপনি এখন এই বড়ীটা খেয়ে ফেলুন।" রামপদ তাহাই করিলেন, পরে কহিতে লাগিলেন "দেখ, যখন বিমল বাবুর কল্যাণে ঔষধ পাওয়া গেল, তখন এ টাকা দিয়া ঔষধ কিনিবার ত দরকার নাই, আমার ইচ্ছা তোমাকে দুগাছি সোণার বালা গড়াইয়া দি, তোমার খালি

হাত দেখিয়া আমার কষ্ট হয়, যে দুই গাছি শাঁখা আছে তাহারও রঙ উঠিয়া গেছে।” নির্ম্মলা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া পরে অবনতমস্তকে কহিল “আপনি আমার অলঙ্কারের জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আপনি একটু সুস্থ হইয়া শেষে গড়াইয়া দিবেন, আর সোণার বালা দিয়া কি হইবে, কয়েকগাছি রূপার চুড়ী তৈয়ার করিয়া দিলেই হইবে, এখন সে সব দিয়া কাজ নাই। অলঙ্কারে টাকা মিছে ব্যয় না করিয়া সেই টাকা দিয়া, জমি করিলে, আর কোন ভাবনা থাকিবে না।” রামপদ কথাগুলি শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে উভয়বিধ ভাবে যার পর নাই অভিভূত হইলেন, এবং আর কোন উত্তর না করিয়া একান্তমনে নির্ম্মলার গুণের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে আপ্লুত হইল। রামপদ স্বীয় বসনে তাহা মোচন করিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে সস্নেহভাবে তাকাইয়া গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন “এ হতভাগ্য যদি প্রথম বয়সে তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা লইয়া সংসার করিতে পারিত, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে এ কঠিন পীড়া হইবে কেন? একজন স্ত্রীতে যদি এত গুণ দেখিতাম, তবে এত বিবাহ করিয়া শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক যন্ত্রণায় এ শরীর এত জীর্ণ শীর্ণ কখনই করিতাম না। কিন্তু এখন আর তাহা ভাবিলে কি হইবে?” এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রুজলে বৃদ্ধের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তদ্দর্শনে নির্ম্মলার সুকোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, তাহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যোদ্দেশে গমন করিলেন।

এ সংসারে অপরকে সুখী করিতে পারিলে চিত্তে যে অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ জন্মে, তাহার তুলনায় নিজের ভোগ্য সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর। নির্ম্মলাকে যে কেহ দেখিত, সেই তাহার অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে নিতান্ত হতভাগিনী বলিয়া ব্যথিত হৃদয় হইত, কিন্তু সরলা বালিকা নিজের অবস্থা সেরূপ কিছুই বুঝিতে পারে নাই; প্রত্যুত যখন তাহার সেবা শুশ্রূষায় বৃদ্ধকে নিতান্ত পরিতুষ্ট দেখিত, তখন তাহার মন যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইত। যখন দেখিত তাহার মধুর যত্নে, স্বামীর শরীরের ব্যাধি দিন দিন অপসারিত হইয়া যাইতেছে এবং তাঁহার মুখ-মণ্ডলে সন্তোষ ও তৃপ্তির অনুপম শোভা সমুদ্ভাসিত হইতেছে এবং স্বাস্থ্যের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তদীয় বিশুষ্ক দেহমালঞ্চ বিকাশোন্মুখ হইতেছে.

তখন নির্ম্মলার অন্তঃকরণে যে কত অলৌকিক আনন্দের তরঙ্গ খেলিত তাহা কে গণনা করিতে পারে? হৃদয়ে সেই অখণ্ড আনন্দ সংপূরিত করিয়া যখন নির্ম্মলা দাঁড়াইত, তখন সংসারের কোন্ ভাগ্যবতী স্পর্দ্ধা করিয়া সেই ভুবনমোহিনীকে হতভাগিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিত? এইরূপে স্ত্রীর যত্নে এবং বিমলানন্দের প্রেরিত ঔষধের গুণে রামপদ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বিমলানন্দ নির্ম্মলার পত্রে তদ্বিষয় অবগত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং পুনরায় অধিক মাত্রায় ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে কয়েক মাস পরম সুখে অতিবাহিত হইল। রামপদর স্বভাব পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উগ্র ছিল কিন্তু এক্ষণে তিনি মাটীর মানুষ হইয়া পড়িলেন। সংসারেরও দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। নির্ম্মলার কথামত একটী ঢেঁকিঘর হইল এবং হাতে যে টাকা ছিল তাহা দিয়া আরও পাঁচ বিঘা ধানী জমি জমা লওয়া হইল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে নির্ম্মলার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

পূজার সময় উপস্থিত হইল। রামপদ নির্ম্মলাকে না বলিয়া তাহার জন্য কয়েকগাছি রূপার চুড়ী আনিয়া দিলেন, দেখিয়া প্রথমতঃ নির্ম্মলার মনে কষ্টবোধ হইল, কিন্তু পাছে স্বামী মনে বেদনা পান, সেই ভয়ে তাহা হাতে পরিল। এদিকে রামপদ নিজেকে একটু সুস্থ দেখিয়া বিশেষ অনিয়ম করিতে লাগিলেন, আহারাদি সম্বন্ধে লোভ বাড়িল। নিজের ঘরে লোভ চরিতার্থ করিবার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু প্রতিবেশীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে, বিশেষ অনিয়ম করা হইত। সম্মুখে শ্যামাপূজা উপস্থিত। নির্ম্মলা অগ্রে হইতে বারণ করিয়া রাখিল, "দেখুন, আপনি কোন নিমন্ত্রণে যাইবেন না, রাত্রিতে হিম লাগিয়া নিশ্চয়ই আপনার অসুখ বাড়িবে।" রামপদ বলিলেন "রাধামাধব, আমি কি পাগল যে সেরূপ কার্য্য করিব?" দেখিতে দেখিতে শ্যামাপূজার দিন উপস্থিত হইল। গ্রামে রসিকলোচনের বাড়ীতে পূজা ছিল, তিনি দিনের বেলায় নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তখন নির্ম্মলা ঘরে ছিল না, কাজেই রামপদর সাধ্য হইল না যে তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। নির্ম্মলা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজে রসিকলোচনের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার মায়ের নিকট বলিল "দেখুন, মা, তাঁহার কাশের পীড়া রহিয়াছে, এখনও ঔষধ সেবন করিতেছেন, রাত্রিতে জাগরণ করিলে বা নিমন্ত্রণ খাইলে অসুখ বাড়িবে,

তাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।” রসিকলোচনের বিধবা ভগিনী নিকটে দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিয়া মুখখানি বাঁকাইয়া কহিতে লাগিল “বাপ্‌রে, সাবাস্, এতটুকু মেয়ের মুখে এ বুড়মী ধরণের কথা শুনিলে গা যেন জ্বলে উঠে। ও’র খোকাস্বামী পাছে কুপথ্য করে, তাই এসে আমাদিগকে সাবধান ক’রে যাচ্ছেন। আমরা এমনি শত্রু ও বোকা যে কিছুই বুঝি না, যা তা খাওয়াইয়া উহাঁর স্বামীকে মেরে ফেল্‌ব।” নির্ম্মলা নিরুপায় হইয়া অবনতবদনে বসিয়া রহিল, কথাগুলি যেন তীক্ষ্ণস্বরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধিল, চক্ষুতে জল আসিবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে তাহা নিবারণ করত নীরবভাবে বসিয়া রহিল। বসিকলোচনের মাতা কহিলেন “তা মা গ্রামে ত আর বামন নাই, অন্য গ্রামের বামন আসিবে, আর আমার নিজগ্রামের বামনটী পাবে না, তাহা আমার সহ্য হবে না; তা বাছা তুমি যাহা ভয় করিতেছ, তাহা হবে না, কোন কুপথ্য করিতে দিব না। আমি নিজ হাতে দই পেতেছি, তাহা দিয়া তিনি যেন আসিয়া দুটী ভাত খেয়ে যান, আমি মিষ্টি টিষ্টি কিছু খেতে দেব না।” নির্ম্মলা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে আর সাহস হইল না। তখন এ কথায় সে কথায় কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া স্বামীকে নিমন্ত্রণে যাইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিল। রামপদও সে কথায় সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রসিকলোচন হাসিতে হাসিতে দূর হইতে “কি হে দাদা বাড়ীতে আছ? দাদাকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, দাদাকে বৌ ভেড়া করে মাচার তলে বেঁধে রেখেছে”—এইরূপ বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামপদ বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, রসিকলোচনকে দেখিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন “এস ভাই এস, ভায়ার সঙ্গে কথায় কেউ পারিবে না।” রসিকলোচন কহিলেন “না এখন আর বস্‌ব না, চলুন আমাদের বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলা দিবেন, আর বৌকেও যেতে হবে; তিনি নাকি খুব ভাল রাঁধিতে পারেন, দাদা ত এক দিন খাওয়াইলেন না, যা পরের মুখে শুনি, আজ পরীক্ষায় জানা যাবে।” বলা বাহুল্য যে সেই রাত্রিতে উভয়কেই রসিকলোচনদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। নির্ম্মলা প্রায় দুই শত লোকের রান্না নিজে রাঁধিয়াছিল। নিজে রন্ধনশালায় আবদ্ধ ছিল, কাজেই স্বামী কোথায় কি ভাবে

আছেন, তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রথম রাত্রিতে সকলে উঠানে হিমে বসিয়া যাত্রা শুনেন, পরে রাত্রি ২।৩ টার সময়ে সকলে আহার করেন। নির্ম্মলার নিষেধ না শুনিয়া তিনি পেট ভরিয়া দধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। এমন সুন্দর রন্ধন হইয়াছিল যে সকলেই "কাহার পাক" এই কথা জানিতে ব্যগ্র হইল। রসিকলোচন সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া রামপদর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "আমার দাদার পঞ্চদশ বর্ষীয়া ব্রাহ্মণীর সুন্দর হস্তে এই সকল রন্ধন হইয়াছে।" যুবাদের মধ্যে খুব হাস্যের রোল উঠিল, বৃদ্ধেরা গম্ভীরভাবে খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহারান্তে সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল, কেহ আসিয়া ঠাট্টা করিয়া রামপদর গাত্রে ও বস্ত্রে অন্ন ছড়াইয়া দিল। রামপদ হাসিতে হাসিতে পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে নির্ম্মলা শেষ রাত্রিতে তাড়াতাড়ি মুখে দুটি ভাত দিয়া বাড়ী আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। রামপদ শয্যায় পড়িয়া কাঁপিতেছেন, উঠিয়া যে কোন শীতবস্ত্র গাত্রে দিবেন সে ক্ষমতা নাই। শ্লেষ্মায় কণ্ঠরোধ হইয়াছে। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নির্ম্মলা একটি লেপ পাতিয়া তাহাতে স্বামীকে শয়ন করাইয়া, অপর একটি লেপে তাঁহার শরীর আবৃত করিল, তৎপর নিকটে অগ্নি জ্বালিয়া হস্ত পদে সেক দিতে ও তারপিন তেল দিয়া বুকে মালিশ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে শরীরের কম্পন নিবৃত্ত হইল, শ্লেষ্মাও কতক পরিমাণ অধোগত হইল; রামপদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত "ওঃ বাঁচলেম" বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, নির্ম্মলাও কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু হায় সেই রজনীর নিদারুণ অত্যাচারে বৃদ্ধের শরীর চিরদিনের তরে ভগ্ন হইয়া পড়িল, কিছুতেই উপশম হইল না। দিবারাত্র কঠোর শুশ্রূষার দ্বারাও নির্ম্মলা সে গতি আর ফিরাইতে পারিল না। নিরুপায় দেখিয়া বিমলানন্দকে সমুদায় বিষয় খুলিয়া লিখিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। নিজে আসিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পরীক্ষা নিকটে কাজেই পারিলেন না। সবিশেষ যত্ন সহকারে নির্ম্মলা সেই ঔষধ স্বামীকে সেবন করাইতে লাগিল, কিন্তু কোন

ক্ষণই দর্শিশ না। ক্রমে পীড়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল, শরীরের দুর্গন্ধে কেহই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। নির্ম্মলা এত পরিষ্কার করিয়াও কিছুতেই সে দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে পারিল না। দিবারাত্র স্বামীর কাছে বসিয়া কত যে মানসিক করিত, কত দেবতাদিগকেই যে ডাকিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামের বৃদ্ধারা দেখিতে আসিয়া কহিতেন "একে এই বয়স, তাহার উপর এই রোগ, তবে বৌটী পূর্ণলক্ষ্মী, তাই এতদিন বাঁচিয়া আছেন।" নিকটে কোন ডাক্তার নাই যে তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা হইতে পারে। অগত্যা নির্ম্মলা রসিকলোচনের মাতার নিকট যাইয়া কহিল 'মা! আপনি ঠাকুরপোকে ব'লে গোবরডাঙ্গা হইতে ডাক্তার আনিয়া দিউন। আমার ঘর বাড়ী জিনিসপত্র সমুদয় তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিতেছি।" রসিকলোচন সমুদয় শুনিয়া কহিলেন "তা বটে কিন্তু বন্ধক দিবার ক্ষমতা ত বৌর নাই, তবে বৌ যদি আমায় বলেন, তবে আমি তাঁহার কথামত ডাক্তার আনিয়া দি।" নির্ম্মলা তাঁহার মাতার দ্বারা বলিল "আপনি কিছুই ভাবিবেন না, টাকা যে গতিকে হউক পরিশোধ হইবে।" রসিকলোচন ঈষৎ হাসিয়া "আচ্ছা তাহা হইলেই হইল, মনে থাকিলেই হইল" বলিয়া ছাতা লাঠি লইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন এবং বৈকালে ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবু সরল প্রকৃতির লোক, তিনি রোগীর অবস্থা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "এ রোগীকে সুস্থ করা আমার সাধ্য নহে, তবে গোবরডাঙ্গার বাবুদের বাড়ীতে আজ কাল একজন বিখ্যাত দেশীয় সিভিল সার্জ্জন আসিয়াছেন, তাঁহাকে আনাইয়া দেখাইতে পারিলে প্রতীকার হইলেও হইতে পারে।" যাহা হউক, সেদিন ডাক্তার বাবুর ভিজিট ও পাল্কী ভাড়া ইত্যাদিতে ১২৲ বার টাকা লাগিল। নির্ম্মলা টাকা বাহির করিয়া রসিকলোচনের হস্তে দিল। রসিকলোচন কহিলেন "বৌ একটু এই দিক্ এস, একটা বিশেষ কথা আছে।' এই বলিয়া একটু অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মলা কি করে, ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া চালার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। রসিকলোচন নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "বৌ তোমার টাকা কড়ি কিছুই লাগিবে না, এ টাকা তুমি রেখে দেও,. এ টাকা ত তোমার একটা হাসির দাম নহে।" নির্ম্মলা শুনিয়া ক্রোধে, ঘৃণায় ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপাদবিক্ষেপে

স্বামীর নিকট আসিয়া বসিল। রসিকলোচনও অভিমানে কুপিত হইয়া তেজোগম্ভীরমুখে ডাক্তারের নিকট আসিয়া টাকা কয়েকটী তাঁহাকে দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, ডাক্তার বাবুও প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, নির্ম্মলা স্বামীর পদপ্রান্তে নিরাশ মনে খানিক বসিয়া রহিল পরে শোকে হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। আবার রসিকলোচনের ধৃষ্টতা মনে পড়িয়া সহসা অশ্রু শুকাইয়া গেল, নয়নযুগল তেজোবিস্ফারিত হইল, মনে হইতে লাগিল উহার মস্তক এই মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলি। আবার বড় ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। তিনি তবে সামান্য ডাক্তার নহেন, তাঁহাকে আনিতে পারিলে, অবশ্যই আমার স্বামী রোগমুক্ত হইবেন। এইরূপ নানা চিন্তার পর স্থির হইল যে গতিকে হউক, বড় ডাক্তারকে আনিতে হইবে। কিন্তু টাকা কোথায়? লোক কোথায়? রসিকলোচনের নাম স্মরণ করিতেও ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। নির্ম্মলা গ্রামের অপর কয়েক বাড়ী যাইয়া ডাক্তারকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহাদের কাহারও টাকা নাই, বিশেষ তাহাদের এরূপ সাহস হয় না যে ডাক্তার সাহেবের নিকট যায় বা তাঁহাকে লইয়া আইসে। সকলেই বলিল রসিকলোচন ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কাহারও দ্বারা হইবে না। কেহ কেহ বা বলিল "দেখ একে এই বয়স তাহার উপর এই রোগ, আরোগ্য যে হবেন সে আশা নাই, তবে তোমার কপালে এখনও বাঁচিয়া আছেন, কেন বাছা মিছামিছি সর্ব্বস্ব খোয়াইবে, কা'ল যদি ভাল মন্দ হয়, তবে তুমি কোথায় দাঁড়াইবে?" নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া আসিল। মনে হইতেছে ডাক্তারকে আনিতে হইবেই হইবে, অথচ রসিকলোচনের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না, শেষে শেষ সঙ্কল্প বিদূরিত হইল। নির্ম্মলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রসিকলোচন সম্পর্কে দেবর, তাই হয় ত তামাসা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন, উহাঁর স্বভাবই ঐরূপ বোধ হয়, ভিতরে কোন গোলমাল নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার রসিকলোচনের বাড়ীতে গেল এবং তাঁহার মাতার নিকট যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সবিশেষ জানাইল। রসিকলোচনের মাতা পুত্রকে ডাকাইয়া কহিলেন "রসিক, বাবা, বৌমা আসিয়া কাঁদিতেছেন, আহা এমন মেয়ে আর দেখি নাই, উনি বলিতেছেন যে গোবরডাঙ্গা হইতে বড় ডাক্তারকে আনিয়া দিতে হইবে। বৌমা

নিজের হাতের চুড়ী ও কয়েকটা সোণার আংটী আনিয়াছেন, তদ্ভিন্ন বিষয়াদি যাহা কিছু আছে, তোমাকে সব দিতে চাহিয়াছেন, তুমি বাবা সেই বড় ডাক্তারকে আনিয়ে চিকিৎসা করাও। যাও বাবা বৌমার কান্না দেখে আমার চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছি না। আহা রামপদ ত আমার পর নহে, পোড়া রোগে বাছাকে কি কুক্ষণে ধরেছে।" এই বলিয়া বৃদ্ধাও কাঁদিতে লাগিলেন। রসিকলোচন ধীর গম্ভীর ভাবে কহিলেন "মা আমি সকলই বুঝি, আমি ত আগেই বলিয়াছি যে বিষয়াদি কিছুই বিক্রয় বা বন্ধক রাখিতে হইবে না, আমি নিজে টাকা দিয়া চিকিৎসা করাইতেছি, শেষে দাদা ভাল হইয়া আমাকে পরিশোধ করিবেন। তবে বৌর আচরণে আমি যার পর নাই চটিয়াছি, নতুবা রামপদ দাদার পীড়াতে রসিকলোচন শর্ম্মা কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কথা এই কাল বৌকে একটু সামান্য তামাসা করিয়াছিলাম, তাই বৌ তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া আমার মুখ পর্য্যন্ত দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ আগে আমাদের বাড়ী না আসিয়া অপরাপর বাড়ী গিয়াছিলেন, শেষে কোন খানে কিছু করিতে না পারিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন।" রসিকলোচনের মাতা আপনা হইতেই কহিতে লাগিলেন, "বাবা। বৌমা ছেলেমানুষ, ওঁর কি বুদ্ধি সুদ্ধি আছে যে বুঝবেন দেবরে তামাসা ক'রে থাকে; আর বাবা উহাঁরই বা দোষ কি? নিজে কত কষ্ট পাইতেছে, দিবারাত্রি জেগে জেগে সারা হয়েছে, এমন যে চাঁদের মত মুখখানি তাহাতে কালিমা পড়েছে, এ সময়ে কি কাহারও তামাসা ভাল লাগে, ভাল বলিলেও রাগ হইবার কথা। তা যাক্, ও সব ভুলে যেয়ে এখন যাহা উচিত হয় তাহাই কর।" রসিকলোচনের ভগিনী হঠাৎ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া মায়ের কথা শুনিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল "উচিত আবার কি গা? বৌটী দেখিতে ঐ টুকু কিন্তু বিদ্যা কম নহে, উনি ভূতোর মায়ের নিকট লাগাইয়াছেন যে শ্যামাপূজার রাত্রি আমরা ছাই মাটী খাওয়াইয়াছি তাইতে উহাঁর তিনি ভুগিতেছেন, আবার আজ কোন্ মুখ লইয়া আমার দাদার নিকট আসিয়াছেন বলিতে পারি না। লোকে যে বলে থাকে, এক কাণ কাটা যায় গ্রামের বাহির দিয়ে, আর দুই কাণ কাটা যায় গ্রামের ভিতর দিয়ে, আজ সত্য সত্যই তাহা দেখিলাম।" নির্ম্মলা হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল, তাহার মস্তকে

যেন বজ্রপাত হইল, আকুলভাবে কাঁদিয়া কহিতে লাগিল "না ঠাকুরঝী, আমি এমন কথা কখনও মুখে আনি নাই; আমি ভূতোর মাকে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই।" রসিকলোচনের মাতা কন্যার উপর বিরক্ত হইয়া কহিলেন "সর্ব্বনাশীর সময় নাই অসময় নাই, মুখের উপর যা তা ব'লে লোকের মনে বেদনা দেয়; সেই পাপেই ত নিজের এই দুর্দ্দশা হয়েছে।" রসিকলোচনের ভগিনী মায়ের সঙ্গে উত্তম মধ্যম ঝগড়া করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল; স্থানটী শান্ত হইল। রসিকলোচন পুনরায় কহিলেন "মা! বৌ একা মানুষ, বৌ কি একা এত বড় রোগের শুশ্রূষা করিতে পারেন, তা বৌ যদি আমাকে পর না ভাবেন, তবে নিজে যাইয়া সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে পারি।" রসিকলোচনের মুখ হইতে এরূপ উদার কথা শুনিয়া নির্ম্মলা মনে মনে নিজেকে অপরাধিনী মনে করিয়া তাঁহার মায়ের চরণ ধরিয়া কহিতে লাগিল "মা, আপনি ঠাকুরপোকে বলুন, আমার অপরাধ হয়েছে, আপনারা ভিন্ন মা আমার আর কে আছে? আপনারা আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে আর কে করিবে? মা, ঠাকুরপো যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।" রসিকলোচন স্থিরভাবে সমুদয় কথাগুলি শুনিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবকে আনিতে প্রস্থান করিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বিশুষ্কমুখে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় রোগীর পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন একই ভাবে একই স্থানে রোগীর পদপ্রান্তে একটী মূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে! এমন দরিদ্রের কুটীরে এ স্বর্ণলতা কোথা হইতে আসিল, দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। রসিকলোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মেয়েটী কি রোগীর কন্যা না পুত্রবধূ?" রসিকলোচন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আজ্ঞা না, উহাঁর পত্নী।" "কি! পত্নী।" বলিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ডাক্তার মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। রসিকলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন "রোগীর অবস্থা কিরূপ দেখিলেন।" ডাক্তার ধীরে ধীরে কহিলেন "ভাল নয়, দুই এক দিনের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে, ফুস্‌ফুস পচিতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও অনেক প্রকার

দুশ্চিকিৎস্য উপসর্গ ঘটিয়াছে—সে সমুদয় আপনাকে বুঝান সহজ নহে। আপনারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন কেন ?" রসিকলোচন পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা বিবৃত করিয়া বলিলেন, এবং যে গতিকে নির্ম্মলা তাঁহাকে আনাইয়াছে তাহাও বলিলেন। সমুদয় কথা শুনিয়া এবং গৃহাদি ও স্থানের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল। ডাক্তার কহিলেন এই ঔষধটী লিখিয়া দিয়া যাইতেছি এখনই আনাইয়া সেবন করাইবেন; আমি কল্য আবার আসিব। যদিও অবস্থা নির্ভরসার বটে, তথাপি রোগীকে আমি অল্পে পরিত্যাগ করি না।" নির্ম্মলা দ্বারদেশে আসিয়া ধীরে ধীরে গদগদস্বরে কহিতে লাগিল "বাবা! আপনার নাম শুনিয়া আমার কেমন মনে হইয়াছে, আপনার দ্বারা এ রোগ আরোগ্য হইবে। আপনাকে যে টাকা দি, সে ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে আমাদের বিষয়াদি যাহা কিছু আছে তাহা বিক্রয় করিয়া আপনাকে দিব, আপনি একটু দয়া করিলে আমরা রক্ষা পাই।" এই বলিয়া নির্ম্মলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। ডাক্তার মহোদয় সকরুণ ভাবে কহিলেন "মা, তোমার কিছুই দিতে হইবে না, আমি তোমার নিকট কিছুই লইব না। আমি যে মহৎ ভাব দেখিয়া গেলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আমি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। আর আমার একটী কথা শুনিতে হইবে, তোমার স্বামীর পথ্যাদির বন্দোবস্তের জন্য আমি কিছু দিতে মানস করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে" এই বলিয়া দশ টাকার একখানি নোট দরজার কাছে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্কীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। সকলেই চমৎকৃত হইয়া রহিল। নির্ম্মলার বোধ হইল কোন স্বর্গীয় পুরুষ অনুকম্পা প্রদর্শনে তাহার কুটীরে অবতীর্ণ হইয়া তাহার স্বামীর ব্যাধি বিতাড়িত করত অন্তর্হিত হইলেন। চমৎকৃত হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল, সে নোট স্পর্শ করিতে সাহস হইল না। রসিকলোচন কহিল "বৌ নোট খানা তুলিয়া রাখ।" নির্ম্মলা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে কথা বলে নাই, আজ আর না বলিয়া থাকিতে পারিল না, তাই প্রকাশ্যে কহিল "উহা আপনি রাখুন, ঔষধ কিনিয়া আনিতে হইবে।" রসিকলোচন কহিলেন "আমাকে আবার 'আপনি' কেন ?—আমি যে তোমার সেবক।" নির্ম্মলা উত্তর করিল "আপনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনাকে পিতার

ন্যায় ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইতেছে।” রসিকলোচন কাণে হাত দিয়া কহিলেন “বল কি পাগল হয়েছ না কি? আমার যে অকল্যাণ করা হইতেছে, তাহা কি বুঝিতেছ না?

নির্ম্মলা। না আপনার কোন অমঙ্গলই হইবে না, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।

রসিকলোচন পরাস্ত হইয়া নোট খানি হাতে করিয়া ঔষধ আনিতে গেলেন এবং ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ লইয়া আসিলেন। রসিকলোচন দাঁড়াইয়া কহিলেন “বৌ এখন আমি আসি, খাওয়া দাওয়ার পর আসিব।” নির্ম্মলার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল, আশঙ্কায় এতই অভিভূত হইল যে মুখে বাক্য স্ফুরণ হইল না, অথচ অসম্মতি প্রকাশ করিবার সাধ্য হইল না, হঠাৎ কি মনে হইয়া কহিল “আপনি আজ অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, রাত্রি জাগরণ করিলে আপনার অসুখ হইতে পারে, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, যদি রোগের বৃদ্ধি দেখি, আপনাকে ডাকিয়া আনিব।” রসিকলোচন ব্যস্ত হইয়া কহিলেন “বৌ আমার জন্য কোন ভাবনা নাই, আমার এ শরীরে সবই সহ্য হয়, আর না হইলেই বা এরূপ অবস্থায় দাদাকে ফেলিয়া কিরূপে না আসিয়া থাকিতে পারি?” এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

নির্ম্মলা মহাভাবনায় পড়িল। একা পুরী, অন্ধকার রাত্রি, কিরূপে এক ঘরে রসিকলোচনের সঙ্গে রজনী যাপন করিব? রোগীর চৈতন্য থাকিলেও অনেকটা সাহস থাকিত। নির্ম্মলা অনেকক্ষণ ভাবিয়া ঘরে বেশ আলো জ্বালিয়া দরজা বন্ধ করত মনে মনে হরিনাম করিতে করিতে ভূতোর মায়ের বাড়ীতে আসিল। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ও পয়সার লোভ দেখাইয়া তাহাকে লইয়া আসিল। ভূতোর মা ঘরের এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িল, নির্ম্মলা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে রসিকলোচন গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মলা দ্বার খুলিয়া দিল। রসিক-লোচন গৃহে প্রবেশ করত দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য দিকে না তাকাইয়া রোগীর পার্শ্বে নির্ম্মলার নিকটে প্রফুল্লমনে আসিয়া বসিয়া কহিলেন “বৌ, পান না খেয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি, একটা পান দেও ত।” নির্ম্মলা সরিয়া

দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কহিল "ঘরে ত পান নাই, মসল্লা দিব কি?" এই বলিয়া নির্ম্মলা পেঁটরাটী খুলিয়া কিছু মসল্লা একটা পাত্রে রাখিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল এবং একটু অন্তরে যাইয়া বসিল।

রসিকলোচন। বৌ দাদাকে ঔষধ ক দাগ খাওয়াইয়াছ?

নির্ম্মলা। দুই দাগ খাওয়াইয়াছি।

রসিকলোচন রোগীকে 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিলেন। কোন উত্তর পাইলেন না। নাসিকায় তেজে শ্বাস বহিতেছে, শ্লেষ্মায় কণ্ঠরোধ, রামপদ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। রসিকলোচন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "না, ভয়ের কারণ কিছুই নাই। বৌ, তারপিন তেল আনিয়া দাদার বুকে একটু মালিস কর।" নির্ম্মলা তাহাই করিতে লাগিল। রসিকলোচন সহসা নির্ম্মলার হাত ধরিয়া বলিলেন "ও হইতেছে না, এইরূপে মালিস কর" এই বলিয়া নির্ম্মলার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল "আপনি হাত ছাড়ুন, আমি মালিস করিতেছি।" রসিকলোচন তাহাই করিলেন। মালিস করা হইলে রসিকলোচন বলিলেন "বৌ, একটু জল দেও, হাতটা ধুইতে হইবে।" নির্ম্মলা জল আনিতে বাহিরে গেল। রসিকলোচনও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন এবং হাত ধুইতে ধুইতে কহিলেন "বৌ, কোন চিন্তা করিও না, আমার যথা সর্ব্বস্ব দ্বারা যদি তোমার উপকার হয়, তাহাতেও আমি কাতর হইব না, আমার মাথার দিব্য, তুমি আমাকে পর মনে করিও না।" নির্ম্মলা জল ঢালিয়া দিতেছিল, রসিকলোচন দুই হাত ধুইতেছিলেন, ধোয়া হইলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এখন হাত মুছি কোথায়? শুনেছি তোমার মাথায় খুব চুল, তাই দিয়া এ হাত মুছিব, নতুবা ঐ আঁচলে মুছিতে হইবে, দেবরের আবদার অনেক সহ্য করিতে হয়।" নির্ম্মলা সঙ্কুচিতভাবে দ্রুতগতিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূতর মায়ের নিকট আসিয়া বসিল। রসিকলোচন দৃষ্টি সঞ্চালন করত ঈষৎ রাগতভাবে কহিলেন "ও শুয়ে কে?"

নির্ম্মলা। ভূতর মা।

রসিকলোচন। বটে। ও হারামজাদী এসে কোথা থেকে জুটিল? ও ভূতর মা বলি ও ভূতর মা।

ভূতর মা নিদ্রা হইতে সহসা চমকিয়া উঠিল। রসিকলোচন কহিতে লাগিলেন "হারামজাদী তোকে এত ডাক্‌লেম, তবুও তোর ঘুম ভাঙ্গে না?

ভূতর মা। না দাদাঠাকুর, আমার উপর রাগ ক'র না দাদাঠাকুর। আমি বুড় মানুষ, গরিব লোক, সারাদিন খেটেছি, তাই শুয়েছি আর ঘুমিয়ে পড়েছি।

রসিকলোচন। হারামজাদী কথাতে খুব মজবুদ। বলি দেখ্ তুই নাকি আমার বোন্‌কে বলেছিস্ যে আমরা কালী পূজার রাত্রে ছাই মাটী খাওয়াইয়াছি তাই নাকি দাদার এই রোগ হয়েছে। ছোট মুখে বড় কথা, তোর মুখ জুতিয়ে সোজা কর্‌ব।

ভূতর মা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "না দাদাঠাকুর আমি এমন কথা বলি নাই, আমার ভূতর মাথায় হাত দিয়া বলিতে পারি, এমন কথা আমি কখনও বলি নাই। কোন্ পোড়াকপালী চোক্‌খাগী আমার নামে মিথ্যা লাগাইয়াছে" এই বলিয়া ভূতর মা কাঁদিতে লাগিল।

রসিকলোচন কুপিত হইয়া কহিলেন "কি—এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই আমার ভগিনীকে পোড়াকপালী চোকখাগী বলি, তোর এক দিন আর আমার এক দিন" এই বলিয়া রসিকলোচন উন্মত্তভাবে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া ভূতর মাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; এমন সময়ে নির্ম্মলা আসিয়া হাত জোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল "ঠাকুরপো, আমার মাথার দিব্য ওকে ক্ষমা করুন, আর দেখুন গোলমাল হওয়ায় আপনার দাদা চমকিয়া উঠেছেন, আপনি স্থির হউন।" রসিকলোচন সম্মুখে সেই ভুবনমোহিনীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার অমৃতময় কথা শ্রবণ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, পুনর্ব্বার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিলেন। ভূতর মা আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দ্রুতবেগে বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল, কিছুতেই নির্ম্মলার নিষেধ, অনুনয়, বিনয় শুনিল না "বাপরে আমি থাকিলে ঠাকুর আমায় মেরে ফেলবে" এই বলিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ বাহিরে থাকিয়া নিরুপায় হইয়া মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রামপদ চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, একারণ নির্ম্মলা তাঁহার নিকট বসিয়া সেবা করিতে লাগিল, পরে রসিকলোচনকে কহিল "আপনাকে বিছানা করিয়া দি, রাত্রি অনেক হয়েছে, আপনি একটু শুন।

রসিকলোচন। আমি আর শোয়ার জন্য আসি নাই, যদি তাহাই হইত তবে নিজের বিছানা ফেলিয়া আসিব কেন?

এই বলিয়া রসিকলোচন হাসিয়া ফেলিলেন। নির্ম্মলা আর কোন কথা না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

রসিকলোচন। ভাগ্যে তুমি বাধা দিলে, নতুবা হারামজাদীকে আজ খুন করে ফেলিতাম।

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিল না।

রসিকলোচন কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "কৈ, বৌ যে চুপ ক'রে আছ, কোনও কথা যে বল্‌ছ না।" নির্ম্মলা কহিল, "কি আর বল্‌ব, আপনি বলুন আমি শুনি।" রসিকলোচন সহাস্যে কহিলেন "বৌ এক কাটি কি বাজে?" নির্ম্মলা নীরব রহিল।

রসিকলোচন। বৌ ত কখনও শ্বশুরবাড়ী এস নাই, দেবর লইয়া কিরূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে হয় কিছুই জান না, থাক কিছু দিন, সব শিখাইয়া দিব।

নির্ম্মলা নিতান্ত বিরক্তচিত্তে বসিয়া রহিল, এক এক বার মনে হইতে লাগিল যে উহাকে তাড়াইয়া দেয়, আবার তাঁহার দয়ার ও উপকারের কথা স্মরণ করিয়া মনকে নরম করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রসিকলোচন নির্ম্মলার দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকাইয়া কহিলেন "বৌ"।

নির্ম্মলা। কি?

রসিকলোচন। তোমার হাতের চুড়ীগুলি কোথায়?

নির্ম্মলা। খুলে রেখেছি।

রসিকলোচন। একবার দেখি, একটা দরকার আছে।

নির্ম্মলা। কি দরকার?

রসিকলোচন। কেমন রূপা ও কত ভরি ওজনে তাহা একবার দেখিতে হইবে, টাকার বড় দরকার, হয় ত উহা বন্ধক রাখিতে হইবে।

নির্ম্মলা পেটারা খুলিয়া চুড়ী কয়েক গাছি আনিয়া রসিকলোচনের সম্মুখে রাখিয়া একটু অন্তরে যাইয়া বসিল। রসিকলোচন তাহা হস্তে উঠাইয়া লইয়া কহিলেন "বৌ তোমারি হাত দু খানি যেন কেমন খালি খালি দেখাচ্ছে, ও বুড়টে শাঁখা ভাল দেখায় না। চুড়ী কেন খুলে রেখেছ?

স্বামীর পীড়ার সময়ে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার খুলিয়া রাখিতে নাই। এইগুলি পরিতে হইবে।”

নির্ম্মলা। আজ থাকুক, কাল পরিব।

রসিকলোচন। না বৌ আমার মাথার দিব্য আজই পরিতে হইবে।

নির্ম্মলা। তবে দিউন, পরিতেছি।

রসিকলোচন। বৌ আমার ইচ্ছা হ'য়েছে আমি তোমার হাতে পরাইয়া দি।

নির্ম্মলা। না, তবে আমি মোটেই পর্‌ব না।

রসিকলোচন। বৌ তোমার কি একটু দয়া মায়া নাই, আমি এত ক'রে তোমাদের জন্য মরি, তুমি আমার একটা কথাও শুন না।

নির্ম্মলা। ভাল কথা হইলে অবশ্যই শুনি।

রসিকলোচন। এ কথাটা কি মন্দ হইল? দেবর আহ্লাদ করে বৌকে অলঙ্কার পরাইয়া দিতে চাহিতেছে, এ কথাটা কি মন্দ হইল? বৌ আমার স্বভাব এখনও বুঝিতে পার নাই। আমি অপরকে আদর করিতে ভালবাসি, এবং অপরের একটু আদর পাইলে একেবারে গলিয়া যাই। মিষ্ট কথায় যদি আমাকে কেহ জুত মারে, আমি তাহাও সহ্য করিতে পারি। তোমাকে আদর করিতে গেলে তুমি এত বিরক্ত হও কেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার পোড়াকপাল আমি কিছুতেই তোমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলাম না।

নির্ম্মলা। দেখুন আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন রহিয়াছে, আপনি ভাল কথা বলিলেও তাহা আমার ভাল লাগিতেছে না। ইনি একটু ভাল হইয়া উঠুন, তাহার পর আপনি যাহা বলিবেন তাহা শোভা পাইবে, ভালও লাগিবে। আপনি চুড়ী পরান বিষয়ে এত জিদ করিতেছেন, কা'ল সকালে পরাইয়া দিবেন, আমি কিছুই আপত্তি করিব না।

রসিকলোচন। কেন বৌ আজ পরাইয়া দিলে দোষ কি? আমি ত আর পর নহি। তোমার ঐ হাতে চুড়ী কয়েকগাছি না দেখে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে তোমাদের এত হিতৈষী, ভাবিতে গেলে আজ কাল তোমার ডান হাত, তাহার একটা আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে দোষ কি? আমি তোমার হাতে চুড়ী কয়েকগাছি পরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইব, আর তোমাকে কিছুমাত্র বিরক্ত করিব না।

নির্ম্মলা নীরব নিস্পন্দভাবে অবনতবদনে বসিয়া রহিল।

রসিকলোচন 'যোনং পদ্মতিলকঞ্চনং, এস বৌ পরাইয়া দি'—এই বলিয়া নির্ম্মলার হাত ধরিল। নির্ম্মলার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তেজোবিস্ফারিত লোচনে তাকাইয়া কহিল "আচ্ছা পরাইয়া দিউন।" রসিকলোচন উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ধীরে ধীরে চুড়ী পরাইতে লাগিলেন, তাঁহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু নির্ম্মলার শরীর অচল অচঞ্চল, নয়ন যুগল তেমনি তেজোময়। চুড়ীপরাণ হইলে পাপাত্মা নির্ম্মলার বাহুযুগল জড়াইয়া ধরিল। ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া সজোরে হস্ত ছিনাইয়া লইয়া নির্ম্মলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "দুরাত্মা, নরাধম, তুই কি আমাকে বাজারের বেশ্যা পাইয়াছিস যে এইরূপ ব্যবহার করিতেছিস্, এখন পলায়ন কর, নতুবা বঁটি দিয়া তোর পাপমস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিব" এই বলিয়া নির্ম্মলা দৌড়িয়া গিয়া একখানি বঁটি ধরিল, তাহার নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, রসিকলোচন প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

রসিকলোচন প্রস্থান করিলে নির্ম্মলা ক্ষণকাল তেজোগম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিল, অসীম সাহসে হৃদয় পূর্ণ হইল, তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন মনে করিলে তাহার রোষবহ্নিতে রসিকলোচনের ন্যায় শত পতঙ্গ নিমেষ মধ্যে দগ্ধ করিতে পারে। মন ক্রমে ক্রমে স্থির হইল, তখন নির্ম্মলা ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে কহিতে লাগিল "ভগবান! আমি কাহারও সাহায্য চাহি না, তুমি সহায় হইলে আমার স্বামী অবশ্যই রক্ষা পাইবেন।" এবার নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

হৃদয়ের আবেগে নির্ম্মলা কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রজনী অবসানপ্রায়। আকাশের তারাদল ম্লান হইয়া আসিতেছে। অচেতন জগতে চৈতন্যের বিকাশ লক্ষিত হইতেছে। নিরাশার উচ্ছ্বাস বৃক্ষপত্রে লীন হইয়া গেল, আশার গম্ভীর নির্ঘোষ বাজিবার উপক্রম হইল। আঁধারের পাশে আলোক, শোকের সমীপে সান্ত্বনা, গাম্ভীর্য্যের নিকট উল্লাসশোভা, অদৃষ্টের সন্নিধানে দৃশ্যমান, বৈরাগ্যের পর বাসনার উদয়, মোহাবসানে তত্ত্বজ্ঞান, এই বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখাইবার জন্য প্রকৃতি দেবী অবতীর্ণা। দিবা ও রজনীর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা সে অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া বিমোহিত হইল। হৃদয়ের সন্তাপ অপগত হইল নির্ম্মলা

সুস্থ, চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণতলে বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল যে চৈতন্য হওয়ায় তিনি চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। চারি চক্ষু একত্রিত হইলে, রামপদ নির্ম্মলাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নির্ম্মলা ব্যগ্রভাবে উৎসাহ চিত্তে স্বামীর মস্তকের পার্শ্বে আসিয়া বসিল, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। রামপদ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন "কেঁদ না, তুমি যাহা করিলে তাহার পুরস্কার পরকালে পাইবে। দেখ, আমার একটা কথা শুন, বিমলানন্দকে আসিতে এক খানা পত্র লিখ, তাহাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

নির্ম্মলা। তাঁহার পরীক্ষা নিকট, তিনি কি এ সময়ে আসিবেন ?

রামপদ। তুমি বিশেষ করিয়া লিখিলে অবশ্যই আসিবে। তুমি এখনই একখানা চিঠি লিখ, আর বিলম্ব করিও না। ওঃ আমি আর বাঁচি না।

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে পত্র লিখিতে বসিল।

শ্রীশ্রীহরি।

সহায়।

শ্রীচরণেষু—

আমার কপাল বুঝি এতদিন পরে ভাঙ্গিল। আমার স্বামীর পীড়া দেখিতে দেখিতে বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। দুইজন ডাক্তার আসিয়া এক প্রকার জবাব দিয়া গিয়াছেন। এরূপ যে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি রোগে যে যন্ত্রণা পাইতেছেন, তাহা দেখিয়া আর সহ্য হয় না। আমি স্ত্রীলোক, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপায় কিছুই দেখিতেছি না। উপায় একমাত্র নিরুপায়ের উপায় সেই ভগবান, তিনি কি আমার উপর প্রসন্ন হইবেন? কি করিলে ভগবানের প্রসন্নতালাভ হয়, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বাল্যকালের গুরু ভিন্ন আমাকে কে উপদেশ দিবেন? আপনাকে একবার এই সময়ে পাইলে আমার খুব সাহস হইবে। আপনার পরীক্ষা নিকট, এখন আসিলে খুবই ক্ষতি হইবে জানি, কিন্তু আমার এ বিপদের সময়ে আপনি সহায় না হইলে আর কে হইবে। বাড়ীতে দাদাকে পত্র দিয়াছি, আমার এমনি দুরদৃষ্ট, তাহার উত্তর পর্য্যন্ত

পাইলাম না। তথাপি আপনাকে আসিতে লিখিতাম না। কিন্তু আমার স্বামী নিদারুণ রোগের হস্তে পড়িয়াও আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আপনাকে একবার দেখেন, তাই আপনার চরণে প্রণিপাত করিয়া লিখিতেছি যে একবার আসিয়া অগত্যা দু দণ্ডের জন্য আমার স্বামীকে দেখা দিয়া যাইবেন, ইহাই শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

প্রণতা শ্রীনির্ম্মলা দেবী।

পত্র লেখা হইলে রামপদ জিজ্ঞাসা করিলেন "লেখা হয়েছে?" নির্ম্মলা উত্তর করিল "হয়েছে"। তখন রামপদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। এ দিকে রজনী প্রভাত হইল। নির্ম্মলা গ্রামস্থ চিঠির বাক্সে পত্র খানি দিয়া আসিল।

বেলা আন্দাজ এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে নির্ম্মলা অকস্মাৎ এক খানি পাল্কী আসিবার শব্দ শুনিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে পাল্কী খানি রামপদর বাড়ীর উপর উপস্থিত হইল। মহামতি ডাক্তার পাল্কী হইতে ঔষধাদি হস্তে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি যাহা আনিয়াছিলেন তৎসমুদায় নির্ম্মলাকে বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন "যদি ফল দর্শে তবে যে ঔষধ দিলাম, ইহাতেই দর্শিবে, আমার আর আসিবার প্রয়োজন নাই। খুব যত্ন কর, আর নিজে ছেলে মানুষ, আত্মীয় স্বজন যদি কেহ থাকে তবে তাহাদিগকে এই সময়ে আনাও, একা সেবা শুশ্রূষা করা কি সহজ কথা? রসিকলোচন কোথায়?

নির্ম্মলা। তিনি বাড়ীতে আছেন।

ডাক্তার। আমি এখনি চলিলাম।

নির্ম্মলা। বাবা, আপনি কেমন দেখ্‌লেন?

ডাক্তার। মা! রোগের কথা ত তোমার মত বালিকাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, রসিকলোচনের সহিত যদি দেখা হয় তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিব।

এই বলিয়া ডাক্তার মহোদয় চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলা সকলই বুঝিতে পারিয়া নিরাশমনে আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। কে কার কাঁধে, কে কার খায়; নির্ম্মলা বসিয়া শুদ্ধ কাঁদিতেছে। এইরূপ

অবস্থায় বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল, এমন সময়ে রসিকলোচনের মাতা এক খানি থালায় করিয়া ভাত ব্যঞ্জন লইয়া আসিলেন, এবং নির্ম্মলার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইয়া কহিতে লাগিলেন 'এরূপ করিলে ক দিন বাঁচিবে? আহা বাছা আমার শুকায়ে আধখানা হয়েছে, খাও মা" এই বলিয়া বৃদ্ধা এক দলা ভাত তুলিয়া নির্ম্মলার মুখে দিতে গেলেন। নির্ম্মলা অশ্রুজল মুছিয়া কহিল 'থাকুক মা আমি নিজে খাইতেছি।" বৃদ্ধা বুঝিতে পারিয়া গৃহের ভিতরে গেলেন। নির্ম্মলা দুই এক গ্রাস খাইয়া, আর খাইতে পারিল না। বৃদ্ধা দেখিয়া কহিলেন "কৈ বৌমা যে কিছুই খাইলে না?"

নির্ম্মলা। না মা পেটের ভিতর যেন কেমন পাকাইয়া উঠিতেছে। আর খাইতে পারিতেছি না।

রসিকলোচনের মাতার চক্ষে জল আসিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ রামপদর নিকট বসিয়া রহিলেন। নির্ম্মলা থালা খানি মাজিয়া আনিয়া দিল। বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে থালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সে দিন রাত্রি একই ভাবে চলিয়া গেল। ক্রমে বৃদ্ধের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। কেহ দেখিতে আসিলে রামপদ ব্যগ্রভাবে কহিতেন "কৈ বিমলানন্দ না কি?" পরে যখন শুনিতেন যে তিনি নহেন, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত নীরব থাকিতেন, কখনও বা কহিতেন "কৈ বিমলানন্দ কি একবার আমার শেষ সময়ে আমায় দেখা দিবে না?"

পর দিন অপরাহ্নে বিমলানন্দ উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মলা কিছুতেই চক্ষের জল রাখিতে পারিল না, শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দর্শনে বিমলানন্দ নিতান্ত কাতর হইয়া বৃদ্ধের পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। অনেক কষ্টে চিনিতে পারিয়া রামপদ ব্যগ্রভাবে বিমলানন্দের হস্ত ধরিলেন, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, পরে ক্ষীণ স্বরে কহিতে লাগিলেন "আমার জীবন এতক্ষণ বাহির হইত, শুদ্ধ তোমার জন্য বাঁচিয়া আছি। তোমার একটী কথা আছে।"

বিমলানন্দ। কি কথা বলুন।

রামপদ। তুমি তাহা রাখিবে?

বিমলানন্দ। আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে অবশ্যই রাখিব, আপনি বলুন।

রামপদ নির্ম্মলার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে আসিতে বলিলেন। নির্ম্মলা নিকটে আসিল। তখন রামপদ বিমলানন্দের ও নির্ম্মলার দক্ষিণ হস্তযুগল একত্রে ধরিয়া কহিতে লাগিলেন "ধার্ম্মিক, সদাশয়, বিমলানন্দ! তোমার আশ্রয়ে এ অনাথিনীকে রাখিয়া চলিলাম, ইহার রক্ষণাবেক্ষণ তোমাকে করিতে হইবে, ইহাকে ভুলিবে না, তোমার হস্তে ইহার ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম" এই বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলানন্দ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া একটু অন্তরালে যাইয়া আকুলপ্রাণে রোদন করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর সমুদয় লক্ষণ প্রকাশমান হইল। রামপদ বিশ্ব সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। সংসারে আর কিছুই নিজের রাখিয়া গেলেন না, শুদ্ধ স্বকীয় স্মৃতি নির্ম্মলার হৃদয়ে দীপ্তিমান চিতানলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আকুলমনে নির্ম্মলা ক্রন্দন করিতে লাগিল। এদিকে বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কিরূপে কোথায় রামপদর সংকার করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, নির্ম্মলাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। এমন সময়ে ভূতর মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমলানন্দ তাহার নিকট সমুদয় বিষয় জানিয়া লইলেন। ভূতর মা রসিকলোচনদের বাড়ীতে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না, পরিশেষে সে সঙ্গে যাইয়া বাড়ী দেখাইয়া দিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল, নির্ম্মলা মৃত পতির পার্শ্বে একাকিনী বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

বিমলানন্দ যাইয়া রসিকলোচনকে সমুদয় বলিলেন। রসিকলোচনের যদিও মনে মনে রাগ ও অভিমান ছিল তথাপি নবাগত ভদ্রলোকের অনুরোধ, বিশেষ ব্রাহ্মণের সংকার লোকাভাবে হয় না, কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া শঙ্কিত মনে বিমলানন্দের সহিত আসিলেন। সেই রাত্রিতে উভয়ে নির্ম্মলার সহিত শ্মশানে যাইয়া দাহ করিয়া আসিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈধব্য দশা।

নির্ম্মলা বিধবা হইল। সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া, শরীরে দুই এক খানি অলঙ্কার যাহা ছিল তাহা খুলিয়া ফেলিয়া একখানি থান পরিয়া অনাথিনী আজ সংসার তরঙ্গে ভাসিল। বিমলানন্দের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তিনি সে দৃশ্যের দিকে কিছুতেই চাহিতে পারিলেন না। এদিকে পরীক্ষা নিকটে, কাজেই বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, নকুড়েশ্বরকে পত্র লিখিয়া ও রসিকলোচনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া, এবং ভৃত্যের মাকে বেতন দিয়া নির্ম্মলার নিকট রাখিয়া বিমলানন্দ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে নির্ম্মলা কোন কথা কহিতে পারিল না, নয়ন-প্লাবিত অশ্রুতে যাহা কিছু ব্যক্ত হইল। বিমলানন্দ অনেক সান্ত্বনা করিয়া ও উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

আজ সত্য সত্যই পুরী বিজন হইল। এতদিন রোগ শুশ্রূষায় ও কাজকর্ম্মে দিন এক প্রকার চলিয়া গিয়াছিল। এখন জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। বিমলানন্দ ছিলেন তবুও অনেকটা সাহস ছিল, গ্রামের দুই এক জন লোক যাতায়াত করিত, তাহাদের কথোপকথনে, বিমলানন্দের মধুর উপদেশে, মন অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত ছিল, কিন্তু এখন সেই অরণ্যময় বিজন স্থানে অনাথিনী একাকিনী বিষম যন্ত্রণায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্রমে সকলই সহ্য হইয়া আইসে। এদিকে নকুড়েশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধার কর্জ্জ করিয়া নির্ম্মলা স্বামীর শ্রাদ্ধ এক প্রকার সমাপন করিল। অনেকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মলা প্রত্যুত্তর করিল "তিনি ত সঙ্গে কিছুই লইয়া যান নাই, অন্ততঃ তাঁহার স্বর্গার্থে যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহাই সার্থক হইবে।" যাহা হউক, শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পরে নকুড়েশ্বর ভগিনীকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তাহাতে নির্ম্মলা কহিল "এবার জমিতে যে ধান পাওয়া যাইবে তাহা বিক্রয় করিয়া কর্জ্জ শোধ দিয়া, আপনাকে লিখিব, আমাকে লইয়া যাইবেন, এখন গেলে কর্জ্জ শোধ হইবে না।" নকুড়েশ্বর ভগিনীর কথা যুক্তিসঙ্গত দেখিয়া

আর অন্য কোন কথা না বলিয়া রসিকলোচনকে বিশেষরূপে বলিয়া কহিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নির্ম্মলা পুনবায় একাকিনী রহিল।

এ সংসারে যাহাকে সৌভাগ্য বলে তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, অতি সাধু ও পবিত্র চরিত্র হইলেও তাহা না ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ইহার দৃষ্টান্ত আরও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যে দেশের স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা নাই—পরের সুখ দুঃখের উপর যাহাদের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সে দেশের ত কথাই নাই। ইহাতে সচরাচর যে কুফল ফলিয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অনেকে সংসারের সুখ সৌভাগ্যে হতাশ হইয়া অসদুপায়ে দেবদুর্লভ মনুষ্য জীবন নিঃশেষ করিয়া স্রষ্টার বিশ্বরচনার সুকৌশল রহস্য উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকে, অনেকে প্রলোভনের দারুণ উত্তেজনায় প্রলুব্ধ হইয়া কল্পিত সুখের মরীচিকায় প্রতারিত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওত শেষ জীবন বিষম ক্লেশে যাপন করিযা থাকে; আবার অনেকে সংসারে থাকিয়াও স্মৃতি মন্দিরে চিতানল প্রজ্জ্বলিত করত অহর্নিশ তাহাতে বিদগ্ধ হইতে থাকে। শোকের বিষম শেল হৃদয় হইতে উন্মোচন করিয়া, দুঃখের গভীরতম অন্ধকারে অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঈশ্বর ও পরকালের উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রশান্তভাবে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও অতীব বিরল। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা বৈধব্যের মর্ম্মস্পর্শী শোক বিস্মরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির প্রবল প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে নিরত থাকিয়া জগতে সাধুতা ও পবিত্রতার অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের নিদারুণ কঠোরতা সন্দর্শনে হৃদয় বিগলিত হইলেও, সে দৃষ্টান্ত অতীব মনোহর, অতীব পবিত্র। সে স্বর্গের বিমল প্রতিমূর্ত্তির নিকট কামমোহিত বিধবার ইন্দ্রিয়াসক্তির লালসা, প্রলোভনের কুহকমন্ত্রে দীক্ষা, সকলই নরকের ভাব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইয়া, জগতে সুখ সৌভাগ্যের যতই বৃদ্ধি হয় ততই সুখের বিষয়, কিন্তু যাঁহারা মহৎ ভাব ও মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে সংপূরিত করিয়া সংসারের ক্ষণিক সুখসম্ভোগকে পদদলিত করত প্রশান্তচিত্তে জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবতী, কখনই কৃপাপাত্রী নহেন। নিমেষ মধ্যে দুঃখরজনীর অবসান হয়, এ জীবনের

জলবিম্ব অনন্তসাগরে মিশিয়া যায়, কিন্তু সে পবিত্র দৃষ্টান্ত শত শত নব নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পুণ্যের সুবিমল জ্যোৎস্নায় পরিশোভিত করিতে থাকে।

নির্ম্মলার জীবন কি ভাবে যাইবে তাহা প্রথমে নির্ম্মলা নিজেই বুঝিতে পারে নাই। প্রথমে জীবনের প্রতি নিতান্ত ঔদাসীন্য জন্মিল, জীবন একান্ত ভারবহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তথাপি এই জ্ঞানটী বিশেষ প্রবল ছিল যে বিপদ যতই হউক না কেন, আত্মঘাতিনী হইয়া পাপপঙ্কে কখনই নিমগ্ন হইব না। যত দিন ভগবান জীবিত রাখিবেন, ততদিন এ সংসারে যে গতিকে হউক পড়িয়া থাকিব; এ ভাব নির্ম্মলার মনে প্রবল থাকিলেও, মন নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িল।

এক দিন শেষ রাত্রিতে ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলা উঠিয়া বসিল। মনে মনে কহিতে লাগিল "আমি ছাই কি ভাবিতেছি, আমি যে কর্জ্জ করিয়াছি তাহা ত শোধ দিতে হইবে।" তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কতকগুলি ধান লইয়া ঢেঁকি ঘরে যাইয়া ভানিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতরমা আসিয়া যোগ দিল। প্রজার নিকট যে ধান্য পাইয়াছিল তাহা চাউল করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে কর্জ্জ শোধ হইবার সম্ভাবনা থাকায়, নির্ম্মলা গুরুতর পরিশ্রম করিয়া চাউল প্রস্তুত করত ভূতর মায়ের দ্বারা তাহা বিক্রয় করিয়া সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিল। তাহার মন বিলক্ষণ সুস্থ হইল। [নির্ম্মলা এখন বেশ বুঝিতে পারিল যে আলস্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি না পাইলে, শোক তাপ কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না ও জীবন যাপন দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে।] তাই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ধান সিদ্ধ করা, ধান ভানা বা বড়ী দেওয়া ইত্যাদি কোন না কোন কার্য্যে মন দিত। কোন দিন বা প্রতিবেশীদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের কার্য্য করিয়া দিয়া আসিত। তৎপর স্নান করিয়া দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া পূজাদি করিত, শেষে আহারাদি করিয়া কালী সিংহের মহাভারত পড়িত। কোন দিন বা শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিত। বৈকালে পাড়ার ছেলে মেয়েরা আসিয়া একত্রিত হইত। তাহাদিগকে দেখিলে নির্ম্মলার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইত। নির্ম্মলা তাহাদের জন্য নারিকেলের সন্দেশ করিয়া রাখিত, কাজেই তাহারা প্রায় তাহার বাড়ী ছাড়িত না। সে কাহারও চুল বান্ধিয়া দিত, কাহাকে

বা পড়াইত এবং শেষে সকলকে লইয়া সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্প করিত। গ্রামের কোন স্ত্রীলোক বা বালক বালিকার অসুখের কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া দেখিয়া আসিত ও আবশ্যক মতে সেবা শুশ্রূষা করিত। সন্ধ্যার সময়ে পুনরায় স্নান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নাম জপ করিত, তৎপর রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিত।

নির্ম্মলা মহাভারত পড়িতে পারে এই কথা ক্রমে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা অনেকে পড়া শুনিতে আসিতেন। এক দিন রসিকলোচনের মাতা আসিয়া কহিলেন "বৌ মা তুমি না কি মহাভারত পড়িতে পার? মা আমার, লক্ষ্মী আমার, আমাকে একটু পড়িয়া শুনাও ত বাছা।" নির্ম্মলা একটু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল, পরে কি করে অগত্যা এক খণ্ড আনিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আরও দুই একজন বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহই আর উঠিতে চাহেন না, পরে সন্ধ্যার সময়ে শান্তিপর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইল। রসিকলোচনের মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন "আহা এমন মেয়ের কপাল এমনি ক'রে ভাঙ্গে, বিধির কি বিড়ম্বনা!" বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিল, পরে আবার বলিতে লাগিলেন "শাস্ত্র ত মিথ্যা হয় না, আমাদের শাস্ত্রে বলে যে মেয়ে মানুষে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়। আহা! বাছা আমার যদি এ সব লেখা পড়া না শিখিত তবে এ কচি বয়সে কপাল ভাঙ্গিত না।" একজন বৃদ্ধা কহিলেন "ও কথার কথা, তাহলে আর আমরা কখনও বিধবা হতেম না, আর তোমার মেয়েও বিবাহের পর দিন রাঁড় হইয়া বসিত না, যার কপালে যা থাকে, তাহা কিছুতেই খণ্ডে না, ও তবু বেশ করেছে, নিজের পরকালের কাজ করিয়া রাখিয়াছে।" আর একজন বলিলেন "তা আর বল্‌তে, আমরা যদি লেখা পড়া জান্‌তেম, তবে কি আর ও পাড়া থেকে এতদূর আসি? আমার ইচ্ছা করে না যে বাড়ী যাই; ইচ্ছা হয় দিন রাত এখানে পড়ে থেকে পড়া শুনি।" রসিকলোচনের মাতা আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া "বৌ মা, এখন আসি; সন্ধ্যা লেগেছে, তুমি সাঁজ জেও" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রস্থান করিলেন। নির্ম্মলা সংসারের দুই একটা কার্য্য যাহা বাকি ছিল, তাহা সমাধা করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিল।

ভূতর মা তখনও আহারাদি করিয়া আইসে নাই, কাজেই নির্ম্মলা দরজা বন্ধ করে নাই। সহসা বারান্দার পায়ের শব্দ শুনা গেল। চকিত হইয়া নির্ম্মলা কহিল, "কে ভূতর মা নাকি?" কোন উত্তর নাই। তখন নির্ম্মলা প্রদীপ হস্তে দরজার নিকট আসিল, অমনি কে যেন চকিত ভাবে সরিয়া গেল। নির্ম্মলা ত্রস্তভাবে দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতর মা আসিল, তখন নির্ম্মলার মন সুস্থ হইল, এবং উভয়ে শয়ন করিল।

ভূতর মা। বৌ ঠাকুরণ, সে বাবুটী বেশ লোক, তিনি কবে আস্‌বেন?

নির্ম্মলা। পরীক্ষার পর একবার আস্‌বেন; হয়ত দুই এক দিনের মধ্যেই আস্‌বেন।

ভূতর মা। তিনি যাইবার সময়ে ও বাড়ীর দাদাঠাকুরকে কত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তোমার দাদাঠাকুরও বলিয়া গিয়াছেন—আহা দাদা-ঠাকুরের মত লোক আমাদের দেশে আর নাই।

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিল না।

ভূতর মা। আজ দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইযাছিল, আমি কত কৈফিয়ত করে বল্লেম কৈ একবার ত খোঁজ খবর লও না। তাহাতে দাদাঠাকুর দুঃখ করিয়া কহিলেন "হাজার করিলেও বোর মন পাওয়া যায় না, তা করা না করা সমান।"

নির্ম্মলা। আমার খোঁজ খবর কাহারও লইতে হইবে না, আমার ঈশ্বর আছেন; তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন।

ভূতর মা। আ, তাও কি বলিতে হয়? দাদাঠাকুর তোমাদের অনেক উপকার করেছেন, তাহা কি ভোলা উচিত?

নির্ম্মলা। না তাহা আমি ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না: তবে—

ভূতর মা। তবে কি?

নির্ম্মলা। কেন সেদিনকার সে ধমক্ কি ভুলে গেছ? আজ এ বড় সুখ্যাতি হচ্চে?

ভূতর মা। না, না, তবে কি জান দাদাঠাকুরের একটু রাগ বেশী, কিন্তু মনটা খুব সাদা; পরের উপকার কর্‌তে কখনও পিচপা নয়।

নির্ম্মলা নীরব রহিল।

ভূতর মা। দাদাঠাকুরের সঙ্গে ভাব থাকিলে তোমার অনেক সুবিধা, হইবে, তুমি ঘরে ব'সে প্রজার বাড়ীর ধান পান পাইবে, আর কোন ভাবনা থাকিবে না। তাহাকে——

নির্ম্মলা। আর কেন রা'ত হয়েছে, ঘুমাও।

ভূতর মা। দিদীঠাকুরণ, তোমার উপর কেমনই একটা মায়া ব'সে গেছে যে তোমার দুঃখ কষ্ট দেখ্‌লে আমার সহ্য হয় না। তুমি বৌ মানুষ তোমার দেখা শুনা করে এমন একটী লোক নাই। তা আমি দাদা-ঠাকুরকে——

এমন সময়ে রসিকলোচন তথায় আসিয়া "ভূতর মা, ভূতর মা" বলিয়া ডাকিল। ভূতর মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে যাইতেছিল, নির্ম্মলা হাত ধরিয়া বারণ করিয়া কহিল "জিজ্ঞাসা কর কেন ডাকিতেছেন। ভূতর মা তাহাই করিল।

রসিকলোচন। বাপ্‌রে আমি কি এতই পর যে আমাকে বস্‌তে বলিতে নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

নির্ম্মলা চুপে চুপে ভূতর মাকে কহিল "জিজ্ঞাসা কর না কি জন্য এসেছেন?" ভূতর মা তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

রসিকলোচন। কলিকাতার এক খানি পত্র আছে, বোধ হয় বিমলানন্দ বাবুর পত্র, তাই দিতে আসিয়াছি। যা হক্ উপযুক্ত পুরস্কার পেলাম বটে।

তখন ভূতর মা নির্ম্মলার কথা মত দরজা খুলিয়া পত্র আনিতে গেল। রসিকলোচন ঘরের ভিতর আসিয়া পত্র খানি ছুড়িয়া নির্ম্মলার দিকে ফেলিয়া দিল। নির্ম্মলা পত্র কুড়াইয়া না লইয়া রাগভরে বসিয়া রহিল। কাজেই ভূতর মা পত্র খানি লইয়া নির্ম্মলার হাতে দিল।

রসিকলোচন। বৌ তুমি আমার উপর এত রাগ করেছ কেন? আমি কি অপরাধ করে'ছি?

নির্ম্মলা। অপরাধ কিছুই নয়। এখন রাত হয়েছে অনেক, আপনি বাড়ী যান।

রসিকলোচন। যাচ্ছি, এত রাগ কেন? পত্র খানা দিতে এসে ছিলাম, কলিকালে ভাল করিতে নাই। থাক্, একটা পান দেও যাইতেছি।

নির্ম্মলা। বিধবার বাড়ীতে পান থাকে না। আপনি এখন যান্—আর রাত্রিতে কখনও আসিবেন না, লোকে দেখিলে নিন্দা করিবে।

রসিকলোচন। যাচ্চি, তা আমি ত আর পর নই, যে লোকে নিন্দা করিবে, বিশেষ বিমলানন্দ বাবু ও তোমার দাদা যাইবার সময়ে বিশেষ করিয়া বলিয়া তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন, তাই দেখ্‌তে শুন্‌তে আসি, তাতে যদি ভাল না লাগে, তবে আর আসিব না।

নির্ম্মলা। এসে কাজ নাই, আপনি ভালয় ভালয় বাড়ীতে যান্।

বসিকলোচন। বটে, আমি কি এতই ছোট লোক? আমাকে এত অপমান? ইহাব প্রতিশোধ যদি না লইতে পারি তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নই।

এই বলিয়া বসিকলোচন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। তখন নির্ম্মলা উঠিয়া দরজা বন্ধ করত প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খানি পড়িতে লাগিল। পড়িয়া জানিতে পাবিল বিমলানন্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যানুরোধে বাড়ী যাইতে হইয়াছে, এ জন্য যাইবাব সময়ে দেখা করিয়া যাইতে পারেন নাই। নির্ম্মলা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এত যে দুঃখ বিপদ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা অপসাবিত হইল। তখন প্রফুল্ল চিত্তে ভগবানেব নাম স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

পর দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভূতব মা আসিয়া কহিল "বৌঠাকুরণ! আমার ভূতর আজ জ্বর হয়েছে তাই আসিতে পারিব কি না সন্দেহ, তবে আমার বোন্ আজ এসেছে, তার খাওয়া দাওয়াব পর তোমাব কাছে এসে শুইবে। আস্‌তে যদি একটু বিলম্ব হয় তবে তুমি দরজা বন্ধ করে শুইয়া থেক, আমরা এসে জাগাইব।"

নির্ম্মলা রাত্রিতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে ভূতর মাসী এখনও আইসে না, তখন বিছানার নিকট একটী ম্যাচ বাক্স রাখিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে ভূতর মা আসিয়া নির্ম্মলাকে ডাকিল। নির্ম্মলা প্রদীপ জ্বালিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভূতর মা কহিতে লাগিল "আমার ভূতর ভারি জ্বর হয়েছে, তুমি শোও, আমার ভগিনী আসিতেছে, তাহাকে রাখিয়া আমি যাইতেছি। সে পোড়া কালা মানুষ, কিছুই

কাণে শুনে না, যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, তবে তাহার গায় হাত দিয়া জাগাইও ও ইশারার দ্বারা কথা কহিও।" এই বলিতে বলিতে তাহার ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতর মা তাড়াতাড়ি প্রদীপটা বাহিরে লইয়া যাইয়া দাঁড়াইল, ঘরের মধ্যে অতি ক্ষীণ আলোক পড়িল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাহার ভগিনী যাইয়া নীরবে শয়ন করিল। তখন ভূতর মা বাহিরে কি একটা কাজের জন্য একটু বিলম্ব করিয়া প্রদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল "তবে তুমি দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শোও, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া ভূতর মা চলিয়া গেল, নির্ম্মলা তাহার কথামত কার্য্য করিয়া শয়ন করিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, বিশেষ ভূতর মাসী কালা, কাজেই কোন কথা বার্ত্তা আর না কহিয়া নির্ম্মলা নিদ্রা যাইতে লাগিল।

এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল কে যেন তাহার গায়ের উপর পড়িল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল কোন পাপাত্মা তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শীতকাল, গায়ে লেপ ছিল, আপাদমস্তক আবৃত ছিল, ইহাই রক্ষার বিষয়। নির্ম্মলা প্রাণপণে লেপ জড়াইয়া ভয়ে কম্পিতস্বরে ভূতর মাসীকে ডাকিতে লাগিল।

আগন্তুক। আর ভূতর মাসী, আমিই সেই ভূতর মাসী। এতদিন যে কষ্ট দিয়াছ, অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ লইব, আজ রসিক-লোচন শর্ম্মার হস্তে রক্ষা নাই।

এই বলিয়া দুরাত্মা মুখের লেপ টানিয়া ফেলিল। নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে বিজন স্থানে নৈশ সমীরে সে হৃদয় বিদারক ধ্বনি লীন হইয়া গেল, কিন্তু দুরাত্মার মন কিছুতেই কাতর হইল না, পরে কহিতে লাগিল "দেখ, কাঁদ কাট যাহাই কর না, আজ কিছুতেই রক্ষা নাই। কাল আমার যে অপমান করিয়াছ তাহা আমি ভুলি নাই। তুমি একাকিনী নিঃসহায়া, আমার শরণাপন্ন হইলে তোমার কোন ভাবনা থাকিত না, চিরসুখে জীবন কাটাইতে পারিতে। তাহা বুঝ নাই, তাই আজ এ দুর্দ্দশা।" এইরূপ বলিয়া পাপাধম তখন নির্ম্মলার গাত্র হইতে লেপ অপসারিত করিবার উপক্রম করিল। নিরুপায় হইয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল—আমায় রক্ষা কর, তুমি আমার বাপ,

আমি তোমার মা, আমায় রক্ষা কর, আমি আজ হ'তে তোমায় বাপ বলিলাম, আমায় রক্ষা কর, আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে কা'ল তোমাকে লিখিয়া দিব, আমায় রক্ষা কর। আমার যাহা কিছু আছে, সব লইয়া যাও, আমায় রক্ষা কর। দেখ এ সামান্য অনাথিনীর উপর অত্যাচার করিলে কি লাভ হইবে, আমাকে নরকে ডুবাইলে কি ফল হইবে, তোমার পায় ধরি বাবা আমাকে ছাড়িয়া দেও।" এই বলিয়া নির্ম্মলা আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। দুরাত্মা পশু তখন নিদারুণ ভাবে কহিতে লাগিল "আমি ভয়ানক শপথ করিয়াছি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করিব না, তোমার ও ছেলে ভুলান কথায় শর্ম্মারাম তোলেন না।" এই বলিয়া নরাধম সজোরে নির্ম্মলার গাত্র হইতে লেপ অপসারিত করিয়া ফেলিল। তখন নির্ম্মলা উন্মত্তের ন্যায় সতেজে উঠিয়া "ভগবান্, আমায় রক্ষা কর" এই কথা বলিয়া পাপাত্মার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এমনি দৃঢ়ভাবে কামড়াইয়া ধরিল যে নিমেষের মধ্যে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। "বাপ্‌রে, মারে, রাক্ষসী আমায় মেরে ফেলিল" এই বলিয়া পাপাত্মা সজোরে নির্ম্মলাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত ছিনাইয়া লইল। এমন সময়ে চৌকীদার নিকটে হাঁক ছাড়িল, কাজেই রসিকলোচন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া পলাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু যাইবার সময়ে দেয়ালে ঠেকিয়া কপালে ভয়ানক আঘাত লাগিয়া বসিয়া পড়িল, পরে প্রাণভয়ে দরজা খুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এদিকে দুরাত্মা এমনি তেজে নির্ম্মলাকে ফেলিয়া দিয়াছিল যে বুকে খিল লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ ভূতলে কাতর ভাবে পড়িয়া থাকিয়া, নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তখন করযোড়ে ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল "দয়াময়, পতিতপাবন, অনাথশরণ, দীনবন্ধু পরমেশ্বর! আজ তোমারই কৃপায় অনাথিনী রক্ষা পাইল, প্রভো। আমি আর এ সংসারে থাকিতে চাহি না, আমাকে তোমার চরণে স্থান দেও।" পরে আরও অধিকতর কাতরভাবে মৃত পতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল "স্বামিন্, এ অনাথিনীকে কেন ফেলিয়া গেলে, আমি এখন কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াই, কে আমাকে রক্ষা করে, আমাকে তোমার সঙ্গিনী করিয়া লও।" এইরূপ বলিতে বলিতে হৃদয় শোকে পূর্ণ হইল, ব্যাকুলভাবে পুনরায় ভূতলে পড়িয়া নির্ম্মলা, রোদন করিতে লাগিল।

নিশীথ রজনী, জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল অদূরে ঝিঁ ঝিঁ রব শ্রুত হইতেছে। নৈশ গগনে তারাদল প্রকাশিত হইয়া মর্ত্ত্যজগতের দুর্দ্দশা সকল অবলোকন করিতেছে। গভীর রজনীর গাঢ় অন্ধকার তাহা সংগোপন করিতেছে, কিন্তু হায় এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কত স্থানে কত বিলাপধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, কত স্থানে নীরব অশ্রুজলে মেদিনী অভিষিক্ত হইতেছে, কত চিতানল প্রজ্জ্বলিত, কত অনুতাপানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কত দীর্ঘশ্বাস বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্গাবিত হইতেছে, কত পাপের স্রোত প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, কত পাপকীট সেই স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে—জগতের এই ব্যাপার সমূহ যদি এক স্থানে সংগৃহীত হইত তবে সাহারার মার্ত্তণ্ডকিরণ প্রতপ্ত অনন্ত বালুকারাশির ভীষণ প্রসবণ, বিসুবিয়সের সর্ব্বসংহারক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণ, কল্লোলনাদী সাগরের বিশালোর্দ্দিবিক্ষোভিত বাড়বানল, আকাশপৃথ্বীপরিব্যাপক বায়ুর প্রচণ্ড প্রকোপ—জগতে যাহা কিছু ভীষণ তৎসমস্তই নিমেষ মধ্যে লজ্জায় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। প্রতি মুহূর্ত্তে মেদিনীবক্ষে যে অশ্রুপাত হইতেছে, তাহা সংগৃহীত হইলে কত যে নদ নদী প্রবাহিত হইত তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? বিশ্বপতির অনন্তলীলা কে বুঝিতে পারে? যিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিছু মাত্র হতাশ না হইয়া বিশ্বাসের অচল অটল শৈল শেখরে অধিরোহণ করত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারই ইচ্ছায় জীবন সমর্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক, প্রকৃত সাধু, তদীয় চরণের একবিন্দু রেণু প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে জগৎ হইতে দুঃখ অপসারিত হইয়া অনন্ত সুখ অনন্ত শান্তির মৃদু হিল্লোল বহিতে থাকে, মানব জীবন দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই রাত্রি যেন আর কিছুতেই ফুরায় না। নির্ম্মলা পূর্ব্ববৎ কাতর ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কত অশ্রু জলেই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, কত নৈরাশ্য, কত ঔদাসীন্যে হৃদয় পূর্ণ হইল। এক এক বার মনে হইতে লাগিল আমার এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমার বাঁচিয়া আর সুখ কি? পোড়া পেটের দায়ে এইরূপ বিপদসঙ্কুল স্থানে থাকিয়া একাকিনী জীবন কাটাইব তাহাতে ফল কি? আবার বিমলানন্দের উপদেশ মনে পড়িল—এ সংসার পরীক্ষার স্থল, এখানে সুখের প্রত্যাশা করিতে নাই, বিপদকে ভাবী মঙ্গলের কারণ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া

যে গতিকে হউক জীবন কাটাইতে হইবে; অধীর হইয়া আত্মঘাতিনী হইলে, সে পাপের ফল অবশ্যই পরকালে ভুগিতে হইবে। এ সংসারে যাহারা পথের ভিখারিণী, পরজন্মে তাহারা হয় ত রাজরাজেশ্বরী হইবে। এই ক্ষণিক জীবনের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল পরকালের অনন্তরাজ্যে ফলিবে, এই মহাসত্য মানবের সমুদায় দুঃখের অপসারক, চিত্তের অখণ্ড সান্ত্বনা, শ্রান্তির বিরাম, শোকশেলের বিশল্যকরণী, এবং নিরাশ জীবনের এক মাত্র অবলম্বন। উহা মনে উদিত হইবামাত্র নির্ম্মলার মন সুস্থির হইল।

এদিকে প্রভাত সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। নির্ম্মলার দুঃখে প্রকৃতি এতক্ষণ নীরবভাবে শোকতিমিরে আবৃত ছিল, এখন সঙ্গিনীকে উল্লসিত করিবার জন্য যেন কৌশল করিতে লাগিল, সে কৌশলের নিকট নির্ম্মলা পরাস্ত হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া উষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া নির্ম্মলার সন্তাপিত মন প্রশান্তভাব ধারণ করিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া একবার আকাশের দিকে, একবার সন্নিহিত বনস্থলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল; ক্ষণকাল অবহিত চিত্তে মধুর বিহঙ্গকাকলী শ্রবণ করিল, দেখিতে দেখিতে চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইল, নয়নযুগলে অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইল, তাহা অঞ্চলে মুছিয়া নির্ম্মলা গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বেলা এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে ভূতর মা ত্রস্তভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল, শোকে এতদূর আকুল হইয়াছিল যে মুখে বাক্যনিঃসরণ হইল না। নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে, বল না, বলি তোমার ভূত ভাল আছে ত?" তখন ভূতর মা ভূতলে মস্তকাঘাত করিয়া কহিল "আর ভাল আছে! আমি যে কুকর্ম্ম করেছি, পোড়ামুখ বামনের কথা শুনে যে কাজ করেছি, তাহাতে মা তোমার শাপে আমার ভূত আর বাঁচিবে না।" এই বলিয়া ভূতর মা আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল, পরে ভূতরমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল "উঠ, ভয় নাই, চল ভূতকে দেখিয়া আসি, আমার কাছে ভাল ঔষধ আছে, তাহাতে সব অসুখ সেরে যাবে।" ভূতরমা নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমার মা, তুমি আমার দেবতা, মা,

আমার ভূত কি ভাল হবে?" নির্ম্মলা আশ্বস্ত ভাবে কহিল "ভয় কি? হরি ঠাকুর ভাল করবেন।" তাহার পর উভয়ে ভূতর নিকট উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা শয্যার পার্শ্বে যাইবামাত্র ভূতর মা তাহার পায়ের ধূলি লইয়া ভূতর সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে উৎসাহ ভরে কহিতে লাগিল "আর আমার ভূতর ভয় নাই, আমার ভূত এখন সারিয়া উঠিবে।" নির্ম্মলা দৌড়িয়া গিয়া গৃহ হইতে স্বর্ণ সিন্দূর ও মধু আনিয়া মাড়িয়া ভূতর মুখে দিতে লাগিল। গৃহে মৃগনাভি ছিল তাহাও বার বার সেবন করানর পর ভূতর চৈতন্য হইল, শরীরে বলসঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মলা একটু জল-সাগু আনিয়া খাওইয়া দিল। এইরূপ যত্নে ভূত সেই দিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল।

এই কথা ক্রমে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কথায় কথা বাড়ে। শেষে অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে নির্ম্মলা রোগীকে যাহা হাতে করিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার রোগের প্রতীকার হয়। বৈকালে রসিক-লোচনের মাতা আসিয়া কহিলেন "বৌ মা, শুনিলাম তুমি নাকি স্বপ্নে ঔষধ পেয়েছ, সেই ঔষধের দ্বারা ভূতর ব্যামোহ সেরেছে—তা—মা, কাল আমার রসিক রাত্রিতে অন্ধকারে পড়ে যাওয়ায় বাছার হাতের বুড় আঙ্গুলটি একেবারে কেটে গিয়াছে, হাত ফুলিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সঙ্গে একটু জ্বরবোধ হইয়াছে। মা আমার লক্ষ্মী আমার, একটা ঔষধ দিয়া আমার রসিককে সারিয়া দেও, আর একবার যাইয়া তাকে দেখিয়া আইস।" নির্ম্মলা একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিল "মা, আমি ত কিছুই জানি না, বুঝিও না, তবে ঘরে স্বর্ণ সিন্দূর ও মৃগনাভি ছিল তাহাই ভূতকে দিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে রোগী কাতর হইয়া পড়িলে, ঐ ঔষধের দ্বারা ফল পাওয়া যায়। তা ছাড়া আর কিছুই জানি না, আর কোন ঔষধও আমার নিকট নাই।" রসিকলোচনের মাতা পুনবার কহিলেন "মা আমি সব বুঝেছি, তুমি লজ্জায় সকল কথা আমায় ভাড়াচ্ছ, তা মা, আমার নিকট গোপন করিও না। স্বপ্নে ঔষধ পাওয়া সে ত কপালের কথা, ভাল লোক না হইলে কি আর ঠাকুর আসিয়া ঔষধ দিয়া যান?"

নির্ম্মলা। না মা আমি স্বপ্নে কোন ঔষধ পাই নাই; আপনি গুরুজন আপনকার কাছে কি কখনও মিথ্যা বলিতে পারি?

রসিকলোচনের মাতা অগত্যা কি করেন তাহাই বিশ্বাস করিয়া কিঞ্চিৎ স্বর্ণ সিন্দূর ও মৃগনাভি লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

রসিকলোচনের মাতার গমনের অব্যবহিত পরেই নকুড়েশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহায়হীন অবস্থায় আত্মীয় স্বজনের দর্শন যে কতদূর তৃপ্তিদায়ক তাহা বর্ণন করা লেখনীর অসাধ্য। নির্ম্মলা নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইতেছিল, সংসারের চতুর্দ্দিক কুঝটিকাময় দেখিতেছিল, আজ ভ্রাতার আগমনে সে সব নিমেষমধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। মনে কত বল, কত সাহস। তাহার বোধ হইল যেন ভগবান প্রসন্ন হইয়া নকুড়েশ্বরকে আনিয়া দিলেন, তাই হৃদয়ে সহসা যে উচ্ছ্বাসতরঙ্গ উঠিল, তাহা নির্ম্মলা কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিল না, আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। নকুড়েশ্বর ভগিনীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

রাত্রিতে আহারের পর নকুড়েশ্বর বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নির্ম্মলাকে কহিলেন "নির্ম্মল! তুমি আমার সংসার হইতে আসা অবধি আমার লক্ষ্মীভাগ্য একেবারে গিয়েছে, এখন আর কিছুতেই কুলায় না। আমাকে নিজে রাঁধিতে হয়। এই যে কয়েক দিনের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহাতে বাড়ীতে একজন ব্রাহ্মণী রেখে আসিতে হইয়াছে। এমনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েছে যে কোন কাজই করিতে পারে না, আগুনের ধারে গেলেই মাথা ধরে, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বলে যে তোমার বোন কোন কাজ করিতে না দিয়াইত খারাপ করিয়া দিয়াছে। আমার পোড়া কপাল, তাই ধনীর ঘরে বিবাহ করিয়াছিলাম। তখন কি আর ছাই কিছু বুঝতাম। মনে করিলাম সহরের মেয়ে, না জানি কত ভালই হইবে, এখন প্রাণ ওষ্ঠাগত।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে হুঁকাটী রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত নকুড়েশ্বর বিরসবদনে বসিয়া রহিলেন। নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল, সে নীরব ভাবে বসিয়া রহিল। নকুড়েশ্বর পুনরায় কহিতে লাগিলেন "নির্ম্মল! তোমাকে এবার বাড়ী লইয়া যাইতে চাই। পিসীমা বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুমি কি যাবে?

নির্ম্মলা। যাব।

নকুড়েশ্বরের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, তখন উৎফুল্ল মনে কহিতে লাগিলেন "নির্ম্মল! তুমি এখানে একাকিনী পড়িয়া থাক আমার সে ইচ্ছা

নহে। এখানে আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, অসময়ে যে কেহ মুখে একটু জল দেয় এমন লোকটী নাই, আমার মতে তোমার এখানে আর থাকা উচিত নহে। তোমার যাহা কিছু আছে লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইয়া থাক। আমি ভাই থাকিতে তোমার কোন ভাবনা নাই। আর যদি বৌর সঙ্গে না বনে, তবে তোমাকে পৃথক্ বাড়ী ও বিষয়াদি করিয়া দিব; আর বনিবেই বা না কেন? তোমার যেরূপ স্বভাব তাহাতে বনের বাঘ ও সাপ পর্য্যন্ত তোমার পোষ মানিবে।"

নির্ম্মলা। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন, আমি আর কি বলিব? আমার এখানে থাকিতে আর ইচ্ছা নাই।

নকুড়েশ্বর যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন এবং পুনরায় হুঁকাটী লইয়া প্রফুল্ল মনে তামাক খাইতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে নকুড়েশ্বর রসিকলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর নকুড়েশ্বর কহিলেন "আমার ভগিনীকে এবার লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের সাহসেই তাহাকে এত দিন এখানে রাখিয়াছিলাম, আপনাদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

রসিকলোচন। আপনার ভগিনীকে লইয়া যাইবেন, তাঁহার বিষয়াদি কে দেখিবে?

নকুড়েশ্বর। আমি মনে করিয়াছি, যাহা কিছু আছে বিক্রয় করিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইব।

রসিকলোচন কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিরস ভাবে কহিল "সে কাজটা কি ভাল? স্বামীর ভিটাটা নিষ্প্রদীপ করিয়া যাওয়া কি ভাল?

নকুড়েশ্বর। করি কি? এদিকে আমার সংসারও চলে না, আর ভগিনীও যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে।

রসিকলোচন নীরব রহিল।

নকুড়েশ্বর। মহাশয়ের সাহায্য ভিন্ন বিষয়াদি কিছুই বিক্রয় হইতে পারে না। আমার ইচ্ছা, যাহা কিছু আছে আপনাকে লিখিয়া দিয়া যাই। ব্রাহ্মণের বস্তু ব্রাহ্মণের উপভোগে আইসে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

রসিকলোচন। সে সব ত সকলই হইতে পারিত, কিন্তু একটা বিঘ্ন দেখিতেছি। আপনার ভগিনীর আরও অনেক সতীন আছে, তাহারাও

বিষয়ের অধিকারিণী, একা আপনারা ষোল আনা কিরূপে বিক্রয় করিবেন, আর করিলেই বা অপরে লইবে কেন? বিশেষ স্ত্রীলোকের আদৌ দান বিক্রয়ের স্বত্ব বা অধিকার নাই।

নকুড়েশ্বর। মহাশয়! সেজন্য ভাবনা নাই। আমি বাল্য কাল হইতে মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছি, আমি সবই জানি। আমার ভগিনীর অপর সতীন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কেহই এ সামান্য বিষয়ের প্রত্যাশী নহেন, বিশেষ মহাশয় লইলে কাহারও সাধ্য হইবে না যে আপনার নিকট হইতে অংশ লয়।

রসিকলোচন। মহাশয়! গবজের মত কথা কহিলে কাজেই আমাকে নিরুত্তর হইতে হয়। মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক উকিল কাউন্সিল শর্ম্মারামের পরামর্শ মত কাজ করিয়া থাকেন, আপনি আমাকে আর কি বুঝাইতেছেন?

নকুড়েশ্বর কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "সে যাহা হউক, এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শ দিউন, এ অঞ্চলে আপনি ভিন্ন আর কোন বান্ধব নাই।"

রসিকলোচন। দাদা যদি একটা উইল করে যেতেন, তবে আর কোন ভাবনাই ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি মনে মনে ঐরূপ ভাবিয়াছিলাম, তবে আপনার ভগিনীর বুদ্ধির দোষে কিছুই হইল না।

নকুড়েশ্বর। সে ছেলেমানুষ, তার কি আর বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমিও সে সময় আসিতে পারিলাম না।

রসিকলোচন। কৌশল করিতে পারিলে, এখনও সুবিধা হইতে পারে। বুদ্ধি থাকিলে অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে।

নকুড়েশ্বর। মহাশয় আমার সহায় হইলে, আমিও অসাধ্য সাধন করিতে পারি।

রসিকলোচন। শুভস্য শীঘ্রং, আর বিলম্ব করিবার দরকার কি? কাগজ কলম সকলই প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা করিলেই হইল।

নকুড়েশ্বর। মহাশয়কে সাক্ষী হইতে হইবে। দুই জন সাক্ষীর কমে ত দলিল সিদ্ধ হইবে না।

রসিকলোচন। সে জন্য ভাবনা কি? আপনি যত সাক্ষী চান, সবই পাইবেন।

নকুড়েশ্বর যার পর নাই আনন্দিত হইয়া রসিকলোচনের সহিত কোলাকুলি করিলেন। তৎপর উভয়ে একটা নিভৃত স্থানে যাইয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই উইল খানি প্রস্তুত করিলেন। নকুড়েশ্বর স্বয়ং লেখক ও সাক্ষী হইলেন। রসিকলোচন রামপদর নাম ও ভূতর নাম কৃত্রিমভাবে লিখিয়া দিলেন, কিন্তু নিজে সাক্ষী হইলেন না।

নকুড়েশ্বর। মহাশয়ের ন্যায় প্রধান ব্যক্তি সাক্ষী না হইলে উইলে জোর হইবে না।

রসিকলোচন। ভাল কথা, মৃত্যুর সময়ে বিমলানন্দ বাবু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নামটাও লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক।

নকুড়েশ্বর। কাজ নাই। সে কলেজের ছেলে, তাহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা বলিবে না, শেষে হিতে বিপরীত হইবে।

রসিকলোচন। বিলক্ষণ। এই বুঝি মহাশয়ের বুদ্ধির পরিচয়। এ উইলে কে আপত্তি করিবে যে এত ভয় হচ্ছে? আর যদি প্রকৃতই কেহ কোন আপত্তি করে, তবে নয় তাহার সাক্ষ্য না দিলেই হইবে। তিনি আপনাদের যেরূপ আত্মীয়, তাহাতে কখনই আমাদিগকে বিপদে ফেলিবেন না। বিমলানন্দের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির নাম উইলে থাকিলে, কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না, ভবিষ্যতে আর কেহ মাথা উঁচু করিতে সাহসী হইবে না। আপনি তাঁহার লেখা একখানি চিঠি লইয়া আসুন, আমি ঠিক্ তাঁহার নাম উইলে লিখিয়া দিব।”

নকুড়েশ্বরের ইচ্ছা ততদূর না থাকিলেও কি করেন পাছে রসিকলোচন রাগ করেন, সেই ভয়ে বিমলানন্দের লিখিত এক খানি পত্র নির্ম্মলার নিকট হইতে আনিতে গেলেন। যাইবার সময় রসিকলোচন সতর্ক করিয়া কহিলেন “দেখুন এসব বিষয় আপনার ভগ্নীকে এখন কিছুই জানাইবেন না, উইলের প্রবেট না লওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় কথা বিশেষ গোপন রাখিবেন। শাস্ত্রে নিষেধ আছে, স্ত্রীলোকদিগকে কোন গূঢ় মন্ত্রণা জানাইতে নাই, জানাইলে নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়। দেখিবেন যেন পরের উপকার করিতে যাইয়া আমি বিপদে না পড়ি।” নকুড়েশ্বর কহিলেন “রাধামাধব, তাহাও কি জানাইতে আছে? আমি তত ছেলে মানুষ নহি। আপনার কোন ভয় নাই। এই বলিয়া নকুড়েশ্বর প্রস্থান করিলেন।

নকুড়েশ্বর পত্র আনিলে রসিকলোচন উইলে বিমলানন্দের নাম অবিকল লিখিলেন, তাহা দেখিয়া নকুড়েশ্বর চমৎকৃত হইলেন।

নকুড়েশ্বর। এখন আপনি সাক্ষী হইলেই সোণায় সোহাগা হয়।

রসিকলোচন। আপনার মন দেখিতেছি বড়ই অশুদ্ধ। আমি এত করিলাম, তবুও আমি সাক্ষী না হইলে হইল না? আপনি কি আমায় সন্দেহ করিতেছেন? ভূত আমার প্রজা, বিমলানন্দ বাবু একজন ভদ্রসন্তান, আপনি একজন আত্মীয়; আমি এই সকলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই উইল করিতে পরামর্শ দিলাম? আপনি ত ভিতরের খবর জানেন না, তাই আমাকে সাক্ষী হইবার জন্য এত জিদ্ করিতেছেন। আপনার কাছে আর গোপন ক'রে কি হবে—প্রায় দশ বৎসর হইল আমি এক জালিয়ত মোকদ্দমায় আসামী হইয়া অনেক কষ্টে খালাস পাই। আমাকে সহরে অনেকেই মোকদ্দমাবাজ বলিয়া জানে, কাজেই আমি উইলে সাক্ষী হইলে, বরঞ্চ কাজটা খারাপ হইবে। আর মনে করুন আমি সাক্ষী হইলাম, আমার যদি দুরভিসন্ধি থাকে, তবে সময় কালে অস্বীকার করিলে আপনি কি করিতে পারেন? আমি পঞ্চাশ রকম নিজের নাম লিখিতে পারি, আপনারা আমাকে কিসে ধরিবেন? কেমন এখন মহাশয়ের মন সুস্থ হইল? মন হইতে সন্দেহ ভাবনা দূর করিয়া দিউন। আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি যে আমার দ্বারা আপনাদের এক তিল অনিষ্ট হইবে না। ও সব কথা ছেড়ে দিন, এখন যাহাতে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করুন। আজই জেলায় যাইয়া যাহাতে কল্য প্রবেট পাইবার দরখাস্ত দাখিল হয়, তাহার উপায় দেখুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাইব এবং যাহাতে অল্প খরচে কার্য্য সমাধা হয়, তাহা করিয়া দিব। এখন যান, বেলা হয়েছে, আহারাদি করিয়াই এখানে আসিবেন, তৎপর এক সঙ্গে যাওয়া যাইবে। আমার শরীর যদিও তত সুস্থ নহে, তথাপি আপনার জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছি।

নকুড়েশ্বর আর কিছুই বলিতে না পারিয়া এক প্রকার আশ্বস্তভাবে ভগিনীর বাড়ীতে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে ইহার পর দিনই উইল সমেত দরখাস্ত দাখিল হইল। তৎপর উভয়ে সানন্দমনে চলিয়া আসিলেন। মোকদ্দমার দিন এক মাস পরে অবধারিত হইল; কাজেই নকুড়েশ্বর আপাততঃ নির্ম্মলাকে রাখিলা

বাড়ী যাইবার মনস্থ করিলেন, পরে প্রবেট সহ আসিয়া বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া ভগিনীকে লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু সে সব কথা গোপন, করিয়া নির্ম্মলাকে কহিলেন "নির্ম্মল! তুমি নাবালিকা তোমার বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদালতের অনুমতি লইতে হইবে, তাহাতে এক মাস লাগিবে। যত দিন বন্দোবস্ত না হয়, তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে—তুমি চলিয়া গেলে বিষয়ের তত দর হইবে না। আমি ভেবেছিলাম একেবারে সব গোল মিটাইয়া তোমাকে লইয়া যাইব। কিন্তু আমার বসিয়া থাকিবার যো নাই। কয়েকটী বড় মোকদ্দমা আছে, তজ্জন্য আমাকে শীঘ্রই বাড়ীতে যাইতে হইবে। এক মাস পরেই আবার আসিতেছি, এবার তোমাকে লইয়া যাইব।" এইরূপ ভগিনীকে কহিয়া নকুড়েশ্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; নির্ম্মলা পূর্ব্ববৎ একাকিনী রহিল। মনের বল ভরসা অর্দ্ধেক চলিয়া গেল, তথাপি অগ্রজ শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইবেন, সেই আশায় মন অনেকটা সুস্থ রহিল।

নকুড়েশ্বর যাইবার তিন সপ্তাহ পরে নির্ম্মলা বিমলানন্দের এক পত্র পাইল। শিরোনামায় লেখা ছিল "বিশেষ দরকারী", কাজেই নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি পত্র খানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

স্নেহের নির্ম্মল!

কলিকাতায় একটী চাকুরীর সুবিধা হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিতে হইয়াছে। চাকুরী এখনও পাই নাই, কিন্তু শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা আছে, এখানে থাকিতে পারিলে পড়াশুনারও বেশ সুবিধা হইবে।

তোমাকে একবার দেখিয়া আসিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইল না। তোমার দাদা এখানে আসিয়াছেন। তিনি একটী ভয়ানক কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন। তোমার স্বামী মৃত্যুকালে সমুদয় বিষয় তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, এই ভাবে তোমার দাদা এক কৃত্রিম উইল সৃজনপূর্ব্বক, তাহাতে আমার নাম জাল করিয়া আদালতে দাখিল করিয়াছেন। এক্ষণে শ্যামনগরে তোমার যে সতীন আছেন, তিনি ঐ উইলে আপত্তি দিয়া আমাকে সাক্ষীমান্য করিয়াছেন। তোমার দাদা বড়ই ভীত হইয়াছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে কতই অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণান্তেও আমার দ্বারা তাহা হইবে না। আমি এখনও সাক্ষীর সমন

পাই নাই, শুনিলাম প্যাযদা আসিয়া বাড়ীতে সমন দিয়া গিয়াছে, ও আমার ঠিকানা লিখিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিলাম রসিকলোচনের কুপরামর্শেই এই সকল কার্য্য হইযাছে। যাহাতে বসিকলোচন থাকিয়া মোকদ্দমা মিটিয়া যায়, তাহা কবিবে। তোমার সতীনকে নিরস্ত করিতে পারিলে আর কোন ভাবনা থাকিবে না। তোমাব দাদা উকিল কৌন্সিলের পরামর্শ লইতেছেন, শীঘ্রই তোমাদেব ওখানে যাইবেন। যাহাতে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয বা এক প্রকাব নিষ্পত্তি হইয়া যায় তাহা কবিবে। তোমাকে এ সব লেখা আমাব উচিত ছিল না, তবে বসিকলোচনেব দ্বারা যদি তোমাব ভ্রাতা কোন উপায়ে নিস্তাব পান তাহা এই বেলা চেষ্টা করা আবশ্যক। অসদুপাযে যাহাবা বিপদে পড়ে, তাহাবা অসৎ লোক ভিন্ন মুক্তি পাইতে পাবে না। এ সব বিষয়ে ভগবানেব কৃপা কখনও পাওয়া যাইতে পারে না। অধিক আব কি লিখিব। মন বড়ই অসুখী বহিল। যাহা যাহা ঘটে আমাকে জানাইয়া চিন্তাদূব কবিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীবিমলানন্দ শর্ম্মা।

নির্ম্মলাব মস্তকে যেন বজ্র ভাঙ্গিযা পড়িল। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল, অবিবল ধাবায় অশ্রুবাবি বিগলিত হইতে লাগিল। সংসাবে আত্মীয়েব মধ্যে একমাত্র ভ্রাতা, আজ সেই ভ্রাতা মহা সঙ্কটে পড়িযাছেন, না জানি অদৃষ্টে কি বিপদই ঘটে, এই ভাবনায নির্ম্মলা যার পব নাই ব্যাকুল হইল। এমন একজন নাই যাহাব নিকট বুদ্ধি পবামর্শ গ্রহণ করিবে। নির্ম্মলা মনে মনে বুঝিতে পাবিল দুরাত্মা রসিকলোচনেব কুপবামর্শে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সেই ষড়যন্ত্র কবিয়া ভ্রাতাকে এই বিপদে ফেলিবাব উপক্রম করিয়াছে। বিমলানন্দ সত্যই লিখিয়াছেন যে সেই ব্যক্তির সহায়তা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, কিন্তু সে পাপাত্মাব মুখদর্শন করিতেও নির্ম্মলার ঘৃণা বোধ হয়, তাহাকে ত প্রাণান্তেও কিছু বলা হইবে না। নির্ম্মলা এইরূপ কত ভাবনাই ভাবিতেছে, এমন সমযে বিরসবদনে নকুড়েশ্বর তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অগ্রজকে দেখিয়া নির্ম্মলা কাঁদিয়া উঠিল। নকুড়েশ্বব কহিলেন "ভয় কি? কাঁদ কেন? পুরুষেব দশ দশা, দেখিবে আমার কিছুই হইবে না, তুমি থাক, আমি এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রসিকলোচনদের বাড়ীতে গেলেন।

রসিকলোচন। কি হে ভাই কতক্ষণ? কেমন ভাল ছিলে ত?

নকুড়েশ্বর। আর ভাল থাকা, এখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। তখন আমার কথা শুনিলেন না, এখন মর্‌তে মরণ বেঁশের মরণ।

রসিকলোচন। কেন? কি হয়েছে? বলুন না, শুনি কাণ্ডটা কি?

নকুড়েশ্বর। আর ভাই! মাথা মুণ্ডু আর কি বলিব। শ্যামনগরে আমার ভগিনীর এক সতীন আছেন, তিনি উইল সম্বন্ধে আপত্তি দিয়া বিমলানন্দকে সাক্ষী মান্য করিয়াছেন। বিমলানন্দ ভারি চটেছে, সে প্রাণান্তেও মিথ্যা বলিবে না। এখন উপায় কি বলুন।

রসিকলোচন। তার আর ভাবনা কি? হাইকোর্ট হইতে আমি ভাল ব্যারিষ্টার আনিয়া দিব, সে আসিয়া এক তুড়িতে খালাস করিয়া দিবে, সে জন্য ভয় কি?

নকুড়েশ্বর। মহাশয়, যাহ'ক বেশ সহজ উপায়টী বলিয়া দিলেন। আমাদের অবস্থা ত সবই জানেন, তবে কেন আর বিদ্রূপ করিতেছেন? আপনি নিতান্ত আত্মীয়, তাই আপনার নিকট আসিয়াছি, এখন যাহাতে রক্ষা পাই তাহা করিতে হইবে।

রসিকলোচন। সে ত একশবার। আমাকে আর সে বিষয়ে কিছুই বলিতে হইবে না।

নকুড়েশ্বর। আপনি অভয় দিলে আমাকে আর পায় কে? বিমলানন্দ কলিকাতা গিয়াছে, তাহাকে সহজে কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। যা কিছু ভয় বিমলানন্দকে লইয়া আর ভূত ত আমাদের নিজের লোক, তাহার দ্বারা সবই বলান যাইতে পারে।

রসিকলোচন। ভূত আর এখন আমার বাধ্য নাই, তবে আপনার ভগিনীর সহিত তাহার বিলক্ষণ ভাব আছে।

কথাগুলি যেরূপ ব্যঙ্গভাবে বলা হইল, তাহাতে নকুড়েশ্বরের ভাল লাগিল না, মনে রাগ হইল, তবে নিজের সমূহ বিপদ উপস্থিত, এ সময়ে শত্রুবৃদ্ধি করা উচিত নহে, এইরূপ ভাবিয়া মনের রাগ মনেতেই মিটাইয়া কহিলেন "আপনি একবার ভূতকে ডাকান, এই বেলা তাহার মনের ভাব জানা যাউক।

রসিকলোচন। বিলক্ষণ, আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সে আর আমার বাধ্য নহে, আপনার ভগিনীর দ্বারা ডাকাইলে, সে

হারামজাদা দৌড়িয়া আসিবে। আর তাহাকে লইয়া আপনিই বা আবার এত টানাটানি করিতেছেন কেন? সে ত লেখা পড়া কিছুই জানে না, তাহার সাক্ষ্য দিয়া কি ফল হইবে ?

নকুড়েশ্বর। সে কি মহাশয়! আপনি যে আমাকে সব দিকই মজাইযাছেন দেখি। ভূত লেখাপড়া জানে না, তবে তাহার নাম জাল করিলেন কেন ?

রসিকলোচন। ওটা আমার ভুল হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম, আপনার ভগিনীর নিকট সে লেখাপড়া শিখিয়াছে।

নকুড়েশ্বর। মহাশয় অনেকবার শ্লেষ করিয়াছেন, আমি শুনিয়াও যেন শুনি নাই, বুঝিযাও যেন বুঝি নাই। আমার ভগিনী ত আর আপনার পর নহে, যে তাহার সম্বন্ধে একপ শ্লেষভাবে কথা কহিতেছেন ?

রসিকলোচন। আচ্ছা যাউক—আমারই দোষ হইয়াছে—তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যাহার সামান্য কথায় এত রাগ হয়, তাহার নিকট আসিয়া বিপদের সময় লোকে যে কিরূপে পরামর্শ চাহে বুঝিতে পারি না।

নকুড়েশ্বর। আমার ঝকমারী হইয়াছে।

রসিকলোচন। বটে? আজ আবার একপ বুদ্ধি কে দিল? এ দ্রোণ কর্ণের বিবাদে কাহার ক্ষতি হইবে সে জ্ঞানটা কি আছে?

নকুড়েশ্বর। আমার জ্ঞান থাকিলে কি আপনার নিকট আসিতাম, এত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতাম? আজ বিপদে পড়িয়া মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছি, আপনিও মনের ক্ষোভ মিটাইযা আমাকে জুতা মারিতেছেন।

রসিকলোচন। বিষ্ণবে নমঃ, ছি আপনি কি পাগল হয়েছেন? তিলে তাল করিলে ত আপনার সঙ্গে কথা বলা দুঃসাধ্য, পরামর্শ কথা ত দুরের কথা। সম্পর্কে আপনাকে ও আপনার ভগিনীকে তামাসা করিতে পারি, তাহাতে এমন কি কথা বলেছি যে আপনি রাগ করিতে পারেন ?

নকুড়েশ্বর। মহাশয়! মন খারাপ থাকিলে বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই থাকে না! ক্ষমা করুন, এবং নিজে যেরূপ মাতব্বর লোক সেই ভাবে পরামর্শ দিয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

রসিকলোচন। এইবার পথে এস। মিষ্ট কথায় দেবতারা পর্য্যন্ত বাধ্য। সে যাহাহউক, আপনার ভগিনীর কথা বলিলে হয় ত আবার

রাগ কর্বেন, বলি এ মোকদ্দমায় আপনার ভগিনীকে সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহার কিছু করিয়াছেন কি ?

নকুড়েশ্বর। সে কথা ত পূর্ব্বে কিছুই বলেন নাই, এখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা কিরূপে ঘটিবে ?

রসিকলোচন। কেন ? সেজন্য ভাবনা কি ? আজ কাল ত এক দিনেই জেলায় যাওয়া আসা যায়।

নকুড়েশ্বর। আমার ভগিনী পর্দানশীন্ স্ত্রীলোক, সে ত আর আদালতে হাজির হয়ে জবানবন্দী দিবে না, কমিশন দ্বারা জবানবন্দী লইতে হইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে ঘটিবে ?

রসিকলোচন। ওঁ বিষ্ণু, আমার ভুল হয়েছে, আপনার ভগিনী যে পর্দানশীন তাঁহা ত জানিতাম না। তবে রেলের গাড়ীতে যাহারা পুরুষের সহিত একত্রে আইসে, ও ষ্টেশন হইতে বাড়ীতে যাহারা হাঁটিয়া আইসে এবং সাহেব সোবার সহিত কথা বলে ও ডাক্তারী, মাষ্টারী ও কথকতা করে, তাহারা পর্দানশীন কি পর্দানাশিনী তাহা গুরুদেব জানেন, আমি কিছু বলিতেও চাহি না, বলিলে আপনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্বেন।

নকুড়েশ্বর। ছোট মুখে বড় কথা। আমি যত নরম হইতেছি, ততই মাথায় উঠিতেছিস্। পাজী, শ্যালা, আমার যদি ফাঁসী হয় সেও ভাল, তবুও তোর মত ছোট লোকের কখনও খোষামোদ করিব না।

এই বলিয়া নকুড়েশ্বর ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। রসিকলোচন যেন নিষ্কৃতি পাইল, এই ভাবে অবিচলিতচিত্তে উপবেশন করিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

নকুড়েশ্বর ভগিনীর গৃহে আসিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন, নিকটে নির্ম্মলা নীরবে অধোবদনে বসিয়া আছে। নকুড়েশ্বর কহিতে লাগিলেন "নির্ম্মল! পাজী রসিকলোচনের কুপরামর্শে আমি বিপদে পড়িয়াছি, পাজী এখন সহায়তা করা দূরে থাকুক, আমার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে হয় ত খুবই বিপদে পড়িতে হইবে। পাজী যদি এই অসময়ে একটু সাহায্য করিত, তবে আর কোন ভাবনা ছিল না। যাহাহউক আমি কা'ল একবার বাড়ী যাইতেছি তাহার পর মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গোলযোগ মিটিয়া গেলে, আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। আর যদি ভাগ্যদোষে

গোলযোগ মিটিয়া না যায়, তবে আমাকে বিদেশে যাইয়া পলাইয়া থাকিতে হইবে, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা শুনা হবে না।" নকুড়েশ্বরের চক্ষে জল আসিল। নির্ম্মলাও রোদন করিতে লাগিল পরে অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিল "দাদা! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না, আমরা কাহার কাছে দাঁড়াইব?" এই বলিয়া নির্ম্মলা আকুলমনে কাঁদিতে লাগিল, তৎপর বিমলানন্দের পত্র খানি আনিয়া নকুড়েশ্বরের হস্তে দিল। পত্র খানি পড়িয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা করিবার মানসে নকুড়েশ্বর কহিলেন "না নির্ম্মল! আমি যত ভেবেছিলাম তত ভয়ের কারণ নাই। অধিক আর কি হবে, না হয় উইল অগ্রাহ্য হইবে, তাহা হইলেই তোমার সতীন শান্ত হইবে। আমার চেষ্টা ছিল সমুদয় বিষয়টা যাহাতে তোমার হয়, তা এমনি দুরদৃষ্ট যে এত উপায় কৌশল করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না।

নির্ম্মলা। বিষয়ে কাজ নাই, সমুদয় যাইয়াও যদি আপনার কোন অমঙ্গল না হয় তবে সৌভাগ্যের বিষয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর নির্ম্মলা শয়ন করিতে গেল, কিন্তু হায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিদ্রার বিরাম ও শান্তি কোথায়? কত শোকের ছবি মানসাকাশে সমুদিত হইতে লাগিল, কত উচ্ছ্বাস, কত আবেগ। তখন হৃদয়ের কাতরতার সহিত বিশ্বপতির অমৃতময় হরিনাম সান্ত্বনার প্রতিমূর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোক তাপ সমুদয় নিমেষ মধ্যে অপসারিত হইল, নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে সেই স্নেহলতিকা আশ্রয় লইল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র নকুড়েশ্বর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নির্ম্মলা ভ্রাতার যাহাতে মঙ্গল হয় তদুদ্দেশে দেবতার নিকট কত মানসিক করিতে লাগিল, পুরোহিত আনিয়া নারায়ণকে তুলসী দান এবং স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি দৈবকার্য্য করাইতে লাগিল।

অপরাহ্নে নির্ম্মলা অনুসন্ধানে জানিল যে রসিকলোচন বাড়ীতে নাই, সেই দিন প্রাতে কলিকাতায় গিয়াছেন। মনে মনে কি স্থির করিয়া নির্ম্মলা তাঁহার মাতার নিকট যাইয়া চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মা, আমার দাদা এক মোকদ্দমায় বিপদে পড়িয়াছেন, মা! আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। মা! ঠাকুরপো রক্ষা করিলে দাদার আমার কোন ভয়ই

থাকে না, আপনি একটু বলিয়া দিলে তিনি অবশ্যই সাহায্য না ক'রে থাকিতে পারিবেন না। যাহাতে ঠাকুরপো সাহায্য করেন, আপনাকে তাহা করিতে হইবে।

এমন সময়ে রসিকলোচনের ভগিনী তথায় উপস্থিত হইয়া মুখ, চখ, হাত ঘুরাইয়া কহিতে লাগিল "দায়ে পড়িলেই সব অন্তরঙ্গ হয়ে বসেন—কৈ এত দিন ত আমরা অন্তরঙ্গ ছিলাম না। এই সে দিন দাদার এত জ্বর হ'য়ে গেল, একবার এসে দেখ্‌লে কি দোষ হত, না তখন ত আর কারু বিপদ ঘটে নাই——

রসিকলোচনের মাতা। সর্ব্বনাশী আবার জ্বালাতে এল, ওর জন্যে কেউ এ বাড়ী আস্‌তে পারে না।

রসিকলোচনের ভগিনী। উচিত বল্লেই মার সহ্য হয় না। কেন ভূতর ব্যামহ হ'লে, তার কাছে দিন রাত পড়ে থাক্‌তে পাবে, আর আমার দাদা কি ভূতর চেয়েও অধম। ওঁর যে কীর্ত্তি তা বল্লেই এখন ঝগড়া বেধে যাবে, আর মা আমায় কথায় কথায় সর্ব্বনাশী বলেন, আমি যদি সর্ব্বনাশী না হব, তবে তোমার বাড়ী এসে এত লাথী ঝাঁটা খাব কেন?"

এই বলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া রসিক-লোচনের ভগিনী চলিয়া গেল।

রসিকলোচনের মাতা। পোড়া কপালীর জ্বালায়, আমি দিন রাত জ্বালাতন হ'লেম। রসিক হওয়ার পর যদি আর ছেলে পিলে না হ'ত, তবে আমাকে আর এ কষ্টভোগ করিতে হইত না। আমার বৌমা ওর জ্বালায় দুদিন এখানে টিকিতে পারেন না, কাজেই আমার ছেলেও দিন দিন খারাপ হয়ে পড়্‌ছে। যাক্‌ ও পোড়া কথা যাক্‌, মা আমি সেদিন রসিকের কাছে সব কথা শুনেছি। তাই ত মা নকুড় এমন মানুষ হয়েও এ কাজ কেন কল্লে, আহা বাছা আমার এখানে এলেই আগে আসিয়া আমার পায়ের ধূলা লয়, এমন ছেলে কলিকালে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তা মা রসিক আমার বাড়ীতে আসুক, আমি বিশেষ করে বলে দিব। ঐ যে—প্রাতঃ-বাক্য, বাছা আমার বেঁচে থাকুক, আমার মাথায় যত চুল তত বৎসর পরমায়ু হউক, রসিক আমার এসেছে।

এমন সময়ে রসিকলোচন শিষ্‌ দিতে দিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মলা ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া দরজার পার্শ্বে লুকাইল।

রসিকলোচনের মাতা। বৌ মা ও কি? ঠাকুরপো দেখে আবার কে এত লজ্জা করে থাকে?

রসিকলোচন। (হাসিতে হাসিতে) আজ যে আমার বড় ভাগ্য যে বৌ আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়াছেন।

রসিকলোচনের মাতা। বাবা! বৌমা তোমার কাছে এসেছেন। নকুড় যে বিপদে পড়েছে তা ত তুমি সবই জান। এখন তোমায় নকুড়কে রক্ষা করিতে হইবে। বৌমা কেঁদে কেঁদে আকুল হয়েছেন। উঁহার আর ত কেউ নাই, ঐ ভাইটীমাত্র পুঁজী।

রসিকলোচন। মা! আমি আর কি বলিব। উঁহারা নিজের দোষে নিজে ভুগিবেন তার আমি কি করিব? আমার কথা যদি বৌ শুনিতেন, তবে কার সাধ্য শর্ম্মারাম থাকিতে, নকুড়েশ্বর মুখোপাধ্যায়ের এই বিপদ ঘটায়।

রসিকলোচনের মাতা। বাবা তা এখন যা করিলে নকুড় নিস্তার পায় তাহা কর।

রসিকলোচন। মা বিপদ বড়ই ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন উদ্ধার করিতে হইলে আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

রসিকলোচনের মাতা। তা বাবা যদি কষ্ট করিলে পরের উপকার হয় তাহা করিতে হয়, বিশেষ নকুড় আমাদের পর নহে।

রসিকলোচন। মা এ বিষয়ে বৌর কাছে অনেক কথা শুনিতে হইবে, এবং আমার কথামত বৌকে অনেক কাজ করিতে হইবে। আপাততঃ আমার সঙ্গে উঁহার সতীনের বাড়ীতে যাইতে হইবে। সেখানে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। আরও অনেক উপায় আছে।

নির্ম্মলা। মা আমি বৌ মানুষ, আমি অতদূর কিরূপে যাইব। ঠাকুরপো দয়া করে যাউন, আমি খরচপত্র সব দিতেছি।

রসিকলোচন। তা যদি হত তবে কি আর আমি যাইতে বলিতাম। আমি ত উঁহার সতীনের সহিত কথা বলিতে পারিব না। আমি গেলে কি ফল হইবে?

রসিকলোচনের মাতা। তা বৌমা তুমি গেলে দোষ কি? অনেকে ত আজ কাল ঐ দিক গঙ্গাস্নানে যায়, বিশেষ রসিকের সঙ্গে যাবে তাতে ভয় কি?

রসিকলোচন। তা হলে মা আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কা'ল যাত্রা নাই, আজই রাত্রির গাড়ীতে যাইতে হয়।

নির্ম্মলা। মা আমার দাদা হয় ত আজ কাল আসিবেন, তিনি এলে পরে যাইব।

রসিকলোচনের মাতা। তা নকুড় এর মধ্যে আইসে, তবে আমাদের বাড়ীতে থাকিবে। সে জন্য ভাবনা কি?

রসিকলোচন। মা তুমি যতই আপন আপন কর, বৌর সে ভাব নাই। আমি পর আমার সঙ্গে কিরূপে যাবেন, সেই জন্য অত ওজর করিতেছেন।

নির্ম্মলা কিছু আর বলিতে না পারিয়া নীরব রহিল।

রসিকলোচনের মাতা। সে কি বৌমা তাতে দোষ কি? না হয় ভূতর মা সঙ্গে যাইবে।

রসিকলোচন। বেশ ত তাতে হানি কি? ইচ্ছা হয় ভূতও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু কথা বিলম্ব হইলে কিছুতেই উহাঁর ভাইকে রক্ষা করিতে পারিব না। আমার কথামত যদি বৌ চলেন, তবে আমি দিব্য করে বলিতে পারি যে এক সতীন কেন অমন শত সতীন আসিয়াও নকুড় শর্ম্মার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি পাল্কী ঠিক করিতে চলিলাম, রাত্রিতে খাওয়া দা[illegible] পরই যাত্রা করিব।

[illegible] সকলোচন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলে [illegible] র্ম্মলা ব্যস্তভাবে কহিল "মা! আপনি বারণ করুন, আজ একাদশী ক[illegible]ছি, আজ রাত্রিতে কিছুতেই যাইতে পারিব না।" বৃদ্ধা পু[illegible] ডাকিলেন, কিন্তু রসিকলোচন শুনিয়াও যেন শুনেন নাই, এই ভাবে চারিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। বৃদ্ধা কহিলেন "আহা বাছা আমার এই কষ্ট করে আসিয়া এক তিল না বসিয়া, অমনি নকুড়ের মঙ্গলের জন্য ছুটিল। তা নকুড়ের বিপদে কি আমরা স্থির থাকিতে পারি? যাও মা ঘরে যাও, কোন ভয় নাই, রসিক আমার অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহে, দেখিবে তোমার ভাইকে খালাস করে, উল্টে তোমার সতীনকে জালিয়াতে ফেলিবে। প্রাতঃবাক্যে নকুড় আমার সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হয়ে আসুক।

নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া, বিষণ্ণবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইব বলিয়া যাইয়া আর এক বিপদে পড়িলাম, এই ভাবিয়া মন ব্যাকুল হইল। কেন পাপাত্মার বাড়ী গেলাম, ইহা ভাবিয়া মনে যার পর নাই অনুতাপ হইতে লাগিল, পরিশেষে মনে মনে স্থির হইল, ভগবান ভিন্ন আর কাহারও নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিব না, কিম্বা অন্য কাহারও বাড়ী আর যাইব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মন অনেক পরিমাণে সুস্থ হইল। নির্ম্মলা ভূতর মাকে একটু সকাল করিয়া আসিতে বলিয়া আসিল।

ভূতর পীড়ার সময়ে নির্ম্মলার সদ্ব্যবহারে তাহার মাতা যার পর নাই চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং সেই অবধি নির্ম্মলাকে দেবতাবোধে ভক্তি ও সম্মান করিত, মধ্যে মধ্যে নিজের পূর্ব্ব দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিয়া যার পর নাই অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করিত এবং ভক্তিভাবে নির্ম্মলার চরণের ধূলি মস্তকে লইত। সুতরাং ভূতর মায়ের উপর নির্ম্মলার আর কিছু মাত্র অবিশ্বাস ছিল না। পূর্ব্বের মত সে রাত্রিতে নির্ম্মলার নিকট থাকিত এবং অবহিত চিত্তে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অমূল্য উপাখ্যান সকল শ্রবণ করিত।

ভূতর মাকে বলিয়া আসিয়া নির্ম্মলা উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া আছে, এমন সময়ে রসিকলোচন আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করত দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইল। রসিকলোচন সম্মুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন "বৌ আমাকে দেখিয়া পলাইলে কেন? আমি পাল্কী স্থির করিয়াছি। ভূতর মাও যাইবে, আজই যাইতে হইবে। কোন ভয় নাই, আমি নিশ্চয়ই সকল বিপদ হইতে তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিব।

নির্ম্মলা। আমি যাব না।

রসিকলোচন। সে কি? তবে আমাকে বারণ করিলেই হইত। আর কা'ল মোকদ্দমার দিন, আজ রাতারাতি যাইতে পারিলে, একটা স্থির করিয়া কা'ল মোকদ্দমা এক প্রকার মিটান যাইতে পারে। আজ না গেলে মহা বিপদ্।

নির্ম্মলা। আমি প্রাণান্তেও তোমার সহিত যাব না।

রসিকলোচন। বৌ তুমি পাগল, আমি তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু আমার ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে যায় নাই।

আমি তোমার পিছে লাগিলে, তুমি এতদিন কখনও স্থির থাকিতে পারিতে না। যে দিন তুমি নির্ম্মম হইয়া আমার অঙ্গুলিটি কামড়াইয়াছিলে, সেই দিন হইতে জানিয়াছি তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, রসিকলোচনের অযোগ্য, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও সম্পর্কের খাতিরে আজ তোমার দাদাকে বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ভূতর মা সঙ্গে যাইতেছে, আর যদি ইচ্ছা কর, তবে আমার ভগিনীও তোমার সঙ্গে যাইবে, আর আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে আমি তোমাকে কিছুই বলিব না।

নির্ম্মলা। ঠাকুরাণী যদি যান তবেই যাইতে পারি, নতুবা আমি আর কাহারও সঙ্গে যাইব না।

রসিকলোচন। মা বুড়া মানুষ, তিনি গেলে বড়ই কষ্ট পাইবেন, বিশেষ এতদূর যাইতে হইলে আর একখানি পাল্কীর দরকার, তাহাতে অনেক ব্যয় পড়িবে; আর এ সময়ের মধ্যে পাল্কী পাওয়াও দুষ্কর।

নির্ম্মলা। যে ব্যয় পড়িবে তাহা আমি দিব, আর আজ না হয়, কা'ল দিনের গাড়ীতে যাওয়া যাইবে।

রসিকলোচন। আমরা ত আর নিমন্ত্রণ খেতে যাইতেছি না। কা'ল গেলে ত কোন ফলই হইবে না। থাক্ আমি চলিলাম। নিজের ভাল নিজে না বুঝিলে, আমি আর কি করিব? যাবে কি না ঠিক্ করিয়া বল।

নির্ম্মলা। না।

রসিকলোচন। এরূপ বুদ্ধি না হইলে আর এরূপ হইবে কেন? বিধাতা যাহার ভাগ্যে কষ্ট লিখিয়াছেন তাহার সুখের উপায় থাকিলেও সে সে সুখকে পদদলিত করিয়া দুঃখ পাইতে থাকে। আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া কখনও এ গ্রামে সুখে থাকিতে পারিবে না। মনে ভেবেছ ভেয়ের বাড়ী যেয়ে থাকিবে, সে গুড়েও বালি। শর্ম্মারাম সাহায্য না করিলে তোমার ভ্রাতার নিশ্চয়ই মেয়াদ হইবে, তখন তোমার ও তোমাদের বৌর কি উপায় হইবে বল দেখি। এত লেখা পড়া জান, এ কথাটা বুঝ না। একটু বুঝিয়া চলিলে তোমার ভাত পরে খাইত।

নির্ম্মলা। দুরাত্মা তুমি পিশাচের ন্যায় আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছ। আমি আত্মহত্যা না করিলে তুমি কিছুতেই নিরস্ত হইতেছ না।

তুমি যদি আর কখনও আমার বাটীর ত্রিসীমানায় পা দেও তবে তোমার মাথাটী কেটে আমার গলায় ছুরী দিব। যদি ভাল চাও, তবে এখনই এখান হইতে যাও, নতুবা অনর্থ ঘটিবে।

রসিকলোচন। বৌ রাগ করিও না। তোমার হাতে আমার মাথা কাটা যায় সেও ভাল। আমার সংসারে আর থেকে সুখ নাই। আমার স্ত্রী থেকেও নাই, কেবল তোমার মুখপানে চেয়ে জীবিত আছি, তুমি যদি নিরাশ করিলে তবে আমার আর বাঁচিবার প্রয়োজন কি? এই আমি তোমার চরণে পড়িলাম, আমায় রাখিতে হয় রাখ, মারিতে হয় মার।

এই বলিয়া দুরাত্মা গৃহের অভ্যন্তরে পড়িয়া নির্ম্মলার পা জড়াইয়া ধরিল। সজোরে পা ছিনাইয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে নির্ম্মলা কহিল "নির্লজ্জ পাপাত্মা আজ তোর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব" এই বলিয়া গৃহের এক পার্শ্ব হইতে একখানি কাটারি হস্তে করিয়া নির্ম্মলা দাঁড়াইল। পাপাত্মা তাহাতেও ভীত না হইয়া পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিল। তখন নির্ম্মলা গৃহের পশ্চাদ্দ্বার খুলিয়া "থাক, আমি সব কথা তোমার মাকে বলিয়া দিব," এই বলিয়া বহির্গত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে ভূতর মায়ের বাটীতে গমন করিল। এদিকে রসিকলোচনও উঠিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

নির্ম্মলা কথঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে "ভূতর মা ভূতর মা" বলিয়া, ডাকিল। ভূতর মা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভীত হইল। তাহার বোধ হইল, কোন ভৈরবী ভয়ঙ্করবেশে তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত। ভীতভাবে কহিল "মা তোমার হাতে কাটারি কেন? আর এ ভাবেই বা এখানে আসিয়াছ কেন?"

নির্ম্মলা। তুমি এখনও আসিতেছ না কেন, তাহাই জানিবার জন্য আসিয়াছি। আমি দরজা খুলিয়া রেখে এসেছি, তুমি শীঘ্র এস।

তখন উভয়ে ত্বরিতগমনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা প্রদীপ হস্তে গৃহের সর্ব্বস্থান সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া তৎপর দরজা বন্ধ করত কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, মনে কত যে ভাবনা ও চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহা কে বলিতে পারে। ভূতর মা শয়ন করিয়াছিল, নির্ম্মলাকে নীরবভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল "মা শোও না, রাত ত অনেক হয়েছে।" নির্ম্মলা কহিল "থাক্, আর একটু পরে শোব"—এই বলিয়া মহাভারত খুলিবামাত্র সম্মুখে সাবিত্রীর উপাখ্যানটী

পড়িয়া গেল, তখন সুস্থমনে মনে মনে উপাখ্যানটী পাঠ করিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে মন মহোচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইল। পাঠ সমাপনান্তে নির্ম্মলা প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিল, এবং ক্ষণকাল পরেই নিদ্রার আবেগ আসিল।

অকস্মাৎ নিবিড় ঘনঘটায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ভীষণ বেগে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। নিমেষ মধ্যে পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল, শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বিশাল সাগরের অনন্ত সলিলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করত মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতে সমুদ্যত; তাহারই মধ্যে ভাসমান জীর্ণ ক্ষুদ্র তরণীতে সহায়হীনা নির্ম্মলা একাকিনী উপবিষ্ট হইয়া চকিতনয়নে প্রকৃতির সংহারিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কাকুল চিত্তে কাঁপিতে লাগিল। তন্মুহূর্ত্তে মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পন, অগ্নি-গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গীরণ, পৃথ্বীতলবিক্ষিপ্ত অনন্ত বালুকারাশির সমন্তাৎ প্রসরণ, নভোমণ্ডলবিমণ্ডিত শত শত তারকার অধঃপতন, এবং তন্মুহূর্ত্তে সেই স্বর্ণপ্রতিমাসহ তরণী নিমগ্ন হইল। সহসা দিঙ্‌মণ্ডল উল্লসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিত্রয় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নির্ম্মলাকে সযত্নে ধারণ পূর্ব্বক সেই ভীষণতা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে কত গিরি, গুহা, নদ, নদী, পড়িয়া রহিল। উর্দ্ধে তদূর্দ্ধে ক্রমাগত উর্দ্ধে উৎক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহারা এক বিচিত্র রাজ্যে উপনীত হইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রথমতঃ সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিত্রয়ের দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া ভূষণখচিত অক্ষরনিচয় পাঠ করিয়া নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল, যিনি সম্মুখে সমাসীন তিনি সাবিত্রী, যিনি দক্ষিণে তিনি সীতা, যিনি বামে তিনি দময়ন্তী। আনন্দে অধীর হইয়া নির্ম্মলা প্রণতভাবে একে একে সকলের চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইল। কি সুন্দর দৃশ্য। শত চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে পরিস্নাত হইয়া সেই প্রদেশ কি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। অদূরে প্রেমমন্দাকিনী আনন্দলহরী বিস্তার করিয়া মৃদুমধুরকলনিনাদে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারই তটে উপবেশন করিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ সামবেদের সুমধুর সঙ্গীতে দিগ্‌দিগন্ত সম্পূরিত করিতেছেন। হোমের পবিত্র সুগন্ধ, বিকসিত কুসুমরাজির অনুপম সৌরভ, মৃদুমলয়-মারুত হিল্লোলে সম্প্রসারিত হইয়া পবিত্রতা বিকিরণ করিতেছে; নিম্নে

প্রবাহিনীর সুশীতল সলিলে সতী ললনাগণ অবগাহন করিয়া মহেশের স্তবপাঠ করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার সকলে সুস্নাত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া এক বিচিত্র উদ্যানে উপনীত হইয়া উপবেশন করিলেন। সন্নিহিত স্বর্ণ সিংহাসনে সাবিত্রী সমাসীন, দক্ষিণে সীতা, বাঁম প্রান্তে দময়ন্তী এবং সমন্তাৎ সিমন্তিনীগণ শোভা পাইতেছেন। মধুর সঙ্গীতে স্থানটী আমোদিত হইল। সেই সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান হইয়া নির্ম্মলা সাবিত্রীর সম্মুখে আনীত হইল। অমনি শত চক্ষুর মধুর স্নিগ্ধতা তাহার উপর বর্ষিত হইল। নির্ম্মলার চিত্ত বিগলিত হইল, নয়নযুগল হইতে অশ্রুবারি নির্গত হইবার উপক্রম হইল, এমন সময়ে বামপদ আসিয়া দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইলেন। নির্ম্মলা আনন্দ ও শোকের মধুর মিশ্রণে আকুল হইয়া স্বামীর চরণতলে বসিয়া পড়িল, তখন নয়ন উন্নত করিয়া দেখিল যে বামপদ অকস্মাৎ সে নশ্বর দেহ প্রত্যাখ্যান করত এক অনুপম জ্যোতিতে পরিণত হইলেন--সে সুন্দর শ্রী সন্দর্শনে নির্ম্মলা বিমোহিত হইল। তখন সাবিত্রী ধীরে ধীরে সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া দুইটী পারিজাত মালা উভয়ের কণ্ঠ প্রদেশে অর্পণ করিলেন, অমনি শত কামিনীকণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সুখস্বপ্ন অপগত হইলে নির্ম্মলা নয়ন উন্মীলন করিয়া সেই বিষাদ-কুটীর দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া স্বপ্নের সেই মধুর দৃশ্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইল, কল্পনাবলে আবার দৃশ্য নবভাবে সমাগত হইল, কিন্তু বিষাদ হৃদয়ে তাহা আর কতক্ষণ স্থান পাইবে? নির্ম্মলা উঠিয়া বসিল, অশ্রুজলে কপোল প্রদেশ প্লাবিত হইল, স্মৃতির নিদারুণ চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু হায় নৈশতিমিরে তাহা সকলই লীন হইল। ক্রমে মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন নির্ম্মলা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মনে মনে কহিতে লাগিল "ভগবান! তোমার চরণে এ অনাথিনীকে স্থান দেও।" বলিতে বলিতে শরীর কণ্টকিত হইল, ভাবের আবেশে নির্ম্মলা ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিল, মনের সমুদয় গ্লানি দূর হইল। কে যেন অবলার মনে বল আনিয়া দিলেন, কে যেন তাহার সন্তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিলেন, কে যেন শান্তিময় অঙ্ক প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিলেন। যিনি পতিতের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, অনাথের

একমাত্র শরণ, সেই দীনবন্ধু দয়াময় হরি আজ নিরাশ্রয়া নির্ম্মলার সহায় হইলেন, তাহার আর ভাবনা কি?

রাত্রি প্রভাত হইল। নির্ম্মলা প্রাতঃস্নান করিয়া শিবপূজা করিতে বসিল। আজ ভ্রাতার মোকদ্দমার দিন, মনে কতই ভাবনা। নির্ম্মলা সে দিন কিছুই আহার করিল না। মনে মনে দেবতাদের নিকট মানসিক করিতে লাগিল। পরদিন ভূতর মা জোর করিয়া দুইটা খাওয়াইল। তৃতীয় দিনে নির্ম্মলা নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

আশীর্ব্বাদ পত্র শ্রীনকুড়েশ্বর শর্ম্মণঃ—

পরে আমার মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার সতীন কি সর্ব্বনেশে লোক। সে তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, আমাকে জালীয়তে ফেলিবার জন্য জজ সাহেবের নিকট অনুমতি পাইবার দরখাস্ত করিয়াছে; শুনিলাম দরখাস্ত না কি গ্রাহ্য হইয়াছে। আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী করিবার অনুমতি পাইয়াছে। শুনিলাম তোমার সতীনের উকিল তোমার কোন দোষ দেয় নাই, শুদ্ধ আমাকে বাধাইয়াছে। এখন মহা বিপদ উপস্থিত। বিমলানন্দ প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না, তবে একটা সুবিধা আছে তাহাকে হঠাৎ কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। এখন রসিকলোচন সহায় না হইলে আর উপায় নাই। আমি আর তাহার মুখ দেখিব না, তাহার সঙ্গে আমার বিবাদ হইয়াছে, তবে তুমি যদি বলিয়া কহিয়া তাহাকে বাধ্য করিতে পার, তবে চেষ্টা করিবে। আমি রাগী মানুষ, কথার দ্বারা কাহাকেও বাধ্য করিতে পারি না। যাহা হয় আমাকে শীঘ্র লিখিবে। রসিকলোচনের মাতাঠাকুরাণী খুব ভাল মানুষ, তাঁহাকে ধরিলে ফললাভ হইতে পারে। অধিক আর কি লিখিব। বাড়ীর সকলে ভাল আছে। ইতি—

পত্র পড়িয়া নির্ম্মলার মস্তকে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। শোকে হৃদয় পূর্ণ হইল। কি যে করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তবে মনে মনে এটা বেশ ঠিক আছে যে প্রাণান্তেও রসিকলোচনকে কিছুই বলা হইবে না। ভাবিতে ভাবিতে দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে হঠাৎ সঙ্কল্প স্থির হইল, তখন উৎসাহিত মনে ভূতর মাকে ডাকিয়া

গোপনে গোপনে কহিল "ভূতর মা! আমার একটা কথা শুনিতে হইবে, আমি আজ রাত্রিতেই আমার সতীনের বাড়ী যাইব, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ভূতর মা চকিতভাবে কহিল "সে কি মা, অন্ধকার রাত্রিকাল; কিরূপে মাঠ দিয়া যাইবে?"

নির্ম্মলা। ভয় কি? আমার সঙ্গে যাইবে, তাহাতে আর ভয় কি? আমি সব পথ চিনি।

ভূতর মা। মা, সেই বড় তেঁতুল গাছের কাছ দিয়া যাইতে হইবে, সেখানে অনেকেরই ঘাড়ভাঙ্গা গেছে। তা মা কা'ল দিনের বেলায় গেলে হয় না?

নির্ম্মলা। না ভূতর মা। আমরা মেয়ে মানুষ, দিনে গেলে অনেকে দেখিবে ও নিন্দা করিবে, তা রাত্রিতে যাওয়াই ভাল। কোন ভয় নাই। ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে গেলে, কোন ভূতের ভয় থাকে না।

ভূতর মা অগত্যা সম্মত হইল।

রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে নির্ম্মলা ভূতর মায়ের সহিত ষ্টেশনাভিমুখে প্রস্থান করিল। ভূতর মা একখানি কাপড়ের এক পার্শ্বে কিছু আতপ চাউল বাঁধিয়া লইল। অন্ধকার রাত্রি। অগ্রে নির্ম্মলা, পশ্চাতে ভূতর মা চলিল। নির্ম্মলা পথ চিনিত, সেই পথ লক্ষ্য করিয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর একটা কুকুর ভীষণরবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। ভূতর মা দৌড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে কহিয়া এক হাতে তাহাকে ধরিল, ও অপর হাতে চাউলের পুটুলীটী ধরিয়া তু তু করিয়া কুকুরকে তাহা দেখাইল। কুকুর নীরব হইল এবং নিকটে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। তখন নির্ম্মলা গাঁটরী খুলিয়া আতপ চাউল যাহা ছিল তাহাকে দিল। ভূতর মা কহিল "মা ও কি কল্লে, এতগুলি চাউল উহাকে দিলে, কা'ল তোমার খাওয়ার কি হবে?" নির্ম্মলা কহিল "তোমার বোঝা কমাইয়া দিলাম, বিধবার খাওয়ার জন্য এত জোগাড় ভাল দেখায় না, আর যদিই খাওয়ার দরকার হয়, তবে যিনি এতদিন খাওয়াইয়াছেন, তিনিই খাওয়াইবেন।" তখন উভয়ে আবার চলিতে লাগিল।

নির্ম্মলা কি ভাবিতেছে? অতীত জীবনের একটী ঘটনা আজ মনে

পড়িল। একদিন—সে বেশী দিনের কথা নহে—এই পথ দিয়া নির্ম্মলা স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে আসিতেছিল। স্বামী বৃদ্ধ পীড়িত, তথাপি তিনি কেমন উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে চলিতেছিলেন। কেমন উল্লসিত মনে নির্ম্মলাকে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের পরিচয় দিতেছিলেন ও নানা প্রকার গল্পের অবতারণা করিতেছিলেন। "তুমি আমার ঘরে গেলে, আমার সকল অসুখ সারিয়া যাইবে, তোমার যত্নে আমি বাঁচিয়া উঠিব। দেখ আমার বোধ হচ্ছে যেন আমার সকল অসুখই সারিয়া গিয়াছে, নতুবা এত পথ আমি কখনই হাঁটিয়া আসিতে পারিতাম না"—রামপদর সেই কথা আজ মনে উদিত হওয়ায়, নির্ম্মলা নিতান্ত আকুল হইল। আজ সে ভক্তির দেবতা কোথায়? আমি ত তাঁহার কিছুই করিতে পারি নাই, আমারই অযত্নে তাঁহার দেহপাত হইয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলা সন্তাপিতহৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নৈশসমীরে ও অঞ্চলের বসনে সে অশ্রু অপলুপ্ত হইল; ভূতর মা তাহা কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিল না।

সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ। নির্ম্মলা ভূতর মাকে কহিল "ঐ না সেই তেঁতুল গাছ।" ভূতর মা কম্পিতস্বরে কহিল "হাঁ মা ঐ সেই গাছ।" তখন নির্ম্মলা ভূতর মার হাত ধরিয়া সাহস দিতে দিতে ধীরে ধীরে চলিল। রাত্রি অন্ধকার, পথ সঙ্কীর্ণ, সম্মুখে তেঁতুল বৃক্ষ পথটীকে গাঢতর অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। অদূরে একটী জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, নিকটে কোন লোকের বসতি দৃষ্ট হয় না। স্থানটী বাস্তবিকই ভয়ানক। ভূতর মা কম্পিতভাবে নির্ম্মলাকে এক প্রকার জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করত গমন করিতেছে, নির্ম্মলা নির্ভীকচিত্তে চলিতেছে। সহসা পশ্চাতে যেন কে আসিতেছে বোধ হইল, পদধ্বনি শ্রুত হইল। ভূতর মা চীৎকার করিয়া উঠিল "বাপ্‌রে এইবার প্রাণ গেল।" চকিতভাবে নির্ম্মলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল সেই কুকুরটী দৌড়িয়া তাহাদের নিকট আসিতেছে। তখন মন সুস্থ হইল। ভূতর মাকে ধমকাইয়া কহিল "ভয় কি? এই যে আমাদের সেই কুকুরটী আসিতেছে।"

অকস্মাৎ তীব্রবেগে কুকুরটী ছুটিল এবং সন্নিহিত তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে কাহাকে আক্রমণ করিল। নির্ম্মলা মনে করিল কুকুর অন্য কোন জন্তু দেখিয়া ধাবমান হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই অদূরে "বাপ্‌রে, মারে, মলেম রে, খেয়ে ফেলিল, আমায় রক্ষা কর"—এই কাতরধ্বনি শ্রুত হইল। ব্যস্ত

হইয়া নির্ম্মলা উচ্চৈঃস্বরে "আয় আয় তু তু" করিতে করিতে অগ্রসর হইল, তৎক্ষণাৎ কুকুরটী নিকটে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। নির্ম্মলা তাহার কাণ ধরিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিল না, সে পুনরায় দৌড়িয়া গিয়া সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে কামড়াইল। নির্ম্মলা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল, লোকটী মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে লোকটীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইল, তখন কুকুরটা সরিয়া গেল। নির্ম্মলা কহিল "ভয় নাই, কুকুর চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কাঁমড়াইয়াছে বল" এই বলিয়া নির্ম্মলা ভুতর মার নিকট হইতে চাউলবান্ধা কাপড়খানার কিয়দংশ ছিড়িয়া লইয়া নিকটস্থ সেই পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনেক কষ্টে নির্ম্মলা কাপড়খানি ভিজাইয়া আনিয়া লোকটীর চখে মুখে জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় কামড়াইয়াছে বল, জলপটী বান্ধিয়া দিতেছি, এখনই কষ্ট অনেক দূর হইবে।" আগন্তুক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বৌ আমার যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল হইয়াছে, তোমারই অভিসম্পাতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিযাছে।"

ভুতর মা রাগতঃভাবে কহিল "ওরে বিট্‌লে বামন, তুমি এখানে মরতে এসেছ, বেশ হয়েছে, মা চল আমরা যাই, ও এখানে পড়ে মরুক, আর শিয়াল কুকুরে ওকে টেনে খাউক।" নির্ম্মলা বারণ করিয়া ব্যস্তভাবে ক্ষতস্থানে জলপটী বান্ধিয়া দিল। দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ হস্তের দুই স্থান ভয়ানক ক্ষত হইয়াছিল, নির্ম্মলা কাপড় দিয়া তাহা উত্তমরূপে বান্ধিয়া তাহার উপর জল নিংড়াইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রক্তপড়া বন্ধ হইল, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় রসিকলোচন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নির্ম্মলা ব্যথিতহৃদয়ে কাতরভাবে কহিল "ভুতর মা, তুমি একটু ইহাঁর নিকট বৈস, আমি দেখিয়া আসি, নিকটে কোন লোকজনের বাড়ী আছে কি না।"

রসিকলোচন। না বৌ তুমি আমাকে ছাড়িয়া যেও না। আর অন্ধকার রা'ত, তুমি একা কোথায় যাবে? নিকটে কাহারও বসতি নাই, যাহা আছে সে ছোটলোকের।

নির্ম্মলা। ছোটলোক তাতে দোষ কি? আমাদের পক্ষে ছোটলোকই ভাল। আপনি একটু স্থিরভাবে থাকুন, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।

এই বলিয়া নির্ম্মলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

রসিকলোচন। ভূতর মা, এইবারই প্রাণটা গেল। আমি এবার আর বাঁচিব না।

ভূতর মা। দাদাঠাকুর, তোমাব বুদ্ধির দোষেই এই সকল অমঙ্গল ঘটিতেছে। সতী মেয়েব দিকে কুনজরে তাকাইলে এইরূপ দশা হয়।

রসিকলোচন। না ভূতর মা এবাব ত আমাব দোষ নাই। আমি সেই অবধি সে সব আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমার দ্বারাও যখন কার্য্যসিদ্ধি হইল না, তখন জানি যে আমার ভাগ্যে সে সুখ নাই।

ভূতর মা। খুব ছাড়িয়া দিয়াছ—তবে এ রাত্রিতে এখানে কেন? পথ ভুলে বুঝি গাছে উঠেছ। আমাব সঙ্গে আব চালাকী কবিতে হইবে না, আমি তোমার সব বিদ্যা জানি।

রসিকলোচন। ভূতর মা, আমি মরি তাতে ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমি এত করিয়াও যে একটা সামান্য স্ত্রীলোককে আঁটিতে পাবিলাম না, এই দুঃখ রহিল।

ভূতর মা। সামান্য স্ত্রীলোক বৈ কি? দেখে শুনেও জ্ঞান হয় না? তোমাব দোষে আমাব ভূত ত মাবা গিয়াছিল, তা আমি বুঝে শুজে বামনের মেয়ের পায়ের ধূলা আমার ভূতব কপালে দিয়াছিলাম, তাই বাছা আমার রক্ষা পাইয়াছে।

বসিকলোচন। এই সব গুণ দেখেই ত আমার মন এত আকুল হইয়াছে, নতুবা শর্ম্মাবাম মনে কবিলে অমন কত শত নাবী আনিয়া চরণ সেবা কবাইতে পাবে।

ভূতব মা। পোড়া কপাল আব কি। মব্‌তে ব'সে সাঙ্গা চায়, তাই হয়েছে তোমার। ছি ছি। দেখ ত এই অন্ধকাবে বামনেব মেয়ে তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতেছে, আর তুমি পাপ কথা মুখে আনিতেছ?

রসিকলোচন। ভূতব মা, আমি যদিও এত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু মনে মনে আমার আনন্দ হইতেছে। আমি ভেবেছিলাম বৌ আমার উপর নিতান্ত নির্দ্দয়, এখন দেখিতেছি যে ভিতরে ভিতবে আমাব উপর টান আছে।

ভূতর মা। পোড়া কপাল আর কি? লোক চেন না, তাই যা মনে আইল তাই কহিতেছ। সতী মেয়েব লক্ষণ আমি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি।

রসিকলোচন আর কোন কথা না বলিয়া নিজের ক্ষত স্থানের দিকে তাকাইয়া “উহু উহু” করিয়া কাতরাইতে লাগিল, ভূতর মা নীরবভাবে বসিয়া রহিল।

এদিকে নির্ম্মলা নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া একাকিনী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিল অদূরে একটা আলো জ্বলিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিল, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল যে কোন আলোই তথায় নাই, তখন আবার পথের দিকে ফিরিয়া আসিল এবং পুনরায় চলিতে লাগিল। সহসা যেন শিশুর অস্ফুট ক্রন্দনরব তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন উৎসাহিত মনে তাহা লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে সম্মুখে একটী কুটীর দেখিতে পাইল। নির্ম্মলা নিকটে গিয়া ডাকিল, এক বার, দুই বার, তিন বার ডাকিল, কোন উত্তর নাই। চতুর্থবার ডাকিবামাত্র কুটীর হইতে “কে” বলিয়া একজন বৃদ্ধ বাহির হইল এবং চক্‌মকিতে আলো জ্বালিয়া কহিল “কেগা এই দিকে এস।” নির্ম্মলা কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিতভাবে কহিল “মা তুমি কে?”

নির্ম্মলা। বাবা আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমাদের সঙ্গের একজন লোককে কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাই রাত্রিটা কাটাইবার জন্য একটু জায়গা খুঁজিতেছি।

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল “তার জন্য ভাবনা কি মা, এই আমার ঘরে থাকিতে পারেন” পরে কি ভাবিয়া কহিল “তবে আমরা ছোট লোক, যদি এ ঘরে থাকিতে না চান, তবে বারান্দা ঘিরিয়া দিব সেখানে থাকিবেন, নতুবা গোয়াল——

নির্ম্মলা। সেজন্য ভাবিতে হইবে না, আমরা একটু যেমন তেমন স্থান পাইলেই চলিবে। বাবা তুমি কি আমার সঙ্গে আসিবে?

বৃদ্ধ। চলুন মা চলুন, আমাকে যে আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি তাহাই কর্‌ব। আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য তাই আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়ীতে পড়িয়াছে।

তখন উভয়ে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রসিকলোচনকে ধরিয়া তুলিল, কিন্তু চলিতে তাহার কষ্ট বোধ হইল। তখন বৃদ্ধ এক চীৎকারধ্বনি করিয়া হাঁক ছাড়িল

দুই তিন হাঁকের পর প্রত্যুত্তর আসিল, তাহার পর বৃদ্ধ দুই হাঁক ছাড়িয়া নীরব হইল। ভূতর মা ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। রসিকলোচনও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তার বোধ হইল, এ ডাকাতির দল আজ প্রাণে নষ্ট করিয়া সব কাড়িয়া লইবে। নির্ম্মলার মনে সে সব আশঙ্কা কিছুই হইল না, বৃদ্ধের গলায় এত তেজ ইহাই ভাবিয়া নির্ম্মলা বিস্মিত হইল এবং আকাশের নক্ষত্র সকল দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই জন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন বৃদ্ধের আদেশ মতে তাহারা রসিকলোচনকে তুলিয়া লইল, এবং ক্ষণকাল পরেই কুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। কুটীরের সম্মুখে যে ক্ষুদ্র বারান্দা ছিল তাহাতে একটী মাদুরের উপর রসিক-লোচন শয়ন করিল। বৃদ্ধ ক্ষত স্থান খুলিয়া কয়েক খণ্ড খাবরা পড়িয়া তাহাতে লাগাইয়া দিল; কিয়ৎক্ষণ পরে খাবরাগুলি একে একে খসিয়া পড়িল, তখন বৃদ্ধ উৎসাহিতনেত্রে কহিল "কোন ভয় নাই, দুই তিন দিনের মধ্যেই ক্ষত শুকাইয়া যাইবে।" তদনন্তর বৃদ্ধ প্রদীপ হস্তে সন্নিহিত বনে প্রবেশ করিয়া একটী লতার মূল তুলিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পেষণ করত ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিল। রসিকলোচনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে উপশমিত হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রিত হইয়া জগতের পাপচিন্তা বিস্মৃত হইল। ভূতর মাও অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিল এবং অনতিবিলম্বেই নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িল। বৃদ্ধের স্ত্রী নির্ম্মলাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধ অপর বাটী হইতে একটী মাদুর আনিয়া নির্ম্মলাকে শয়ন করিবার জন্য দিয়া নিজে অন্যত্র শয়ন করিতে গেল। শিশু সন্তানটী পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল, কাজেই জননী ব্যস্তক্রমে কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

একাকিনী নির্ম্মলা বসিয়া রহিল। রজনীর ব্যাপার একে একে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল; তাহারই মধ্যে নিহিত ভগবানের লীলা দেখিয়া নির্ম্মলার মন একান্ত মুগ্ধ হইল। এতক্ষণ বাহ্য ব্যাপারে হৃদয়ের ভাব সংযত ছিল, এখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নয়নযুগল অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নির্ম্মলা বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করিল। সহস্রধারায় যেন করুণা-স্রোত তাহার মস্তকে বর্ষিত হইল, হৃদয়ের মেঘ চলিয়া গেল, শান্তির সুবিমল শশাঙ্ক সমুদিত হইয়া চিত্ত উল্লসিত করিল। ধীরে ধীরে

নির্ম্মলা প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোটি কোটি নক্ষত্র বিকশিত হইয়া অন্ধকারশিরে শোভা পাইতেছে—বিষাদকে পদদলিত করিয়া প্রফুল্লতা হাসিতেছে, নীরব নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্যের উপর অপূর্ব্ব সমাধিযোগ লক্ষিত হইতেছে। নির্ম্মলা মনে মনে ভাবিল "হায় আমি এ কোথায়? এ শ্মশান ভূমিতে আর কত দিন বিচরণ করিব? এই মৃত জগতের মধ্যে আমি একাকিনী কেন পড়িয়া আছি? আমার ত কেহই নাই, জীবনের ত কোনই উদ্দেশ্য দেখিতেছি না, তবে আমি কেন এখন রহিয়াছি। কর্ম্ম ফল আর কত দিন ভোগ করিব? ভগবান! এ অভাগিনীকে ছাড়িয়া দিয়া এ কৌতুক দেখিয়া লাভ কি? হে তারাদল! তোমরা আমাকে লইয়া যাও, আমি সংসারের শোক তাপ ভুলিয়া তোমাদের সহিত চিরকাল বাস করি।" আকুল হইয়া নির্ম্মলা প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িল, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। শোকের পর শোক আসিয়া হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিল, আর বসিতে পারিল না, তখন ধীরে ধীরে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিল; অমনি করুণাময়ী নিদ্রা আসিয়া তাহাকে সুকোমল অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের তরঙ্গ প্রশমিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র নির্ম্মলার মন অগ্রজের জন্য উদ্বিগ্ন হইল। নির্ম্মলা বৃদ্ধের নিকট যাইয়া কহিল "বাবা, কা'ল তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আর মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন।" বৃদ্ধ সজল নয়নে দণ্ডবৎ হইয়া কহিল "মা, আমি ক্ষুদ্রলোক, আমার কি সাধ্য যে আপনাদের উপকার করি, আপনার পায়ের ধূলাতে আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেল। মা, কাল আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী আমার গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু উদ্গত হইল। নির্ম্মলারও চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, পরে অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল "বাবা এক খানি পাল্কী এখনই দেখিয়া দিতে হইবে, আমাদের বিশেষ দরকার আছে, এখনই যাইতে হইবে।" বৃদ্ধ কহিল "মা, এখানে ত পাল্কী মিলিবে না, তবে ডুলি আনিয়া দিতে পারি।" নির্ম্মলা তাহাতেই সম্মত হইল। তখন বৃদ্ধ ডুলি আনিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে রসিকলোচন উঠিয়া বসিয়া "বৌ বৌ" করিয়া ডাকিতে

লাগিল। নির্ম্মলা কহিল "আপনার জন্য ডুলি আনিতে লোক গিয়াছে, এখানে পাল্কী পাওয়া যায় না। আপনি ডুলিতে উঠিয়া বাড়ী যাউন, আমরা এখনই যাইব।" রসিকলোচন কহিল "বৌ, তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না, তুমি বাড়ী ফিরিয়া চল, তোমার দাদার আর কোন ভাবনা নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি তোমার দাদাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব।" নির্ম্মলা কহিল "আপনার কথায় আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই এবং পারিবও না, আমাকে কিছু বলিবেন না। ভগবান প্রসন্ন হইলে দাদা আমার সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন।" রসিকলোচন পুনরায় কহিতে লাগিল "বৌ! কা'ল তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই এবং কখনও ভুলিব না। তোমার নিকট এত উপকার পেয়ে আমি কি তোমার দাদার বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তোমার দাদা একগুঁয়ে, তাই এতদিন আমি কিছুই করি নাই, নতুবা শর্ম্মারাম মনে করিলে কোন্ কালে সব ফরসা হইয়া যাইত। যাহা হউক এখন আমাকে বিশ্বাস কর, আমি মাতৃদিব্য করিয়া কহিতেছি যে তোমার দাদার যাহাতে কোন বিপদ না হয়, তাহা আমি করিব। আর কি বলিব? তুমি হয় ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু প্রকৃত কথা এই, আমও তোমার দাদার পত্র পাইয়া গোলযোগ মিটাইবার জন্য কা'ল রাত্রিতে জেলায় যাইতেছিলাম; পথে মহা বিপদ। তোমরা যে শ্যামনগরে যাইবে তাহা আমি আগে কিছুই জানি না, সত্য সত্যই বলিতেছি, বাস্তবিক আমি আগে কিছুই জানি নাই। আমার পরমায়ুর নিতান্ত জোর ছিল, তাই তুমি অসময়ে আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ। কা'ল তুমি যাহা করিয়াছ, লোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গও ততদূর করে না।" রসিকলোচন কথাগুলি বলিয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইল। নির্ম্মলা মনে মনে বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

এদিকে ডুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা এতক্ষণ বৃদ্ধের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, বৃদ্ধ আসিবামাত্র "বাবা, তবে আমরা আসি" বলিয়া তাহার ছেলের হাতে একটী আধুলি দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে আসিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভুতর মায়ের সঙ্গে চলিতে

লাগিল। রসিকলোচন কাতরভাবে কত বারণ করিল, কিন্তু নির্ম্মলা তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া গেল।

অবিলম্বে তাহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে গাড়ী আসিলে, নির্ম্মলা ভূতর মায়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে যাইয়া উঠিল। পুরুষদের ভদ্রতার বিষয় বিলক্ষণ জানিত, একারণ পুরুষদের গাড়ীর প্রতি লক্ষ্য পড়িল না। ক্রমে গাড়ী আসিয়া দমদমায় উপস্থিত হইল, তখন অপর গাড়ীতে উঠিয়া তাহারা শ্যামনগর আসিয়া নামিল। কিন্তু কোথায় কাহার বাড়ী তাহা নির্ম্মলার কিছুই জানা ছিল না। "শ্যামনগর, রামপদর শ্বশুরবাড়ী" এই কয়েকটী কথামাত্র জানা ছিল। তাহারই উদ্দেশ করিতে করিতে প্রায় সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্ম্মলা সতীনের বাড়ীর অনুসন্ধান পাইয়া দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। রামপদর শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক। নির্ম্মলা প্রবেশ করিবামাত্র, অনেকগুলি ঝী বৌ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূতর মা কহিল "আমরা তোমাদের জামায়ের দেশের লোক, গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম, এখন ফিরিয়া যাইবার সময়ে ঠাকুরুণ দিদিকে একবার দেখিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি।" এই কথা বলিবামাত্র উপস্থিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন অবনতমুখী হইলেন। একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা তাহার অঞ্চল ধরিয়া কহিল "এই তোমাদের ঠাকুরুণদিদি।" উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, যাঁহাকে দেখাইয়া দিল তিনি সালঙ্কারা। নির্ম্মলা মনে করিল, তবে বুঝি ইহারা আজও মৃত্যুসংবাদ পায় নাই, আবার ভাবিল সতীন ত বিষয় পাইবার জন্য মোকদ্দমা করিতেছেন, তবে অবশ্যই সংবাদ পাইয়াছেন। ভূতর মা ততদূর বুঝিতে না পারিয়া ঠাকুরুণদিদিকে সালঙ্কারা দেখিতে পাইয়া কহিল "ঠাকুরদাদা বেশ ভাল আছেন, তিনি হয় ত এই মাসের মধ্যেই এখানে একবার আসিবেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সকল মেয়েরা "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মলার সতীনও একটু হাসিল। ভূতর মা অপ্রতিভ হইয়া কহিল "তোমরা হাস্‌ছ কেন? আজ কাল যদি কিছু হয়ে থাকে তবে জানি না, তবে আমরা যখন——
মেয়েরা বলিয়া উঠিল "বোঝা গেছে, চালাকী ধরা পড়েছে, আজ কাল অনেকে এইরূপ ফাঁকি দিয়া থাকে।" একটী মেয়ে বলিল "পূবদেশের

লোক এদেশে এসে রাত্রিতে থাক্‌বার কোন জায়গা না পাইলে, পলসম্পর্কে ধান মেসো হয়ে গৃহস্থকে জ্বালাতন করে।” আর একজন বলিল “আমি জানি, আজ কাল অনেকে মিছা সম্পর্ক পাতাইয়া দিন কতক থাকিয়া শেষে একদিন সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া পলাইয়া যায়।” নির্ম্মলা আর নিরস্ত থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কহিল “আপনারা সে সব কিছু মনে করবেন না। আমরা দুঃখিনী, সে সব চতুরতা জানি না। আমি বড় দুঃখে এখানে আসিয়াছি, তাহা শুনিলে আপনাদের দয়া হইবে।” উপস্থিত সকলেই নীরব হইল। একজন প্রাচীনা কহিলেন “এস বাছা বস, আহা! এই কচি বয়সে কপাল ভেঙ্গেছে। তুমি বাছা আমাদের জামায়ের কেহ হও কি?” নির্ম্মলা কহিল “তিনি আমারও স্বামী ছিলেন,” বলিতে বলিতে নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল। প্রাচীনা গদগদস্বরে কহিলেন “পোড়া কুলীন জামায়ের হাতে পড়িয়া আমার বাছার একদিনও সুখ হইল না, সে জামাই থাকা না থাকা সমান। আমার বাছাকে আমি বিধবার কষ্ট পেতে দি নাই, তা পোড়া পাড়ার লোকে কত কথা বলে; তা বলুগ্‌গে। আজ কা'ল ত লোকে বিধবার বিবাহ দিতেছে, আমার বাছা সে সব কিছু না ক'রে দুটী এক খান অলঙ্কার পরে বেড়ায়, তা পাড়ার সর্ব্বনাশীদের সহ্য হয় না। প্রাতঃবাক্যে, তাদের মেয়েদের ঐরূপ দশা হউক, আমি দেখি তখন চক্‌খাগীরা কি করে।” ভূতর মা এতক্ষণ ম্লানমুখে নীরব ছিল, এখন অবসর পাইয়া কহিল “মা ঠাকুরাণ, আমি ঐ অলঙ্কার পরা দেখে বুঝ্‌তে পারি নাই, আমি ভেবেছিলাম তোমরা খবর পাও নাই, তাই ওই সর্ব্বনেশে খবর ঢাক্‌তে গিয়া দাদাঠাকুর ভাল আছেন ও এখানে আস্‌বেন, এই কথা বলেছি। মা ঠাকুরাণ, বেশ করেছ, আমার দিদিঠাকুরাণীর গা হইতে অলঙ্কার খুলে রেখে যে বিজয়ার প্রতিমার মত কর নাই, সে বেশ ভাল করেছ। আমাদের পোড়া দেশের লোক বড়ই নিষ্ঠুর, কচি মেয়ে রাড় হইবামাত্র তাকে খেতে না দিয়া শুকাইয়া রাখে।” প্রাচীনা এতক্ষণপরে ভূতর মায়ের উপর প্রসন্না হইয়া তাহাকে আদর করিয়া বসিতে বলিলেন। পরে নির্ম্মলাকে লইয়া সকলে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নির্ম্মলার সতীনের নাম কুসুমকামিনী, বয়স দ্বাবিংশতি বৎসর, দেখিতে সুশ্রী। লোকে বলিয়া থাকে সতীনের মায়া আর তালগাছের ছায়া, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। নির্ম্মলাকে দেখিয়া

কুসুমকামিনীর বড়ই ভাল লাগিল। স্নেহভরে তাহার হাত ধরিয়া কুসুমকামিনী তাহাকে নিজের শয়নাগারে লইয়া গেল। প্রদীপালোকে সে সুবিমল মুখকমল সমুজ্জ্বল হইল, তথাপি তাহাতে অনাহারজনিত কাতরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। কুসুমকামিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল "ভগিনী, আজ বুঝি তোমার খাওয়া দাওয়া হয় নাই।" নির্ম্মলা নীরব রহিল। কুসুমকামিনী তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া আসিয়া একটা উনুন পরিষ্কৃত করত রান্নার আয়োজন করিয়া দিল। ইচ্ছা ছিল নিজে রাঁধিয়া দেয়, কিন্তু সাহস হইল না। তখন নির্ম্মলাকে হাত ধরিয়া তথায় আনিল। নির্ম্মলা কহিল "দিদি, আমি একবার গা ধুইব।" কুসুমকামিনী প্রথমত নিষেধ করিল, পরে বুঝিতে পারিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে লইয়া গেল। স্নান সমাপনান্তে নির্ম্মলা সন্ধ্যাবন্দনাদি করত স্বহস্তে পাক করিয়া লইল। কুসুমকামিনী কহিল "আমার ইচ্ছা ছিল, নিজে রেঁধে দি, কিন্তু পাছে তুমি আমার হাতে না খাও, সেই ভয়ে রাঁধিতে পারি নাই।" নির্ম্মলা কহিল "সে কি দিদি, তুমি গুরুজন, তুমি রেঁধে দিলে আমি খাব না? আমি তোমার পাতে বসে খেতে পারি, তাহাতে কোন দোষ হয় না।" কুসুমকামিনী আর কোন উত্তর করিল না, বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল। নির্ম্মলা কহিল, "আমার সঙ্গে যে লোকটী এসেছে, সে আজ কিছুই খায় নাই, তাহাকে একবার ডেকে দেও।" কুসুমকামিনী কহিল "সে এখন থাকুক, আমাদের রান্না হলে সে খাবে, তুমি এখন খাও।" নির্ম্মলা কহিল "সে মাচ খাওয়া ছেড়েছে, এখন আতপ খেয়ে থাকে।"

কুসুমকামিনী। ও ত ছোট লোক দেখ্‌ছি, ও কি আতপ খায়?

নির্ম্মলা। আমার সঙ্গে থেকে ওর ঐ অভ্যাস হয়েছে, এখন আর অখাদ্য খেতে চায় না।

কুসুমকামিনী নীরব বিষণ্ণ বদনে উঠিয়া ভৃত্য যাকে ডাকিয়া আনিল। উভয়ের আহারাদি হইলে, কুসুমকামিনী নির্ম্মলাকে লইয়া পুনরায় নিজের ঘরে গেল। নির্ম্মলা কহিল "দিদি, তোমার এত মায়া দয়া দেখিতেছি, তুমি কি আমায় রক্ষা করিবে?" কুসুমকামিনী ব্যগ্রভাবে কহিল "কি বোন্ কি হয়েছে বল না।" তখন নির্ম্মলা সজলনয়নে সতীনের পা দুই খানি জড়াইয়া ধরিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিল। কুসুমকামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল "বোন্! আমি ত এর ভাল

মন্দ কিছুই জানি না। তবে তোমাদের ওখান থেকে রসিক বাবু ব'লে একজন মৃত্যু সংবাদ লইয়া আইসেন, এবং কয়েক দিন থাকিয়া শেষে বিষয়াদি লিখিত পড়িত করিয়া দিবার জন্য বাবাকে বলিয়াছিলেন, বাবা কি করেছেন জানি না, তবে আমি কিছুই করি নাই।" নির্ম্মলা যার পর নাই বিস্মিত হইল। এত দিন পরে বুঝিতে পারিল যে রসিকলোচনের কুচক্রেই এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে। পরে প্রকাশ্যে কহিল "দিদি, বাবাকে বলিয়া যাহাতে আমার দাদা রক্ষা পান, তাহা তোমায় করিতে হইবে।" কুসুমকামিনী কহিল "সে জন্য কোন ভয় নাই। তিনি আফিস হতে এখনই আসিবেন, আসিলেই তাঁহাকে বলিয়া যাহাতে তোমার দাদার আর কোন ভয় না থাকে তাহা করিয়া দিব।" নির্ম্মলা আশ্বস্ত হইল। এমন সময়ে কুসুমকামিনীর পিতা আসিলেন। পিতৃবৎসলা দুহিতা তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। পিতা এক হাঁড়ী মিষ্টান্ন দুহিতার হস্তে দিয়া কহিলেন "মা, তোমরা সব ভাল আছ ত? আজ কা'ল চারি দিকে যেরূপ ব্যাম পীড়া হচ্চে, তাতে যতক্ষণ বাড়ী না থাকি, ততক্ষণ মনে কত ভয় ও আশঙ্কা হয়।" কুসুমকামিনী সকলের কুশল জানাইয়া পিতার সেবায় নিরত হইল।

পিতার আহারাদি সমাপ্ত হইলে কুসুম মাতাকে নির্ম্মলার বিষয় অবগত করাইল, এবং পরে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কুসুমকামিনীর মাতা কহিতে লাগিলেন "মেয়েটী আমার কুসুমের সতীন। জামাই মরিবার সময়ে তাঁহার বিষয় ইহাঁকে দিয়া গেছেন, তাই লইয়া মোকদ্দমা চলিতেছে। কে নাকি আমার কুসুমের নাম করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা চালাইতেছে। কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না।" কুসুমের পিতা কহিলেন "কি হয়েছে, আমায় ভাল করিয়া খুলে বল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন কুসুমকামিনী কহিল 'যে রসিক বাবু এখানে এসেছিলেন, তিনি মিথ্যা করিয়া, আমার নাম দিয়া এঁর দাদার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করায়, ইহাঁর দাদা জালিয়ত মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন, তাই ইনি এখানে এসেছেন।" কুসুমের পিতা কহিলেন "বুঝিয়াছি, ওঃ! লোকটা কি বদ্‌মায়েস। সে আমাকে এসে বল্লে 'তোমার জামাই অনেক বিষয় রাখিয়া মরিয়াছেন, এখন তাঁর এক রক্ষিতা স্ত্রী এক জাল উইল করিয়া সেই সকল লইবার

চেষ্টা করিতেছে, আমি নিজ ব্যয়ে সেই সকল উদ্ধার করিয়া দিব, কিন্তু শেষে আমাকে ৫০০৲ টাকায় সেই সমুদায় বিষয় লিখিয়া দিতে হইবে।' "আমি দেখিলাম পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা তাই সম্মত হয়েছিলাম, এখন দেখিতেছি সবই বজ্জাতি।" নির্ম্মলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিল "বাবা, বিষয় আমি কিছুই চাহিনা, আপনি আমার দাদাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া দিউন।" কুসুমের পিতা কহিলেন "ভয় কি মা, আমি উকিলকে চিঠি দিব, তাহা হইলে সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।" কুসুমের মাতা কহিলেন "চিঠি দেওয়ার কাজ নহে, একবার যেয়ে দেখা উচিত। যদি বিষয় বেশী হয়, তবে আমার কুসুম কেন ফাঁকি পড়বে?

কুসুমের পিতা। বিলক্ষণ! জামাই আমার ভাবি বড় মানুষের ছেলে ছিলেন, তাই তাঁহার আবার বেশী বিষয়। আমি জুয়োচোরের কথা তখন বুঝতে পারি নাই।

কুসুমের মাতা। ভদ্র লোককে হঠাৎ জুয়োচোর বলা উচিত নহে। সে ত আর তোমার কাছে টাকা লয় নাই, বরঞ্চ ৫০০৲ টাকা দিতে চাহিয়াছে। আর যদি বিষয় না থাকিবে, তবে সে খরচ করিয়া এতদূর আসিবেই বা কেন, আর পাঁচ শত টাকা দিতেই বা চাহিবে কেন? কথায় বলে "দেখি শুনি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।"

কুসুমের পিতা। আচ্ছা বেশ, কা'ল পরশু আমাদের আফিস বন্ধ আছে, আমি কা'লই যাইয়া সকল মিটাইয়া দিয়া আসিব। যাও তোমরা শোও গে, সেজন্য কোন ভাবনা নাই।

নির্ম্মলা আনন্দে অধীর হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কুসুমকামিনীর সঙ্গে তাহার গৃহে আসিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল।

কুসুম। তোমার মায়া মমতা দেখে আমি মোহিত হয়েছি। কলি-কালে ভেয়ের জন্য বোন্‌কে এতদূর করিতে দেখা যায় না।

নির্ম্মলা। দিদি, সংসারে দাদা ভিন্ন আমার যে আর কেউ নাই। সেই দাদার বিপদে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকি।

কুসুম। আর ভয় কি? বাবা যখন নিজে যাচ্ছেন, তখন সব গোল মিটে যাবে। বোন্! তুমি আমাকে কা'ল ছেড়ে যাবে, তাহা মনে হওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্চে।

নির্ম্মলা। দিদি, কি করি, যেরূপ আসন্ন বিপদ তাহাতে দুই দিন যে থেকে যাব তাহার যো নাই।

কুসুম। বোন। তুমি কি স্বামীর ঘর করেছ? স্বামীর মরবার সময়ে তুমি কি ছিলে?

নির্ম্মলা। ছিলাম।

কুসুম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব রহিল।

নির্ম্মলা। দিদি, চুপ করে আছ যে?

কুসুমকামিনী নির্ম্মলাকে বুকের নিকট আনিয়া গদগদস্বরে কহিল "বোন! একটী কথা মনে পড়ে, আমার বড়ই দুঃখ হচ্চে। এতদিন হয় নাই, আজ যেন কেমন মন আকুল হচ্চে। আমার স্বামী আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, কত খোষামোদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন মনে ভাবিয়াছিলাম, স্বামী বৃদ্ধ, দরিদ্র ও পীড়িত, তাঁহার সঙ্গে গেলে দুঃখ বই সুখ নাই, তাই যাইতে অসম্মত হই। তখন তিনি সেই রাত্রিতেই অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান। বোন্, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম বোঝা যায় না, হায়! স্বামী কাণা খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকিলেও স্ত্রীলোকের সুখ আছে।

নির্ম্মলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল, কুসুমের বক্ষঃস্থলে মুখখানি লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল। কুসুমকামিনী অধিকতর কাতরভাবে কহিতে লাগিল "বোন। স্বামী ভিন্ন বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। সময়ে সময়ে মনে কত ক্ষোভ হয়, আবার মনেই তাহা বিলীন হইয়া যায়। এই যে এত সোণার অলঙ্কার পরিয়াছি, কিন্তু উহার অন্তরালে যে বৃশ্চিক দংশন তাহা পিতা মাতা কিছুই জানেন না। দুই বার ক্ষোভে উহা খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু মা আমার মাথা কপাল ভেঙ্গে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছিলেন, পরে আমি সেই সকল অলঙ্কার পরিয়া মায়ের নিকট গেলে মা তবে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বোন! এই অলঙ্কার আমার কাল হইয়াছে। আমি ইহারই জন্য কোন স্থানে যাইতে পারি না, কাহারও সহিত প্রাণ খুলে কথা কহিতে পারি না। আমাকে দেখিয়া সকলেই ঘৃণা করে। কেহ কেহ আবার আমাকে দুশ্চারিণী মনে করে। কিন্তু বোন! আর করিতে দিব না। তোমার নিষ্ঠাকাষ্ঠা দেখিয়া আমার বড়ই সাধ হইয়াছে, তোমার মত ঐ ভাবে জীবন কাটাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

অথবা এ জীবনে আর প্রয়োজনই বা কি ? শেষ করিলেই ত সব ফুরাইয়া যায় ?"

নির্ম্মলা। না দিদি! ও কথা মুখেও আনিও না। কত পাপে এ জন্মে এই কষ্ট ভোগ করিলাম, আবার আত্মঘাতিনী হইলে ত কোন জন্মে নিস্তার পাইব না। আত্মঘাতিনীর নরকেও স্থান নাই।

কুসুম। আর যে সহ্য হয় না। যে চিতানল অহর্নিশ জ্বলিতেছে, তাহা যে কিছুতেই প্রশমিত হয় না।

নির্ম্মলা। দিদি! মনের এই আবেগ নিবৃত্ত করিবার দুইটী উপায় আছে; মৃত স্বামীকে সর্ব্বদা মানসচক্ষে দর্শন করা ও হরিচরণে প্রাণ মন সমর্পণ করা।

কুসুম। আমার তাহার কোনটীই হয় না। সত্য বটে মনে আবেগ আছে, কিন্তু সে স্রোত সংরুদ্ধ করিবার সাধ্য আমার নাই। বোন! এ হৃদয়ে এত ভালবাসা আছে যে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বালিকাকালে কতই কল্পনা করিতাম। চন্দ্রের পাশে বসিয়া কত হাসি হাসিতাম, ফুলটী লইয়া কত খেলা খেলিতাম, সমীরণে উড়িয়া গিয়া তারাদল সংগ্রহ করত মালা গলায় পরিতাম। কত সাধ ছিল, মনের মত স্বামী, পাইব, প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিব, প্রেমে ডুবাইয়া দিব। কিন্তু হায়! ভাগ্যদোষে যে স্বামী পাইলাম, তাঁহাকে দেখিলে আমার কল্পনাকুসুম শুকাইয়া যাইত, আমি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিতাম। বল দেখি সে স্বামীর চিন্তায় এ প্রাণ কিরূপে শান্ত করি। আর ভগবানকে ত মোটেই চিনি না। আমার এ হৃদয়ের ভালবাসা বিলাইবার লোক পাই না, তাই আমার এত কষ্ট ও এত দুঃখ।

নির্ম্মলা। দিদি। আমাদের এই অবস্থাই যত বিপদের কারণ। এই অবস্থায় পড়িয়াই আমরা নরকে ডুবিতে থাকি। এই অবস্থায় পড়িয়াই কত নারী দুশ্চারিণী হইয়া সতীত্বরত্ন চিরজীবনের তরে হারাইয়া ফেলে। আমাদিগকে এই অবস্থায় পাইয়াই পাপপুরুষ প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। যাহারা ভাগ্যগুণে প্রলুব্ধ না হয়, তাহারা আবার নিরাশসাগরে জীবনতরী ডুবাইয়া দিয়া চির পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

কুসুম। বোন্! প্রাণের বোন্! আমাকে স্বামিচিন্তা ও হরিচিন্তা শিখাইয়া দেও।

নির্ম্মলা। দিদি। আমি তোমাকে আর কি শিক্ষা দিব? তোমার যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা এক দিন ছিল। শূন্য মন লইয়া যে সংসারে থাকা যায় না তাহা বেশ জানি। ব্যাকুলতা, আবেগ বা ক্ষোভ লইয়া চিরকাল সংসার করা যায় না। আজ সন্ধ্যাকালে অবগাহন করিবার সময়ে সেই ভ্রমরটীকে গুণ গুণ করিতে দেখিয়া একমনে চাহিয়া রহিলাম, তুমি একটু হাসিয়াছিলে, বল দেখি, কেন সেরূপ ভাবে চাহিয়া দেখিতেছিলাম? যতক্ষণ শূন্যমনে নিরাশ্র বায়ুতে ভ্রমর ঘুরিতেছিল, ততক্ষণ আকুল হইয়া কতই আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেই ফুলটী দেখিতে পাইল, সেই অমৃতের ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া পাইল, তন্মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বিদূরিত হইল, সে নীরবে নিশ্চিন্তভাবে সেই সুধাপানে প্রবৃত্ত হইল। আর কি কেহ তাহাকে ব্যাকুল করিতে পারে? নিরাশ বায়ু বহিতে থাকুক, নিবিড় অন্ধকারে জগৎ পরিব্যাপ্ত হউক—এমন কি প্রলয় কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেও ভ্রমরকে আর কাতর করিতে পারে না। আমরা কাতর হই কেন? কাতর হই, কেন না আমাদের জীবনের অমৃত অন্বেষণ করিয়া পাই না, অথবা অমৃত বোধে গরল পান করিয়া নিজের বিনাশ সাধন করিয়া ফেলি।

কুসুমকামিনী আগ্রহের সহিত নির্ম্মলার কণ্ঠধারণ করিয়া প্রাণ মন তাহাকে সমর্পণ করত পড়িয়া রহিল, পরে গদগদ স্বরে কহিল "বোন্ আমার, দিদি আমার, আমাকে বল কি উপায়ে তোমার মনকে সুস্থির করিয়াছ।"

নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলঃ—

"আমি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্যললনাদের জীবন চরিত সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকি। আমি তাঁহাদের বিষয় এত ভাবি যে আমার বোধ হয়, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছেন।

"আমি এক দণ্ডও আলস্যে কাটাই না। যখন নিজের কার্য্য না থাকে, তখন অপরের কার্য্য করিয়া দি। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কিম্বা নিদ্রা গেলে দুশ্চিন্তা ও পাপচিন্তা আসিয়া সর্ব্বনাশ করে।

"পরকালে আমার খুব বিশ্বাস আছে। ইহজন্মের সুখ দুদিনের, পরজন্মের সুখ চিরদিনের। ইহজন্মে দুঃখ পাই, তাহাতে ক্ষোভ নাই, কিন্তু পরজন্মে যাহাতে সুখশান্তিতে থাকিতে পারি, ইহাই আমার চেষ্টা। এই জন্য দারুণ কষ্টে পড়িয়াও মনে সান্ত্বনা পাই, কে যেন আমাকে

তাহার নিকট বড়ই মধুর লাগিতেছিল। হৃদয়ের কথায় হৃদয় বড়ই মুগ্ধ হয়। সেই স্নেহের ছবিখানি প্রাণ খুলিয়া আজ কত কথাই বলিতেছে, কুসুম আনন্দে প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছে। যে প্রাণের আবেগ ও ব্যাকুলতা লইয়া কুসুম ক্ষুব্ধহৃদয়ে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, পিতা মাতার স্নেহে সংবর্দ্ধিত হইয়াও যে স্বর্ণলতা বিশুষ্ক ও নিষ্প্রভ হইতেছিল, আজ তাহার মন কেমন সুস্থির ও সুতৃপ্ত। প্রেমের অপূর্ব্ব প্রবাহে হৃদয় পরিপ্লুত। গাঢ় আলিঙ্গনে নির্ম্মলাকে হৃদয়ে পূরিয়া কুসুম তাহার কথাগুলি শুনিতেছে। সে কি কথা? না, কুসুমের নিকট বোধ হইতেছে মূর্ত্তিমতী সঙ্গীতময়ী তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীসকল বাজাইতেছে, আর প্রীতিধারা যেন নৈশসমীরে বহিয়া যাইতেছে। কুসুম মনে মনে ভাবিতেছে "অমৃতময়ি! হৃদয়ের পিপাসা কিসে নিবৃত্ত হয় তাহা এতদিন পরে বুঝাইলে, মন যে কেন এত আকুল হইত তাহার কারণ দেখাইয়া দিলে, কিন্তু হায় কা'ল তুমি চলিয়া গেলে আমার উপায় কি হইবে? আমি যাহা শুনিলাম তাহার সাধনা ত হইল না, কে সে সাধনা শিখাইবে? আমার দশা কি হইবে? সত্য সত্যই কি তুমি আমায় কা'ল ফেলিয়া যাইবে? না তাহা হইবে না, তাহা হইতে দিব না।" কুসুম সুদৃঢ়বন্ধনে নির্ম্মলাকে বুকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শোকের উচ্ছ্বাসে অঙ্গ যেন শিথিল ও অবশ হইয়া আসিল; ধীরে ধীরে নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া দিয়া কুসুম কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা। দিদি, কাঁদিতেছ কেন?

কুসুমকামিনী কিছু বলিবে বলিয়া মনে করিল, কিন্তু পারিল না। নির্ম্মলা পুনরায় কাতরভাবে কহিল "দিদি, কেন কাঁদিতেছ? আমার কথায় কি মনে দুঃখ পাইলে?" কুসুমকামিনী স্নেহভরে তাহাকে পুনরায় বুকে করিয়া কহিল "না বোন! তোমার কথায় আমি কোন কষ্ট পাই নাই, তুমি যাহা আজ শুনাইলে, এ জীবনে তেমন কথা আর কখনও শুনি নাই। তোমার এই মধুর কথা কি চিরদিন শুনিতে পাইব? তুমি কি আমায় চিরদিন শুনাইবে?

নির্ম্মলা। দিদি, যে বিপদে পড়িয়াছি, তোমার আশীর্ব্বাদে তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে, অবশ্যই আবার কখনও না কখনও দেখা হইবে।

কুসুমকামিনী। উদ্ধার আবার হইবে না? আমি পিতার চরণে পড়িয়া যাহাতে দাদা রক্ষা পান তাহা করিয়া দিব। কিন্তু বোন তুমি কি আমায় মনে রাখিবে?

নির্ম্মলা। দিদি, আমি অনাথা, আমায় কেন ওরূপ বলিতেছ? সংসারে আমাকে আমার বলে এমন জন কেহই নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে। আমাকে বিপদে ফেলিবার ও নরকে ডুবাইবার অনেক লোক আছে। আজ তোমার কোলে শুইয়া যে সুখ ও শান্তি পাইলাম, তাহা কি তোমার দুঃখিনী বোন কখনও ভুলিতে পারিবে?

কুসুমকামিনী। বোন, আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব। তাহা ভাবিতেও আমার শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমি একটা বিষয় স্থির করিয়াছি; তুমি কি আমার কথা শুনিবে?

নির্ম্মলা। বল না দিদি, কি কথা?

কুসুমকামিনী। বোন, আমার ইচ্ছা হয়েছে তোমার সঙ্গে গিয়া একত্রে দুই জনে স্বামীর ভিটায় বাস করি। আমার হাতে যে টাকা আছে তাহাতে আমাদের দুই জনের বেশ চলিয়া যাইবে।

নির্ম্মলা। দিদি, যাহারা অনাথা তাহাদের কোথায়ও যাইয়া সুখ নাই। আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, সুখ পাই দুঃখ পাই স্বামীর ভিটায় পড়িয়া থাকিব, কিন্তু এ পাপজগতে নিরাশ্রয়ার উপর অত্যাচার করিতে লোকের যেন কেমন একটা আমোদ লাগিয়া যায়। দিদি, সে পল্লী ভাল নয়, আমরা সেখানে টিকিতে পারিব না। আমার উপস্থিত বিপদ গেলেই আমি বাপের বাড়ী যাইয়া থাকিব। দাদার সংসারে লোক তত নাই, দাদার আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।

কুসুমকামিনী। বোন, বাপের সংসারে এত যে সুখে আছি, তবুও মনের ক্ষোভ যায় না। কিছুরই অভাব নাই, পিতামাতার স্নেহের ত্রুটী নাই, তথাপি আপনার বলিয়া জোর করিবার কিছুই নাই। বিষাদে ও ক্ষোভে দিন চলিয়া যাইতেছে, ইচ্ছা হয় কষ্ট পাই সেও ভাল, তথাপি নিজের বলিবার যে স্থান আছে তথায় যাইয়া থাকি।

নির্ম্মলা। দিদি, ভগবান আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছেন, আমরা স্বাধীন হইব কিরূপে? আমরা স্বাধীন হইতে গেলেই আমাদের বিপদ। দূর হইতে সকল অবস্থাই ভাল দেখায়, কল্পনার চক্ষে সকলই মধুর ও

মনোরম, কিন্তু অল্পবয়সে যাহারা আত্মীয় স্বজনের পবিত্র আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করে তাহাদের বিপদ নিশ্চিত। আমিও তোমার মত এক সময়ে মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম আর বাপের বাড়ী যাইব না, স্বামীর ভিটাতেই পড়িয়া থাকিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে পোড়া লোকে আমায় থাকিতে দিল না। অবশেষে স্থির করিয়াছি যতদিন এই পোড়া শরীর দেখিয়া পাপের লালসা জন্মিবে, ততদিন ভ্রাতার আশ্রয়ে থাকিব, তৎপর আসিয়া স্বামীর ভিটায় প্রাণত্যাগ করিব।

কুসুমকামিনী। বোন, আমার দশা কি হইবে? তোমার পার্শ্বে কি আমায় স্থান দিবে না? তুমি আমার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না, আমি যাইতে দিব না, স্বামীর ভিটায় থাকিতে যদি ভয়ের কোন কারণ থাকে তবে তথায় কাজ নাই। চল আমরা দুজনে তীর্থধাম কাশী-ধামে যাইয়া বাস করি। আমার নিকট নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় চারি হাজার টাকা আছে, তাহার দ্বারা কোম্পানির কাগজ কিনিয়া নিশ্চিন্তভাবে দুই জনে কাশীতে থাকিয়া ধর্ম্ম করিব। এ জগতের সহিত আমাদের সংস্রব রাখিবার আবশ্যক কি?

নির্ম্মলা। দিদি! এ পোড়া বয়সই আমাদের কাল্। আমরা এ বয়সে নিরাশ্রয় হইয়া যেখানে যাব, সেই খানেই বিপদ ঘটিবে। যতদিন না বৃদ্ধ হইব, ততদিন যাহা বলিতেছ তাহা করিতে গেলেই বিপদে পড়িতে হইবে। সংসার যে কি ভয়ানক স্থান তাহা আগে জানিতাম না, তুমি আমার বড় হইলেও তাহা জান না। কিন্তু আমি বিধবা হইবার পর হইতে তাহা বেশ জানিয়াছি। এখন ত বিধবা হইয়াছি, পারিপাট্য কিছুই নাই, এক রকম ভূতের মত পড়িয়া আছি, তথাপি ষ্টেশনে ও রেলের গাড়ীতে ও পথে ঘাটে লোকগুলা হাঁ করে চেয়ে থাকে, মদোমাতাল বাবুদের ত কথাই নাই, তাঁহারা কত শ্লেষ, কত ঠাট্টা তামাসা, কত হাস্য কৌতুক, কত অশ্লীল গান করিয়া একে অপরের গায়ের উপর যাইয়া পড়েন। একজন অনাথা বিধবাকে দেখিয়া যে দেশের পুরুষদের এইরূপ ভদ্রতার পরিচয়, সে দেশে স্বাধীন ভাবে তুমি আমি কিরূপে বিদেশে থাকিব? কষ্টে স্বষ্টে এই বয়সটা কেটে গেলে, তখন যাহা বলিবে বা করিবে সকলই শোভা পাইবে। তীর্থবাসিনী হইতে হইলে শুদ্ধ টাকায় হয় না, আরও অনেক জিনিসের প্রয়োজন।

কুসুমকামিনী। কেন বোন! আর কি জিনিস চাহি। টাকা হইলে ত সব জিনিস মিলিতে পাবে।

নির্ম্মলা। দিদি! সংসাবের সকল ভুলিয়া গিয়া ভগবানে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে না পারিলে তীর্থবাস বিড়ম্বনা। তীর্থে যাইয়া যদি অপরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তবে সে তীর্থে মনে কিরূপে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে? আজ আমরা তীর্থবাসিনী হইলাম, কা'ল বাড়ীর জন্য মন অস্থির হইবে। আর যদি বল আমরা দুই জনে থাকিলে অন্য কাহারও কথা মনে পড়িবে না, কিন্তু দিদি! আমরা দুই জন ত আর চিরদিন জীবিত থাকিব না। আজ আমরা তীর্থবাসিনী হইলাম, কা'ল যদি আমি মরিয়া যাই, তবে কি তুমি একা থাকিতে পারিবে? কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা সকল কষ্ট, সকল বিপদই সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা যেখানে থাকেন, সেই স্থানই তাঁহাদের তীর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত তীর্থবাসিনী হইবার উপযুক্ত।

কুসুমকামিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত নীরব ভাবে নির্ম্মলাকে পূর্ব্ববৎ বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার আবেগময় হৃদয়ে কত যে ভাব তরঙ্গ খেলিতে লাগিল, তাহার পরিসীমা নাই।

এদিকে প্রভাতসমীর বহিতে লাগিল। রজনীর জবনিকা নিপতিত হইল। রজনীর অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিবর্ত্তে দিবসের কঠোর গদ্য জীবনের বিকাশ হইল। আনন্দময়ী কল্পনার তিরোভাব হইয়া সংসারের মরুভূমির আবির্ভাব হইল, সুখস্বপ্ন অপগত হইয়া প্রকৃত জীবনের বিষাদময় দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র কুসুমকামিনী ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে গমন করিল। মুখখানি স্থির গম্ভীর অথচ বিষাদময়। কুসুম একে একে শরীর হইতে অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিল, পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একখানি থান পরিল, মস্তিষ্কের সিঁথি অপলুপ্ত করিয়া কেশপাশ খুলিয়া দিল; ঐ কেশরাশি বহন করিবার প্রয়োজন কি? কুসুম মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া এক খানি কাঁইচি হস্তে সেই পৃষ্ঠোপরি শোভমান কেশরাশি কর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার মাতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। "হায় কি সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া স্নেহময়ী মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতগতিতে কুসুমের নিকট গিয়া তাহার

হস্ত হইতে কাঁইচি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুসুমকামিনী ধীরে ধীরে কহিল "মা তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি না বুঝিয়া এতদিন এই সকল অলঙ্কার পরিয়াছি, এখন আমি ঠিক বিধবার ভাবে থাকিব।"

বাড়ীতে হঠাৎ ক্রন্দন রোল শুনিয়া কুসুমের পিতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় আসিলেন। হৃদয়প্রতিমা কন্যার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তথাপি পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "তা এত কান্না কেন? কত দিন আর মেয়েকে ভুলাইয়া রাখিবে? এখন বড় হইয়াছে, এখন আমাদের কথা মানিবে কেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া সরিয়া গেলেন। কুসুমের মাতা আকুল মনে রোদন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা অধোবদনে দাড়াইয়া আছে, চক্ষুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। সে নীরব অশ্রুজল কাব্যের অলঙ্কার হইলেও তাহা পরিব্যক্ত করা সুকঠিন।

কুসুমের পিতা মনে মনে ভাবিলেন নির্ম্মলাকে দেখিয়া কন্যার এই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র প্রস্থান না করিলে এ শোকপ্রবাহ নিবৃত্ত হইবে না। এ কারণ শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থানের আয়োজন হইতে লাগিল। অচিরাৎ দুইখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা কুসুমের মাতাকে প্রণাম করিয়া সতীনের নিকট যাইয়া বসিল, স্নেহ ও ভক্তিভাবে চরণযুগল ধরিয়া ধীরে ধীরে গদগদস্বরে কহিল "দিদি, তবে এখন আসি, যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হইবে।" কুসুমকামিনী একদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ সেই বিমল মুখপ্রান্তে চাহিয়া রহিল, তাহার হৃদয়প্রতিমা আজ ছাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া আকুলমনে বসিয়া রহিল, পরে উচ্ছ্বসিত ভাব আর সংবরণ করিতে না পারিয়া নির্ম্মলার কণ্ঠধারণপূর্ব্বক স্নেহকাতরস্বরে কহিতে লাগিল "বোন আমার, দিদি আমার, তুমি আমার মনকে উতলা ক'রে রেখে গেলে, আমি কিরূপে মনকে সুস্থ করিব। তুমি আসাতে আমার মনের প্রস্রবণ খুলিয়া গিয়াছিল, এখন সে স্রোত কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে?" কুসুম আর বলিতে পারিল না, নির্ম্মলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে কুসুমের পিতা তথায় আসিয়া শীঘ্র প্রস্থানের জন্য কহিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন একারণ নির্ম্মলা সতীনকে কিছু বলিতে পারিল না, মনের কথা মনে রাখিয়া কুসুমকে প্রণাম করিয়া

চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে যাইয়া আকুলভাবে পাল্কীতে উঠিল। ভূতর মা পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহারা ষ্টেশনে উপনীত হইলেন।

কুসুমকামিনীর পিতা নির্ম্মলার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। উইল সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, নির্ম্মলা যে প্রকৃত কথা বলিবে, সে প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি নির্ম্মলার ভ্রাতৃস্নেহ দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া ও পত্নী ও দুহিতার অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, জামাই কি সত্য সত্যই উইল করিয়া গিযাছেন? নির্ম্মলা ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে কাতরবচনে কহিল "না, বাবা, তিনি কোন উইল করেন নাই, রসিকলোচনের কুপরামর্শে দাদা মিথ্যা উইল করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। বাবা, আমি কোন বিষয় চাহি না, আপনি সকল লইয়া আমার দাদাকে রক্ষা করুন।" কুসুমের পিতা যারপরনাই প্রীত হইয়া কহিলেন "মা! তোমাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না, আমি তোমার পবিত্র চরিত্র দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি, তোমার দাদাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার না করিয়া আমি বাড়ীতে যাইব না। মা! রসিকলোচন নিজে পরামর্শ দিয়া উইল করিয়া এক্ষণে তোমাদের বিপক্ষ হইল কেন?" নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া অবনত-বদনে ধীরে ধীরে কহিল 'বাবা, আপনি গুরুজন, সে পাপকথা আপনাকে কিরূপে বলিব? আপনি ভূতর মাকে জিজ্ঞাসা করিলে সমুদয় বিষয় জানিতে পারিবেন।" কুসুমের পিতা অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারিয়া নিবৃত্ত হইলেন। তখন রসিকলোচনকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি?"

রসিকলোচন। মহাশয় ব্যাপার কিছুই নহে। মেয়ে মানুষ তিলকে তাল ক'রে, আপনাকে কি বল্‌তে কি বলেছেন। আমি যাহা করিয়াছি তাহা ত আপনাকে জানাইয়া শুনাইয়া করিয়াছি।

কুসুমের পিতা। বিলক্ষণ। আমি ত আর আপনাকে লোকের গলায় ছুরী দিতে বলি নাই, কিম্বা আমার মেয়ের পক্ষে মিথ্যা দরখাস্ত করিয়া এই বিপদ তুলিতে বলি নাই। যাহা হউক আমি নিজে জেলায় যাইতেছি, দেখিব কোন্ উকিলের এই কাজ।

রসিকলোচন। মহাশয়! আমার উপর রাগ করিবেন না, আমি আপনার অনুগত লোক, না বুঝিয়া একটা কাজ করিয়াছি, আর ভাবিতে

গেলে আপনার কন্যার উপকারের জন্যই এই কাজ করিয়াছি, আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।

কুসুমের পিতা। আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে চাহি না, আমার সে ইচ্ছা নহে; তবে অপরে যাহাতে বিপদে না পড়ে, তাহা আমাকে করিতেই হইবে।

রসিকলোচন। বিপদ আর কি? ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিবার অনুমতি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, করা না করা আমাদের হাতে। আমি শুদ্ধ ভয় দেখাইবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছি, ফলে কিছুই করিতাম না। আপনি কেন এত কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছেন, আমাকে পত্রের দ্বারা অনুমতি করিলেই চলিত।

কুসুমের পিতা। সে যাহা হউক, আমি যখন আসিয়াছি, তখন এ গোলমালের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিয়া বাড়ী যাইব না। অদ্যই জেলায় যাইয়া কর্ত্তব্য স্থিরতর করিতে হইবে।

রসিকলোচন কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

সেদিন আর জেলায় যাওয়া হইল না। সন্ধ্যার পর নকুড়েশ্বর বিরসবদনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি ভাবিয়াছিলেন নির্ম্মলা রসিক-লোচনের মাতাকে ধরিয়া তাঁহার পুত্রের মন নরম করিতে পারিবে কিন্তু নির্ম্মলার কোন পত্রাদি না পাইয়া তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ক্রমে উৎকণ্ঠা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া কতদূর কি হইল জানিবার জন্য ভগিনীর আলয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন, কিন্তু দিবসে আসিতে সাহস না হওয়ায় রজনীর অন্ধকারে শঙ্কিত মনে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। নির্ম্মলার গৃহপ্রাঙ্গণে একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি উপবিষ্ট। এ বোধ হয় কোন পুলিসের লোক, ইহা ভাবিয়া নকুড়েশ্বর আতঙ্কে কম্পিতকলেবর হইলেন। তিনি পলায়নের উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে নির্ম্মলা দেখিতে পাইয়া উৎসাহিত মনে কহিল "দাদা, আসুন, আর ভয় নাই, বাবা এসেছেন, উনি সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" এই বলিয়া নির্ম্মলা ত্বরিতগমনে আসিয়া অগ্রজকে প্রণাম করিয়া কুসুমের পিতার পরিচয় দিল। নকুড়েশ্বর আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত সঙ্কুচিত ভাবে পৃথকাসনে উপবেশন করিলেন।

পরদিন প্রাতে কুসুমের পিতা, নকুড়েশ্বর ও রসিকলোচন তিন জনে জেলায় গমন করিয়া প্রথমতঃ উইলের প্রবেট পাইবার জন্য ছানি দরখাস্ত দাখিল করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উইল সম্বন্ধে আপত্তি প্রত্যাহার পূর্ব্বক কুসুমকামিনীর পক্ষে দরখাস্ত দাখিল হইল। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া কুসুমের পিতা স্বস্থানে গমন করিলেন। রসিকলোচন উপায়ান্তর না দেখিয়া নকুড়েশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ধার্য্য-দিনে আদালতে প্রমাণাদি প্রয়োগে উইল সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। ইহার দুই এক দিন মধ্যেই প্রবেট প্রদত্ত হইল। নকুড়েশ্বর তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে ভগিনীর বাড়ীতে আসিলেন।

নকুড়েশ্বর দুই এক দিন ভগিনীর বাড়ীতে থাকিয়া শেষে স্থির করিলেন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সমুদয় বিক্রয় করিয়া নির্ম্মলাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। নির্ম্মলার ইচ্ছা ছিল বিষয়াদি কাহারও নিকট বন্দোবস্ত করিয়া ভ্রাতৃগৃহে যাইবে ও শেষজীবনে আসিয়া স্বামীর ভিটায় দেহপাত করিবে, কিন্তু অগ্রজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে বা কোন কার্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইল না। এদিকে নকুড়েশ্বর রসিকলোচনকে সমুদয় বিষয় বিক্রয় করিয়া দুই শত টাকা প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

নকুড়েশ্বর গ্রামের পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। এ দিকে নির্ম্মলা স্বামী যে স্থানে চির দিনের জন্য চক্ষু মুদিয়াছিলেন, সেই স্থানে বসিয়া আকুলমনে রোদন করিতে লাগিল। স্মৃতিমন্দিরে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে স্বামীর দেহ পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছে দেখিয়া শরীর কম্পিত হইল। নির্ম্মলা মৃত পতিকে উদ্দেশ করিয়া গদগদস্বরে কহিতে লাগিল "অনাথিনীর আরাধ্য দেবতা! আমাকে ক্ষমা কর, তোমার দুঃখিনী নিরাশ্রয় হইয়া সংসারে ভাসিল, কপালে যে কি আছে কিছুই জানে না। দেব! তোমার ভিটা আজ নিষ্প্রদীপ হইল; এ দুঃখ কখনও ভুলিতে পারিব না, কিন্তু নাথ! আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া এখানে তিষ্ঠিব? কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আশীর্ব্বাদ কর যেন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া পরকালে সদ্গতির উপায় করিতে পারি।"

নির্ম্মলা অশ্রুপরিপ্লুতনয়নে রোদন করিতেছে, এমন সময়ে রসিকলোচনের

মাতা তথায় আসিয়া "বৌমা, বৌমা" বলিয়া ডাকিলেন। নির্ম্মলা বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধাও কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে কহিতে লাগিলেন "বৌমা! তোমার এত বুদ্ধি, তুমি এ কাজটা ভাল করিলে না, স্বামীর ভিটার মত স্ত্রীলোকের এমন জোরের জায়গা আর নাই। অনেক বৌরা আগে ইহা বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া বাপের বাড়ী যান, শেষে যখন সকলে গালে চড় দিয়া কেড়ে লয় ও জ্বালা যন্ত্রণা দিতে থাকে তখন পস্তাতে থাকেন। ভগবান করুন, তোমার যেন কষ্ট না হয়—আহা তুমি যে লক্ষ্মী; তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেই আদর পাইবে, কিন্তু বৌমা! ইহার পর দেখিতে পাইবে যে তোমার শাশুড়ীর কথা মিথ্যা নহে।" নির্ম্মলা কোন উত্তর না দিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে ভূতর মা প্রভৃতি গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিল। অনেক বালক বালিকা আসিয়া নির্ম্মলাকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া কেহ কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা কাতরনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলার মুখে কোন কথা নাই, কেবল সেই স্নেহপ্রতিমার নয়নযুগল হইতে অবিরল-ধারায় অশ্রুবারি বর্ষিত হইতেছে। নকুড়েশ্বর একখানি ডুলি লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বেই নির্ম্মলাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতি-বেশী-সকলেই শোকাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিল। আর নির্ম্মলা? তাহার মনের অবস্থা বর্ণন করা গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। আজ তাহার জীবনের এক প্রধান পরিচ্ছেদ পূর্ণ হইল। সংসারের বিপাকস্রোতে ভাসমানা হইয়া আজ অনাথিনীবেশে নির্ম্মলা ভ্রাতার আলয়ে প্রবেশ করিল। বঙ্গীয় বিধবা রমণীর দুঃখরজনীর ঘোর অমানিশা আরম্ভ হইল। হায় কজন এই নিশা অতিক্রান্ত করিয়া প্রভাতের সৌভাগ্যরবি দেখিতে পায়? কত স্বর্ণ-প্রতিমার এই স্থানেই বিসর্জ্জন হয়, কত মনোহর কুসুমনিচয়ে কীট প্রবেশ করিয়া সে পবিত্রতাসুগন্ধ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সে দৃশ্য ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভগবান! কতকাল আর এ দুর্গতি থাকিবে। তোমার এ ক্ষুদ্র লতিকা কিরূপে এ ভীষণ অশনিপাত সহ্য করিবে। তোমার অনাথিনী দুহিতাদের জন্য শান্তিময় ও মঙ্গলময় পথ দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভ্রাতৃ-গৃহ।

নির্ম্মলা আজ ভ্রাতৃ গৃহে। নকুড়েশ্বর বাড়ী আসিয়া টাকাগুলি স্ত্রীর হস্তে দিয়া কহিলেন "সাবধানে রাখিও, ইহা নির্ম্মলার টাকা।" মৃগেন্দ্রবালা কিঞ্চিৎ রাগতঃ হইয়া কহিলেন "ও টাকা আমার বাঁ পায়েও ছোঁয় না। ভারি ত টাকা, তার আবার সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি ত আর ছোট লোকের মেয়ে নই যে উহা দেখিয়া ভুলিয়া যাইব। আমি ত আর আদেখ্‌লে নই যে আমাকে দেখাইতে আনিয়াছ। তোমার বোনের কামাই তুমি খাওগে।" নকুড়েশ্বর টাকাগুলি স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন। তখন মৃগেন্দ্রবালা ধীরে ধীরে সতৃষ্ণনয়নে টাকাগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং একে একে গণিয়া তাহার মধ্য হইতে কুড়িটী টাকা নিজের বাক্সে পুরিয়া বক্রী টাকাগুলি আঁচলে করিয়া নির্ম্মলার নিকট আসিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন "লও তোমার টাকা রেখে দেও, আমরা ছোট লোকের মেয়ে, কি জানি খরচ করিয়া ফেলিব, তোমার ধন তুমি নিজে রেখে দেও।" এই বলিয়া বৌ টাকাগুলি নির্ম্মলার সম্মুখে ঢালিয়া দিল। নির্ম্মলা কাতরভাবে কহিল "বৌ, আমি আর টাকা লইয়া কি করিব? তুমি উহার দ্বারা দুগাছি সোণার বালা গড়াইয়া পরিও।" মৃগেন্দ্রবালা মুখখানি ফিরাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পরে গম্ভীরভাবে কহিলেন "বাপ্‌রে, রাঁড়ের টাকা সাপের মণি, ও কি ছুঁতে আছে, যে ছোঁয় শেষে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি। তোমার অনেক দুঃখের টাকা আমি খোয়াইতে চাহি না, পরের ধনে ধনী হইতে চাহি না, তা যদি চাহিতাম, তবে তুমি যাহা রোজগার করেছ, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী রোজগার করিতে পারিতাম।" এই বলিয়া বৌ হাত পা নাড়িতে নাড়িতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নির্ম্মলা অধোবদনে কাতরভাবে বসিয়া রহিল।

মৃগেন্দ্রবালা রাগভরে চলিয়া আসিলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই মনে নানা প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা যদি টাকাগুলি নিজে রাখে কিম্বা বিমলানন্দের মাতার নিকট রাখিয়া দেয় তবেই ত সর্ব্বনাশ। কাজটা ভাল

হয় নাই, বড়ই নির্ব্বোধের মত হইয়াছে। মৃগেন্দ্রবালা মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, এমন সময়ে বিমলানন্দের মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌর প্রাণ উড়িয়া গেল, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি নির্ম্মলার নিকট আসিয়া কহিলেন "শীঘ্র বাহিরে যাও, ঐ বুড় ঠাকুরাণ আস্‌ছেন, টাকা দেখিলে এখনি সমস্ত গ্রাম রাষ্ট্র করিয়া ফেলিবেন। শীঘ্র বাহিরে যাও। কি আশ্চর্য্য, হাবার মত টাকাগুলি বুকে করিয়া বসিয়া আছে, ভয় নাই, উহার একটা পয়সারও লোকসান হইবে না, কড়ায় গণ্ডায় আমার কাণ ম'লে আদায় করিয়া লইও, এখন বাহিরে গেলে আমি বাঁচি।" নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি পিসীর নিকট গেল। মৃগেন্দ্রবালা আস্তে আস্তে টাকাগুলি তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিমলানন্দের মাতা নির্ম্মলাকে দেখিবামাত্র "হায়! পোড়া কপাল আমার, আমার বাছার কপালে এত দুঃখ ছিল" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা অশ্রুপূর্ণনয়নে পিসীর মুখের দিকে একবার তাকাইল, পরে প্রণাম করিয়া চরণতলে আসিয়া বসিল। বিমলানন্দের মাতা বুকে করিয়া লইয়া কতই কাঁদিলেন। নির্ম্মলার জীবনের দুঃখকাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি আকুলমনে রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপর নির্ম্মলাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পিসী একে একে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিশেষে স্নেহভরে কহিলেন "মা নির্ম্মল! তোমাদের বাড়ীতে ত বিধবার পৃথক বসুই ঘর নাই, তুমি আমার এখানে খাইবে। আমার ইচ্ছা তুমি সর্ব্বদা আমার নিকট থাক।" নির্ম্মলা কোন উত্তর দিল না, দিতে পারিল না, তবে সরলতাময় নয়নযুগলের মধুর দৃষ্টিতে সকলই পরিব্যক্ত হইল।

নির্ম্মলা বাড়ী আসিয়া মৃগেন্দ্রবালাকে কহিল "বৌ! পিসীমা আমাকে খেতে বলেছেন।" বৌ জ্বলিয়া উঠিলেন—"তা বলবেন না কেন? সকাল বেলা হইতে তষ্টিদারের মত পরের বাড়ী বসিয়া থাকিলে, কাজেই লোকে কি করে, লজ্জায় পড়িয়া খেতে বলে। আমরা গরিব, আমরা ত আর খেতে দিতে পারি না, তাই পরের বাড়ী ভিক্ষার দরকার হয়। যা হ'ক তোমার ক্ষুর্ধে কোটি কোটি দণ্ডপাত।" নির্ম্মলার চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া আসিল, কিন্তু সহিষ্ণুতাগুণে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, নির্ম্মলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। নকুড়েশ্বর আহারাদি করিয়া কাছারী যাইবার উদ্যোগ

করিলেন; ধীরে ধীরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে আতপ চাউল আছে ত?" মৃগেন্দ্রবালা একটু নাক চোক টানিয়া কহিলেন "তোমার সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না, তোমার বোন্ তাতে খুব সেয়ানা— সে আগে যাইয়া তার বড় মায়ার সাগর পিসীর নিকট বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। ছি! ছি! এ কলঙ্ক কি রাখিতে আছে। আমি সেই সময়ে বলিলাম যে পথের আপদ জুঠাইও না, তা তুমি ত আমার কথা গ্রাহ্য করিলে না, এখন দেখিতে পাবে যে এই বোনের জন্য তোমার জা'ত যাবে।" নকুড়েশ্বর কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও বিষণ্ন হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেলেন। মৃগেন্দ্রবালা আহারান্তে একটু আয়াস করিবার জন্য নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

এদিকে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল। বিমলানন্দের মাতা পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া নির্ম্মলাকে ডাকিতে আসিলেন। নির্ম্মলা তখন একমনে মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পাঠ করিতেছিল। পিসী দেখিয়া কহিলেন "বেলা কি আর আছে? তুমি এখনও বসিয়া আছ, আহা বাছার আমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। এস মা আমার এস। কা'ল থেকে তুমি ঠাকুরের ভোগ বাঁধিও, আমি এদিকে পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া লইব, তাহা হইলে আর এত বেলা হইবে না, আর তোমারও কষ্ট হইবে না।" পিসীর স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া নির্ম্মলার চিত্ত বিগলিত হইল, হৃদয়ের মেঘ অপসারিত হইল, তখন প্রসন্নমনে পিসীর বাড়ীতে আসিল।

আহারাদি সমাপনান্তে বিমলানন্দের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "নির্ম্মল! তুমি তখন কি বই পড়িতেছিলে?" নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিল "মহাভারত দেখিতেছিলাম।" পিসী বিস্মিতভাবে কহিলেন "সে কি তুমি মহাভারত পড়িতে পার, তবে ত বেশ হয়েছে, আমি তোমার নিকট মহাভারত শুনিতে পাইব। যাও লক্ষ্মী মা আমার, মহাভারত খানি লইয়া এসগে, আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়েছে।" নির্ম্মলা সানন্দ-চিত্তে মহাভারত খানি আনিয়া শান্তিপর্ব্ব হইতে পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা অবহিতচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নির্ম্মলারও চক্ষে জল আসিল। কি সুন্দর পবিত্রভাবে উভয়ের হৃদয় পূর্ণ হইল। সে পবিত্র দৃশ্য ও ভাব

ভাষায় পরিব্যক্ত হইবার নহে, পাঠক তাহা কল্পনা করিয়া অনুধাবন করুন।

পুস্তকপাঠে ও কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। নির্ম্মলা পিসীর নিকট বিদায় লইয়া বৌর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীতে আসিল। বৌ তখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তাই এখনও চক্ষু দুইটী ভাল করিয়া মেলিতে পারিতেছেন না। এক ঘটী জল আনিয়া দেয়, এমন লোক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিয়া মৃগেন্দ্রবালা মূর্ত্তিমতী ক্রোধশিখার ন্যায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নির্ম্মলা তথায় উপস্থিত। বৌ তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। "সাবাস্ বটে, কত গ্রাম বেড়ে আসা হ'ল, কিছু রোজগার টোজগার হয়েছে ত? না করিলেই বা চলিবে কেন? আমরা গরিব, আমরা ত দুটা খেতে দিতে পারি না, তাই নিজেকে পেটের চিন্তা করিতে হয়। আসুন তিনি, যেখানকার বালাই সেখানে রাখিয়া আসুন, শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট বলদে কাজ নাই!" নির্ম্মলা অধোবদনে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, ভয়ে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, ক্রমে সে অশ্রু কপোল প্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল। সহসা রসিকলোচনের মাতার শেষ কথা মনে পড়িল, নির্ম্মলা আকুলমনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিমলানন্দের মাতা আসিয়া "বৌমা, বৌমা" বলিয়া ডাকিলেন। মৃগেন্দ্রবালা শুষ্কমুখে কহিলেন "কেন গা ডাক্‌ছেন কেন?" বৃদ্ধা কহিলেন "বৌমা! তোমাদের খাওয়া দাওয়া হইলে, নির্ম্মলাকে পাঠাইয়া দিও, সে আমার কাছে শুইবে, সে কাছে থাকিলে আমার মন বড় সুস্থ থাকে। আর বৌমা, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়ীতে নিরামিষের কারবার নাই, তাই বলিতেছি যে তাহার জন্য আবার পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া কাজ নাই, সে আমারই সঙ্গে দুটা খাইবে। তুমি নকুড়কে এ কথা বলিও।" মৃগেন্দ্রবালা মুখভার করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন "সে কথার আমি কি উত্তর দিব? সে কথা তিনি জানেন আর তাঁর দাদা জানেন। বারমাস পরের বাড়ী খাওয়া ও শোয়া—সে যাহা হউক আমার সে কথা বল্‌বার দরকার কি? আদারব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি? বাপ্‌রে, আমার নামে যাইয়া নালিশ করা হইয়াছে, তা আমি ত আর কারু

অধীন নই যে ডরাব?” বিমলানন্দের মাতা কহিলেন “বৌমা, আমি ত আর ঝগড়া করিতে আসি নাই, আমি ত আর তোমাদের পর নই; নির্ম্মলাকে ছোটকাল থেকে মানুষ করিয়াছি, তাই ঐ কথা বলিতে আসিয়াছি, নতুবা বলিতাম না।”

মৃগেন্দ্রবালা। তা বেশ বলেছেন, আপনি ঝগড়া করিতে আসিবেন কেন? আমি ঝগড়াটে কুন্দী, তাই ঝগড়া করিতেছি। আর নির্ম্মলাদেবী কেন, আমরা সকলেই পরের খেয়ে মানুষ, তাই পরে বাড়ীর পর এসে হাত পা নেড়ে ঝগড়া করিয়া যাইতে পারে। তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, অর্দ্ধেক লাথি, অর্দ্ধেক চড়।”

বিমলানন্দের মাতা “রাধামাধব, রাধামাধব” বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন। তখন মৃগেন্দ্রবালা নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বুক ও কপাল চাপড়াইয়া নির্ম্মলাকে অভিসম্পাত করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাহার উপর পড়িলেন। নির্ম্মলা ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল। এমন সময়ে নকুড়েশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌ তাড়াতাড়ি যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। নির্ম্মলা আসিয়া অগ্রজের সেবায় নিযুক্ত হইল।

রাত্রিতে আহারের পর নকুড়েশ্বর বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে নির্ম্মলা যাইয়া বৌকে উঠিয়া খাইবার জন্য সাধিতে লাগিল। কত সাধ্যসাধনা, কিছুতেই কোন ফল হইল না। নকুড়েশ্বর বুঝিতে পারিয়া ঘরে আসিলেন, নির্ম্মলা তখন বাহিরে আসিল। নকুড়েশ্বর কত সাধিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। নির্ম্মলা অন্নব্যঞ্জন কোলে করিয়া বসিয়া রহিল, এবং ক্রমে নিদ্রায় ও বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া সেই আর্দ্র মৃত্তিকায় শয়ন করিল। শোকতাপের ছবি মানসাকাশ হইতে অন্তর্হিত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মৃগেন্দ্রবালার অভিমান কথঞ্চিৎ কমিয়া আসিল। ক্রমে মুখ দিয়া দুই একটা কথা বাহির হইল। যখন মুখ সম্পূর্ণ ফুটিল, তখন উঠিয়া বসিয়া সতেজে ও সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন “আমার কপালে শেষে এই ছিল? অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি, আমাকে শেষে শৃগালের লাথি সহ্য করিতে হইল? শাঁখা থাকিতে এই দশা, না জানি শাঁখা ভাঙ্গিলে আমার দশা কি হইবে?” মৃগেন্দ্রবালা এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব রহিলেন, পরে স্বামীর সাধ্যসাধনায় পুনরায় কহিতে লাগিলেন “তোমার ভগিনীর জন্য

আমি আব তিষ্ঠিতে পাবি না, ও ভিজা বিড়াল তোমাদের নিকট যেন কত ভাল মানুষ, আব তোমরা সরিয়া গেলে, ওর নখাঘাতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। হয় ও পাপকে বিদায় কবিয়া দেও, নতুবা কালই আমি বাপের বাড়ী চলিযা যাইব।”

নকুড়েশ্বব। তাও কি হয? ছি, এত রাগ কবিতে নাই। কি হযেছে বল না, আমি তাব প্রতিকাব অবশ্যই কবিব।

মৃগেন্দ্রবালা। তোমাব যদি সে ক্ষমতা থাকিত, তবে আমাব অদৃষ্টে এত দুঃখ থাকিত না।

নকুড়েশ্বর। বলই না কি হয়েছে, তাব পর ক্ষমতা আছে কি না দেখিতে পাইবে।

মৃগেন্দ্রবালা। আমাব বযসে এত অপমান কখনও সহ্য কবি নাই! আজ তোমাব ভগিনীকে খেতে দিবাব জন্য আমি আতপ চাউল, গোল আলু, মুগেব ডা'ল, ও ঘি আনিয়া দিয়া কহিলাম ঠাকুবঝী। বেলা হয়েছে, আব দেরি কবিও না, এই সকল জিনিস লইয়া বেঁধে খাও, আব যদি বল তবে আমি রেঁধে দিই। আমি শুদ্ধ এই কযটি কথা বলেছি, আব যাবে কোথায, তোমাব বোন্ বাঘিনীব মত আমাকে ধবিল, এবং ঐ ত মুখ তাই আবাব সাতবাব ঘুবাইয়া কহিতে লাগিল “আমি এমন কি পোড়াকপাল কবেছি যে তোমার হাতে খাব, তোমাব হাতে খাওয়া অপেক্ষা কাঙ্গালে মুচীব মাযেব হাতে খাওয়া ভাল। আব তোমাব এ জিনিস তুমি তুলে বাখগে, আমাব বাঁ পাযেও উহা ছোঁয় না। আমার পিসী যে কযেকদিন আছেন, সে কয়েক দিন তোমাব ও পচা চাউল ও ঘি আমাকে খাইতে হইবে না।” এই বলিযা তোমাব ভগিনীশর্ম্মা বাগ করিয়া আমাকে যা মুখে আইসে তাহা বলিয়া পিসীর বাড়ী চলিয়া গেল এবং সেখানে খাওয়া দাওযা কবিযা দুই জনে জুঠিযা আসিয়া আবাব আমার উপর পড়িল। বাপ্‌রে সে তর্জ্জন গর্জ্জন ম'ন হইলে, এখনও ভয়েতে আমাব শবীর কাঁপিয়া উঠে। বুড় বামনী বলে “তোব সাত গুষ্টী আমাদেব খেয়ে মানুষ, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুই নির্ম্মলাকে আমাদেব বাটীতে আসিতে দিস্ না—এইরূপ কত কথা যে আমাকে শুনাইল, তাহা আব বলিতে পাবি না। আমি বলে তাই এখনও বেঁচে আছি, অন্য লোক হইলে, এতক্ষণ গলায দড়ি দিযা যন্ত্রণা ও

অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃগেন্দ্রবালা সশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

নকুড়েশ্বরের মাথা ঘুরিয়া গেল, ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে উঠিয়া নকুড়েশ্বর চীৎকার রবে "নির্ম্মলা, নির্ম্মলা" বলিয়া ডাকিলেন। নির্ম্মলা ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। নিজে মাটিতে পড়িয়া আছে, অকস্মাৎ অগ্রজের ভীষণ চীৎকার শব্দ। নির্ম্মলা ব্যস্ত হইয়া কহিল "দাদা, কেন কি হয়েছে?"

নকুড়েশ্বর। আমার মাথামুণ্ডু হবে আর কি? বলি, একে বলে কি? তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সব গেছে?

নির্ম্মলা মনে মনে ভাবিল আমি রসুই ঘরে মাটিতে শুইয়া আছি, তাই দাদা রাগ করেছেন, তখন সুস্থমনে প্রকাশ্যে কহিল "আমি টের পাই নাই, বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া গিয়াছি।" নকুড়েশ্বর বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোমাকে আমার ভাল বিবেচনা ছিল, এখন দেখিতেছি তুমি একজন কম নহ। তুমি কোন সাহসে বৌর সহিত ঝগড়া করিয়াছ, আমি আগে যদি এ সব বুঝিতাম, তবে গু খেয়ে এমন কাজ কখনও করিতাম না।" এই বলিয়া নকুড়েশ্বর ক্রোধভরে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

নির্ম্মলার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া নির্ম্মলা বসিয়া পড়িল। পৃথিবী যেন ঘুরিতেছে, নৈরাশ্য যেন বিকট মুখ-ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইল। নক্ষত্ররাজি যেন ম্লান হইয়া পড়িল। নৈশ সমীরণ শন্ শন্ করিয়া বহিয়া বঙ্গীয় বিধবার দুর্দ্দশা ঘোষণা করিতেছে। আকুলমনে নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল। এত যে সহিষ্ণুতা তাহা যেন কোথায় চলিয়া গেল। নির্ম্মলা একে একে সকলই সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অগ্রজের অবিচার ও অনাদর মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া শত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ রজনীর অবসান হইল।

প্রভাত হইলে নকুড়েশ্বরের একটু জ্ঞান হইল, পূর্ব্ব রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া মনে একটু ক্ষোভ হইল। উঠিয়াই তিনি ধীরে ধীরে নির্ম্মলাকে ডাকিলেন। নির্ম্মলা উঠিয়া গৃহাদি লেপিতেছিল অগ্রজ

ডাকিবামাত্র সঙ্কুচিতভাবে অধোবদনে আসিয়া দাঁড়াইল। নকুড়েশ্বর সে নিরীহমূর্ত্তি অবলোকনে স্ত্রৈণভাব সংযত করিয়া কাতরভাবে কহিলেন "নির্ম্মল। আমি বুঝিতে না পারিয়া কা'ল তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি, হয় ত তোমার কোনই দোষ নাই। তুমি কিছু মনে দুঃখ করিও না। আমি তোমার অগ্রজ, দু কথা বলিবার আমার অধিকার আছে, তাই বলিয়াছি। আর এক কথা বলি, তুমি পিসীর বাড়ী খেতে যাইও না, উহাতে আমার অপমান হয়।" এদিকে মৃগেন্দ্রবালা শয্যায় থাকিয়া সকল কথাগুলি শুনিতে পাইয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন, এবং স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন "বেশ, বেশ বলেছ, আমারই যত দোষ, তুমিও ভাল, তোমার বোনও ভাল, আর মন্দের মধ্যে আমি। হে সূর্য্যদেব। তুমি ইহার বিচার করিও।" এই বলিয়া মৃগেন্দ্রবালা রাগে ফুলিতে ফুলিতে যাইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। নকুড়েশ্বর গাড়ু হাতে করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে মাঠে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলা কথঞ্চিৎ সুস্থমনে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

যথা সময়ে নকুড়েশ্বর কাছারীতে গেলেন। তখনও মৃগেন্দ্রবালা শয্যায় শয়ান। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া চরণতলে বসিয়া কহিতে লাগিল, "বৌ। আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দাসী, আমার উপর এত রাগ কেন করিতেছ? অনেক বেলা হয়েছে, উঠে স্নান করে দুটা খাওসে।" বৌ রাগতভাবে কহিলেন "ও সব সুতা আমার কাছে কাটিতে হইবে না, যেখানে কাটিলে ফল হইবে সেইখানে যাও। আমি যদি আর তোমার হাতে জল গ্রহণ করি, তবে আমার বাপের দিব্য। তোমাকে দেখ্‌লে আমার ভয় হয়। তুমি ঔষধ না খাওয়াইলে এরূপ মতি গতি কখনই হইত না, বুঝিয়াছি আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।" নির্ম্মলা কাতরভাবে কহিল "বৌ। কেন অনর্থক কুচিন্তা করিতেছ? আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তুমি চরণে স্থান না দিলে কোথায় দাঁড়াই? তোমার পায় ধরি, উঠে এস, আর দেরি করিও না।" বৌ কহিল "আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম, তবে তোমার সব কথায় ভুলিয়া যাইতাম। আমার কাছে ও বিদ্যা খাটিবে না। আমার যখন ইচ্ছা নিজে উঠিয়া বেঁধে খাব, আমি ত আর পরের অধীন নই, যে পরের উপর রাগ করিব, কথায় বলে চোরের উপর রাগ

ক’রে মাটিতে ভাত খায়।” বৌ যে এ কথা বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার রাগ যে কমিয়া আসিতেছে ইহাতে নির্ম্মলা সুখী হইয়া সরিয়া গেল।

যথাসময়ে মৃগেন্দ্রবালা উঠিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। নির্ম্মলা ভাতব্যঞ্জন আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া গেল। বৌ একবার উনুনের দিকে, একবার প্রস্তুতান্নের দিকে ও একবার জঠরানলের দিকে তাকাইয়া পূর্ব্বের শপথ ভুলিয়া গিয়া নির্ম্মলাকে অভিসম্পাত করিয়া আহার করিতে বসিলেন।

মৃগেন্দ্রবালা আহারাদি সমাপন করিয়া শয্যায় যাইয়া উপবেশন করিলে নির্ম্মলা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “বৌ! ঘরে কি আতপ চাউল আছে?” মৃগেন্দ্রবালা কহিলেন “আমি ত আর বিধবা নই যে ঘরে আতপ চাউল থাকিবে? দিন থাকিতে বলিলেই আনিয়া দেওয়া যাইত। তোমার মায়ারসাগর পিসীর নিকট এক পোয়া চাউল কর্জ্জ করিয়া আনগে, তিনি আসিলে শোধ করা যাইবে।” নির্ম্মলা বৌর প্রথম কথাগুলি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল, আর ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে যাইয়া একখানি কম্বল পাতিয়া মহাভারত পড়িতে লাগিল, সেই আমোদে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলিয়া গেল। এদিকে মৃগেন্দ্রবালা নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলানন্দের ভগিনী নির্ম্মলার নিকট আসিয়া কহিল “দিদি! তুমি কি খেয়েছ? মা তোমাকে ডাক্‌ছেন।” নির্ম্মলা তাহার সরল মুখে স্নেহভরে বারংবার চুম্বন করিয়া কহিল “না দিদি! আমি আজ খাব না, আমার অসুখ হয়েছে।” বালিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া মায়ের নিকট যাইয়া জানাইল। পিসী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলার নিকট আসিয়া শরীর ও কপালে হাত দিয়া “না বালাই, অসুখ হবে কেন?” বলিয়া নির্ম্মলাকে খাওয়াইবার জন্য যাইতে বারংবার বলিলেন। নির্ম্মলা পিসীর হাত হইতে কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার সঙ্গে গেল এবং আহার করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিল। বৌ একবার মুখখানি উচু করিয়া নির্ম্মলার দিকে তাকাইয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর নকুড়েশ্বর বাড়ীতে আসিবামাত্র মৃগেন্দ্রবালা কহিলেন “তুমি ত আমারই দোষ দেখিতে পাও, বলি তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা কর্‌গে সে

আজিও কেন ঘরে না খাইয়া পিসীর বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া দুটা খাইয়া আসিয়াছে। এরূপ করিলে তোমার মান বাঁচান যে ভার হইবে।” নকুড়েশ্বর তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধকম্পিতস্বরে নির্ম্মলাকে ডাকিলেন। নির্ম্মলা কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রজের সম্মুখীন হইল। দেখিবামাত্র নকুড়েশ্বর আরক্তিমলোচনে কঠোরবচনে কহিলেন “তুমি আমার বাড়ী থেকে দূর হও, তোমার জন্য আমার মান বাঁচান ভার, তুমি কোন্ সাহসে আজ বিমলাদের বাড়ী যাইয়া খাইয়া আসিয়াছ, পোড়া পেটে আগুন দিতে পার না?” মৃগেন্দ্রবালার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, মনে বুঝিতে পারিলেন, নির্ম্মলার ঔষধে কোন ফলই ফলে নাই। নির্ম্মলা উত্তর দিতে যাইতেছিল, অগ্রজ যে না বুঝিয়া তিরস্কার করিতেছেন, তাহা বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তিরস্কারের তীব্রতায় মন এতই আকুল হইয়াছিল যে, মুখে একটীও বাক্যস্ফুরণ হইল না, চিত্রার্পিতের ন্যায় অধোবদনে সজলনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, নির্ম্মলা হঠাৎ বসিয়া পড়িল এবং বসিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। নকুড়েশ্বরের কঠিন হৃদয় একটু বিগলিত হইল। তিনি অনেক যত্নে ভগিনীর মূর্চ্ছার অপনোদন করিলেন, তখন স্ত্রীকে কহিলেন “সময় অসময় বুঝ না, একটু বিলম্বে ঐ কথা জানাইলে কি দোষ ছিল?” এই বলিয়া গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে চলিয়া গেলেন। মৃগেন্দ্রবালা গায়ের জ্বালা মিটাইয়া কহিতে লাগিলেন “আ মরি কত রূপই জান। ভাল ঢলান ঢলালে ধনী, তোমার অন্ত বুঝা ভার; তোমার পায়ে করি আমি শত নমস্কার। আর কেন উঠ। বেশ হয়েছে। এক পড়নে মাত করেছ। এ বিদ্যা জানা থাকিতে তোমার ভয় কি?”

নির্ম্মলা কাঁদিয়া ফেলিল। একে একে সমুদয় শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে পড়িল, দাদা ত জল খান নাই, রা’ত হয়েছে, এখন ত রান্না হয় নাই। নির্ম্মলা অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া প্রদীপহস্তে রন্ধনশালায় গমন করিল।

এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কত কষ্ট, কত মনস্তাপ, কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, সে সমুদয় বিবৃত করিতে গেলে এইরূপ আর একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। কতদিন অনাহারে গিয়াছে। জ্বর হইলে জল জল করিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, জল দিবার লোক নাই, শীতে

শরীর আকুল হইয়াছে, এক খানি বস্ত্র গায়ে দিবার লোক নাই। স্নেহময়ী পিসী ছিলেন, তাই অনেক সময় রক্ষা ছিল, নতুবা এতদিন নির্ম্মলাকে এ সংসার ত্যাগ করিতে হইত। মৃগেন্দ্রবালা একটু সহৃদয়া হইলে, নির্ম্মলার আর কোন ভাবনা থাকিত না। পিসীর কিছুই অভাব ছিল না, বিশেষ তিনি নির্ম্মলাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কিন্তু সে স্নেহ মৃগেন্দ্রবালার চক্ষুঃশূল হইল। ক্রমে পিসীর সহিত দেখা, পিসীর বাড়ী যাওয়া সমুদয় বন্ধ হইল। ঝগড়ার ভয়ে বিমলানন্দের মাতাও আসিতেন না, তবে কন্যার দ্বারা নির্ম্মলার সংবাদ লইতেন। তথাপি নির্ম্মলা এক প্রকার জীবন কাটাইতেছিল। মনে সাহস ছিল। আমার বলিবার লোক এখনও আছে। মারুক ধরুক, তথাপি ইহারা ত আমার পর নহে, না বুঝিয়া কষ্ট দিতেছে, বুঝিলে আবার ভাল বাসিবে, আর নাই বা বাসুক, তথাপি ইহারা ত আমার পর নহে। নির্ম্মলা এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে সুস্থ করিত। অধিকাংশ সময় সাংসারিক কার্য্যে অতিবাহিত হইত। আহারাদির পর মৃগেন্দ্রবালা আয়েস করিবার জন্য শয্যার শরণাপন্ন হইলে, নির্ম্মলা পূজা করিতে বসিত, ইহাতে প্রায় ঘণ্টা দুই কাটিয়া যাইত, তাহার পর আহার করিয়া মহাভারত পড়িত ও তৎপর কাঁথা সেলাই করিত। কোন দিন আবার ধান ভানিতে হইত। নিজেদের ঢেঁকি ছিল না, তাই পিসীর বাড়ী যাইয়া ধান ভানিয়া আনিতে হইত। পিসীর যদিও নিজে ঢেঁকিঘরে যাইবার আবশ্যক হইত না, তথাপি তিনি নির্ম্মলার মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া যোগ দিতেন এবং নির্ম্মলার মুখে মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতির গল্প শুনিতেন। রাত্রিতে নকুড়েশ্বর আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে, নির্ম্মলা সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্ম্ম পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সকল পাঠ করিত। পুস্তকের কোন অভাব ছিল না। বিমলানন্দ ভাল ভাল সকল প্রকার পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। তবে যে সকল নাটক, নবেল, নবন্যাস বঙ্গভাষাকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহার এক খানিও নির্ম্মলা পড়ে নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নির্ম্মলার চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে অন্য কোন গ্রন্থ পড়িতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হইত না।

ভ্রাতার আলয়ে আসা অবধি নির্ম্মলার দুঃখক্লেশের পরিসীমা ছিল না,

কিন্তু তাহার অগ্রজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। গৃহস্থালী সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছুই ভাবিতে হইত না। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাঁহাতে সংসার-যাত্রা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তাঁহার মনে সুখশান্তি কিছুমাত্র ছিল না। এত বয়স হইয়াছে, তথাপি তিনি পুত্রমুখদর্শন করিতে পারিলেন না, ইহাতে নিজেকে যার পর নাই হতভাগ্য মনে করিয়া নিতান্ত বিষন্নভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। ক্রমে দুই একজনের পরামর্শে সস্ত্রীক বৈদ্যনাথতীর্থে গমন করিবার মনস্থ করিলেন। নির্ম্মলার টাকা ছিল, সুতরাং পথখরচের কোন ভাবনা ছিল না। মৃগেন্দ্রবালার পরামর্শে নির্ম্মলাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইল, তাহাতে আর সে কখনও টাকার দাবী করিতে পারিবে না, তাহার নিজের জন্য সমুদয় ক্ষয় হইয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। নির্ম্মলা তীর্থের নাম শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল, বিশেষ যাহাতে বংশরক্ষা হয় সেই উদ্দেশে অগ্রজ তীর্থদর্শনে যাইতেছেন, ইহাতে তাহার চিত্ত নিতান্ত উৎফুল্ল হইল। নকুড়েশ্বর যথাসময়ে স্ত্রী ও ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন।

বৈদ্যনাথে উপনীত হইলে পাণ্ডাজী মৃগেন্দ্রবালাকে হত্যা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তিনি সে কষ্ট সহ্য করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, অগত্যা নকুড়েশ্বর হত্যা দিলেন কিন্তু তিনি রাত্রিতে স্বপ্নে ভয়ঙ্কর দৃশ্যসকল দর্শন করিয়া আতঙ্কে কম্পিতকলেবর হইয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন, আর হত্যা দেওয়া হইল না। নির্ম্মলা যার পর নাই কাতর হইয়া নিজে হত্যা দিবে বলিয়া অগ্রজের অনুমতি চাহিল। মৃগেন্দ্রবালা মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ করত কহিলেন "আ মরি আমার কি অন্তরঙ্গ গো, কথায় বলে মার চেয়ে ভালবাসে তাকে বলি ডাইন। কত কত হাতী গেল তল, গাধা বলে হেথা কত জল। উনি পুণ্যশীলা তাই ঠাকুর উহাঁকে সশরীরে দেখা দিবেন। আচ্ছা দেখা যাউক এবার যদি নির্ম্মলাদেবীর কৃপায় আমরা পুত্রমুখদর্শন করিতে পারি।" নকুড়েশ্বর স্ত্রীর প্রতি একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "তা নির্ম্মলা যদি হত্যা দিতে পারে তবে ক্ষতি কি? ফল হইলেও হইতে পারে, ভাল একবার দেখাই যাউক না কেন।"

নির্ম্মলা যার পর নাই আনন্দিত হইল, পরে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একান্ত কাতরভাবে ভ্রাতার পুত্রকামনায় বৈদ্যনাথচরণে পড়িয়া রহিল। শেষ

রজনীতে নির্ম্মলার তন্দ্রা আসিল, তখন দেখিল পিতার সেই বাস্তু ভিটায় প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিতেছে, নিমেষের মধ্যে গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া গেল। নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিল, আকুলমনে কত যে রোদন করিতে লাগিল, তাহার পরিসীমা নাই। প্রাতঃকালে মৃগেন্দ্রবালা কৌতুক দেখিবার জন্য আসিয়া হাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া নির্ম্মলার উপর পড়িলেন। "এই যে দিব্য ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছ! আহা দুধ দেও, গলা শুকাইয়া মারা যাবে।" নির্ম্মলা কাঁদিয়া ফেলিল। পাণ্ডাজী বিরক্ত হইয়া মৃগেন্দ্রবালাকে কহিলেন "মা জী, এ বাবার স্থান, এখানে ঠাট্টা তামাসা করিতে নাই। মা জী; তোমার নিজের ভক্তি নাই, তার বাবার দোষ কি?" মৃগেন্দ্রবালা আরক্তিমলোচনে ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন "কি, ছোট মুখে বড় কথা, আমি বাবুর স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। আমি এমন পাণ্ডা চাই না। আমি দোষরা পাণ্ডা করিব, আর তোমাকে এক পয়সাও দিব না।" পাণ্ডাজী সতেজে উত্তর করিলেন "আমি তোমার পয়সা চাই না। অভক্তের পয়সাও বিষ্ঠা সমান। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে পাণ্ডা করিতে পার।" এই বলিয়া পাণ্ডাজী ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় নকুড়েশ্বর আসিয়া উপস্থিত। মৃগেন্দ্রবালা কাঁদিয়া মাটি ভিজাইয়া কহিলেন "তোমার ভগিনীর কুমন্ত্রণায় পাণ্ডাজী আমাকে মেথরাণী, হারাম-জাদী ইত্যাদি কত কি গালাগালি দিয়া মারিতে পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।" একজন বৃদ্ধা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি গা? মেয়েটীত কিছুই বলে নাই, আর পাণ্ডাজী তোমাকে ত কোন গালাগালিই দেন নাই। তুমি বাবার স্থানে আসিয়া কেন মিথ্যা লাগাইতেছ?" মৃগেন্দ্রবালা এই কথা শুনিয়া কুপিত হইয়া কহিলেন "এ বুড় চোকখাগী আবার কোথা থেকে এল? আঃ মরণ, যমের অরুচি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছেন, এখনও দেখি লোকের গায় পড়ে ঝগড়া করিতে খুব মজবুত। কেনগা চোকখাগী, তোকে কে ডেকেছে যে তুই গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল হয়ে মধ্যস্থ করিতে এসেছিস্?" বৃদ্ধা স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া "বাপ্‌রে, এত কম বাঘিনী নয়" বলিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে সরিয়া গেলেন। নকুড়েশ্বর বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে ও নির্ম্মলাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিলেন এবং সেখানে আর থাকা উচিত নহে মনে করিয়া সেই দিনই গয়া ও কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। পুণ্যদর্শনা গঙ্গার অনুপম দৃশ্য সন্দর্শনে নির্ম্মলার চিত্ত ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল। সুশীতল সলিলে অবগাহন করায় শরীর ও মনের সকল প্রকার সন্তাপ অপসারিত হইল। মনের তাদৃশ প্রফুল্ল ভাব লইয়া নির্ম্মল বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন মন্দিরে দেবাদিদেবের আরতি হইতেছে। কি মধুর দৃশ্য। বাহিরে সন্ধ্যার ছায়া সমাকীর্ণ রহিয়াছে, ভিতরে প্রফুল্লতা হাসিতেছে। বাহির নৈশতিমিরে ভক্তজন হৃদয়ের বিষাদ মিশাইয়া ভিতরে বিশ্বেশ্বরের চরণতলে দাঁড়াইয়া আনন্দস্রোতে ভাসমান হইতেছেন। শঙ্খঘণ্টার মৃদুমধুরনিনাদের সহিত হৃদয় নৃত্য করিতেছে। সুগম্ভীর স্তোত্রধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যেন মন্দির ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ঐ যে সহস্রশিখা জ্বলিতেছে, উহার অনুরূপ জ্যোতিঃ সহস্র ধারা বিকীর্ণ হইয়া চিত্তকে উল্লসিত করিতেছে। আর ঐ যে বিশ্বেশ্বরের প্রশান্ত পবিত্র মূর্ত্তি যাহা ভক্তের হৃদয়ের স্রোতে পরিস্নাত হইয়া সমধিক সমুজ্জল এবং নয়নের প্রীতিসংযোগে প্রদীপ্ত হইয়া সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশ-মান হইতেছেন, সেই মূর্ত্তিমান পরমাত্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া যেন জীবাত্মা নৃত্য করিতেছে—অনন্ত আলোকপাশে প্রমত্ত পতঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে, অমৃতনিধিকে পরিপূত করিয়া চঞ্চলচকোর উল্লাসভরে উঠিতেছে ও নামি-তেছে। আজ দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া ও বিষাদকে পদদলিত করিয়া নির্ম্মলার চিত্ত সন্তরণ করিতেছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন হইয়া নির্ম্মলা পড়িয়া আছে, জীবাত্মা নিবৃত্তি পাইয়া প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের পিপাসা মিটাইতেছে। নকুড়েশ্বর ভগিনীর তাদৃশ অবস্থাবলোকনে তৎ-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং শান্তিকুণ্ডের সুশীতল বারি আনিয়া পান করাইয়া তাহার চৈতন্যোদয় করিলেন। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে আসিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে দাঁড়াইল। এখনও সেই দৃশ্য। বিশ্বপতির আরাত্রিক কি সুমহান্ আয়োজন। বিশাল আকাশতলে অগণিত দীপপুঞ্জ প্রকাশমান হইয়া কি বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। মৃদু মলয়মারুত ধীর প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে। জনগণের হৃদয়ের উল্লাস সংমিশ্রিত হইয়া গঙ্গার তরঙ্গে পুলিশোবিন্দু হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আজ উভয়বিধ দৃশ্যে নির্ম্মলার হৃদয় পরিপূর্ণ ও একান্ত পরিতৃপ্ত। সেই ভাবে বিভোর হইয়া নির্ম্মলা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ইহজীবনে আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারিল না।

প্রকৃতি যখন ভীষণ বেশে অবতীর্ণা হয়, তখন জগতের সকল বস্তুই তাহার অভিনয়ের সহায়তা করিতে থাকে। অমানিশার গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত, তদুপরি মেঘের পর মেঘ আসিয়া গগনমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুদ্দামের ভীষণ বিস্ফুরণ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে অশনিসম্পাত; নিম্নে বাত্যাবিতাড়িত পাদপরাজির অধঃপতন ও সাগরবক্ষোবিক্ষোভিত উর্ম্মিমালার গভীরগর্জ্জন— ইহা প্রকৃতির অট্টহাস্য। মানবজীবনেও তদনুরূপ অভিনয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিপদ বিপাকে যখন মানব নিপতিত হয়, তখন আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে থাকে। সকল অবস্থাই তখন প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। নির্ম্মলার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে, কিন্তু সে অভিনয়ের এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই, অতলজলে অনাথিনীকে না ডুবাইয়া তাহার শেষ হইবে না।

কাশীধামে আসিবার কয়েক দিন পরে নির্ম্মলা হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইল। সে রোগের নাম শুনিয়া মৃগেন্দ্রবালা সরিয়া দাঁড়া ইলেন। নকুড়েশ্বর আসিলেন, কিন্তু নির্ম্মলা অগ্রজের বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে কিছুতেই নিকটে আসিতে দিল না। তিনিও নিস্তার পাইলেন। অনেক অনুসন্ধানেও লোক জুটিল না, অবশেষে একজন বৃদ্ধা মেথরাণীকে নির্ম্মলার শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করা হইল। এদিকে রাত্রি হইল, রোগেরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৃষ্ণায় নির্ম্মলার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। মেথরাণী সে যন্ত্রণা দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া নকুড়েশ্বরকে আসিয়া জানাইল। তিনি জলহস্তে ভগিনীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। মৃগেন্দ্রবালা বাধা দিয়া কহিলেন "এমন কাজও করিও না, কাণা কড়ির জন্য কি লাক টাকার প্রাণটা হারাইবে? সে হয়ত এতক্ষণ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে, তুমি ভাই হইয়া কিরূপে তথায় যাইবে? তা বিপদে নিয়মো নাস্তি, মেথরাণী জল দিলে দোষ কি? গঙ্গাজলে ত কোন দোষই হইতে পারে না।" এই বলিয়া মৃগেন্দ্রবালা একটা সরায় এক সরা জল আনিয়া দিয়া মেথরাণীকে কহিলেন "যাও এই সরার জল খাইতে দিও।" মেথরাণী জল আনিয়া নির্ম্মলার পার্শ্বে রাখিয়া দিল নির্ম্মলা তাহা পান করিল না, অশ্রুবিন্দু নয়নপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল, তাহার অর্থ মেথরাণী কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না বটে,

কিন্তু তাহার বড়ই দুঃখ হইল; সে পুনর্ব্বার আসিয়া কহিল "মা জী; তোমার ননদের অসুখ বড়ই বাড়িয়াছে, তোমরা আসিয়া দেখ, আমার একলা থাকিতে ভয় করিতেছে। যে জল লইয়া গিয়াছি তাহা তেমনি পড়িয়া আছে। প্রদীপে তেল নাই। তোমরা এ সব না দেখিলে আমি কি করিব?" মৃগেন্দ্রবালা রাগত হইয়া তীব্রভাবে কহিলেন "এ হারাম-জাদীর জন্য আজ আর ঘুমাবার যো নাই। হারামজাদী! তোকে কি অমনি পয়সা দিয়ে রেখেছি। ওঁর ভয় করে, আ মরণ, যমের অরুচি, ওঁর আবার ভয় করে। কেন হারামজাদী দিনের বেলায় কেন তেল আনিয়া রাখিস্ নাই, এত রাত্রিতে তোর কোন——কাছে তেল পাওয়া যাইবে? ফের যদি বিরক্ত করিস তবে এক লাথিতে তোর দফা শেষ কর্‌ব।" মেথরাণী সে তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীতা হইয়া না রাম না গঙ্গা বলিয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করিল। নকুড়েশ্বর কহিলেন "ও ছোট লোক, ওর উপর কি এত রাগ করিতে আছে?" মৃগেন্দ্রবালা মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন "বেশ, তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি কথা। তোমরা কেন পুরুষ মানুষ হয়েছিলে? ছোট লোককে না ধম্‌কাইলে কি তাহাদের দ্বারা কাজ পাওয়া যায়?" নকুড়েশ্বর নীরব রহিলেন। তদনন্তর উভয়ে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

এদিকে নির্ম্মলার দুঃখ ও দুর্গতির পরিসীমা নাই। একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল, তাহাও তৈলাভাবে নির্ব্বাপিত হইল, অন্ধকারে দুঃখিনী পড়িয়া জল জল করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মেথরাণীর আনীত জল পার্শ্বে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা স্পর্শ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বারংবার ভেদবমনে নির্ম্মলা একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তীব্র তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা রহিল না, পরিশেষে বিচেতন হইয়া নির্ম্মলা মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

শেষ রাত্রিতে মৃগেন্দ্রবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কি একটী কথা মনে করিয়া তিনি স্বামীকে জাগাইলেন, তৎপর আলো জ্বালিয়া প্রদীপহস্তে উভয়ে নির্ম্মলা যে কক্ষে ছিল তাহার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিলেন, কোন উত্তরই পাইলেন না, নিশ্বাস-শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল না। নকুড়েশ্বরের চক্ষে জল আসিল, তিনি কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার মানস করিলেন, কিন্তু মৃগেন্দ্রবালা

তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন "যা হবার তা হয়েছে, এখন ঘরে ঢুকিলে স্নান করিতে হইবে। আমি সব বুঝেছি, এদিকে এস, তোমায় সব কথা খুলিয়া বলিব।"

তখন উভয়ে পুনরায় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। মৃগেন্দ্রবালা কহিলেন "তুমি ত বেশ ঘুমিয়েছ, আমি কি আর নিশ্চিন্ত ছিলাম? কি জানি মেথরাণী সেবা শুশ্রূষা না করে, সেই ভয়ে চারি পাঁচবার উঠিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। শেষ একবার একটু তন্দ্রা হয়েছিল, স্বপ্নে দেখিলাম তোমার ভগিনী চক্ষু রাগাইয়া আমার কাছে এক ঘটী জল চাহিতেছে, আমার দিতে বিলম্ব হওয়ায় সে আমার সহিত কুরুক্ষেত্র ব্যাপার করিল, আমি তামাসা করিয়া তাহার গায়ে একখানা আগুন ফেলিয়া দিলাম, অমনি সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া মেথরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে কাজ ফরসা হইয়াছে। আমার সঙ্গে এত আদোআদি, তবুও আমার মায়ার শরীর, আমি এত করিয়াও বাঁচাইতে পারিলাম না।" এই বলিয়া মৃগেন্দ্র-বালা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন, পরে সতেজে কহিলেন "আমার সঙ্গে আদো-আদি করিয়া এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাল হয় নাই। যিনিই আমার পিছে লেগেছেন, প্রাতঃবাক্য তাহারই এইরূপ দশা ঘটেছে। সে যাহা হউক এখন যাহা বলিতেছি তাহা শুন। আমি শুনেছি এখানে দাহ করাইতে বিস্তর টাকা লাগে। আমার হাতে যাওয়ার খরচ ভিন্ন বেশী টাকা নাই। তোমার ভগিনীর জন্য সেই টাকা কয়েকটী খরচ করিলে শেষে আমাদের উপায় কি হইবে। যেরূপ ব্যাম পীড়া হইতেছে, তাহাতে এখানে আর এক দণ্ডও থাকিতে নাই। বিশেষ রাত্রিজাগরণে আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল হয়েছে, দেরি করিলে আমাকে বাঁচান কঠিন হইবে। এই বেলা চল যাই, নতুবা ভোর হইলে মহা বিপদে পড়িতে হইবে।" নকুড়েশ্বর কাতরবচনে কহিলেন "তা সৎকার না করিয়া কি যাওয়া উচিত? লোকে শুনিলে কি বলিবে?" মৃগেন্দ্রবালা অধীরা হইয়া কহিলেন "এখানে আমাদের কে চেনা লোক আছে যে আমাদের নিন্দা করিবে? আর নিন্দারই বা বিষয় কি? কাশীতে যে ভাবেই মরুক না কেন তাহার তৎক্ষণাৎ সদ্গতি হয়। অভাগী আমাকে চক্ষের বিষ দেখিত, গুরুজনকে এত কষ্ট দিয়াও যে ওর এরূপ সদ্গতি হইল, তাহা পরম ভাগ্যের কথা

বলিতে হইবে। আর কেন শীঘ্র উঠ, দায় পড়িলে সবই করিতে হয়। পয়সা থাকিলে লোকে বেআইয়ের মা'র শ্রাদ্ধ করে, নতুবা নিজের মায়ের শ্রাদ্ধও করিতে পারে না।” নকুড়েশ্বর নীরবে বসিয়া রহিলেন। মৃগেন্দ্র-বালা ভাবগতিক বুঝিয়া রাগতভাবে কহিলেন “তুমি তোমার বোনকে লইয়া থাক, আমি চলিলাম। আমি যে এতক্ষণ বকিলাম তাহার ফল কিছুই হইল না; কথায় বলে পুকতে মন্তর পড়ে, পাঁটার—শোন।” এইরূপ মধুবর্ষণ করিয়া মৃগেন্দ্রবালা প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নকুড়েশ্বরের এতক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হওয়ায় তিনি পত্নীর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া উভয়ে ত্বরিতগমনে প্রস্থান করিলেন। অনাথা নির্ম্মলা সেই সহায়হীন নির্ব্বান্ধব প্রদেশে একাকিনী পড়িয়া রহিল।

জল জল করিয়া উন্মাদিনীবেশে নির্ম্মলা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকারে জগৎ সমাবৃত, ভীষণ ভৈরবনাদে প্রতিধ্বনিত। আকাশ পৃথ্বী ভেদ করিয়া শত শত মেঘগর্জ্জন, মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বক্ষো-বিদারিত বিকট নিনাদ, তন্মধ্য দিয়া চঞ্চলা চপলার ন্যায় ভীতা নির্ম্মলা ঊর্দ্ধে উত্ক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে নিম্নের শব্দ মন্দীভূত হইল কিন্তু সহসা ঊর্দ্ধ হইতে এক সুমহান গম্ভীর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আতঙ্ক উৎপাদন করিল। অদূরে আকাশগঙ্গা জলপ্রপাতের ভীষণতা বিস্তার করিয়া প্রচণ্ড বেগে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। বিপদ সন্নিহিত, কিন্তু নির্ম্মলার সাধ্য নাই যে নিজেকে রক্ষা করে, এক মহা আবর্ত্ত আসিয়া তাহাকে সেই ভীষণ স্রোতে নিমজ্জিত করিয়া বিচেতন করিয়া ফেলিল।

সে অচেতন শরীর হইতে আত্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইল। পূর্ব্বদৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিম্নে গ্রহ উপগ্রহগণ অপূর্ব্ব আলোকমালা বিকাশ করিয়া শোভা পাইতেছে, তদুপরি প্রফুল্লতা হাসি-তেছে। অদূরে এক সুরম্য রাজ্য শুভ্রজ্যোৎস্নাপরিমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহা হইতে অজস্র ধারায় সুধা বর্ষিত হইতেছে। সঙ্গীতের সুললিত তানে ভক্তির উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আনন্দলহরী বহিয়া যাইতেছে। রাজ্যটী সুগোলাকৃতি পবিত্রতা নাম্নী রমণীয় পরিখা পরি-বেষ্টিত। তদুপরি ভক্তিকর্ম্মজ্ঞান নামক তিনটী দ্বার বিরাজিত। সেই প্রশস্ত দ্বারপথে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। রাজ্যের অভ্যন্তরে কোথায় শান্তির প্রস্রবণ ধীর প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে, কোথায় বা ভক্তির পবিত্র

নদী বিচিত্র লহরীলীলা বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে জ্ঞানারণ্যের অযুত সহস্র পাদপরাজি ফলফুলে পরিশোভমান হইয়া রহিয়াছে, অমরাত্মাগণ তাহার মধুরাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কোন স্থানে যোগারণ্যে মহাতেজস্বী আত্মাগণ যোগপ্রভাব বিস্তার করিয়া জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের উপর সরলতা ও বিশ্বাসের ধূপ নিক্ষিপ্ত করিয়া তৎপ্রদেশ সৌরভান্বিত করিতেছেন। কোন স্থানে ভক্তবৃন্দ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। মধ্যস্থলে এক অনন্ত প্রসারিত মন্দিরের কেন্দ্রস্থান বিরাজিত। ঐ মন্দিরের অগণিত চূড়া স্থূলনেত্রের অলক্ষিতভাবে প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রে যাইয়া সম্মিলিত হইয়াছে। প্রত্যেক চূড়াপ্রদেশ ব্যাপিয়া অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, করুণা ও পবিত্রতা সেই কেন্দ্রস্থল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই কেন্দ্রস্থলকে অমরাত্মাগণ সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত করেন। সেই সচ্চিদানন্দ হইতে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হইতেছে, তাহা পান করিয়া তদ্দেশবাসিগণ চিরানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। অনন্ত উৎসবের অনন্ত ভাব, অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত আলোক, অনন্ত করুণার অনন্ত ধারা, অনন্ত শক্তির অনন্ত বিকাশ, সেই অনন্ত প্রসারিত বিশাল মন্দির ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই সুরম্য রাজ্যের অধিবাসী না হইতে পারিলে সে শোভা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।

রাহুনির্ম্মুক্ত শশিকলার ন্যায় শোভমানা হইয়া নির্ম্মলা ভক্তিপথে সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অনুপম শোভা অবলোকন করত বিমোহিত হইল। কখনও পরিচয় ছিল না অথচ সকলেই পরিচিত, কেহ সঙ্গে ছিল না অথচ সকলেই আত্মীয়। সাম্য ও মৈত্রীর রাজ্যে আজ নির্ম্মলা সমাগত, কোন ভেদাভেদ নাই, তাহাকে পাইয়া সকলেই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহাকে পরিবৃত করিয়া সকলে সচ্চিদানন্দের সমীপে আনয়ন করিলেন। প্রণতা হইয়া নির্ম্মলা বসিয়া পড়িল। অমনি সুমধুর স্বরে প্রত্যাদেশ হইল "বৎসে! ফিরিয়া যাও, তোমার এখনও কালপূর্ণ হয় নাই, শেষ যখন আসিবে দেখিও যেন কর্ম্মপথ দিয়া এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পার।" আকুল হইয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল, কিরূপে আবার সেই বিষাদ রাজ্যে যাইবে, কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণধারণ করিবে, ইহা ভাবিয়া একান্ত কাতর হইল। তখন আবার সেই সুমধুরস্বরে প্রবোধবাণী তাহার কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিল "বৎসে! কাতর

হইও না, তোমাব মঙ্গলেব জন্য তোমাকে ফিবিয়া যাইতে বলিতেছি। তোমাকে উৎসাহিত কবিবাব জন্য এখানে একবাব আনিয়াছি, এ স্থানেব অধিবাসিনী হইবাব উপযোগিতা সম্বন্ধে তুমি এখন পর্য্যন্ত সম্যক পবিচয় দেও নাই। যাও ফিবিয়া যাও। সংসাবেব বিপদ ও প্রলোভনেব মধ্যে থাকিয়া চবিত্রেব দৃঢ়তা সাধন করত সাধুশীলা ও পুণ্যবতী হও। তখন তুমি এই স্থানে অধিবাস কবিবাব সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে।” কাতব হইয়া নির্ম্মলা ফিবিযা আসিল। সেই পবিখা পাব হইযা সেই বাজ্য ত্যাগ কবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অপব পারে আসিয়া আকুল-মনে নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল। কিরূপে এতদূবেব পথ অতিক্রম কবিবে তাহা ভাবিযা প্রাণ উড়িযা গেল। সহসা সম্মুখে দেখিল বামপদ ম্লানমুখে দণ্ডায়মান। আগ্রহ সহকাবে নির্ম্মলা স্বামীব চবণযুগল জড়াইয়া ধবিল, শোকাবরুদ্ধকণ্ঠে বাক্যনিঃসবণ হইল না। বামপদ কহিলেন “আমাকে পূর্ব্বে যে বাজ্যে দেখিযাছিলে, এতদিন তথায় ছিলাম, আজ তোমাকে হঠাৎ সেই দেশ দিযা ঊর্দ্ধে যাইতে দেখিয়া, তোমাব অনুসবণ কবিয়া এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু আব অগ্রসব হইতে পাবিলাম না। আমাব উপব আদেশ হইয়াছে, তুমি পুনবায যখন আসিবে তখন তোমাব সহিত ঐ বাজ্যে প্রবেশ কবিতে পাবিব। তোমার পুণ্যফলে আমি এতদূব আসিযাছি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তোমাব শেষ পুণ্যফলে আমি ঐ বাজ্যে প্রবেশ কবিতে পাবিব, দেখিও আমায যেন নিবাশ না হইতে হয়। তুমি যতদিন না আসিবে আমি এই পবিখাতীবে যোগনিবত বহিব। এখন যাও, সচ্চিদানন্দেব আদেশ অমান্য করিও না।” নির্ম্মলা আকুল-মনে সজলনয়নে কহিল “নাথ। তৃষ্ণায আমি বড়ই কাতব হইযাছি, আমাকে একটু জল দিন, এ তৃষ্ণা থাকিতে আমি একপদও চলিতে পাবিব না। নাথ! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদেব মনোবথ পূর্ণ হয়।” রামপদ স্নেহবচনে কহিলেন “তোমার তৃষ্ণা এখনই নিবাবিত হইবে, তুমি নিমেষ মধ্যে যথাস্থানে যাইতে পাবিবে, কিন্তু দেখিও যেন আমাদের মনোবথ পূর্ণ হয়।”

তন্মুহূর্ত্তে নির্ম্মলার বোধ হইল যেন কে সুশীতল বাবি তাহাব মুখে প্রদান কবিলেন। শবীব স্নিগ্ধ হইযা চৈতন্যেব উদয হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া নির্ম্মলা দেখিল করুণাব প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ও অনুপম লাবণ্যময়ী এক

রমণী তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বীয় অঙ্কে তাহার মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক সজলনয়নে তাহাকে জলপান করাইতেছেন। এ দয়াবতী ভুবন-মোহিনী কে? নির্ম্মলা চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া উঠিল। সে অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে নির্ম্মলাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক কুসুমকামিনী রোদন করিতে লাগিল। "দিদি আমার, বোন আমার, তোমার এই দশা" এই বলিয়া কুসুম কাতরভাবে কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মলার মুখে একটী কথাও উদ্গত হইল না, নিজের দুর্দ্দশা, কুসুমকামিনীর স্নেহমমতা, উভয় চিন্তা এবং উভয় ভাব মিশ্রিত হইয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সহসা অশ্রু শুকাইল, মুখমণ্ডল উল্লাসে উল্লসিত হইল, স্বপ্নের সে মধুর দৃশ্য সমাগত হইল, আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, অমনি নির্ম্মলা কাঁদিয়া উঠিল। এইরূপ ভাবের পর ভাবতরঙ্গ আসিয়া তাহাকে আলোড়িত করিল। তদ্দর্শনে কুসুম একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। কুসুম একজন পরি-চারিকাকে ডাকিয়া কহিল "ঝী। একটু বার্লি তৈয়ার করিয়া আন।" নির্ম্মলা চেতনা পাইয়া কহিল "না দিদি। আমি এ অবস্থায় কিছুই খাব না, এখন থাকুক।" কুসুম বুঝিতে পারিয়া গরম জল আনিয়া তাহার শরীর পরিষ্কৃত করত পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া নূতন শয্যা রচিত করিয়া তথায় তাহাকে শোয়াইল এবং গৃহকক্ষটী সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া ধূপের গন্ধে আমোদিত করিল।

নির্ম্মলা একান্ত ভক্তিপ্রবণচিত্তে ভগবানের অশেষ করুণার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। স্বপ্নের সেই মনোহর দৃশ্য নয়নপথে ভাসিতে লাগিল। রামপদর অলৌকিক জ্যোতিপূর্ণ কি অনুপম মূর্ত্তি। এমন যে মূর্ত্তি তাহাকে সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ কি বিকৃত ও বিশ্রী করিয়া রাখিয়াছিল। হায় কবে আমি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব? ভগবান! আমি কি তাঁহার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব? তিনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি তাঁহার চরণে স্থান পাইব? ভগবান আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলেন? ওঃ! বুঝিয়াছি আমি সে রাজ্যের উপযুক্ত নহি। কি করিলে পুনরায় সেই স্থানে যাইতে পারিব? কর্ম্মপথে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব? আমি সহায়হীনা, অনাথা অবলা, কে আমার কর্ম্ম-পথের প্রদর্শক হইবে? কে আমাকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবে?"

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় বিবিধভাবে নির্ম্মলার চিত্ত পরিপূর্ণ হইল, নয়নজলে কপোলপ্রান্ত প্লাবিত হইয়া গেল। সে অশ্রু মুছাইয়া কুসুম বালি আনিয়া নির্ম্মলাকে খাওইয়া দিল। নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল "দিদি। আমার দাদা কোথায়? তাঁকে দেখিতেছি না কেন?" কুসুম কহিল "আমার সহিত তাহাদের দেখা হয় নাই, শুনলাম তোমাকে মৃত ভাবিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।" নির্ম্মলা আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। কুসুম স্নেহভরে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিল "বোন আমার, দিদি আমার, ভয় কি? আমরা ত আছি, আমি তোমাকে বাটীতে রাখিয়া আসিব। নির্ম্মলা কাতরভাবে বলিল "দিদি। দাদা আমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইবার লোক নহেন, বুঝি তাঁহার ত কোন অসুখ হয়নি? আমার বড়ই ভয় হইতেছে।" কুসুম সে ব্যগ্রতাদর্শনে সজলনয়নে কহিল "বোন। তোমার মনের মত যদি সংসারের সব হইত তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমি কোন ভয় করিও না, আমি কাশীতে আসিয়া কি তোমায় মিথ্যা বলিতেছি? দাদা বেশ আছেন। এখানে যেরূপ ব্যাম পীড়া হইতেছে তাহাতে তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, সে তোমার পক্ষে এক প্রকার মঙ্গলের বিষয়ই বলিতে হইবে। আমারাও আর বেশী দেরি করিব না, তুমি একটু সুস্থ হইলেই তোমাকে লইয়া দেশে যাইব।

নির্ম্মলা। দিদি। তুমি আমার দাদাকে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, আমি ত মরিতে বসিয়াছিলাম, আমাকে প্রাণদান দিয়াছ, আমি তোমার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

কুসুম। বোন্। ও কথা কি বলিতে আছে? আমি কি তোমার পর? লোকে বলে সতীন বড় শত্রু, কিন্তু যাহাদের এক গুণ, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের একই হওয়া উচিত। দুই জনের প্রাণ, ভালবাসা যাইয়া একই আধারে মিশিয়াছে, তবে কেন তাহাদের যোগ হবে না? বোন। আগে একথা বুঝিতাম না, স্বামী হারাইয়া ও তোমার উপদেশ শুনিয়া ও তোমাকে দেখিয়া আমার সে জ্ঞান জন্মিয়াছে। তুমিও যা আমিও তা, তোমার অসময়ে আমি যদি কিছু না করি, তবে আমার নারকেও স্থান হইবে না।

নির্ম্মলা কুসুমের চরণযুগল ধরিয়া অশ্রু অভিষিক্ত করিল, কুসুম তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। নির্ম্মলা কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের আবেশে অবশাঙ্গ হইয়া সতীনের ক্রোড়ে পড়িয়া

রহিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে কতবার কত প্রকার স্নেহের উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল।

কুসুমকামিনীর স্নেহ ও যত্নে নির্ম্মলা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। ক্রমে সে উঠিয়া বসিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে নির্ম্মলা কুসুমের কাছে বসিয়া স্নেহবচনে কহিল "দিদি! আমি যে এখানে আছি, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে, আর এখানেই বা কিরূপে আসিলে?" কুসুম নির্ম্মলার মস্তকের কেশপাশ খুলিয়া তাহা হস্ত দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে করিতে কহিতে লাগিল "আজ অতি প্রত্যূষে আমরা কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। অগ্রে গঙ্গাস্নান করিয়া পরে বাসা স্থির করিব, এই ভাবিয়া আমরা গঙ্গাতীরে গেলাম। তথায় স্নান পূজা সমাপন করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি এমন সময়ে একজন মেথরাণী বাঙ্গালীর নিন্দা করিতে করিতে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। নিতান্ত কৌতূহল হওয়ায় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল "মা! আমরা জানিতাম বাঙ্গালীদের বড় দয়া, কিন্তু কাল রাত্রিতে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়াছি তাহা মনে হইলে বড়ই দুঃখ হয়। মা! তোমার চেয়েও ছোট, এবং তোমার যে এমন রূপ তোমার চেয়েও সুন্দর একটা বামনের মেয়ের ভেদ বমির ব্যাম হয়ে কাল রাত্রি জল জল করে কত আর্ত্তনাদ করিয়াছে, তার ভাই ও ভায়ের স্ত্রী একবার ফিরিয়াও দেখে নাই। এমন কি তার ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত দেয় নাই। সমস্ত রাত্র জল না পেয়ে বামনের মেয়েটী মারা পড়েছে। আমাকে মিনষের স্ত্রী বলে যে তুই জল খাওয়াগে, তা বামনের মেয়ে খাবে কেন? আমি সেই কথা বলিতে যাওয়ায় মাগী বাঘিনীর মত আমাকে কামড়াইতে আসিল, আমি ভয়ে পলাইয়া যাই। পলাইয়া গেলাম বটে কিন্তু আমার মনে বড়ই দুঃখ হইল। আমি পোড়া কপাল মনে করিলাম যে আমি যদি না যাই তবে উহারা আসিয়া জল খাওয়াইবে? আহা! এমন যে হবে তা কি জানি? আর দাঁড়িয়ে থেকে চক্ষে কি অত কষ্ট দেখা যায়? তাতে আমি বুড় মানুষ, রাত্রি অন্ধকার, ঘরে আলো মিট্ মিট্ করিতেছে শীঘ্রই নিবিয়া যাইবে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহার উপর মাগীর মুখনাড়া ও গালাগালি কাজেই আমি চলিয়া গেলাম। আজ শেষ রাত্রিতে যাইয়া দেখি যে বাঙ্গালী বাবু ও তাহার পরিবার চলিয়া গেছে আর সেই বামনের মেয়ে ঘরে মরা পড়ে আছে।

দেখে আমার বুক যেন ফেটে গেল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে এই আসিতেছি। হায়, হায়। মানুষ যে এত নিষ্ঠুর তাত জানিতাম না।” মেথরাণী এই পর্য্যন্ত বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। শুনিয়া আমার বড়ই ক্লেশ হইল। মেথরাণীর চক্ষের জল দেখিয়া আমার চক্ষেও জল আসিল। একবার দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। ব্রাহ্মণের মেয়ের অগতি হইবে, মুর্দ্দাফরাসে টানিয়া ফেলিবে তাহা প্রাণে সহ্য হইল না, ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণ আনিয়া সৎকার করিব। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া মেথরাণীকে বাড়ীটী দেখাইয়া দিবার জন্য বলিলাম। সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। মা ও মামা পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলাম ‘আমি এখনই আসিতেছি,’ এই বলিয়া পরিচারিকা সঙ্গে এখানে আসিলাম। দেখিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম। তোমাকে চেনাচেনা লাগিল অথচ সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলাম না, আর চিনিতেই বা পারিব কিরূপে? সে চেহারা কি আর আছে? রোগে চাঁদমুখ খানি একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আর এখানে তোমার যে এ দশা হইবে তাহা কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অগোচর। যাহা হউক বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে নিকটে একখান কাগজে কি লেখা আছে দেখিতে পাইলাম, ধীরে ধীরে তাহা তুলিয়া লইয়া পড়িলাম “হে বিশ্বেশ্বর! হে কাশীশ্বর! অন্তিমে যেন অনাথিনী নির্ম্মলা তোমার চরণে স্থান পায়, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই ইত্যাদি।” আর পড়িতে পারিলাম না, ঐ পর্য্যন্ত পড়িয়াই তোমাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলাম। আকুল হইয়া কাঁদিয়া তোমার কাছে যাইয়া পড়িলাম। তোমাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। জল জল করিয়া তোমার প্রাণ গিয়াছে, নিকটে সরায় জল দেখিলাম, তাই পাগলিনীর ন্যায় সেই জল তোমার মুখে দিলাম, আর অমনি আমার প্রাণের তুমি বাচিয়া উঠিলে।”

নির্ম্মলা পুনরায় কুসুমের চরণে পড়িয়া গেল, তাহার অশ্রুতে সে চরণ অভিষিক্ত হইল। কুসুমও তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনার অসাধ্য। পাঠক তাহা কল্পনাবলে অনুধাবন করিয়া লউন।

নির্ম্মলা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেই সকলে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কুসুমকামিনীর পিতা নির্ম্মলার কুশলসংবাদসহ এক পত্র নকুড়েশ্বরকে

লিখিলেন। পত্র পাইয়া নকুড়েশ্বর যাব পর নাই আনন্দিত হইলেন, সে আনন্দ তিনি পত্নীকে জানাইতে আসিলেন। মৃগেন্দ্রবালা মুখভঙ্গী করিয়া বিশুষ্কমুখে কহিলেন "তুমি আবার এ সংবাদে আনন্দ করিতেছ? আমাব প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। অভাগীব জন্য তোমাব সর্ব্বনাশ হইল, মুখে চুণকালী পড়িলী। এইবাব জাতি মান হাবাইয়া একঘবে হইয়া থাকিতে হইবে। লোকে কি বলিবে তাহা কি বুঝিতেছ না? লোকে বলিবে তোমাব ভগিনী বের হয়ে গিয়াছিল, এখন তাহাকে পেযে পুনবায় ঘবে এনেছে।" নকুড়েশ্বব বিবক্ত হইয়া কহিলেন "তোমাব দোষেই সব হইল, তাহাব দোষ কি?" অমনি তুমুল ঝড় বহিতে লাগিল। মৃগেন্দ্রবালা ভীষণমূর্ত্তিতে নকুড়েশ্ববের উপব আসিয়া পড়িলেন। "বটে আমাব দোষ? পোড়া চক্ষে আমাবই যত দোষ দেখিতে পাও, ও চোক খেয়ে গুণেব বোনেব দোষ দেখিতে পাও না। আমি ছিলাম বলে তবে গেছ, নতুবা শৃগাল কুকুবেও তোমাব মুখে প্রস্রাব কবিত না। আমি ছিলাম বলে তোমাব গুণের ভগিনীকে এতদিন সামলাইয়া রাখিযাছি, নতুবা কোন কালে ও পোড়া মুখে চুণকালী পড়িত। সাবধান আমাকে ঘাঁটিও না, আমি তোমাব বোনেব সব বিদ্যা জানি, এখনই ঢাক ঢোল বাজাইয়া দিয়া এ পোড়া সংসারে আগুন জালিযা বাপেব বাড়ী চলিয়া যাইব। বটে আমি জানি না? বেবিয়ে যাবে বলে অসুখ ডেকে এনে, শেষে মবাব কাপ কবে পড়েছিল, সে কথা কি মিথ্যা? আমি সোজা মানুষ, আমার চৌদ্দপুরুষেও ও বিদ্যা বুঝিতে পারে না। তথাপি আমি মন্দ, হে চন্দ্রসূর্য্য তোমবা সাক্ষী, আমাব যাহাবা দোষ দেয় তাহাবা যেন ত্রিপক্ষেব মধ্যে যমেব বাড়ী যাইয়া নবকে পচিতে থাকে।" পত্নীব এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া নকুড়েশ্বর ভীত হইযা সরিযা গেলেন। মৃগেন্দ্রবালা ঝগড়ায় আব সুবিধা না পাইয়া শেষে কাঁদিতে বসিলেন "আমাব পোড়া কপাল, নতুবা এ সংসাবে পড়িব কেন? পোড়া স্বামীব হাতে পড়িয়া আমার একদিনও সুখ হইল না। বাপেব বাড়ী হইতে যে কয়েকখানি গহনা পাইয়াছি তাহা ছাড়া এ সংসাবে আসিয়া একখানি গহনাও পাইলাম না। যে তুনিযার কুৎসিত সেও কত গহনা পরিয়া স্বামীর কত আদর পাইয়া থাকে, আব আমাব কপালে গহনা দূরে থাকুক, উঠিতে বসিতে কেবল লাথি ও জুত। অমন স্বামী থাকা না থাকা সমান। এই শাঁখা থাকিলেই বা কি, আব গেলেই বা কি।" এই

বলিয়া মৃগেন্দ্রবালা মট্‌মট্ করিয়া হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে যাইয়া শয্যার শয়ন করিলেন। সে মান দুই তিন দিনের মধ্যে কিছুতেই ভঙ্গ হইল না।

এদিকে অগ্রজের কোন সংবাদ না পাইয়া নির্ম্মলা বড়ই কাতর হইল। আমি বেচে আছি এ সংবাদ শুনিয়াও দাদা আসিলেন না কিম্বা কোন পত্র দিলেন না ইহা অসম্ভব, নিশ্চয়ই হয় পত্র পান নাই, নতুবা কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এবার নির্ম্মলা নিজে পত্র লিখিল, এবং পত্র নিশ্চয় যাহাতে পৌঁছে এই জন্য তাহা ব্যারিং পাঠাইল। উত্তর পাইবার সময় চলিয়া গেল, তথাপি কোন উত্তর আসিল না। নির্ম্মলা একান্ত আকুল হইল। কাহারও প্রবোধ হৃদয়ে স্থান পাইল না। দিবানিশি চক্ষুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, কুসুম সান্ত্বনায় পরাস্ত হইয়া শেষে সতীনের শোকে নিজে কাঁদিতে লাগিল। কুসুমের পিতা বেগতিক দেখিয়া নির্ম্মলাকে সঙ্গে করিয়া নকুড়েশ্বরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিবার সময়ে সতীনের গলা ধরিয়া কুসুম বড়ই কাঁদিতে লাগিল, নির্ম্মলাও সে অশ্রুতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া ব্যথিতহৃদয়ে জীবনদায়িনী হিতৈষিণী সখীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। সমস্ত পথে হৃদয়ের সে তরঙ্গ আর প্রশমিত হইল না।

বাড়ীতে আসিয়া অগ্রজকে দেখিয়া নির্ম্মলা শোকাকুলচিত্তে বসিয়া পড়িল, অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন হইতে লাগিল। নকুড়েশ্বরের চক্ষে জল আসিল, তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন "তোমাকে যে আর দেখিতে পাইব সে আশা আর ছিল না, তুমি মরেছ ভেবে আমি আর তিলার্দ্ধ গৌণ না করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমার যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাহাতে দেরি করিলে আমারও নিশ্চয় ঐ রোগ হইত। তুমি মনে দুঃখ করিও না। তুমি বেঁচে আছ জানিলে আমি কখনই তোমাকে ফেলিয়া আসিতাম না। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, নতুবা দাদা হইয়া কে কোথায় এমন কাজ করে। সে কথা আর বলিয়া কি হইবে— আমি যে বিষ পান করিয়াছি তাহাতে চিরদিন আমাকে যন্ত্রণা পাইতে হইল। এখন মরিলে বাঁচি।" মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ম্মলা সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। অগ্রজ কত ক্ষোভ করিয়া মৃত্যুকামনা করিতেছেন ইহাতে নিজেকে মনে মনে অপরাধিনী মনে করিয়া কাতর ও সঙ্কুচিত হইল।

ইচ্ছা প্রকাশ্যে কিছু বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করে, কিন্তু একটী কথাও বলিতে পারিল না। অধোবদনে ম্লানমুখে নির্ম্মলা পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল। এই সময়ে বিমলানন্দের মাতা "কৈ আমার নির্ম্মলা কোথায়? আমার হারানিধি কোথায়?" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আসিলেন। নকুড়েশ্বর অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেলেন। নির্ম্মলা পিসীর চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। "এ কি? আহা! বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে। মা তোমাকে যে দেখিতে পাইব, সে আশা আর ছিল না। আমার বিমল এ সর্ব্বনেশে খবর পায় নাই, আমরা তাহাকে কিছুই জানাই নাই। সে নির্ম্মলা বলিতে অজ্ঞান, এ খবর পাইলে হয় ত শোকে পাগল হইয়া যাইত।" সুশীলা আসিয়া নির্ম্মলার কোলে বসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা আসিয়া তাহাকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই মুখমণ্ডল আনন্দোৎসাহে উল্লসিত হইল। কেহ কিছু বলে নাই অথচ সকলেরই মুখে ঐ একই কথা "উহারা নির্ম্মলাকে ফেলিয়া আসিয়াছিল, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন ও নিজের পুণ্যফলে রক্ষা পাইয়াছে। উহার সতীনের বাপ যত্ন করিয়া উহাকে আনিয়াছে।" নির্ম্মলা সম্বন্ধে কোন অপবাদের কথা কাহারও মুখ হইতে কিছুমাত্র বাহির হয় নাই, কেহ মনেও তাহা ভাবে নাই। সকলেই নকুড়েশ্বর ও তাহার পত্নীকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

নির্ম্মলার আগমনে মৃগেন্দ্রবালা মনস্তাপে সন্তাপিত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। গ্রামের এত লোক তাহাকে ভালবাসে—সে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বিমলানন্দের মাতার স্নেহবচন ও সুশীলার কাতর-রোদন যেন কর্ণে বিষবর্ষণ করিল। সর্ব্বোপরি নকুড়েশ্বরের কথাগুলি হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ক্ষোভে, রোষে, মনস্তাপে ও অভিমানে মৃগেন্দ্রবালা পদদলিত ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি দিন পাই, তবে ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই একদিন ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার হিংসাবিদ্বেষবহ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সেই নিরপরাধা অনাথিনী নির্ম্মলাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ক্রমে সকলে প্রস্থান করিলে পর, নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া মৃগেন্দ্রবালার চরণতলে আসিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া

পরে মৃদুবচনে কহিল "বৌ! তুমি উঠ, আমি তোমায় প্রণাম করি। কেন বৌ! এরূপভাবে শুয়ে আছ কেন? তোমার কোন অসুখ হয়নি ত?" মৃগেন্দ্রবালা কোন উত্তর করিলেন না। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে তাঁহার চরণাবৃত বস্ত্র সরাইয়া ভক্তিভাবে তাহা ধারণপূর্ব্বক কাতরভাবে কহিল "বৌ! তোমার দাসীর প্রতি একবার তাকাও, আমার মাথার দিব্য একবার আমার দিকে তাকাও। বৌ তুমি ভিন্ন আমার কেউ নাই। আমি অল্প বয়সে মা হারাইয়াছি, তুমিই আমার মা।" বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিল। মৃগেন্দ্রবালা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বাপ্‌রে, মারে, আমায় মেরে ফেলিল; আমার পা এমনি চেপে ধরেছে যে আমার প্রাণ গেল।" নির্ম্মলা চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। নকুড়েশ্বর সে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া "কি হয়েছে কি হয়েছে" বলিয়া ত্রস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে দেখিতে পাইয়া মৃগেন্দ্রবালা আরও অধিকতর কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কহিলেন "আমার কপালে শেষে এই ছিল। শৃগালীর লাথি খাইতে হইল। তোমরা সকলে চলিয়া গেলে, তোমার বোন রাগে ফুলিতে ফুলিতে আসিয়া "কেমন আমায় আর ফেলিয়া আস্‌বি?" এই বলিয়া আমার বুকে দম্ দম্ করিয়া লাথি মারিয়া ঐ পলাইয়া গেল। তুমি তাড়াতাড়ি না আসিলে আমায় এতক্ষণ মারিয়া ফেলিত।" এই বলিয়া উন্মত্তভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। নকুড়েশ্বরের মস্তক ঘুরিয়া গেল। ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি নির্ম্মলাকে ভয়ানক প্রহার করিলেন। কুসুমের পিতা বিমলানন্দদেব বাড়ীতে ছিলেন, দৌড়িয়া আসিয়া নকুড়েশ্বরকে নিবারিত করিলেন। বিমলানন্দের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কুসুমের পিতা এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত না করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

নিদারুণ প্রহারযাতনায় নির্ম্মলা একান্ত আকুল হইল। মুখে একটী শব্দ নাই অথচ কাতরতা সে মুখ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, নীরব অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। শোকের পর শোক আসিয়া হৃদয়কে প্লাবিত করিতেছে। অতীত জীবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে চিতানলে শরীর মন জ্বলিতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। স্নেহময়ী পিসী নির্ম্মলাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া স্নান পূজা করিতে গমন করিলেন। নির্ম্মলা শুনিল বাড়ীতে আজ এখনও উনুন জ্বলে নাই, কাহারও আহার হয় নাই। আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন করিল এবং অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অগ্রজের নিকট অবনতবদনে দাঁড়াইয়া কহিল "দাদা আসুন, ভাত হয়েছে।" নকুড়েশ্বর পূর্ব্বের রাগভরে কহিলেন "না, আমি কিছুই খাব না," নির্ম্মলা সজলনয়নে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিরীহমূর্ত্তি দর্শনে অগ্রজের মন ক্রমশঃ নরম হইল, তখন তিনি আসিয়া আহার করিতে বসিলেন। সে মধুর রন্ধনে পরিতৃপ্ত, এবং ভগিনীর স্নেহসহিষ্ণুতায় বিস্মিত হইয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে এত ক্ষোভ ও অনুতাপ হইল যে তিনি আর আহার করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে নির্ম্মলার মন একান্ত বিগলিত হইল,—মুহূর্ত্তমধ্যে সে সকল শোক বিস্মৃত হইল।

অগ্রজের আহার হইলে নির্ম্মলা অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া মৃগেন্দ্রবালার ঘরে রাখিয়া আসিল, পরে পিসীর বাড়ী যাইয়া পূজা আহ্নিক সমাপন করত মহাভারত পড়িতে লাগিল। সেদিন একাদশী, সুতরাং আহারাদির কোন গোলযোগ ছিল না, কিন্তু দারুণ তৃষ্ণায় নির্ম্মলার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, আর মহাভারত পড়িতে পারিল না, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল। স্নেহময়ী পিসী তাহা বুঝিতে পারিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, নির্ব্বান্ধব জগতে বিধবার সে দুঃখ আর কেহই দেখিল না।

এ জগতে চরিত্রই সুখের মূল। বাহিরের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না, মনকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে পারিলে কোন ভাবনাই থাকে না। নির্ম্মলার মূলমন্ত্র ছিল "এ সংসারে যাহা হইবার সকলই হইল, তাহা ভাবিয়া আর লাভ কি? পরকালে যাহাতে সদ্গতি হয়, তাহাই করিতে হইবে।" এই পরকালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং পরকালের যিনি বিধাতা তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া নির্ম্মলা সর্ব্বপ্রকার শোক তাপ ক্লেশ সহ্য করত জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু এখনও পরীক্ষার পরিসমাপ্তি হয় নাই। ভগবান এই অনাথা রমণীকে যে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়া তাহার হৃদয় মন প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। নির্ম্মলার কপাল আবার ভাঙ্গিল। রে

সহোদরকে আশ্রয় করিয়া সে প্রলোভনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল, আজ সেই নকুড়েশ্বর সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। পিসীর সাহায্যে নির্ম্মলা বিচক্ষণ ডাক্তার ও কবিরাজ আনাইয়া অগ্রজের চিকিৎসা করাইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহের বিষম জ্বরে নকুড়েশ্বর নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শোকের তীক্ষ্ণদংশনে নির্ম্মলা আজ উন্মাদিনী। ভ্রাতার চরণতলে পড়িয়া সে আকুলমনে কাঁদিতেছে, কিছুতেই সে চরণ ছাড়িবে না। যখন অনেক কষ্টে তাহাকে অপসারিত করিয়া সকলে শব লইয়া গেল, তখন নির্ম্মলা ভূতলে পড়িয়া দাবানলপ্রহতা হরিণীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিন দিবস নির্ম্মলা আত্মজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া রহিল, একবিন্দু জল কেহ মুখে দিতে পারিল না। চতুর্থ দিবসে বিমলানন্দের মাতা অনেক কষ্টে ধরিয়া বসাইয়া স্নান করাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মৃগেন্দ্রবালার ভ্রাতা ও মাসী আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে যত্ন ও সান্ত্বনা করিবার লোকের অভাব ছিল না। পঞ্চম দিবসে মৃগেন্দ্রবালার ভ্রাতা কহিলেন শ্রাদ্ধাদি কালীঘাটে করা যাইবে, এখন ভগিনীকে লইয়া এখান হইতে যাই, এখানে এ অবস্থায় আর রাখা যায় না। বিষয়াদি বিক্রয়ের প্রস্তাব হইল। গ্রামের দুই এক জন বৃদ্ধ লোক বারণ করিলেন, বিশেষ তাহা হইলে নির্ম্মলা দাঁড়ায় কোথায়? সে কথায় কোন ফলই দর্শিল না। বৌ চলিয়া যাইবেন এই কথা শুনিয়া নির্ম্মলা আকুলমনে মৃগেন্দ্রবালার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বৌ, তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমি কোথায় কাহার নিকট দাঁড়াইব? আমার যে আর কেউ নাই।" মৃগেন্দ্রবালা কহিলেন "তোমার আবার কেউ নাই কেন? তোমার দয়ার সাগর পিসী আছেন। বাপ্‌রে, আমি এখানে থাকিলে কি আর রক্ষা আছে? তোমার পিসী আর তুমি আমাকে কুটুক্‌রা ক'রে ফেলিবে।" নির্ম্মলা বৌর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃগেন্দ্রবালা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আর কেন, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এখন আমার কপালে যা থাকে তাই হইবে। আমি পোড়া কপালী, আমার পা ধরে আবার কান্না কেন?" এই বলিয়া বৌ পা ছিনাইয়া লইলেন। নির্ম্মলা নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে বিষয়াদি বিক্রয়ের উদ্যোগ হইতে লাগিল। বিমলানন্দের

মাতা ৩০০৲ তিনশত টাকা দিয়া সমুদয় বিষয় নির্ম্মলার নামে কিনিয়া রাখিলেন। বৌর নিকট নির্ম্মলার যে টাকা ছিল তাহা চাহিতে তাহার সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না, এমন কি সে কথা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই। সপ্তম দিনে মৃগেন্দ্রবালা পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

আজ পিতার আবাসস্থান নিষ্প্রদীপ হইল দেখিয়া বৈদ্যনাথে স্বপ্নের সেই ভীষণ ছবি স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। আকুল হইয়া নির্ম্মলা তথায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ সংসার আজ শ্মশানে পরিণত হইল। শোকের ছবি একে একে মানসাকাশে সমুদিত হইল। প্রথমে জননীর সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তিখানির বিকাশ হইল। নির্ম্মলা নিমীলিতনেত্রে সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নিমেষমধ্যে তাহা অপসারিত হইল। প্রাণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে জনকের প্রশান্তমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইল। অনাথিনীর হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল। নির্ম্মলা সেই স্নেহতরুর সুবিশাল ছায়ায় আশ্রয় লইবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে তাহা অন্তর্হিত হইল। জগৎ গাঢ় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত, নৈরাশ্যের বিকট চমকে প্রাণ উড়িয়া গেল। অকস্মাৎ মাভৈঃ মাভৈঃ করিতে করিতে বামপদ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। নির্ম্মলা আগ্রহের সহিত তদীয় চরণযুগল ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিফল চেষ্টা। ব্যাকুলমনে নির্ম্মলা রোদন করিতে লাগিল। সহসা নকুড়েশ্বরের মূর্ত্তি যেন বিষাদতিমিরে সংবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা আর স্থির থাকিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ব্যাধনিহতা বিহঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মলা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল, বিমলানন্দ সম্মুখে বসিয়া বিষণ্ণমুখে তাহাকে ব্যজন করিতেছেন। সঙ্কুচিতভাবে নির্ম্মলা উঠিয়া বসিল। শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে উদ্বেলিত স্রোত সে কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিল না। বিমলানন্দ ধীরে ধীরে কহিলেন "নির্ম্মল! তুমি এখানে এই ভাবে পড়িয়া কাঁদিতেছ, আমি বাড়ী এসে তোমাকে কোন খানে না পাইয়া শেষে এখানে আসিয়া দেখিলাম তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ। এরূপ ভাবে কাঁদিলে আর ফল কি হবে? এস, চল, মা তোমাকে ডাকৃছেন, আর কেঁদ না।" বলিতে বলিতে বিমলানন্দের চক্ষে জল আসিল। নির্ম্মলা কোন উত্তর দিতে পারিল না, শোকাকুলমনে পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিল। বিমলানন্দ পুনরায়

কহিলেন "নির্ম্মল। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর কি বুঝাইব? কেন আর কাঁদিতেছ? কাঁদিলে আর কি হইবে? এস আমার সঙ্গে এস।

নির্ম্মলা। না দাদা! আমি আর কোনখানে যাইব না। এ হতভাগিনী যেখানে যাইবে সেই স্থানই উৎসন্ন হইবে। আমি এখানেই অনাহারে এ পাপশরীর ত্যাগ করিব।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল। তোমার মুখে ত এমন কথা কখনও শুনি নাই। এত পড়া শুনা করে শেষে কি আত্মঘাতিনী হইবে? সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নির্ম্মলা। শোকে শোকে আমার শরীর ও মন এত জ্বলে গেছে যে আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গল।

বিমলানন্দ। যাহারা জীবনের উদ্দেশ্য বুঝে না, এই সংসারের সুখকেই একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া মনে করে, তাহারাই মৃত্যুকামনা করিয়া থাকে। মৃত্যুকামনা করা ও আত্মঘাতিনী হওয়া একই কথা। ও পাপকথা মুখেও আনিতে নাই, মনেও ভাবিতে নাই।

নির্ম্মলা। আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, সব ফুরাইয়াছে। এখন থাকা না থাকা সমান।

বিমলানন্দ। মানুষ যদি কোটি কোটি বৎসর বাঁচিত, তবুও জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিত না। কোন মানবই বলিতে পারে না যে আমার জীবনের সমুদয় উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। যতদিন না ঈশ্বরে মানবাত্মা লীন হইবে, ততদিন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রহিবে। এই যে দুদিনের জীবন লইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি, ইহার মধ্যে ত প্রকৃতরূপে কিছুই সাধিত হয় না। না হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি যদি তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রশান্তভাবে জীবনযাপন করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

নির্ম্মলা। শোকে আমার মন এত আচ্ছন্ন যে একথা এখন আর বুঝিতে পারি না, বুঝিলেও মনে স্থান পায় না। মৃত্যু ভিন্ন আমার আর নিস্তার নাই।

বিমলানন্দ। এরূপ অসম্পূর্ণ মন লইয়া মরিলেও নিস্তার নাই। শরীর ত্যাগ করিতে এত বাসনা, কিন্তু শরীরের অপরাধ কি? এই যে এত কাঁদিতেছ, এ কি শরীর তোমাকে কাঁদাইতেছে, না তুমি নিজে

কাঁদিতেছ। স্মৃতিমন্দিরে যে চিতানল জ্বালিয়াছ, নির্ব্বাপিত করিয়া দেও, দেখিবে মৃত্যুকামনা তিরোহিত হইবে, আর যদি তাহা না পার, তবে মৃত্যুতে তোমার কি ফল হইবে? যে স্বজনবিরহে এত কাতর হইতেছ, যাহাদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে যে পরজন্মে পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যে চিতানল এখন জ্বালিয়াছ, কে বলিবে যে তাহা দ্বিগুণতর জ্বলিবে না? তখন হয় ত আবার এই শরীরের জন্য আপশোষ করিতে হইবে। মোহগ্রস্ত আত্মা যখন পরকালে বিচরণ করিয়া এ জগতের মায়ার ছবিগুলি দেখিতে না পাইবে, তখন পুনরায় এই জগতে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, আজ যেরূপ কাঁদিতেছ, ইহা অপেক্ষাও তখন বেশী কাঁদিতে হইবে। কিন্তু মায়ামোহ ছিন্ন করিতে পারিলে, আর কোন ভাবনাই থাকেনা। এ সংসারে যতই বাসনা হৃদয়ে পরিপোষণ করিবে, পরজন্মে আবার তাহাতেই দগ্ধ হইতে হইবে। যতই প্রত্যাশা করিবে, পদে পদে ততই বিড়ম্বনা ঘটিবে। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন বাসনাবিরহিত হইয়া কার্য্য করিবে। নির্ম্মল! আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তুমি এ বিষয়ে অনেক বই পড়িয়াছ, একটু ভাবিয়া দেখিলে শোক তাপের অসারত্ব বুঝিতে পারিবে।

নির্ম্মলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল "দাদা! আমার কপালে কি এত দুঃখ ছিল, ভগবান আমাকে এত হতভাগিনী করিলেন কেন?

বিমলানন্দ। আমরা না বুঝিয়া এইরূপে কতই ঈশ্বরে দোষারোপ করিয়া থাকি। এ সংসারের দুঃখই কি প্রকৃত দুঃখ? তুমি যাহাকে দুঃখ বলিতেছ, প্রকৃত মহাত্মারা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। তোমার দুঃখ এই—তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে তোমার পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল, মোহে ডুবিয়া থাকিবার ভয় তোমার নাই। এখন তুমি নিশ্চিন্তমনে ভগবানে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারিবে। ইহজন্মে ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা পরজন্মের সদ্গতি কি বাঞ্ছনীয় নহে? আর ইহজন্মেই বা সুখ হইবে না কেন? সুখ দুঃখ যাহা কিছু বল সকলই এই মনের ভিতর। এই মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলে, সকল অবস্থাতেই সুখ পাওয়া যাইতে পারে। কেহ রাজরাণী হইয়াও বিষাদিনী, আবার কেহ পথের ভিখারিণী হইয়াও আনন্দময়ী। কেহ আত্মীয় স্বজন বিরহে কাতর, কেহ বা আত্মীয় স্বজনকে পথের কণ্টক মনে করিয়া সমুদয়

প্রত্যাখ্যান করত নিজ্জন স্থানের অধিবাসী। সেই মনকে প্রস্তুত কর। যাহাতে আত্মার উন্নতি হয, তাহারই চেষ্টা কর। সংসারের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমরা থাকিতে সে ভাবনা নাই।

বিমলানন্দ তখন নির্ম্মলার চক্ষু মুছাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পর-গৃহ।

নির্ম্মলা এখন বিমলানন্দের পরিবারভুক্ত হইল। সে গৃহ পরের বলিযা মনে করিবার কোন কারণই ছিল না, তথাপি পিতৃবংশ লোপ হইল, পিতার জন্মস্থান উৎসন্ন হইল, এই চিন্তা যখন মনে উদিত হইত, তখন আকুলমনে নির্ম্মলা কাঁদিত। ক্রমে শোকের মোহজাল অপসারিত হওয়ায়, হৃদয় আশ্বস্ত হইল, নির্ম্মলা অবহিতচিত্তে বিমলানন্দের গৃহস্থালী-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল। অবসর সময পূজা, আহ্নিক, পুস্তকপাঠ ইত্যাদি কার্য্যে অতিবাহিত হইত। স্নেহশীলা পিসীর স্নেহ ও যত্নে হৃদয়ের দুঃখভার অনেক কমিযা আসিল।

বিমলানন্দ নকুড়েশ্বরের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বাড়ীতে আসিযাছিলেন, দিন কয়েক থাকিয়া নানা উপদেশ দ্বারা নির্ম্মলার মনকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিযা কলিকাতায় গমন করিলেন। কিযদ্দিন পরে কলিকাতা হইতে একজন বাবু বিমলানন্দের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি পত্র ছিল। পত্রখানি নির্ম্মলা পাইয়া পড়িতে লাগিলঃ—

স্নেহের নির্ম্মল!

পত্রবাহক আমার একজন বন্ধু, যদিও আমাদের হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর বিশ্বাস নাই, কিন্তু ইনি একজন একেশ্বরবাদী ধার্ম্মিক লোক, ইহাঁর মতের সহিত আমার সকল বিষয়ে মত না মিলিলেও, আমি ইহাঁকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিযা থাকি। ইনি আমাদের দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য যাইতেছেন, আমাদের বাড়ীতেই থাকিবেন। বিশেষ যত্ন করিবে। তোমার পড়ার জন্য কযেকখানি পুস্তক ইহাঁর সঙ্গে পাঠাইলাম। আশা করি এই সকল পুস্তক পাঠে মনের শোকসন্তাপ অনেক পরিমাণে নিবারিত করিতে

পারিবে। আমি শারীরিক ভাল আছি। মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে। সুশীলা কেমন আছে? তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। তাহাকে যেন এত অল্প বয়সে শ্বশুর বাড়ী পাঠান না হয়। ইতি।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিমলানন্দ শর্ম্মা।

আগন্তুককে দেখিবামাত্র নির্ম্মলা চিনিতে পারিল। ইহাঁর নাম শরৎকুমার। ইহাঁরই সঙ্গে রেলগাড়ীতে রামপদর তর্ক বাধিয়াছিল। তখন ইহাঁর কথা নির্ম্মলার ভাল লাগে নাই। একবার যে সংস্কার জন্মে তাহা শীঘ্র অপসারিত হয় না, একারণ আগন্তুক সম্বন্ধে পত্রে যে পরিচয় ছিল তৎপাঠে তাঁহার প্রতি নির্ম্মলার বিশেষ কোন ভক্তির উদয় হইল না, তথাপি বিমলানন্দের বন্ধুর প্রতি অযত্ন বা অনাদর প্রকাশ করা নির্ম্মলার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যখন তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বিমলানন্দের মাতা পূজা করিতেছিলেন, নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল। তাহার আদেশ মতে সুশীলা শরৎকুমারের পরিচর্য্যায় ব্রতী হইল।

আহারের সময়ে যখন নির্ম্মলা পরিবেশন করিতে লাগিল, তখন তাহার সে অনুপম রূপলাবণ্যদর্শনে শরৎকুমার যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন এরূপ মাধুরী কোথায় দেখিয়াছেন অথচ সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলেন না। তিনি বিমলানন্দের নিকট নির্ম্মলার সুখ্যাতি শুনিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, মনে মনে ভাবিলেন আজ সে মূর্ত্তি দর্শনে পরিতৃপ্ত হইব। যাহা দেখিলেন তাহা কল্পনার অতীত। সৌন্দর্য্যে নয়ন বিমুগ্ধ, গুণের পরিচয়ে মন উৎফুল্ল। উভয়ের সমাবেশে যে শোভা তাহাই আজ নয়নপথে প্রকাশমান। "আহা! এ শোভমানা বনলতার এ কি দশা! পৌত্তলিকতার অনুর্ব্বরক্ষেত্রে অযত্নে পালিতা, স্বামীরূপ পবিত্র পাদপের আশ্রয়ে বঞ্চিতা, হায় তথাপি কি মোহনমধুরিমা! হায়! আমাদিগকে ধিক্, আমরা থাকিতে কি ইহার উদ্ধার হইবে না? অধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অন্ধকারময় গভীর কূপে কি এই মহারত্ন নিমজ্জিত রহিবে? হায় এ রত্ন পাইলে আজ কত হৃদয় আনন্দে ভাসিত, বিশ্বপতির শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়া উঠিত, জগতে আদর্শ সুখী পরিবার সংগঠিত হইত। এ বিজন প্রান্তরে এ ফুলটী কেন ফুটিল? এ সাগরের অভ্যন্তরে এ মহারত্ন কেন লুক্কায়িত রহিল? বিধাতার এ গূঢ় রহস্যের

কে উচ্ছেদ করিয়া দিবে? না, না, ইহা কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এ ফুল অবশ্যই রমণীয় উদ্যানে যাইয়া হাসিবে, এ রত্ন অবশ্যই (হায় কাহার বলিব?) গলে যাইয়া শোভা পাইবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে যত প্রকার কৌশল ও অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা অম্লানচিত্তে করিব, দয়াময় পিতা অবশ্যই আমার সহায় হইবেন।" এইরূপ নানাভাবে ও কল্পনায় শরৎকুমারের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইল। তিনি আহার করিতে বসিয়া যে কি আহার করিলেন তাহার কিছুরই ঠিক থাকিল না। ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া তিনি বৈঠকখানায় বসিলেন। এই ভাবে সেদিন চলিয়া গেল।

ক্রমে শরৎকুমারের নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে নির্ম্মলাকে দেখেন ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, কিন্তু দেশীয় প্রথা তাহার বিরোধী। বিমলানন্দের বাড়ী পল্লীগ্রামে তাই আহারের সময়ে ও বৈকালিক জলপানকালে শরৎকুমার নির্ম্মলাকে দেখিতে পাইতেন। সে সময় তাঁহার নিকট বড়ই তৃপ্তিকর বোধ হইত। তিনি একাকী বসিয়া একান্তচিত্তে যে মূর্ত্তির অনুধ্যান করিতেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। একাকী বসিয়া কখনও তাঁহার হৃদয় উৎসাহে স্ফীত হইত, কখনও বা নিরাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইত, কখনও বিধবার দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া কাতর হইতেন, কখনও বা চেষ্টার অসাধ্য নাই মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং উৎসাহভরে পাদচারণ করিতেন। কখনও বা কল্পনাবলে আকাশে ভাসমান মেঘদলোপরি বীণাহস্তে বিরাজিত বীণাপাণিবৎ শোভমানা নির্ম্মলাকে অবলোকন করিয়া তৎসকাশে সমাগত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন, মনে মনে কহিতেন "ভগিনি! ঐ পবিত্র আসনে বসিয়া তুমি সুতান তুলিয়া সমস্ত বিশ্বরাজ্য প্রতিধ্বনিত কর, আর আমি তোমার চরণতলে বসিয়া নিমীলিতনেত্রে সেই একমেবাদ্বিতীয়ের অনুধ্যানে নিরত রহি।" এইরূপ কল্পনাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি যখন নির্ম্মলাকে প্রত্যক্ষ করিতেন, তখন আনন্দের পূর্ণপরিবাহে তদীয় চিত্ত পরিপূর্ণ হইত, হৃদয়ের প্রতি স্তর অমৃতরসে অভিষিঞ্চিত হইয়া যাইত। এইভাবে দিন দিন শরৎকুমার প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদিন বিমলানন্দের মাতা সুশীলাকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে গিয়াছেন, নির্ম্মলা রন্ধন করিতেছে, এমন সময়ে শরৎকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। নির্ম্মলা তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানি

আসন দিল। তিনি না বসিযা দ্বাবে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন "ভগিনি। আমি বিমলেব নিকট তোমাব গুণেব ও মহচ্চবিত্রেব কথা শুনিয়া তোমাকে দেবী ভাবিযা দেখিতে আসিয়াছি। আমার চক্ষু সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে একটী ক্ষোভ আছে, হয ত সেই ক্ষোভ লইয়াই আমাকে যাইতে হইবে। তোমাব নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। যেমন জীবনে পবিত্রতা দেখাইতেছ, যদি উপদেশ দ্বাবা তাহা পাপীকে বুঝাইয়া দেও, তবে এ জগতেব সমূহ কল্যাণ সাধিত হয়। সত্য বটে সামাজিক কুনীতি স্ত্রীলোকদিগকে পিঞ্জবাবদ্ধ কবিযাছে, কিন্তু পবাৎপব পবমেশ্ববেব এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে ভগিনী ভ্রাতাব সহিত মনেব কথা বলিতে পাবিবে না।"

নির্ম্মলা কি উত্তব দিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে অবনতমস্তকে উনুনেব কাষ্ঠাদি সবাইযা দিতে লাগিল এবং নীরবে বসিযা বহিল। শবৎকুমাব পুনবায কহিতে লাগিলেন "ভগিনি! অপরাধ গ্রহণ কবিও না, তুমি শিক্ষিতা বমণী তাই সাহস কবিযা মনেব কথা জানাইলাম। আমি বিমলেব বন্ধু, তাই আমাব সে সাহস মার্জ্জনীয়। ভগিনি! তুমি কি আমাব কথায বিবক্ত হইতেছ? আমাকে পব মনে করিয়া কি আমাব স্নেহাদব অগ্রাহ্য কবিতেছ? সত্য সত্যই কি আমি তোমাব পব? সহোদবা অপেক্ষাও যে ধর্ম্মভগিনীব উপব অধিকতব স্নেহ মমতা হয তাহাও কি আবাব তোমাব ন্যায় সুশিক্ষিতা মহিলাকে বলিয়া দিতে হইবে? তবে কেন ধর্ম্মভ্রাতাকে উপেক্ষা কবিতেছ?" নির্ম্মলা নীববে পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া বহিল। শবৎকুমাব ভাবিলেন তাঁহাব কথায় অবশ্যই নির্ম্মলার চিত্ত বিগলিত হইতেছে, একারণ অধিকতব উৎসাহিত হইয়া পুনবায় কহিতে লাগিলেন—ভগিনি! তুমি আমাব বিমলেব ভগিনী হইযা আমাব সহিত কথা কহিতেছ না, এ দুঃখ বাখিবাব আমাব স্থান নাই। আমাব বিমলেব যে আত্মীয়, সে যে আমাব কতদূব স্নেহের পাত্রী তাহা আব মুখে কি বলিব, যিনি অন্তর্যামী তিনিই তাহা জানেন। সেই অন্তর্যামী জানেন যে তোমাব পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে আমি কতদূব মুগ্ধ হইযাছি। তিনিই জানেন যে তোমাব ঐ মুখ হইতে দুই একটী কথা শুনিবার জন্য আমি কতদূব লালায়িত। তুমি ভগিনীব ন্যায় সরল ভাবে আমাব সহিত কথা বল, ইহাই আমাব প্রার্থনা। জগদীশ্বব

তোমাকে অনাথিনী করিয়াছেন, কিন্তু নিজের গুণে তোমার কিছুরই অভাব হইবে না। বিমলানন্দের ন্যায় শত শত সুহৃদ্ এ জগতে মিলিবে। আমাকে ত এক রকম পর মনে করিতেছ, তথাপি তোমার পবিত্র চরিত্রের মাধুরী দেখিয়া আমি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছি, যে ইচ্ছা হয় না যে আর ফিরিয়া যাই। ইচ্ছা হয় চিরদিন সাধু ও ভক্তজনের চরণতলে পড়িয়া থাকি।"

নির্ম্মলা এরূপ বক্তৃতা পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই, কাজেই উহা তাহার নিকট কেমন কেমন লাগিতেছিল। কখনও বিরক্তি, কখনও লজ্জায় নির্ম্মলা ম্রিয়মাণা হইতেছিল। পরে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "পিসীমা অনেকক্ষণ ঘাটে গিয়াছেন, আপনি বসুন, আমি তাহাকে দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। শরৎকুমার ক্ষুব্ধচিত্তে বৈঠকখানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিষাদে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। স্নেহের প্রতিদান না পাইয়া তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। ক্রমে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—"এ সব পাড়াগেয়ে ভূত, সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই। গাধার মত খাটিতে পারে, কিন্তু কথাবার্ত্তার দ্বারা মনকে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্বার্থপরতায় পূর্ণ। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় শুদ্ধ নিজের বাড়ীর লোকদিগকেই ভাল বাসিয়া থাকে। নিঃস্বার্থভাবে পরকে ভালবাসা—সে উদারতা ইহারা জানে না। যে বিশ্বজনীন প্রেমে জগৎ মত্ত হয়, তাহার একটুও ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। বিমল পাড়াগেয়ে হিন্দু, তাই তাহার নিকট এ সব ভাল লেগেছে। ভাবিয়াছিলাম দেখিব দেবী মূর্ত্তি, দেখিলাম ভাববিহীন প্রেমবিহীন একটা জড়পিণ্ড। দূর হউক, এ অসার জীবের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন কি? এ সৌরভহীন কুসুম লইয়া আমি কি করিব? আর এখানে থাকিব না, কল্যই চলিয়া যাইব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন?

এদিকে নির্ম্মলা যাইয়া দেখিল পিসীর পূজার এখনও অনেক বিলম্ব। পিসী দেখিবামাত্র কহিলেন "ও পাড়ার মেঝো বৌ সুশীলাকে লইয়া গিয়াছে, আমার পূজার এখনও দেরি আছে, ছেলেটীর খাওয়া হয়েছে কি?

নির্ম্মলা। না।

বিমলানন্দের মাতা। তবে আর দেরি করিও না, আহা! বেলা অনেক হয়েছে, উহাদের দশটার মধ্যে খাওয়া অভ্যাস। যাও মা ছেলেটীকে দুটা ভাত দাওগে।

নির্ম্মলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আহারের সমুদয় আয়োজন করিল। শরৎকুমারকে ডাকিবার লোক নাই। অগত্যা নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বৈঠকখানার দ্বারে আসিয়া দেখিল বাবু নিদ্রিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া নির্ম্মলা দ্বারে শব্দ করিল, অমনি শরৎকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। "আপনি আসুন" বলিয়া নির্ম্মলা চলিয়া গেল। শরৎকুমারের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, ভাবিলেন "এ অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে বুঝিব আমার সাধ্য কি? পরের বাড়ীতে থাকিয়া এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কে পরিশ্রম করিয়া থাকে? এই যে মুখে কথা নাই, উহা শুদ্ধ হৃদয়ের দুঃখের পরিচায়ক, নতুবা প্রেমের অভাব নাই। সাধুসঙ্গমে এ চরিত্রের পূর্ণবিকাশ হইতে পারে। নিষ্ঠুর বিমলানন্দ এ স্বর্ণলতাকে এরূপ হীন অবস্থায় রাখিয়াছে। জগদীশ! শক্তি দেও যাহাতে অনাথিনীর উদ্ধারসাধন করিতে পারি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শরৎকুমার আহার করিতে বসিলেন, দেখিলেন আহার্য্য সমুদয় প্রস্তুত রাখিয়া নির্ম্মলা সরিয়া গিয়াছে। মন আবার ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। ওখানি সেই মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্য মন নিতান্ত ব্যগ্র হইল। শরৎকুমার "ভগিনী, ভগিনী" বলিয়া ডাকিলেন। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল আহার্য্য বস্তুর কোনটাই দিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশ্যে কহিল "আপনাকে আর কিছু দিব কি?"

শরৎকুমার। না ভগিনী আমাকে আর কিছুই দিতে হইবে না। পাক অতি সুন্দর হয়েছে। এমন রান্না আমার জীবনে কখনও খাই নাই। ভগিনি! তুমি কি আমার কথায় বিরক্ত হয়েছ? আমরা সহরের লোক, কিরূপে তোমাদের সহিত কথা কহিতে হয় তাহা কিছুই জানি না। যদি কোন দোষ হয়ে থাকে তবে অপরাধ গ্রহণ করিও না। আমি যাহা বলিয়াছি, স্নেহের আবেগে বলিয়াছি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাহা বাহির হইয়াছে। আর দুই একটা কথা বলিব, শুনিলে কৃতার্থ হইব। ভ্রাতা ভগিনীকে যাহা বলিতে পারে তাহাই বলিব। তোমাকে দেখা অবধি আমার মনে কয়েকটী ভাবের উদয় হইয়াছে—সে অতি পবিত্র ভাব—তাহা

তোমাকে জানাইবার জন্য আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে। ভগিনি! এ জীবন কি এই ভাবে কাটাইবে, চিরদিন কি পরের দাসত্ব করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে? জীবনের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? যদি সুখের পথ থাকে, উন্নতির পথ থাকে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফললাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা অবহেলা করিয়া, সে পথের পথিক না হইয়া দুঃখার্ণবে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়া কি উচিত? সে পথের কথা যদি কেহ বলিতে চায়, তবে কি তাহার সে কথায় কর্ণপাত করিবে না? হয় ত মনে করিবে—অপরিচিত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মুখে এ সকল কথা শোভা পায় না, কিন্তু ভগিনি! আমি বিমলের নিকট তোমার গুণের কথা সকলই শুনিয়াছি, শুনিয়া তোমাকে দেবী বলিয়া আমার প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে। জগদীশ কেন এরূপ সাধুশীলা রমণীকে সুখের অধিকারিণী করিলেন না, ইহা যখন ভাবি, তখন আমি নিতান্ত মর্ম্মাহত হই, তাঁহার লীলা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু ভগিনি! তাঁহার কখনই এরূপ অভিপ্রায় নহে যে তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যের কোন জীব চিরকাল দুঃখভাগী হয়। সুখ দুঃখ অনেকটা আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন, বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে কার্য্য করিতে পারিলে, কাহাকেও চিরদিন দুঃখ পাইতে হয় না। এই যে তুমি মনে করিতেছ, তোমার ভাগ্যে আর সুখ নাই, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। জানি না কেন বিমলানন্দ তোমাকে এরূপ হীন অবস্থায় রাখিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাকে এমন সুন্দর পথ দেখাইয়া দিতে পারি যে সে পথের পথিক হইলে আর তোমার কিছুমাত্র দুঃখ থাকে না।"

শরৎকুমার কথাগুলি বলিয়া সতৃষ্ণভাবে নির্ম্মলার দিকে তাকাইলেন। নির্ম্মলা দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবনতমস্তকে শুনিতেছিল, কিছুই বিশেষ না বুঝিয়া শুনিতেছিল। মনে যারপর নাই বিরক্তিবোধ হইতেছিল, তথাপি ভদ্রতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া নির্ম্মলা শুনিতেছিল। তাহার মনে হই-তেছিল, পিসী আসিলে রক্ষা পাই। শরৎকুমার যেরূপ স্নেহকাতরস্বরে কহিতেছিলেন তাহাতে মন নরম হইবার কথা, কিন্তু নির্ম্মলার তাহার কিছুই হইল না। শরৎকুমার ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন "ভগিনি! তুমি কি আমাকে নিতান্ত পর মনে করিতেছ? আমি এত বলিতেছি তুমি তাহার একটীও উত্তর দিতেছ না। আমার এ হৃদয়ভরা স্নেহকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে কেন মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা দিতেছ? কেন আমি এত উপেক্ষার

পাত্র হইলাম? এই যে এতদিন এত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন ও ধনোপার্জ্জন করিলাম, তাহার কি পরিণাম এই হইল? আমি যে এত স্নেহ করিতেছি, তাহাব প্রতিদান পাইলাম না কেন? যদি সাধুতাব চরণে স্নেহাঞ্জলি দিতে না পাবিলাম, তবে সে স্নেহের প্রয়োজন কি? যদি পবিত্রতাব সুরম্য ছায়াতলে আশ্রয় না পাইলাম তবে লোকারণ্যে অধিবাসেব ফল কি? ভগিনি! কেন এত সঙ্কুচিত হইতেছ, কেন আমাকে এত অপদার্থ বলিয়া মনে কবিতেছ? বুঝিলাম তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পাবিতেছ না। তুমি কি বিমলেব পত্র পড় নাই? এ জীবনে আর কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নাই, কেবল ধর্ম্মেব জন্য, স্বদেশেব কল্যাণেব জন্য এ জীবন উৎসর্গ কবিয়াছি। স্বদেশীয় নারীজাতিব বিষয় যখন ভাবি, তখন কিছুতেই অশ্রুসংবরণ কবিতে পাবি না। কৌলীন্যপ্রথাব ভীষণ-ব্যাপাব, ও বিধবাগণেব দুঃখ দুর্গতিব বিষয় যখন ভাবি, তখন শোকে মন নিতান্ত আচ্ছন্ন হয, আব একদিনও বাঁচিযা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষ তোমাব অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া এত কাতব হইয়াছি যে তাহা প্রকাশ কবিবাব সাধ্য নাই? যতদিন তোমাকে সুখেব অবস্থায না দেখিব, ততদিন আমাব মনের কষ্ট কিছুতেই যাইবে না। ভগিনী নির্ম্মল! তুমি কি আমাব কথা শুনিবে?"

নির্ম্মলা। আমি আপনাব কথা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পাবিতেছি না, আপনাব যাহা বলিবাব থাকে, তাহা পিসীমাকে কিম্বা দাদাকে বলিবেন, আমাকে বলা না বলা সমান। ঐ পিসীমা আসিতেছেন, তাঁহাকে সকল কথা বলিবেন।

এই সময়ে বিমলানন্দেব মাতা পূজা আহ্নিক সমাপন কবত বাড়ীতে আসিলেন। নির্ম্মলা প্রফুল্লমনে তাঁহাব নিকট গেল। শবৎকুমার দুঃখিত-মনে ক্ষুব্ধচিত্তে আহারাদি শেষ কবিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন।

সেই দিন হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত শবৎকুমাব নির্ম্মলাব সহিত কথা কহিতে সুবিধা পাইলেন না। নির্ম্মলা যখন বাঁধিত, তখন সুশীলাকে কাছে বাখিত, এবং আহাবেব সময়ে নিজে পবিবেশন না কবিয়া সুশীলাব দ্বাবা করাইত। নিতান্ত হতাশ হইয়া শরৎকুমার এই পত্রখানি লিখিলেন—

স্নেহেব ভগিনী নির্ম্মল!

তুমি যে আমার প্রতি এরূপ আচবণ কবিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

বিমলের নিকট তোমার গুণের পরিচয় পাইয়া তোমাকে দেখিব, দেখিয়া শিক্ষালাভ করিব, এই মানসে এখানে আসিয়াছি এবং এতদিন এখানে আছি। ভাবিয়াছিলাম বিমলের বন্ধুকে তুমি কখনই পর মনে করিবে না অথবা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কুচিত হইবে না। আমার সে আশা বিফল হইল। আমার মনের ক্ষোভ মনেই রহিল। সেই দারুণ ক্ষোভ লইয়া আমাকে এখান হইতে যাইতে হইল। তবে আমার একটী শিক্ষা হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম এ জগতে আন্তরিক স্নেহ করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিদান পাওয়া যায়, কিন্তু এখন দেখিতেছি উহা মরুভূমের আশামরীচিকা। আর যাহা কখনও শুনি নাই, তাহাও দেখিলাম। দেখিলাম কুসুমে কঠোরতা, প্রফুল্ল চন্দ্রিমায় অনলশিখা এবং অমৃতে গরল। তুমি হয়ত বলিবে আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, আর তুমি পরপুরুষ, আমাকে দেখিতে ও আমার সহিত কথা কহিতে তুমি এত লালায়িত কেন? লালায়িত—কেন না তুমি সাধ্বীশীলা, লালায়িত—কেন না তুমি দুঃখিনী। পবিত্রতার নয়নযুগল হইতে যখন অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তখন কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পবিত্রজীবন চিরদিন সংসারের বিপদবিপাকে নিমগ্ন থাকিবে, তাহা কে সহ্য করিতে পারে? ভগবানের কখনই তাহা উদ্দেশ্য নহে। ভগিনি! তুমি নিজের বুদ্ধির দোষে এখনও কষ্ট পাইতেছ। জানি তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে কয়েকটী উপদেশ দিব। সহসা উপেক্ষা করিও না। বিশেষ বিবেচনার পর যদি উহা তোমার পক্ষে মঙ্গলময় স্থির কর, তবে অম্লানবদনে আমাকে তাহা জানাইবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে আমি তোমার সুখের পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দিব। আমার উপদেশ এই তুমি পুনরায় বিবাহ কর। ইহা নূতন কথা নহে। বিধবার বিবাহ তোমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। তুমি অবশ্যই পরাশর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ। শাস্ত্রের কথা দূরে যাউক, সহজ জ্ঞানে ইহা বেশ বুঝিতে পার যে সুখই জীবনের উদ্দেশ্য, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ কখনও বিধাতার অভিপ্রেত নহে। একটী লতা কোন তরু আশ্রয় করিয়া উঠিতেছে, সহসা তরুবর নিপতিত হইল; বল দেখি কাহার ইচ্ছা সেই সঙ্গে কোমল লতিকা নিষ্পেষিত হয়; কাহার না ইচ্ছা যে সেই লতিকা পাদপান্তর আশ্রয় করত ফলফুলে সুশোভিত হউক। ভগিনী নির্ম্মল!

আমার উপদেশ গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্য উপযুক্ত স্বামী স্থিরতর করিয়াছি। তিনি যুবক, সুশ্রী, বিদ্বান ও ঐশ্বর্য্যশালী। তিনি ব্রাহ্মণকুমার, উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, মাসিক বেতন দুইশত টাকা, তদ্ভিন্ন তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। তিনিই গৃহের কর্ত্তা, গৃহকর্ত্রীর কোন প্রকার গঞ্জনা পাইবার আশঙ্কা নাই। তিনি তোমাকে বিবাহের অগ্রে দশ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। যদি বল, কল্যই ঐ টাকা তোমার হস্তে আসিয়া পৌছিবে। আমি তলে তলে এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, এখন তোমার ইচ্ছা হইলেই অতি শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া দিব। ভগিনি! আমি প্রতারণা করিতে আসি নাই, তোমাকে প্রতারিত করিয়া আমার লাভ কি হইবে? আমার চরিত্রসম্বন্ধে বিমলানন্দের পত্র সাক্ষী, যদি তাহাতেও বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিবাহের অগ্রে সমস্ত অলঙ্কার ও নগদ টাকা তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে যে কতদূর মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? দরিদ্রতা ও পরাধীনতার কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া চিরজীবন পবিত্র দাম্পত্যসুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। তোমাকে সেই সুখের অধিকারিণী করিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিলাম, আশা করি সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিয়া নিজের কর্ত্তব্যাবধারণ করিবে। আমার নিতান্ত অনুরোধ ও মাথার দিব্য তুমি এই পত্র বিমলকে কি অন্য কাহাকেও দেখাইও না। ইতি

একান্ত হিতৈষী

শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

পত্রখানি লিখিতে লিখিতে শরৎকুমারের চক্ষে জল আসিল, তাহা মুছিয়া সম্মুখে চাহিবামাত্র সুশীলাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল। শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার দিদি কি করিতেছেন?"

সুশীলা। দিদি মহাভারত পড়িতেছেন, আর মা শুনিতেছেন।

শরৎকুমার। আচ্ছা তবে এখন যাও।

সন্ধ্যার পর সুশীলা সে দিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বিমলানন্দের মাতা ইষ্টদেবের নাম জপ করিতেছেন এবং নির্ম্মলা একাকিনী বাঁধিতেছে।

এমন সময় শরৎকুমার ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া কহিলেন "ভগিনি! আমি আর মুখে কিছু বলিতে চাহি না, আমার নিতান্ত অনুরোধ, এই পত্র খানি একবার পড়িয়া দেখ। তোমার হিতের জন্য ইহা লিখিয়াছি, আশা করি ইহা উপেক্ষা করিবে না।" এই বলিয়া শরৎকুমার পত্রখানি নির্ম্মলার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা স্পর্শও করিল না, পরে তুলিয়া লইয়া প্রদীপালোকে পাঠ করিয়া প্রজ্জ্বলিত উনুনে তাহা নিক্ষিপ্ত করিল। একটী হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিমেষমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

রাত্রিতে শরৎকুমারের আহারের পর নির্ম্মলা নিজের ঘরে যাইয়া বিষণ্ণবদনে বসিল, পরে একখানি কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিল—

মহাশয়!

আপনি বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছেন। ধর্ম্ম ও সাধুতার ছল করিয়া অপরকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা যে কতদূর ঘৃণিত তাহা নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি শুনিয়াছি এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া আপনারা অনেক বিধবার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, অনেক কুলে কালি দিয়াছেন। এখন ক্ষান্ত হউন। যাহারা স্বামীর স্মৃতি ডুবাইয়া দিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে লালায়িত, তাহাদের পক্ষে আপনার উপদেশ মধুর বোধ হইতে পারে, সেই উপদেশে হয় উপকৃত নয় প্রতারিত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা দুঃখ কষ্টে জীবন একরূপ কাটাইয়া পরকালের দিকে তাকাইয়া আছে, তাহাদের নিকট আপনার উপদেশ বিষতুল্য বলিয়া বোধ হইবে। আপনি আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। ইতি

লেখা শেষ হইলে নির্ম্মলা পড়িয়া দেখিল। যাহা লিখিয়াছে তাহা ভাল লাগিল না, এজন্য বিরক্তভাবে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় আর একখানি কাগজ লইয়া লিখিল—

মহাশয়!

আপনি দাদার বন্ধু ও ধার্ম্মিক লোক বলিয়া আপনার সম্মুখে বাহির হইয়া কথা কহিয়াছি, আপনি তাহাতে উৎসাহিত হইয়া যে জঘন্য পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার এত অপমান ও গ্লানিবোধ হইয়াছে যে তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমাকে অসহায়া দেখিয়া আপনি এতদূর

সাহস করিয়াছেন। আপনি পত্রের দ্বারা, কথার দ্বারা, ভাবের দ্বারা অনেক মায়া দেখাইয়াছেন; যদি প্রকৃতই নিঃস্বার্থভাবে সেরূপ মায়া দেখাইয়া থাকেন, তবে এ সংসারে যে সকল বিধবা অনাহারে ক্লেশ পাইতেছে তাহাদের জন্য সেই মমতা দেখাইলে অনেক উপকার সাধিত হয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি যে আশ্রয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার অভাব কিছুই নাই। এই অবস্থায় থাকিয়াই জীবন কাটাইতে স্থির করিয়াছি। আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ, আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না। ইতি

পত্রখানি লিখিয়া নির্ম্মলা খানিক রাখিয়া দিল, পরে তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিরক্তচিত্তে যাইয়া শয়ন করিল।

পর দিন দিনের বেলা নির্ম্মলা রাঁধিতেছে, সুশীলা নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময়ে শরৎকুমার তথায় আসিয়া কহিলেন "সুশীলা, তোমার মা ঘাটে বসিয়া আছেন, তুমি জল লইয়া যাও।" সুশীলা তৎক্ষণাৎ জল লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। শরৎকুমার সতৃষ্ণনয়নে কিয়ৎক্ষণ নির্ম্মলার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন "ভগিনি! তুমি কি আমার পত্র খানি পড়িয়াছ? কৈ আমাকে ত কোন উত্তর দিলে না?"

নির্ম্মলা। আপনি কেন এতদূর বাড়াবাড়ি করিতেছেন? আমার দাদা আসুন, তাঁহার নিকট আপনার পত্রের উত্তর পাইবেন। আমাকে আর বিরক্ত করিবেন না।

বজ্রাহতভাবে শরৎকুমার কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে কাতরভাবে কহিলেন "আমাকে ক্ষমা কর। তুমি যে আমার কথায় বিরক্ত হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক আমি শপথ করিতেছি আমি আর কিছুই বলিব না। আমার মাথার দিব্য তুমি এ কথা বিমলকে বা কাহাকেও জানাইও না। সেই পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দেও, আমি আজই এখান থেকে যাইতেছি।

নির্ম্মলা। আপনার পত্র আমি পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।

এই সময় সুশীলা ফিরিয়া আসিল, শরৎকুমারও বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। তদানীন্তন তাঁহার মনের ভাব বর্ণনা করা সুকঠিন। একটী সামান্য স্ত্রীলোকের নিকট তিনি পরাস্ত হইলেন ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি নির্ম্মলার চরিত্র উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার

ধারণা ছিল মিষ্ট কথায় জগৎ পরাস্ত হয়। তিনি সেই মন্ত্র সাধনা করিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁহাকে দেবতা বিশেষে সম্মান করিত। যে স্ত্রীলোক একবার তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিয়াছে। প্রেমে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া শরৎকুমার শেষে এই পল্লীবাসিনীর নিকট পরাস্ত হইলেন—এ ক্ষোভ যেন শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু যিনি সর্ব্বজয়ী, তিনি পরাস্ত হইলেও তাহা স্বীকার করিবেন কেন? শরৎকুমার মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এ হৃদয় মরুভূমি, আমি উদ্যান করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা সফল হইবে কেন? আমি ভ্রান্ত, তাই এ অমানিশা রজনীতে চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য এত লালায়িত হইতেছি। আমি নিতান্ত ভাবপ্রবণ, তাই এ মেঘ-পরিবৃতগগনে দীপ্তিমান নক্ষত্ররাজি দেখিবার জন্য এবং এই মর্ত্ত্যজগতে স্বর্গের পারিজাত শোভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছি। এ আশামরীচিকার অনুসরণে আর ফল কি? প্রেমের যে ছবি দেখিবার জন্য এত অনুসন্ধান করিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না কেন? দূর হইতে সংসার এত সুন্দর দেখায় কিন্তু হায় নিকটে আসিলে এত বিশ্রী হইয়া যায় কেন? এই যে হৃদয়ে এত ভালবাসা পূরিয়া রাখিয়াছি তাহা বিলাইবার উপযুক্ত পাত্র পাই না কেন? কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? নির্ব্বাক্ নির্ম্মম জগতে আমি একাকী রোদন করিতেছি, আমার এ অশ্রু কে মোচন করিবে? হরি। হরি। এ ভগ্নহৃদয় লইয়া সংসারে আর থাকিবার প্রয়োজন কি?" শরৎকুমার পরিধেয় বস্ত্রে মুখাবৃত করত নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুশীলা আসিয়া ডাকিল "দাদা আসুন ভাত হয়েছে।" শরৎকুমার কহিলেন "আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি আর ভাত খাব না।" সুশীলা দুঃখিতমনে একটু দাঁড়াইয়া নির্ম্মলাকে আসিয়া জানাইল। নির্ম্মলা সকলই বুঝিতে পারিল। তখন পিসীকে যাইয়া কহিল "পিসীমা। ভাত হয়েছে, বাবুকে একবার ডাকিয়া দেও।" পিসী কহিলেন "যাওনা মা তুমি ডাকিয়া আন, তুমি ঘরের মেয়ে, তোমার এত লজ্জা কেন?" নির্ম্মলা আর কোন উত্তর না দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল "ভাত হয়েছে, আপনি আসুন।"

শরৎকুমার। আমার অসুখ হয়েছে, আজ কিছু খাব না।

নির্ম্মলা। আপনি আসুন, আহার করিলে ও সামান্য অসুখ সারিয়া যাইবে।

শরৎকুমার উঠিয়া বসিলেন, একবার সতৃষ্ণনয়নে নির্ম্মলার দিকে তাকাইলেন, আবার অবনতমস্তকে কহিলেন "তুমি চল, আমি যাচ্চি।"

সেই দিন অপরাহ্ণে শরৎকুমার বসিয়া আছেন এমন সময়ে বিমলানন্দের মাতা তথায় আসিয়া কহিলেন "বাবা! তোমার অসুখের কথা শুনিয়াছি, এখন ভাল আছ ত?"

শরৎকুমার। হাঁ মা, এখন কোন অসুখ নাই। একটু সামান্য মাথা ধরিয়াছিল তাহা সারিয়া গিয়াছে।

বিমলানন্দের মাতা। বাবা! তুমি ত আমার বিমলের বন্ধু, আমার বিমল কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে না, তা বাবা তুমি তার মত লওয়াইতে পার না?

শরৎকুমার। মা, বিমল যেরূপ লোক, সেরূপ মেয়ে পাওয়া যায় না, তাই সে বিবাহ করিতে চাহে না।

বিমলানন্দের মাতা। কেন বাবা, আমার একটী বৈ ছেলে নাই, ছেলে আমার যেমন মেয়ে চায়, তেমনি মেয়ে আনিয়া বিবাহ দিব।

শরৎকুমার। মা, আমাদের দেশে বিবাহে অনেক বাধা। কুল চাই, শীল চাই, একই জাতি হওয়া চাই, এত মিল রাখিয়া বিবাহ করিতে গেলে কি আর ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

বিমলানন্দের মাতা। সে কি বাবা, এতকাল সকলে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, কৈ কখনও ত মেয়ের অভাব হয় নাই। বিশেষ আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের মেয়ে পাওয়ার ভাবনা কি?

শরৎকুমার। ব্রাহ্মণের ঘরে কি সব সময়ে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়? মনে করুন একজন কায়স্থের ঘরে একটী ভাল মেয়ে আছে, আপনি কি আপনার ছেলেকে সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারেন?

বিমলানন্দের মাতা। রাধামাধব, আমার ছেলে কি এতই পাগল, যে শেষকালে কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিবে?

শরৎকুমার। তাহা না হইতে পারে। আমি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বলিতেছিলাম। আচ্ছা বেশ, বামনের ঘরে যদি ভাল মেয়ে থাকে তবে বিবাহ দিতে পারেন?

বৃদ্ধা। তা পারব না কেন?

শরৎকুমার। যদি মেয়ের কুলশীলের সহিত আপনাদের কুলশীল না মিলে?

বৃদ্ধা। তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত আর মেয়ের বিবাহ দিতেছি না যে আমাকে কুলশীল বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণের মেয়ে হইলেই হইল।

শরৎকুমার। মা, একটী বামনের মেয়ে আছে, বিমলানন্দ তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না।

বৃদ্ধা। বাবা আমার, যাদু আমার, সে মেয়েটী কোথায়? তুমি থেকে বিবাহ স্থির করিয়া দেও, আমি সম্মত আছি।

শরৎকুমার। মা, আপনি সম্মত হইবেন এরূপ আশা থাকিলে, কোন্ কালে বিবাহ হইয়া যাইত, এতদিন আপনি পৌত্রের মুখদর্শন করিতে পাইতেন।

বৃদ্ধা। কেন বাবা আমি সম্মত হইব না তাহা কিরূপে বুঝিলে? আমার ছেলে যাহাতে সুখে থাকে, আমার তাহাই একমাত্র ইচ্ছা, ছেলের অমতে বিবাহ দিয়া আনিলে আমার কি সুখ হইবে?

শরৎকুমার। মা, মেয়েটীর একটী দোষ আছে। আজ কাল সে দোষ ধর্ত্তব্য নহে, তবে আপনারা সেকেলে মানুষ, আপনাদের কাছে তাহা দোষ বলিয়া শুনিতে পাই।

বৃদ্ধা। বাবা! আমার বিমল সেকেলে মানুষের পেটে হয়েছে, সে অধার্ম্মিক নহে, সে যে মেয়ে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন অমত নাই।

শরৎকুমার। মা! আপনি দুঃখিত হইবেন না। আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, তাই আমাকে সব বলিতে হইতেছে। সে মেয়েটী বিধবা।

বিমলানন্দের মাতা বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল আসিল। কাতরভাবে কহিলেন "শেষে কি আমার কপালে এই ছিল, আমার বংশে পিণ্ডলোপ হইবে।"

শরৎকুমার। মা! আপনি কাঁদিবেন না। আপনি আমার কথামত কার্য্য করিলে আমি অনায়াসে বিমলের মন ফিরাইতে পারি, এবং ভাল মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারি।

বৃদ্ধা। বাবা, তা যদি তুমি পার, তবে আমি তোমাকে দুইশত টাকা দিব এবং চিরদিন তোমার কেনা থাকিব।

শরৎকুমার। মা, আমি টাকা চাহি না। আমি টাকা লইয়া কি করিব। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কিছুরই অভাব নাই। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয় তবে আমি প্রাণপণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

বৃদ্ধা। বাবা! কি করিলে ছেলের আমার মন ফিরিবে। হা বিধাতা, বিমলের এমন মতিগতি কেন হইল?

শরৎকুমার। মা, সেই বিধবাটীকে যদি অন্যত্র বিবাহ দিতে পারেন, তবেই বিমলের মনকে ফিরাইতে পারি।

বৃদ্ধা। বাবা, সে পরের মেয়ে তাতে বিধবা, তাকে আমি কিরূপে বিবাহ দিব?

শরৎকুমার। মা, পাত্র প্রস্তুত আছে। পাত্র খুব ধনী। সে মেয়েটীকে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছে। সেই মেয়েটীকে যদি সেই পাত্রে বিবাহ দিতে পারেন, তবে সকল আপৎ ঘুচিয়া যায়।

বৃদ্ধা। বাবা। সে মেয়ের মা বাপ তাহাতে সম্মত হইবে কেন?

শরৎকুমার। সে মেয়ের আর কেউ নাই। সে মেয়ে পাত্রান্তরিত হইলে আর কোন গোল থাকে না। বিমলানন্দ তখন বাধ্য হইয়া আমাদের মতানুসারে বিবাহ করিবে। মা, এ সব কথা আমার বলা উচিত ছিল না। তবে আপনি জেদ করায় আমাকে বাধ্য হইয়া সব কথা বলিতে হইল। ফল কথা, বিমলানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই মেয়ে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এখন আমার কথামত যদি উপস্থিত পাত্রের সহিত সেই মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিতে পারেন, তবে আর কোন ভাবনা থাকে না।

বৃদ্ধা। বাবা! এ কাজ করিতে যত টাকা লাগে তাহা আমি দিব। হা বিধাতা, শেষকালে আমার কপালে এই ছিল।

শরৎকুমার। মা, আপনার এক পয়সাও লাগিবে না, বরঞ্চ সেই জামাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে প্রণামীস্বরূপ পাঁচ শত টাকা দিবে।

বৃদ্ধা। রাধামাধব, ও পাপকথা মুখেও আনিতে নাই। রাঁড়ের বিবাহ শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহার উপর আবার টাকা লওয়া।

শরৎকুমার কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "তাহা যাই হউক, আপনি টাকা লইবেন কেন? আপনার অভাব কিসের? তবে এখন আসল কথা, সে পাপ ঘর হইতে বিদায় না করিলে আপনার মঙ্গল নাই।"

বিমলানন্দের মাতা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "সে মেয়ে কে? তাহার ঘর কোথায়?"

শরৎকুমার। মা, ক্ষমা করিবেন। আপনি এত জেদ করিতেছেন তাই আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইতেছে। খুলিয়া না বলিলে আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন না। রোগ না জানিলে তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। বিমলের আমি পরম বন্ধু তাই সে আমাকে মনের কথা সকল খুলিয়া জানাইয়াছে। সেই মেয়ে যতদিন জীবিত থাকিবে অথবা তাহার অন্যত্র বিবাহ না হইবে ততদিন বিমলানন্দ অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সেই কাল মেয়ে আপনি নিজের ঘরে পুষিতেছেন, তাহার নাম নির্ম্মলা। মা, কাঁদিবেন না। এখন যাহা বলি শুনুন। একজন ধনী পাত্র আছে তাহাকে অদ্যই ঐ মেয়ে সমর্পণ করুন, অথবা ঐ মেয়ে মারা গিয়াছে এই সংবাদ বিমলকে দিউন, আর নির্ম্মলা কিছুদিন যাইয়া আমার বাড়ীতে থাকুক, আমি ভগিনীর ন্যায় যত্নে রাখিব, পরে বন্ধুর বিবাহ হইলে তাহাকে আনিবেন। এই দুই পরামর্শ ভিন্ন আমি আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। ইহার মধ্যে যেটী আপনার ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করুন।

বিমলানন্দের মাতা শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "এমন পোড়া ছেলেও আমি পেটে ধরেছিলাম, ও হয়ে কেন মরিল না, তাহা হইলে শেষ জীবনে আমাকে এত কষ্ট পাইতে হইত না। হায়, হায়! ওর একটুও কাণ্ডজ্ঞান নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই। নির্ম্মলা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাতে ভগিনী, সে কোন্ আক্কেলে তাহার প্রতি কুনজর করিল। হায়, নির্ম্মলা এ কথা শুনিলে ঘৃণায় প্রাণত্যাগ করিবে। কি সর্ব্বনেশে কথা। যাক্ বাপু, আমার ছেলের বিবাহে কাজ নাই, আমি আর তার সংসারে থাকিতে চাহি না। আমার হাতে যে টাকা আছে, আমি তাহা লইয়া এই মাসেই কাশীধাম চলিয়া যাইব; এতদিন কোন্ কালে যাইতাম, তা শুদ্ধ হতভাগার বিবাহ দেখিয়া যাইব, সেই সাধে পড়িয়াছিলাম। আর না।"

শরৎকুমার। আপনি চলিয়া গেলে ত বিমলের আরও সুবিধা হইবে, তাহার বিবাহে আর কে বাধা দিবে?

বৃদ্ধা। আমি আর বাধা দিতে চাহি না, তার মনে যা থাকে তাই করুকগে। আমার অসাক্ষাতে সে যাহা মনে লয় তাহাই করুকগে, আমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,। আমি আর এ পাপ সংসারে থাকিতে চাহি না, এ সংসারের আর মঙ্গল নাই।

শরৎকুমার। আপনি চলিয়া গেলে আপনার নির্ম্মলা কোথায় থাকিবে?

বৃদ্ধা। কেন তাহার গুণের দাদার কাছে থাকিবে। যাহার কপালে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আমি সে সব আর দেখিতে আসিব না।

শরৎকুমার। মা, আপনি মনে বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন। আগে জানিলে এ সকল কথা আমি কিছুই আপনাকে বলিতাম না। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

বৃদ্ধা। বাবা, তোমার দোষ কি? তুমি এ কথা বলিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছ। আমি এতদিন এ কথা জানিতে পারিলে, কোন কালে কাশীবাসী হইতাম। আমি বুড় মানুষ, কোন দিন মরিয়া যাইব, আর কি আমাকে পাপসংসারে থাকিতে আছে?

শরৎকুমার। মা! আপনি দুঃখিত ও হতাশ হইবেন না। আমি বুদ্ধিকৌশল করিলে বন্ধুর মন নিশ্চয়ই ফিরাইতে পারিব। মা! আপনার চক্ষুর জল আমি নিবারণ করিব। আপাততঃ আমার কথামত কার্য্য করিলে আর ভাবনা থাকিবে না। আপনি নির্ম্মলাকে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরিত করিয়া তাহার মৃত্যুসংবাদ বিমলকে লিখিয়া পাঠান, দেখিবেন সে দুই এক দিন পরেই সমুদয় ভুলিয়া যাইবে, তখন আপনি যে সম্বন্ধ স্থির করিবেন তাহাতেই সম্মত হইবে। মা। আপনি আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিউন, সে যাইয়া কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে আমার মাসীর নিকট থাকুক, পরে বন্ধুর বিবাহের পর তাহাকে লইয়া আসিবেন —ইহাতে সব গোল মিটিয়া যাইবে। আমি অগ্রজের ন্যায় নির্ম্মলাকে দেখিব।

বৃদ্ধা। তোমরা পাগল হয়েছ, আমি ত আর পাগল হই নাই। এ সোমত্ত মেয়েকে তোমার সঙ্গে কোন্ সাহসে পাঠাই, আর পাঠাইলেই

বা লোকে কি বলিবে? নির্ম্মলাকে জান না, সে ও পাপ কথা শুনিলে আত্মহত্যা করিবে।

এই বলিয়া বিমলানন্দের মাতা বিরক্তচিত্তে, দুঃখিতমনে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। শরৎকুমার অপ্রতিভ হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলেন। নির্ম্মলাকে পাইবার জন্য এত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও যে তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না, ইহা'ত মর্ম্মাহত হইলেন। পরদিন বিফলমনোরথ হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

আহারাদির পর নির্ম্মলা মহাভারত লইয়া পিসীর নিকট বসিল। পিসীর মুখ বিরস, তিনি কহিলেন "থাক্, আজ আমার মন ভাল নাই, তুমি একখানি পত্র বিমলকে লিখ, সে যেন শীঘ্র এক মাসের ছুটী লইয়া বাড়ীতে আইসে, বিশেষ দরকার আছে।" নির্ম্মলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন পিসীমা কি হয়েছে?" বৃদ্ধা কহিলেন "এখন কিছু বলিব না, বিমল আসিলে জানিতে পারিবে।" নির্ম্মলা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

ইহার চারি পাঁচ দিন পরে বিমলানন্দ বাড়ীতে আসিলেন। উৎকণ্ঠিতচিত্তে মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা, আমি কল্যই কাশীতে যাইব? কাশীদর্শন করিবার জন্য আমার মন পাগল হইয়াছে। তুমি ত আমার কোন সাধই পূর্ণ করিলে না, অগত্যা এইটী করিতে হইবে।" বিমলানন্দ কাতরভাবে কহিলেন "কেন মা! আমার কি দোষ হয়েছে, আমি তোমার কোন সাধ পূর্ণ করিতে বাধা দিয়াছি।" বিমলানন্দের মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন "আমার বড় সাধ ছিল, পুত্রবধূ লইয়া ঘর করিব, তুমি সে সাধ আমার পূর্ণ করিলে না। আমার এ বয়সে লোকে প্রপৌত্রের মুখ দেখে, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? সে যাহা হউক, সে জন্য আমি আর ক্ষোভ করিব না। তোমার যখন যাকে ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, আমাকে কালই কাশীতে রাখিয়া আসিতে হইবে, নতুবা আমি অন্য লোকের সঙ্গে যাইব।"

বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, পরে কাতরভাবে কহিলেন মা! তুমি চলিয়া গেলে, আমি কাহার কাছে থাকিব, এ সংসার কিরূপে চলিবে?

বৃদ্ধা। আমি ত আর চিরদিন বাঁচিব না। যাহাতে তোমার সংসার চলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইও। ফলকথা আমি কিছুতেই আর এখানে থাকিব না। আমার মন কাশীধাম দেখিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হয়েছে।

বিমলানন্দের সকল চেষ্টা বিফল হইল। নির্ম্মলা শুনিবামাত্র পিসীকে কহিল "পিসী মা। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি না গেলে তোমার কষ্ট হবে।" পিসী অনেক করিয়া বুঝাইয়া কহিলেন "মা, তুমি গেলে সংসার একদিনও চলিবে না। আর আমি ত চিরদিনের জন্য যাইতেছি না, আবার আসিব। আমরা বুড় হয়েছি, এই বেলা ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিলে উপায় কি হইবে? তুমি ছেলে মানুষ, এখন এত ব্যস্ত কেন? বিমলের বিবাহ হইলে বৌকে ঘর সংসার বুঝাইয়া দিয়া কাশী যাইয়া থাকিবে। কিছুদিন মন স্থির করিয়া থাক, আমি সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

নির্ম্মলা কত সাধিল, কত কাঁদিল। পিসী তাহা কিছুই না শুনিয়া নির্ম্মলা ও সুশীলাকে কাঁদাইয়া নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের সহিত কাশীযাত্রা করিলেন। বিমলানন্দের হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইল, অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া মাতার সহিত প্রস্থান করিলেন।

কাশীধামে আসিবার কিয়দ্দিন পরে বিমলানন্দের মাতা কহিলেন "বিমল। আমি শুনিয়াছি এখানে একটা বাড়ী শস্তায় বিক্রয় হইবে, আমি সে বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, আমাকে তাহা কিনিয়া দিতে হইবে।" বিমলানন্দ কহিলেন "মা, সঙ্গে ত বেশী টাকা আনি নাই, আগে ত তাহা জানিতাম না।" মা কহিলেন "টাকা আমার কাছে আছে, তুমি দর স্থির করিয়া কিনিয়া দেও, টাকা যাহা লাগে আমি দিব।" বিমলানন্দ মায়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন, মাতা সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকিনী কাশীতে থাকিবেন, তাহা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু উপায় নাই। বিরসবদনে কহিলেন "মা, এখানে এখন বাড়ী কিনিয়া কি হইবে?" বৃদ্ধা কহিলেন "এখন আর তখন কি বাবা, আমার ত আর বয়স কম হয় নাই, কবে মরিয়া যাইব, আমাকে কি আর অন্যস্থানে থাকিতে আছে?" বিমলানন্দ কিছুতেই মাতাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বাড়ী কিনিয়া দিলেন। কিছুদিন থাকার পর বিমলানন্দ কহিলেন "মা, আমার ত ছুটী ফুরাইয়া আসিল, এখন বাড়ী চল।" বৃদ্ধা

বলিলেন "বাবা! তুমি দেশে যাও, আমি এখানেই থাকিব, এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে আমার আর ইচ্ছা নাই।" বিমলানন্দ কাতরভাবে কহিলেন "মা! তুমি না গেলে আমাদের উপায় কি হইবে? সুশীলা যে কেঁদে মারা যাইবে।" বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা! মেয়ের বিবাহ দিয়াছি, তার জন্য ভাবনা কি? তাহাকে তাহার শাশুড়ীর কাছে পাঠাইয়া দিও, সে সেখানে বেশ সুখে থাকিবে, আমা অপেক্ষা তার শাশুড়ী তাকে বেশী যত্ন করিবে। আমার আর সংসারে থাকিতে সাধ নাই। আমি কাহাকে লইয়া সংসার করিব?" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। বিমলানন্দ সে দৃশ্য দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন "মা, আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি দেশে চল, তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব।" বৃদ্ধা কহিলেন "বাবা! তুমি কেঁদ না, তোমার কোন দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি তোমার উপর রাগ ক'রে এখানে আসিয়াছি, কিন্তু সে রাগ এখন আর বড় নাই, আমার মন কাশী ছাড়িয়া আর যাইতে চাহে না। তুমি এখন যাও, আমি পূজার সময়ে বাড়ীতে যাইব, এ কয়েক মাস এখানে থাকি।" বিমলানন্দ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ভক্তিভাবে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। এখনও ছুটীর কয়েক দিন বাকি আছে, এ জন্য বিমলানন্দ বাড়ীতে আসিলেন। পিসীকে দেখিতে না পাইয়া নির্ম্মলা নিতান্ত শোকাকুল হইল; সুশীলা কাঁদিয়া আকুল হইল। বিমলানন্দ তাহাদিগকে বুঝাইবেন কি, নিজেই চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। শোকতাপে সে দিন চলিয়া গেল। পরদিন সুশীলার শ্বশুর তাহাকে লইতে আসিলেন। বিমলানন্দ অগত্যা সম্মত হইলেন। সুশীলা সন্তাপিতমনে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। নির্ম্মলা একাকিনী পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বিমলানন্দ কতই সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "দাদা, আমি এখানে একা কিরূপে থাকিব। আমাকে পিসীমার কাছে পাঠাইয়া দিউন, তিনি হয় ত কতই কষ্ট পাইতেছেন, আমি কাছে থাকিলে, তাঁহার সেবা করিবার লোকের অভাব থাকিবে না।" বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন "মা আবার পূজার সময়ে আসিবেন। যদি তোমার বড়ই কষ্ট হয় তবে গ্রীষ্মের বন্ধে তোমাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া আসিব। এ কয়েক মাস ত দেখিতে দেখিতে যাইবে, লক্ষ্মী

আমার, দিদি আমার কাতর হইও না।" বিমলানন্দ নির্ম্মলার জন্য এক জন সৎস্বভাবা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া ও অপরাপর বন্দোবস্ত করত কলিকাতায় গমন করিলেন।

একাকিনী থাকিয়া কিরূপে জীবন কাটাইতে হয় তাহা নির্ম্মলা জানিত, এ কারণ তাহার চিত্তব্যাকুলতা শীঘ্রই প্রশমিত হইল। পূজা আহ্নিক জপ তপ ও পুস্তক পাঠে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কত যে পবিত্র ভাবে হৃদয় প্রতিনিয়ত ভাসিত তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্তির উচ্ছ্বাসে চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইত। প্রতিদিন একখানি করিয়া বিমলানন্দের সুগভীর উপদেশপূর্ণ পত্র আসিত, তাহা পাঠ করিয়া নির্ম্মলা যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইত, শোকতাপ নিমেষমধ্যে অপসারিত হইয়া যাইত। কিন্তু হায়! যে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা এতদূর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইলে চলিবে কেন? এক আকস্মিক বিপদে নির্ম্মলা একান্ত আকুল হইল।

নির্ম্মলা প্রতিদিন বিমলানন্দের একখানি করিয়া পত্র পাইত। এক দিন কোন পত্র আসিল না। সে দিন উদ্বেগের সীমা রহিল না। দ্বিতীয় দিনেও কোন পত্র পৌঁছিল না। নির্ম্মলা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিল। পরিচারিকা কত বুঝাইল, তাহাতে কোন ফলই দর্শিল না। নির্ম্মলা ব্যাকুল হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এ হতভাগিনীকে যে আশ্রয় দিবে, নিশ্চয়ই তাহার অমঙ্গল হইবে, আমি কেন অনাহারে মরিলাম না, তাহা হইলে দাদার কোন বিপদই হইত না।" এইরূপ কত কি ভাব আসিয়া তাহাকে যার পর নাই ব্যাকুল করিল। তৃতীয় দিবসে তারযোগে সংবাদ আসিল "বিমলানন্দ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত।" নির্ম্মলা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই প্রকৃত ঘটিল। ভূতলে পড়িয়া উন্মাদিনীভাবে সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া উঠিয়া বসিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিল "ঝী, আমি এখনই দাদাকে দেখিতে যাইব, তুমি আমার সঙ্গে চল।" ঝী বিস্মিত হইয়া কহিল "আমরা মেয়ে মানুষ হয়ে সেখানে কিরূপে যাইব। সরকার মহাশয়কে খবর দেও তিনি আসিলে তাঁহার সঙ্গে যাইয়া যাইবে।"

নির্ম্মলা। না ঝী, আমি আর দেরি করিতে পারিব না, আমার মন

বড়ই অস্থির হয়েছে। সরকারের যাসিতে বিলম্ব হইবে। তোমার ভয় নাই, আমি পথ চিনিয়া বেশ যাইতে পারিব।

আর বিলম্ব না করিয়া পরিচারিকার সহিত নির্ম্মলা বাহির হইল। হৃদয়ে কত যে তরঙ্গ উঠিল, তাহার পরিসীমা নাই। হায়। যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, তবে পিসীর আমার কি উপায় হইবে, তিনি ত এক দণ্ডও বাঁচিবেন না। আমার পিতার বংশ লোপ হইয়াছে, আমার পিসীর বংশেরও কি সেই দশা হইবে?—নির্ম্মলা ভাবিতে ভাবিতে শিহরিয়া উঠিল, নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বাহিরে কি যে ঘটিতেছে তৎপ্রতি তাহার কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তুষানল জ্বলিতেছে। কত শোককল্পনা প্রতি মুহূর্ত্তে নয়নপথে উদিত হইতেছে, নির্ম্মলা চেষ্টা করিয়াও তাহা নিরাকৃত করিতে পারিতেছে না।

যথাসময়ে তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে বিমলানন্দের বাসার সন্ধান হইল। নির্ম্মলা অগ্রসর হইতে পারিল না, একটী ক্ষুদ্র গলির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল ঝী সংবাদ জানিতে গেল। কি যেন সংবাদ শুনিতে হয় ইহা ভাবিয়া নির্ম্মলার প্রাণ উড়িয়া গেল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ঝীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া নির্ম্মলা অধিকতর কাতর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন ছাত্র সঙ্গে ঝী ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলার বোধ হইল তাহারা কাঁদিতেছে, অমনি অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। একজন ছাত্র কহিল "আপনি কাঁদিবেন না। বিমল বাবুর অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা ডাক্তারের পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছি, সেখানে রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে। আপনি কোন ভয় করিবেন না। আসুন আমাদের বাসায় আসুন।" নির্ম্মলা কোন উত্তর করিতে পারিল না, শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল। ছাত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নির্ম্মলা কহিল "আপনারা আমাকে হাঁসপাতাল কোথায় তাহা দেখাইয়া দিউন, আমি সেখানে যাইব।" পূর্ব্বোক্ত ছাত্র কহিল "সে প্রকাশ্য স্থানে আপনি কিরূপে যাইবেন, তাহাতে বিমল বাবু দুঃখিত হইবেন, আর যদি নিতান্ত যাইতে ইচ্ছা থাকে তবে আমি পাল্কী করিয়া দিব, এখন বাসায় আসিয়া একটু সুস্থ হউন।" নির্ম্মলা কাতরভাবে কহিল "আমার মান অপমান নাই, যদি তাহা থাকিবে তবে ভগবান

এ দশা করিবেন কেন? আপনারা অনুগ্রহ করে হাঁসপাতাল কোথায় বলিয়া দিউন, আমার মন বড়ই আকুল হয়েছে।” নির্ম্মলা রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহারা যার পর নাই অভিভূত হইল, আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না, নির্ম্মলাকে সঙ্গে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া আসিল। দ্বারবান প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, অপর কাহারও সাহস হইল না।

বিমলানন্দ বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। এমন যে সুন্দর মূর্ত্তি তাহা কি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। সমুদয় শরীর ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে। যন্ত্রণার অবধি নাই, তথাপি সহিষ্ণুতাগুণে তাহা ভুলিয়া গিয়া বক্ষোপরি দক্ষিণ কর স্থাপন পূর্ব্বক অবহিতচিত্তে হরিনাম জপ করিতেছেন—ভীষণতার উপর প্রফুল্লতা ও নিদারুণ যন্ত্রণার উপর প্রসন্নতা আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

প্রবেশ করিয়া বিমলানন্দের তাদৃশ অবস্থাবলোকনে বজ্রাহত হইয়া নির্ম্মলা তাঁহার চরণতলে বসিয়া পড়িল, শোকের পর শোক আসিয়া তাহার হৃদয় প্লাবিত করিল, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। একটী কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার রহিল না। নয়ন উন্মীলন করিয়া সে স্নেহময়ী মূর্ত্তি দর্শনে বিমলানন্দ বিস্মিত হইলেন। “এ কি নির্ম্মলা তুমি এসেছ” বলিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন, নয়নপ্রান্ত দিয়া শোকাশ্রু উদ্গত হইল। নির্ম্মলা আকুল হইয়া চরণযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল “দাদা! তোমার নির্ম্মলা, কাহার কাছে দাঁড়াইবে?” সে মধুর স্বরে পরিতৃপ্ত হইয়া বিমলানন্দ আশ্বস্তবচনে কহিলেন “যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃতকে সঞ্জীবিত ও জীবিতকে মৃত করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার দাদা অবশ্যই বাঁচিয়া উঠিবেন, আর যদি নাই বা উঠেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সংসারের মোহে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা কি ভগবানের পুণ্যধামে যাওয়া প্রার্থনীয় নহে? যাহাতে আমার সদ্গতি হয় তজ্জন্য অন্তিমের সখা হরিকে একবার ডাক।” নির্ম্মলা কাঁদিয়া উঠিল। বিমলানন্দ স্নেহ বচনে কহিলেন “না নির্ম্মল! তুমি কেঁদ না, আমি মরিব না, আমি মরিলে আমার মায়ের দশা কি হইবে, তুমি আমার কোথায় দাঁড়াইবে, আমি মরিলে চলিবে কেন?” নির্ম্মলা আকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল।

এই সময় ভৃত্য পথ্য আনিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা তাহা লইয়া বিমলানন্দকে সযত্নে আহার করাইয়া দিল। বিমলানন্দ একবার সে ছবি দেখিলেন, নয়ননিমীলিত করিয়াও দেখিতে লাগিলেন, ইহজীবনে আর তাহা ভুলিলেন না।

বিমলানন্দের আহার হইলে নির্ম্মলা কি মনে করিয়া একবার বাহিরে আসিল, দেখিল সেই ছাত্র দুইটী ও ঝী দ্বারবানের কাছে বসিয়া আছে। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে কহিল "আপনারা ঝীকে বাসায় লইয়া যাউন, ও আজ কিছুই খায় নাই।" ঝী কহিল "আমিত এক দিন খাই নাই, তুমি যে আজ তিন দিন জলস্পর্শ কর নাই, তুমি না গেলে, আমিও যাব না।" শুনিয়া ছাত্রদ্বয়ের হৃদয় বিগলিত হইল, তাহারা কত অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু নির্ম্মলা কিছুতেই সম্মত হইল না। যাহাহউক পরিশেষে তাহারা ঝীকে লইয়া বাসায় প্রস্থান করিল, নির্ম্মলা যাইয়া বিমলানন্দের চরণপার্শ্বে পূর্ব্ববৎ বসিল এবং ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে হরিনাম জপ করিতে লাগিল। ডাক্তার আসিলেন, তিনি সে মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। যদিও বসন্তরোগীর নিকট কাহারও থাকিবার নিয়ম নাই, তথাপি নির্ম্মলা সম্বন্ধে সে নিয়ম প্রতিপালিত হইল না। রোগের পার্শ্বে শুশ্রূষা, ভক্তির চরণে স্নেহ মমতার সমাবেশ এবং শোকের সন্নিধানে সান্ত্বনা—বিধাতার এ মঙ্গলময় বিধানের ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে রজনী সমাগত হইল। নির্ম্মলা অবহিতচিত্তে ক্রমাগত মনে মনে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল; প্রভাতে তাহার মনে এত বলসঞ্চয় হইল যে তাহার প্রতীতি জন্মিল যে সহস্র বজ্রপাতেও বিমলানন্দের মস্তকের একটী কেশও উৎপাটিত হইবে না। শোভাময়ীর সে মূর্ত্তি দর্শনে বিমলানন্দ বিমুগ্ধ হইলেন, তাঁহার মনে হইল "নির্ম্মলা থাকিতে আমার ভয় কি?"

সেই দিন বাড়ীর সরকার আসিয়া পৌছিল। নির্ম্মলার আদেশ ক্রমে বার টাকা ভাড়ায় একটী বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিমলানন্দকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সকলের অনুরোধে নির্ম্মলা স্নান পূজা করত চতুর্থ দিবসে দুইটা আহার করিল।

রাত্রিতে পীড়ার বড়ই বৃদ্ধি হইল। জ্বরের প্রকোপ, অন্তর্দাহ ও বিষম যাতনায় বিমলানন্দ আকুল হইলেন। বিকার উপস্থিত হইল। "মা মা" বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কত ভীষণ দৃশ্য সকল দেখিয়া ভীত

ও কম্পিত হইলেন। সহসা জননীর মূর্ত্তি দেখিলেন, মুখমণ্ডল উল্লাসে উৎফুল্ল হইল, কিন্তু হায় জননীর নয়ননির্গত অশ্রুবিন্দু ভীষণ অশনি আকার ধারণ করত তাঁহার বক্ষে নিপতিত হইল, তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "মা আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার অবাধ্য হইব না, তুমি যে আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই পালন করিব।" জননী হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। বিমলানন্দ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। কত মেঘগর্জ্জন, কত অশনিসম্পাত, কত বিকট নিনাদ, মুহুর্মুহু ভূকম্পন, কত ভীষণ দৃশ্য সকল সমবেত হইয়া মহা সন্ত্রাস জন্মাইল। বিমলানন্দ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ কে যেন ঊর্দ্ধপথে করতালিধ্বনি করত হরিনাম করিতে করিতে অবতীর্ণ হইতেছে। সে অমৃতধ্বনিতে রোগীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। বিমলানন্দ সেই ধ্বনির সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিয়া উৎসুক নয়নে সেই মূর্ত্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নয়নপথে সে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। হরিনামের মধুরতা বর্দ্ধিত হইল। এ কি এ যে নির্ম্মলা নামকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সযত্নে তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিল। বিমলানন্দ নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রদীপালোকে দেখিল, তাঁহার মস্তক নির্ম্মলার অঙ্কে স্থাপিত রহিয়াছে, আর সেই স্নেহময়ী নিমীলিতনেত্রে অশ্রু-জলে ভাসমানা হইয়া একান্তচিত্তে মধুরকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিমলানন্দ বিস্ফারিতনেত্রে সে মাধুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন—সে দৃশ্য ইহজীবনে আর ভুলিতে পারিলেন না।

রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া সরকার ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল। ডাক্তার যখন আসিলেন তখন বিমলানন্দের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে। তিনি সাহস ও ভরসা দিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দিন হইতে রোগের উপশম হইতে লাগিল। বসন্তের স্ফোটক না পাকিয়া আপনা হইতে বিলীন হইয়া গেল, ক্রমে সকল উপসর্গ বিদূরিত হইল। এক সপ্তাহের মধ্যে বিমলানন্দ আরোগ্যলাভ করিলেন।

বাড়ীতে বিশ্বাসী লোক কেহ নাই এজন্য বিমলানন্দ সরকার ও ঝীকে পাঠাইয়া দিলেন। আর একজন চাকরাণী রাখা হইল। নির্ম্মলার সেবা শুশ্রূষায় বিমলানন্দ দিন দিন সুস্থ ও সবল হইলেন। তৎসঙ্গে মনের

প্রফুল্লতা জন্মিল। তিনি কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন, পুনরায় তাহা করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয় হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া যখন সেই প্রীতিময়ীর মুখমণ্ডল দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার সকল ক্লান্তি অপসারিত হইত। আবার যখন নির্ম্মলাকে তাঁহার সেবায় বিরত দেখিতেন, তখন হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। প্রথম প্রথম এই আনন্দ সাময়িক ভাবে চিত্তকে উল্লসিত করিত, ক্রমে উহা স্থায়ীভাবে পরিণত হইল। কল্পনাবলে সে ভাব আরও সমুজ্জ্বল হইল। রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া যে রমণীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছেন, তাহা অতি উজ্জ্বলভাবে নয়নপথে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি তদীয় সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে, আর তিনি শূন্যহৃদয় লইয়া তাহা দেখিতে থাকিবেন তাহা সহ্য হইল না। নয়ন দেখিয়া দেখিয়া যাহাতে এতদূর তৃপ্ত হইয়াছে, হৃদয় তাহাকে ধারণ করিতে চাহিল। বিমলানন্দের এ পরিবর্ত্তন নির্ম্মলা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নির্ম্মলা এখন বিস্তর অবসর পাইল। বিমলানন্দের সাহায্যে সে এখন সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিল। স্মরণ শক্তির প্রখরতা বশতঃ এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি থাকায় সে দিন দিন সবিশেষ উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। বিমলানন্দ বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিতে নির্ম্মলা সংস্কৃত পড়িতেছে, বিমলানন্দ পরিতুষ্ট বচনে কহিলেন "নির্ম্মল! এতদিন যদি তুমি আমার নিকট পড়িতে পাইতে, তবে আজ তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী হইতে।" নির্ম্মলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে বই খানি পাড়তে লাগিল, পরে কহিল "রাত্রি অনেক হয়েছে, আপনি শুন, আমি যাই"—এই বলিয়া নির্ম্মলা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলানন্দ সস্নেহভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "নির্ম্মল, তুমি এই ঘরে শোও, আমি মুখে মুখে তোমাকে অনেক কথা শিখাইয়া দিব।"

নির্ম্মলা। আমার জন্য আপনাকে আর বেশী রাত্রি জাগিতে হইবে না, অসুখ হইবে।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! তুমি অন্য ঘরে থাক, তাহা আমার ভাল লাগে না। তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে আমার ইচ্ছা করে।

নির্ম্মলা নীরব নিস্পন্দভাবে অধোবদনে দাড়াইয়া রহিল। বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "যাও শোওগে, তুমি এখনও আমাকে বিশ্বাস করিতে পার নাই।" নির্ম্মলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কথাগুলি

তীব্র ভর্ৎসনার ন্যায় যেন শরীরকে বিদ্ধ করিল। সে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলানন্দ স্নেহস্বরে কহিলেন "বাল্যকাল হইতে তোমাকে ভগিনী ভাবে ভালবাসিয়া আসিতেছি, তুমি বিশ্বাস করিলে আমার কত আনন্দ হয়, একটু অবিশ্বাস করিলেই মন আকুল হয়। এ জগতে এখন বলিতে গেলে তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাক, আমার চিত্ত পূর্ণ ও প্রসন্ন থাকে, দেখিতে না পাইলেই যেন মন কাতর হইয়া পড়ে।" নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলানন্দ কহিলেন "যাও বিছানা লইয়া এস, এ ঘর খুব বড়, তুমি ও পাশে শুইবে।" নির্ম্মলা তাহাই করিল। প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া উভয়েই নিজের ভাবে লইয়া নীরব রহিল, অন্য কথা বড় একটা কিছু হইল না।

প্রথম দিন যদেক উভয়ের মধ্যে একটু সঙ্কোচ ভাব রহিল, পরে তাহা অপসারিত হইল। তখন হাস্য ও নানা গল্পে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া নির্ম্মলা কহিল "দাদা! আমি আর এ ঘরে শোব না, আপনি অত রাত্রি জাগিলে নিশ্চয়ই আবার অসুখ হইবে।" বিমলানন্দ কহিলেন "আমাদের পড়া শুনা অভ্যাস আছে, রাত্রি জাগিলে তত অসুখ হয় না। আচ্ছা আজ থেকে সকাল সকাল ঘুমান যাইবে।" এইরূপ সতর্কভাব দুই দিন থাকে বিমলানন্দ ঘুমাইতেন, আবার গল্প করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতেন।

বিমলানন্দের চিত্ত এক্ষণ নিস্তরঙ্গ হইল। সে যে এত ভক্তি করিত, এত ভালবাসিত তাহাতেও মন পরিতৃপ্ত হইল না। হৃদয়ের অন্তস্থলে সেই ছবিখানি লুকাইয়া রাখিবার জন্য বাসনা জাগিল। প্রাতঃনিয়ত সেই প্রীতিময়ী মুখখানি দেখিয়া তিনি স্নেহের আবেগে অধীর হইলেন।

একদিন নির্ম্মলা নিকটে বসিয়া পড়িতেছে, বিমলানন্দ একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর দিল। নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিমলানন্দ ধীরে ধীরে তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন "বেশ, বেশ লক্ষ্মী আমার।"

একদিন নির্ম্মলা একখানি বাঙ্গালা বই পড়িতেছে, বিমলানন্দ তাহা শুনিতেছেন। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে এক স্থানে "যুবতী" শব্দ ব্যবহৃত ছিল, নির্ম্মলা তাহা উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া তাহা বাদ দিয়া পড়িল। বিমলানন্দ তদ্দর্শনে সস্মিতমুখে তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন

"তোমার এত লজ্জা ?" নির্ম্মলা সঙ্কুচিত ভাবে বই খানি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, এমন সময়ে বিমলানন্দ তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন "বৎস, আমাকে আর তোমার অত লজ্জা করিতে হইবে না। বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত ভালবাসা ও পরিচয় তাহাকে আবার লজ্জা কি ? যে তোমার জগতে একমাত্র বন্ধু, সে তোমাকে একটু আদর করিলে এত সঙ্কুচিত হও কেন ? কবির নিকট লজ্জাবতী লতা বড় আদরের জিনিস, কিন্তু বন্ধুর নিকট তাহা নহে।" নির্ম্মলা অধোবদনে বসিল, মনে মনে ইচ্ছা তিরস্কার করি কিন্তু প্রকাশ্যে তাহা পারিল না।

একদিন বিদ্যালয় হইতে আসিবার পর বিমলানন্দের মাথা ধরায় শয়ন করিয়া আছেন, নির্ম্মলা পার্শ্বে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। বিমলানন্দ ধীরে ধীরে কহিলেন "নির্ম্মল ! আমার অসুখ হইলে বড় আনন্দ হয়। কেন বল দেখি ?" নির্ম্মলা স্মিতমুখে পাখাখানি রাখিয়া কহিল "এখন থেকে অসুখে যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিব।" বিমলানন্দ প্রফুল্লবদনে কহিলেন "তাহা পারিবে না, তোমার স্নেহমমতার পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি।" পরে স্নেহবচনে পুনবার কহিতে লাগিলেন "নির্ম্মল ! আমার জ্ঞান হইয়া যখন দেখিলাম তুমি স্বীয় অঙ্কে আমার মস্তক ধারণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছ, তখন তোমাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল, তখন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা অতুলনীয়। আমার ভাগ্যে কি সে আনন্দভোগ আর কখনও হইবে ?" নির্ম্মলা কোন উত্তর করিতে পারিল না, তবে অশ্রু-পরিপ্লুত নয়নযুগলে সকলই পরিব্যক্ত হইল। বিমলানন্দ স্নেহাবিষ্টচিত্তে নির্ম্মলার অঙ্কে মস্তকস্থাপন করিলেন, মনে মনে কহিলেন "স্নেহময়ি ! এ জীবন তোমাকে সমর্পণ করিলাম।" নির্ম্মলা তাঁহার সরলতা ও স্নেহাতিশয্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কহিল "গুরুদেব ! এ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার চরণে অঞ্জলিপ্রদান করিলেও তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে না।"

একদিন রাত্রিতে বিমলানন্দের নিমন্ত্রণ ছিল, আহারাদি করিয়া আসিয়া দেখিলেন নির্ম্মলা অবহিতচিত্তে পড়িতেছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া বিমলানন্দ সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রদীপের প্রদীপ্ত দীপ্তি সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া কেমন উদ্ভাসিত করিয়াছে। বিমলানন্দ ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া নির্ম্মলার নয়নযুগল আবৃত

করিলেন। সে সহসা চমকিয়া উঠিল। বিমলানন্দ হাস্যমুখে কহিলেন "তোমার এত মনঃসংযম ?"

নির্ম্মলা। আমি বড় ভয় পেয়েছি, আপনি আর ওরূপ করিবেন না।

বিমলানন্দ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "তুমি কি আমায় চিনিতে পার নাই ?"

নির্ম্মলা। আগে চিনিতাম, এখন চিনিতে পারিতেছি না।

বিমলানন্দ অধিকতর অপ্রতিভ হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন "কেন নির্ম্মল। আমার কি অপরাধ হয়েছে যে তুমি এতদূর অসন্তুষ্ট হইলে ?" নির্ম্মলা কোন উত্তর করিতে পারিল না, তাহার চক্ষে জল আসিল। বিমলানন্দ কহিলেন "নির্ম্মল। তুমি কেঁদ না, আমার অপরাধ হয়েছে। তোমাকে আদর করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়, তাই এরূপ ব্যবহার করিয়াছি। তুমি অসন্তুষ্ট হইবে বুঝিলে আমি কখনও তোমাকে স্পর্শ করিতাম না। যাও শোওগে, আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া বিমলানন্দ যাইয়া শুইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করত নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া বিমলানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইল। স্নেহের সে প্রফুল্ল জ্যোৎস্না হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, লালসা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে! সে গরলে হৃদয় বিদগ্ধ হইতেছে। একবার মনে হইতেছে নির্ম্মলার চরণে পড়িয়া কাঁদি, কাঁদিয়া পাপচিন্তা সমুদয় ভাসাইয়া দি, আবার মনে হইতেছে ইহজন্মে আর ও পবিত্র শরীর স্পর্শ করিব না। পূর্ব্বের কথা একে একে মনে পড়িল। আমিই না সেই বিমলানন্দ। আমিই না এতদিন নির্ম্মলাকে এত উপদেশ দিয়াছি। এ পবিত্র চরিত্র কে গঠিত করিয়াছে ? এ পবিত্রতা যাহাতে চিরদিন সংরক্ষিত হয় তজ্জন্য কে এত চেষ্টা করিয়াছে ? কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য কে এত সচেষ্ট হইয়াছে ? ব্রহ্মচর্য্যে মতিগতি পরিচালিত করিবার জন্য কে এত যত্ন করিয়াছে ? সেই আমার আজ এ কি দুর্দ্দশা। হায় আমি পূর্ব্বে ত এরূপ ছিলাম না। আমি এত যত্ন করিয়া যে লতা পালন করিয়াছি, আজ স্বহস্তে তাহা ছেদন করিতে সমুদ্যত, আমি অতি নরাধম, পশু অপেক্ষাও অধম। অনুতাপের এইরূপ তীব্রদংশনে বিমলানন্দ মর্ম্মাহত হইয়া আকুলহৃদয়ে অবিরলধারায়

অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিষম যন্ত্রণায় দুঃখরজনী অতিবাহিত হইল।

বিমলানন্দের বিমর্ষভাব নির্ম্মলার প্রাণে বড়ই লাগিল। সে এক্ষণে অধিকতর ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। নির্ম্মলার মনে হইল আমি অন্যায় করিয়া দাদার সরলমনে ব্যথা দিয়াছি। দাদা বাল্যকাল হইতে আমাকে দেখিতেছেন, আমি যে বড় হইয়াছি তাহা তিনি না ধরিয়া সুশীলাকে যেরূপ আদর করেন, আমাকেও সেইরূপ আদর করিতে চাহেন, আমার মন নিতান্ত কুটিল, তাই এমন পবিত্র চরিত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি। নির্ম্মলা মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া বিমলানন্দকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্বের সঙ্কোচভাব অনেকটা দূর করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। বিশেষ প্রতিনিয়ত একত্রে থাকার জন্য সঙ্কোচভাব আপনা হইতেই অনেক পরিমাণে অপসারিত হইল। তদ্দর্শনে বিমলানন্দ আনন্দে অধীর হইলেন। উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিতে চিত্ত উল্লসিত হইল। এ জগৎ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। সকল বস্তুই তাঁহার নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রেমের অপূর্ব্ব রসাঞ্জনে তদীয় নয়নযুগল অনুরঞ্জিত হইল। তিনি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই প্রেমাধার মহাপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "ভগবান! চিত্তের এ প্রফুল্ল শান্তিপূর্ণ ভাব যেন কখনও অপগত না হয়।"

একদিন উভয়ে শয়ন করার পর, নির্ম্মলা কহিল "দাদা! গ্রীষ্মের বন্ধের আর কত বাকি, পিসীমাকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই আকুল হইয়াছে।"

বিমলানন্দ। মা পূজার সময়ে আসিবেন, সেই সময়ে দেখিতে পাইবে, গ্রীষ্মের বন্ধে যাওয়ার আর আবশ্যক কি?

নির্ম্মলা। না দাদা আমি যাব। আমাকে রেখে আসিতে হইবে, আপনার পায় পড়ি আমাকে রেখে আসিতে হইবে।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! তুমি গেলে যে আমার কষ্ট হবে। আমাকে এমন ক'রে কে রেঁধে দিবে?

নির্ম্মলা। আমি একজন ভাল বামনী রেখে দিয়া যাইব, আবার আমি পিসীমার সঙ্গে আসিব।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! তুমি আমার মন এখনও বুঝিতে পার নাই।

তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। আমার মনের ভাব কখনও গোপন করি না, করিতেও পারি না। যদি ভালবাসায় কোন দোষ না থাকে তবে ইহা খুব বলিতে পারি যে তোমা অপেক্ষা আমার ভালবাসার পাত্রী আর কেহ নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কখনই একা থাকিতে পারিব না।

নির্ম্মলা নীরব রহিল। বিমলানন্দ পুনরায় কহিতে লাগিলেন "নির্ম্মল! আগে যাহা কবির কল্পনা বলিয়া মনে করিতাম, এখন তাহা জীবনে অনুভব করিতেছি। আমার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত যে ভাবলহরী খেলিতেছে তাহা সাধ্য নাই যে ভাষায় ব্যক্ত করি। এ ভাব কি চিরদিন বজায় থাকিবে?"

নির্ম্মলা। আপনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে সংসারের সুখে যাহারা লালায়িত তাহাদের বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। আপনি একজন সামান্য বিধবা ভগিনীর মায়ায় এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য সকল ভুলিয়া যাইতেছেন, ইহাতে আমি মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। আপনি আমাদের কোন সাধই পূর্ণ করিলেন না। পিসীমা ক্ষোভে কাশীবাসী হইলেন; সে কথা ভাবিলে আমি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি না। আপনি যদি বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেন, তবে আমাদের সুখের পরিসীমা থাকিত না। আপনার এত মায়া দয়া, আপনি বিবাহ করিলে মহাসুখে সংসার কাটাইতে পারিতেন।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! মনের মত স্ত্রী পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা। যাকে তাকে বিবাহ করিয়া চিরজীবন কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা চিরকাল অবিবাহিত থাকা ভাল। আমি বেশ সুখে আছি। তোমরা যদি মনে কষ্টবোধ না কর, তবে আমার আর দুঃখ থাকে না। তোমার কথা মা বেশ শুনেন, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে, তিনি আর দুঃখ করিবেন না।

নির্ম্মলা। যাহা নিজে বুঝি না, তাহা পিসীমাকে কিরূপে বুঝাইব? আপনি বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবার আর কেহ থাকিবে না। বিবাহ না করিলে আপনি নিজেও সুখী হইতে পারিবেন না।

বিমলানন্দ। কেন?

নির্ম্মলা। যাহারা সংসারের সুখকে প্রধান মনে করিয়া অপরকে ভালবাসিতে ও অপরের ভালবাসা পাইতে লালায়িত হয় তাহাদের পক্ষে বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা আপনিই কতবার বলিয়াছেন। অপরকে উপদেশ দিতে পারেন, নিজের বেলা ত তাহার কিছুই করেন না।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল। আমি বুঝিয়াছি। তুমি যে প্রকারান্তরে আমাকে তিরস্কার করিতেছ তাহার অর্থ আমি বুঝিয়াছি। আমার দোষ এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি। সেই ভালবাসায় আমি এতদূর পরিতৃপ্ত যে আমি অন্য কাহারও ভালবাসা চাহি না। সত্য করিয়া বলিতেছি আমি অন্য কাহারও ভালবাসা চাহি না। যতদিন জীবিত থাকি, তোমারই স্নেহে প্রতিপালিত হইব। তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, অনেক সদ্‌গ্রন্থ পড়াইয়াছি, তাহার ফল বেশ ফলিয়াছে। তোমার ধর্ম্মভাবের নিকট আমি পরাস্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহাতেও আমার আনন্দ হয়, আত্মগৌরব হয়। নির্ম্মল! এ হৃদয় তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। তোমার নিকট থাকিলে আমি চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারিব, তোমার ধর্ম্মপ্রভাবে আমার মতিগতি পবিশুদ্ধ থাকিবে। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায়ও যাইও না। আমাকে দুঃখে ভাসাইও না। ভগবান করুন যেন চিরদিন তোমার যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া তোমার ঐ পবিত্র অঙ্কে মস্তক স্থাপন করত জীবনলীলা সংবরণ করিতে পারি।

এইরূপ বলিতে বলিতে শোকের উচ্ছ্বাসে বিমলানন্দের কণ্ঠরোধ হইল। নির্ম্মলারও চক্ষে জল আসিল; অঞ্চলে সে অশ্রুমোচন করিয়া কাতরভাবে কহিল "দাদা! পিসীমা ও সুশীলা যাওয়া অবধি আমার মন মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠে। আপনি আমাকে এত যত্ন করেন, তথাপি একাকী আছি বলিয়া আমার মনে সুখ নাই। আপনি বিবাহ করুন আমি বৌকে লইয়া চিরজীবন আপনার আশ্রয়ে মহাসুখে কাটাইব। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন, আমার এই কথাটী শুনিতে হইবে।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! বিবাহে যদি আমার সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে মাতাঠাকুরাণীকে এতদিন কাঁদাইতাম না ও নিজে কাঁদিতাম না। পূর্ব্বে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল যে বিবাহ করিব না, এখন

অনেক কারণে মনের গতি ফিরিয়াছে, তথাপি যাকে তাকে বিবাহ করিয়া দুঃখভাগী হইতে চাহি না।

নির্ম্মলা। আপনার পক্ষে উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়া কঠিন কথা নহে। সে ভার আমার উপর, আমি যদি উপযুক্ত মেয়ে আনিয়া দি, তবে আপনি ত বিবাহ করিবেন?

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! এ জগতে একটী কন্যা আছে, তাহাকে ছাড়া আমি অপর কাহাকেও বিবাহ করিব না, করিলেও সুখী হইতে পারিব না। মা সেই বিবাহে সম্মত হইবেন যদি এরূপ আশা থাকিত তবে এতদিন বিবাহ হইয়া যাইত।

নির্ম্মলা। দাদা! সে মেয়েটীর বাড়ীঘর কোথায়? কেন পিসীমা সম্মত হইতেছেন না? আমি বলিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইব। আপনি বলুন সে মেয়েটীর বাড়ী ঘর কোথায়, বয়স কত, দেখিতে কেমন? মেয়েটীর পিতা মাতা আছে কি?

বিমলানন্দ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা কোন উত্তর না পাইয়া "দাদা" বলিয়া দুই তিনবার ডাকিল, পরে বিমলানন্দ নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া নীরব রহিল। যাহাহউক বিমলানন্দ বিবাহ করিতে সম্মত আছেন, এমন কি কন্যা পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া নির্ম্মলা যার পর নাই আহ্লাদিত হইল, মনে মনে ভাবিল কা'ল সকালে দাদার কাছে সমুদয় কথা জানিব।

প্রত্যূষে বিমলানন্দ গাত্রোত্থান করিলে নির্ম্মলা সানন্দমনে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা সে মেয়েটীর বাড়ী ঘর কোথায়?" বিমলানন্দ অধোবদনে কহিলেন "পরে জানিতে পারিবে" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল।

সন্ধ্যার সময়ে বিমলানন্দ বেড়াইতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। নির্ম্মলা আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, পরে বিমলানন্দের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার রজনী। তারাদল প্রকাশিত হইয়া ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকাশের সহিত নির্ম্মলার চিত্ত মিশিয়া গেল। অতীত জীবনের দুঃখের ছবি একে একে মানসপটে সমুদিত হইল। ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলার চক্ষে জল আসিল। সহসা যেন কে নিকটে আসিয়া

বসিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ম্মলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, পরে আবার সুস্থির হইল। বিমলানন্দ কহিলেন "নির্ম্মল! তুমি এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ?"

নির্ম্মলা। আজ যেন মন কেমন ব্যাকুল হইয়াছে।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! তুমি আজও শোক বিস্মৃত হইতে পারিলে না?

নির্ম্মলা। দাদা! মধ্যে মধ্যে মন কাঁদিয়া উঠে। শোকে শোকে মর্ম এত দগ্ধ হইয়াছে যে উহা ভুলিয়া যাওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল। শোককে জয় করিতে না পারিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আদৌ লাভ হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম স্নেহ ও যত্নে তোমাকে শোক আর জানিতে দিব না। এখন দেখিতেছি শোকেরই জয় হইল।

নির্ম্মলা। দাদা! আপনাদের স্নেহগুণে আমি এখনও জীবিত আছি, নতুবা শোকে শোকে এতদিন আমার জীবন শেষ হইত।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! কিরূপে তোমাকে শোকের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব, তাহাই ভাবিয়া আমি আকুল হইয়াছি।

নির্ম্মলা। দাদা। যে সকল আত্মীয় স্বজন আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না ভুলিতে পারিলে কখনই শোক আমাকে ছাড়িবে না। কিন্তু এ জীবনে তাঁহাদিগকে ভোলা অসম্ভব, আর ভুলিতে চেষ্টা করাও পাপ বলিয়া মনে করি। শোক আসিয়া আমাকে সেই সব আত্মীয়ের নিকটে লইয়া যায়, তাহাতে আমি বেশ আরাম পাই। আমি কাঁদি বটে কিন্তু কাঁদিলে আমার মন ভাল থাকে।

বিমলানন্দ। লক্ষ্মী আমার, তোমাকে আর কাঁদিতে হইবে না।

বিমলানন্দ স্নেহভরে নির্ম্মলার হস্তখানি ধরিয়া কহিলেন "নির্ম্মল। শোকাপহত চিত্তের অবসাদ প্রকৃত সুখ নহে। ঐ যে অন্ধকার রজনীর শিরে শত শত নক্ষত্র শোভা পাইতেছে, উহা প্রকৃত জ্যোতি নহে। সে সুখ বা জ্যোতিতে মন তৃপ্ত হইতে পারে না। আমি তোমাকে এ হীন অবস্থায় আর রাখিব না, যাহাতে চিরসুখে থাকিতে পার তাহাই করিব।"

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিল না, পরে ধীরে ধীরে কহিল "হাত ছাড়িয়া দিউন।"

বিমলানন্দ। নির্ম্মল! আমাকে পর মনে করিয়া আমার মনে আর আঘাত দিও না, এখন তোমাকে দূরে রাখিতে আর ইচ্ছা করে না। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে সমুদয় কথা তোমাকে বলিব। বাল্যকাল হইতে

তোমার হৃদয় মন প্রস্তুত করিয়াছি। পূর্ব্বে তুমি কৃপার পাত্রী ছিলে, তোমাকে আদর্শনারী করিব এই ইচ্ছা চিরদিন মনে ছিল। যতই তোমার পবিত্রতা কুসুম বিকসিত হইতে লাগিল, ততই আমার আনন্দ উদ্বেলিত হইল—তখন যে চিত্তপ্রসাদ ছিল তাহা অতুলনীয়। আকাশের চাঁদ দেখিতাম, স্বচ্ছসলিলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতাম, তোমাকেও সেই ভাবে দেখিতাম, স্পর্শ করিবার কল্পনাও মনে উদিত হইত না। এখন সেই চাঁদকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাসনা জন্মিয়াছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাসনা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, এ হৃদয়ের অন্তস্তলে তোমার ছবি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অপসারিত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এ চিত্ত তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি ভিন্ন আমাকে সুখী করিতে এ জগতে আর কেহই পারিবে না। তুমি আমার এত নিকটে আছ, অবিরত তোমার মুখখানি দেখিতেছি, প্রতিদিন তোমার মধুর স্নেহে পরিপুষ্ট হইতেছি, তথাপি আমার মনের ব্যাকুলতা যাইতেছে না। প্রাণের প্রিয়তম জনকে প্রাণের ভিতর রাখিতে যে এত ব্যাকুলতা জন্মে তাহা আগে জানিতাম না। পূর্ব্বে এরূপ বাসনাকে লালসা বলিয়া ঘৃণা করিতাম, কিন্তু উহা যে স্নেহের সহিত এতদূর সংশ্লিষ্ট তাহা কিছুই জানিতাম না।”

নির্ম্মলা নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে কাতরবচনে কহিল “আমাকে কি পাপে ডুবাইবার জন্য আশ্রয় দিয়াছেন?” বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিল, নির্ম্মলা কাঁদিয়া ফেলিল। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, বিমলানন্দ ধীরে ধীরে কহিলেন “না নির্ম্মল! তোমাকে পাপে ডুবাইব না, তুমি সেরূপ কোন আশঙ্কা করিও না। আমি তোমাকে প্রকাশ্যে শাস্ত্রের বিধান মতে বিবাহ করিব। মা আমাদের উভয়কেই প্রাণের মত ভালবাসেন, তাঁহাকে বলিলে তিনি অসম্মত হইবেন না। যতদিন এই বিবাহ না হইতেছে, ততদিন কদাপি অপবিত্রভাবে তোমাকে দেখিব না। এখন তুমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আমি সমুদায় আয়োজন করি, এবং চিরদিন তোমাকে লইয়া সুখে জীবন কাটাই।”

নির্ম্মলার সমুদয় শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন সমুদয় পৃথিবী ঘুরিতেছে। শোকাচ্ছন্নচিত্তে অধোবদনে কাতরভাবে নির্ম্মলা কহিল “আমাকে অসহায় দেখিয়া আপনি এতদূর সাহস করিলেন, আমি চিরদিন

আপনাকে ইষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছি ; আপনার মনে যে এ সকল ভাব উদিত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।” এই বলিয়া নির্ম্মলা আকুল মনে কাঁদিতে লাগিল। মর্ম্মাহত হইয়া বিমলানন্দ কহিলেন “আমি আজ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহাতে ধর্ম্মতঃ আমি অপরাধী হইতে পারি না, অন্ততঃ আমার বিশ্বাস যে আমি অপরাধী নহি। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে সম্মত হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি নিজেকে অসহায়া মনে করিতেছ, কিন্তু আমি তাহা মনে করিয়া একটী কথাও বলি নাই, আমার তাহা আদৌ মনে হয় না। বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে ততদূর প্রচলিত হয় নাই, তাই আমার কথা শুনিয়া তোমার ঘৃণা জন্মিয়াছে, আমাকে দুরাত্মা বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ আমার প্রস্তাবের মূলে কোন পাপের সংস্পর্শ আছে কি না। আমি তোমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে চাহিতেছি, ইহাতে কোন পাপের সঞ্চার হইতে পারে না। বিবাহে তোমার অমত হইতে পারে, তুমি যদি তাহা স্থির প্রশান্তভাবে বলিতে, তবে আমার ক্ষোভ বা দুঃখের তত কারণ থাকিত না।

নির্ম্মলা। আপনাকে আমি চিরদিন অগ্রজভাবে ভাবিয়া আসিতেছি। আপনিও আমাকে এতদিন সুশীলার ন্যায় ভালবাসিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্যে থাকিবার জন্য আপনি আমাকে কত উপদেশ দিয়াছেন, পরকালের মাহাত্ম্য আপনি সুদৃঢ়রূপে আমার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিয়াছেন, এখন আমাকে অন্যভাবে দেখিতেছেন, আমাকে অন্য পথে লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে আমি মনে বড়ই বেদনা পাইয়াছি, আমার বিশ্বাস ছিল, দেবতার মন টলিবে, তবুও আপনার মন টলিবে না, আজ তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া আমি মনে যারপর নাই ক্লেশ পাইলাম।

বিমলানন্দ সাশ্রুলোচনে কহিলেন “নির্ম্মল! আমার যে মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আমি নিজেও বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আমি সে স্রোত কিছুতেই সংযত করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে তোমার গুণে আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার করিতে মন লালায়িত হইয়াছে। তোমার সঙ্কোচভাব আমার আর ভাল লাগে না, তোমার সহিত মিশিয়া

যাইতে আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। বিবাহ ভিন্ন সে বাসনা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। মৃত্যু সময়ে তোমার স্বামী আমার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমার সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার মিলন হইলে, তুমি তাঁহার নিকট কখনও অপরাধিনী হইবে না।"

নির্ম্মলা। আমার স্বামী আপনাকে সদাশয় ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন, তাই আপনার আশ্রয়ে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আপনি উত্তরকালে যে এরূপ পাপকল্পনা হৃদয়ে পরিপোষণ করিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

বিমলানন্দ নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন "নির্ম্মল! আর কেন? আমাকে ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি অবোধ পাপী, অকারণে তোমার সরল মনে বেদনা দিয়াছি"—এই বলিয়া বিমলানন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলাও নীরবে অধোবদনে কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অঞ্চলে অশ্রুমোচন পূর্ব্বক নির্ম্মলা কহিল "রাত হয়েছে, ভাত ব্যঞ্জন সব জুড়ুয়ে গেল, আপনি চলুন।"

বিমলানন্দ। আমি আজ আর কিছু খাব না।

নির্ম্মলা। না, আপনি চলুন। আপনি ওরূপ করিলে আমি আত্মঘাতিনী হইব।

বিমলানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন, আর কোন উত্তর না দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। নির্ম্মলা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। একটী কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া "ঝী, ঝী" বলিয়া নির্ম্মলা ডাকিল। ঝী নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া কহিল "বাবু কি এসেছেন, রাত অনেক হয়েছে, আমাকে আবার ঘরে যাইতে হইবে।" নির্ম্মলা কহিল "আজ আর ঘরে যেয়ে কাজ নাই, কাল খুব সকালে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, আমি গঙ্গাস্নান করিতে যাইব, কাল ভাল যোগ আছে, বাবু এসেছেন, তুমি আসন করিয়া দেও।"

আহারাদির পর বিমলানন্দ যাইয়া নীরবে শয়ন করিলেন, কোন কথা নির্ম্মলাকে বলিতে আর সাহস হইল না। চাকরাণী অন্য দিন বিমলানন্দের আহারের পর বাড়ী যাইত, আজ নির্ম্মলার কথামত তাহার নিকট থাকিল। ভিন্ন ঘরে উভয়ে একত্রে শয়ন করিল।

নিশীথ রাত্রিতে নির্ম্মলা সহসা শয্যা হইতে উঠিল। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাগজে এইরূপ লিখিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীহরি। কলিকাতা

শরণ। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নং বাটী।

বাল্যের সখা, অনাথিনীর আশ্রয়দাতা, জীবনের শিক্ষাগুরু, আজ আপনার নিকট শেষ বিদায় লইব বলিয়া এই কয়েকটি কথা লিখিলাম। পত্রখানি পড়া হইলে উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন এবং সেই সঙ্গে আপনার স্মৃতিরাজ্য হইতে এ হতভাগিনীকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। আপনি অপরিসীম যত্নসহকারে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য, আমার মনকে সমুন্নত করিবার নিমিত্ত, আপনি কত যত্নই করিয়াছেন। যেরূপ গাঢ়তর ভাবে আমাকে ভালবাসিতেন তাহা আমার ন্যায় হতভাগিনীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সে সব মনে করিলে আমি চক্ষের জল কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারি না, আমার ক্ষুদ্র হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। আপনার পালিত সেই নির্ম্মলা আজ বিষলতায় পরিণত হইয়া পরম পবিত্র চন্দন তরুকে কলঙ্কিত করিবে, সে দৃশ্য আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। এতদিন পরে বুঝিয়াছি, আমারই জন্য আপনি এতদিন দারপরিগ্রহ না করিয়া স্নেহশীলা জননীকে শোকাকুল করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছেন। এমন যে পবিত্র চরিত্র তাহাও এ পাপিয়সীর জন্য লালসায় কলঙ্কিত হইয়া হীনতেজ হইয়াছে, সুবিমল শশাঙ্ক রাহু-কবলিত হইয়াছে। এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। আমি শুনিয়াছিলাম, সাধুচরিত্রা রমণীকে দেখিলে পাপীর মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, আর আমি এমনি নারী হইয়া জন্মিয়াছি যে আমাকে দেখিয়া অতি পবিত্র চরিত্রও ভাবান্তর ধারণ করিয়াছে। আমাকে কি আর বাঁচিতে আছে? আমার জীবনে ধিক্কার দিতে হয়। এ ভারবহ জীবন বহিয়া আর কোন লাভ দেখিতেছি না। সংসারে থাকিয়া এ উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া পাপবৃদ্ধি করিলে আমার গতি কি হইবে? জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া ঘোর মোহপঙ্কে নিমগ্ন হইলে আমার পরিণামের দশা কি হইবে? না না, তাহা হইতে দিব না। এখন হইতে এরূপ পথ অবলম্বন করিব যাহাতে সংসারের সংস্রব আর না থাকে, সেই ভাবেই জীবন শেষ করিব। ক্ষমা করুন, আশীর্ব্বাদ করুন। এ পাপিয়সীকে ভুলিয়া গিয়া

মহৎউদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করুন। স্নেহশীলা বৃদ্ধ জননীর চক্ষের জল মোচন করুন। আমি বিদায় হইলাম। ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না, করিতে পারিব এরূপ আশাও কখন ছিল না। আপনি পাপমোহে নিমগ্ন না হন, সেই জন্য আপনার শ্রীচরণ হইতে আমাকে অন্তর্হিত হইতে হইল, ইহাতে আমার মনে যে নিদারুণ ক্লেশ হইতেছে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। আমি আর লিখিতে পারিলাম না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার হতভাগিনী

নির্ম্মলা।

পত্র খানি লেখা হইলে নির্ম্মলা আকুলমনে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কাঁদিল, পরে বাক্স হইতে কি বাহির করিয়া লইয়া সঙ্গে একখানি বস্ত্র লইল। চাকরাণী কহিল "দাদা বাবুকে ডাকিয়া দি, তিনি দরজা বন্ধ করুন।" নির্ম্মলা কহিল "থাকুক, এখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নাই, ভয় কি? আমরা এখনি ফিরিয়া আসিব।" উভয়ে চলিতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকারময় তবে রাজকীয় পথ আলোকময়। দুই এক স্থানে পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, তবে সেদিন গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল, সেই জন্য কেহ কোন সন্দেহ করিল না, নিরাপদে উভয়ে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী দর্শনে নির্ম্মলার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তখন চাকরাণীকে উদ্দেশ করিয়া নির্ম্মলা কহিল "ঝী! আমি আর ঘরে ফিরিব না, এই গঙ্গায় এ পাপ দেহ ত্যাগ করিব। তুমি ফিরিয়া গিয়া এই কথা তোমার দাদাঠাকুরকে বলিবে। এই পত্র ও চাবী তাঁহাকে দিও। আর দেখ ঝী! তিনি যাহাতে কাতর না হন তুমি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে"—এই বলিয়া ঝীর হস্তে পত্র ও চাবী দিয়া নিমেষের মধ্যে নির্ম্মলা কোথায় অন্তর্হিত হইল, চাকরাণী তাহা কিছুই দেখিতে পাইল না। চিত্র পুত্তলীর ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তন্মুহূর্ত্তে গঙ্গার সলিলে কি একটা শব্দ হইল। ঝীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলাকে ডাকিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পাহারাওয়ালা তথায় আসিল। ঝী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সকল কথা বলিল। উভয়ে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু

কোথাও নির্ম্মলার উদ্দেশ পাইল না। পাহারাওয়ালা কহিল "আর গোলমাল করিও না, চুপে চুপে বাড়ী যাও নতুবা তোমাকে লইয়া পুলিসে টানাটানি করিবে।" সে শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিমলানন্দ।

আহারাদির পর বিমলানন্দ শয়ন করিতে আসিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। অনুতাপে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল কুসুমে প্রথম কীট প্রবেশ করিয়াছে—বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। প্রণয়ীজনের নিকট অপ্রতিভ হওয়া যার পর নাই মর্ম্মান্তিক। বিমলানন্দ নিতান্ত আকুল হইলেন। আমি কিরূপে নির্ম্মলাকে এ পাপ মুখ দেখাইব? নির্ম্মলা আমার চিরদিন আমাকে দেবতাবোধে ভক্তি করিয়াছে, আজ আমি তাহার নিকট পৈশাচিক ভাবের পরিচয় দিলাম, সে আমাকে চিরদিন ঘৃণা করিবে, আমি তাহা কিরূপে সহ্য করিব? আমি কেন একপ ভ্রান্তমতি হইলাম? এতদিন নির্ম্মলাকে যে ভাবে দেখিয়া আসিতেছিলাম, সেই ভাবে দেখিলাম না কেন? মনের যে এত তেজ ও গৌরব ছিল তাহা কোথায় গেল? চিরকৌমারব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেশের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করিব সে প্রতিজ্ঞা গেল কোথায়? এতদিন স্নেহময়ী জননীকে কাঁদাইলাম কেন? ওঃ আমি কি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপ বিষম যন্ত্রণায় বিমলানন্দ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। একবার মনে হইতে লাগিল নির্ম্মলার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু পরিচারিকা থাকায় তাহা হইল না। পাপের তীব্র দংশনে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল।

শেষ রাত্রিতে বিমলানন্দের তন্দ্রা আসিল, কিন্তু হায় পাপপ্রতপ্তহৃদয়ে নিদ্রার সুকোমল ছায়া কোথায়? নিদ্রার আবেশ আসিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের উত্তপ্ত প্রস্রবণ শতধা প্রসারিত হইল। ভীষণ মরুভূমিতে পতিত হইয়া বিমলানন্দ আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল, জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছেন, সহসা নির্ম্মলা অবতীর্ণা হইল। বিমলানন্দ তৃষ্ণার কাতরতা জানাইয়া মুখ প্রসারণ করিলেন, অমনি নির্ম্মলা সহাস্য-বদনে তাঁহার মুখমধ্যে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার নিক্ষেপ করিল, চীৎকার করিয়া বিমলানন্দ কাঁদিয়া উঠিলেন। আবার বোধ হইল, যেন একটী সুরম্য উদ্যানে নীত হইয়াছেন, কত সুন্দর ফল সকল পাকিয়া রহিয়াছে। ক্ষুধায়

বিমলানন্দের জঠরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনি উদ্যানবক্ষয়িত্রীব অন্বেষণ করিতেছেন, সহসা দেখিলেন নির্ম্মলা ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিমলানন্দ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া একটী ফল চাহিলেন। নির্ম্মলা সক্রোধে একটী ফল সতেজে ভূগর্ভে নিক্ষেপ করিল, অমনি উহা ভগ্ন হইয়া তন্মধ্য হইতে শত শত বিষধব বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ কবিল। প্রাণভয়ে বিমলানন্দ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কবিলেন। সম্মুখে অনন্তপ্রসাবিত কলনাদী মহাসমুদ্র, পশ্চাতে শত শত সর্প ধাবমান। ব্যাকুল হইয়া সাগবপ্রান্তে দৃষ্টিসঞ্চাবণ কবিয়া দেখিলেন নির্ম্মলা একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া যাইতেছে। কাতবধ্বনিতে বিমলানন্দ তাহাকে ডাকিলেন, অমনি তবণী তীবে সংলগ্ন হইল। বিমলানন্দ তাহাতে আশ্রয় লইলেন। সহসা সাগব উত্তাল-তবঙ্গমালা বিস্তাব কবত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রবল ঝটিকা বহিল। নিবিড় অন্ধকাবে জগৎ পবিব্যাপ্ত হইল। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে অন্ধকাব ভেদ কবিয়া বিদ্যুৎরেখাব ন্যায় চকিতেব মধ্যে অন্তর্হিত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তে বিমলানন্দসহ তরণী অতল জলে নিমগ্ন হইল।

আকুলপ্রাণে বিমলানন্দ উঠিয়া বসিলেন। সমস্ত শবীব কাঁপিতে লাগিল। সহসা "দাদা ঠাকুব, সর্ব্বনাশ হযেছে, দিদি ঠাকুবাণী ডুবে মরিয়াছেন" বলিয়া ঝী কাঁদিতে কাঁদিতে বিমলানন্দেব সম্মুখে উপস্থিত হইল। "কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিমলানন্দ তাড়াতাড়ি বাহিবে আসিলেন। ঝী একে একে সমুদয় কথা বলিল। বিমলানন্দ আব তিলার্দ্ধ বিলম্ব না কবিয়া "ঝী! তুমি আমাব সঙ্গে এস" এই বলিয়া গঙ্গাব দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পাহাবাওয়ালা কেহই তাঁহাকে ধরিতে পাবিল না।

গঙ্গার তীবে আসিয়া বিমলানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলা নির্ম্মলা বলিয়া ডাকিলেন এবং উন্মত্তেব ন্যায় চাবিদিকে অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই এক জন কবিয়া অনেক লোক জড় হইল। বিমলানন্দ আকুলভাবে বোদন কবিতে কবিতে ছুটিতেছেন ও ফিবিতেছেন, কাহার কোন প্রশ্নেব উত্তব দিতেছেন না। তাঁহাব দিব্যকান্তি দর্শনে পাহারাওয়ালা প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে কোন কটু কথা বলিতে সাহস কবিতেছে না। সকলেই বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এমন সময় ঝী তথায় কাঁদিতে

কাঁদিতে আসিল। তাহার নিকটে সকলে সবিশেষ জানিতে পারিল। একজন কহিল "আমি কিছু পূর্ব্বে একটী মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি, উহা স্ত্রীলোকের দেহ বটে।" শুনিয়া ভূতলে পড়িয়া বিমলানন্দ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ঝী আসিয়া চাবী ও নির্ম্মলার পত্র তাঁহার হস্তে দিল। বিমলানন্দ অশ্রুপূর্ণলোচনে পত্রখানি পড়িলেন। যাতনায় আকুল হইয়া কহিলেন "ঝী! তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, এই চাবী লইয়া যাও, বাক্স খুলিয়া তোমার মাহিয়ানার টাকা লইবে এবং যাহা কিছু ঘরে আছে তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইয়া বাসা ছাড়িয়া দিবে। আমি চলিলাম, আর সংসারে থাকিব না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই বলিয়া বিমলানন্দ পরিধেয় বস্ত্রে নির্ম্মলার পত্রখানি বাঁধিয়া লইয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ঝী বসিয়া আকুলমনে কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অনুসরণ করিল, পরে কিয়দ্দূর যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। বিমলানন্দ নীরবে ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে বিমলানন্দ সম্মুখে একটী শ্মশান দেখিতে পাইলেন। শবদাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চিতা জ্বলিতেছে। স্তম্ভিত হইয়া বিমলানন্দ দাঁড়াইলেন। শোকের প্রবল উচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইল। সাশ্রুনয়নে একবার চিতার দিকে, একবার গঙ্গার দিকে এবং একবার ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিলেন। শোকে নিতান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কত বিষাদের ছবি একে একে মানসপটে অঙ্কিত হইল। নির্ম্মলা যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন কাহার নিষেধ না শুনিয়া সূতিকাগৃহে যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন, তৎপর ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বেড়াইয়াছেন। কত যত্নে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, কত উপদেশে তাহার চিত্তমন সংগঠিত করিয়াছেন। তাহার মুখের সে বিমল শোভা দেখিয়া কত আনন্দানুভব করিয়াছেন, তাহার মধুর স্নেহে কেমন অমৃতসিঞ্চিত হইয়াছেন, সে স্বর্ণপ্রতিমা আজ অতলজলে নিমগ্ন, আর সে ভুবনমোহিনীর অতুলশোভা দেখিতে পাইবেন না, আর সে স্নেহতরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইবেন না, ভাবিতে ভাবিতে শোকাকুল হইয়া বিমলানন্দ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিতেছে দেখিয়া

কাতরভাবে কহিলেন "হে চিতানল! তোমার অনুরূপ অনল এ হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, সে অনলদর্শনে শঙ্কিতা নির্ম্মলা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তুমি কত শোণিতপান করিয়াছ, কত সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়াছ, কত মান সম্ভ্রম গুণগ্রামকে অবলেহন করিয়াছ, আজ তুমিও দয়ার্দ্রচিত্তে চিরদুঃখিনীকে ক্ষমা করিয়াছ কিন্তু এ পাপহৃদয়ের পাপবহ্নি তাহাকে যার পর নাই দগ্ধ করিয়াছে তাই ওই দয়াবতী পুণ্যময়ী ভাগীরথী স্বীয় কোমল অঙ্কে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। তুমি নির্ব্বাপিত হও, তোমার জ্বলিবার আর প্রয়োজন কি? নির্ম্মলা যে স্থানে আজ অধিষ্ঠিত সে স্থানে তোমার কি আমার কাহারও অধিকার নাই। দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, কেমন সতেজে কহিতেছে—ঐ যে দাঁড়িয়ে আছ, আর অগ্রসর হইও না, নির্ম্মলাকে আর পাইবে না" বলিতে বলিতে কাতর হইয়া বিমলানন্দ বসিয়া পড়িলেন, নয়নধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। ক্রমে চিতানল নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু যুবকের সন্তাপিত হৃদয়ে যে অনল জ্বলিয়াছে তাহার বিরাম নাই, সেই অনলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া বিমলানন্দ পুনরায় চলিতে লাগিলেন।

বেলাবসান হইয়া সন্ধ্যার ছায়া জগতে সমাকীর্ণ হইল। অন্তরের বিষাদচ্ছায়া যেন দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিল। জীবনের সুখসৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে, আঁধার জগতে এখন প্রবেশ করিতে হইবে। অনন্ত শূন্যপথে বিহঙ্গমগণ বিষাদগীতি গাহিয়া যাইতেছে "হায় এ আঁধার রাজ্যে কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইব?" নিম্নে সুপবিত্রা ভাগীরথী আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিতেছে "হায় আঁধার যে আসিল, কিরূপে আমি জলনিধিসঙ্গে সম্মিলিত হইব?" বিমলানন্দ কাতরবচনে কহিলেন "এ প্রাণ যে প্রতি-মুহূর্ত্তে কাঁদিয়া উঠিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র শুনিতেছি। এই যে সান্ধ্যসমীরণ বহিতেছে, ইহা ত আমার অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইয়া বহির্জগতে বহিয়া যাইতেছে। হায় আমি এতদিন সন্ধ্যাতত্ত্ব কিছুই বুঝি নাই, উহা আমার জীবনের প্রতিবিম্বমাত্র। বাহিরের অন্ধকার আমাকে কি ভয় দেখাইতেছ, আমি তোমা অপেক্ষা গাঢ়তর তমসায় এ হৃদয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। বাহিরের এই যে স্তম্ভিত ভাব, উহা অপেক্ষা গুরুতর মর্ম্মভেদী অবসাদ এ প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। হে তারাদল! ক্ষান্ত হও, তোমাদের ও সহস্র হাসিতেও অভাগার চিত্ত আর উল্লসিত হইবে না। যাহার দর্শনে হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুধাবর্ষিত হইত সেই সুধাময়ী

নির্ম্মলা আজ অন্তর্হিত, সেই স্মৃতি হৃদয়ে জ্বালিয়া আমি আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, আমাকে কেহ সান্ত্বনা করিও না। আমি কাঁদিব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিব, আমার পাপের তাহাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।" বিমলানন্দ আকুলমনে রোদন করিতে করিতে চলিলেন।

সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। তাহার তলে একজন সন্ন্যাসী ভস্মবিলেপিতদেহে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। বিমলানন্দ ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহার নিকট বসিলেন।

সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন "কি চাও?"

বিমলানন্দ কহিলেন "কিছু চাহি না।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন "তুমি যুবক, তুমি কিছু চাওনা, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, বেশ বেশ আচ্ছা বৈস।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় সমাহিত চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর হাস্য ও কথা যেন তীক্ষ্ণ তীরবৎ বিমলানন্দের প্রাণে লাগিল, তথাপি অনুতপ্ত হৃদয়ে উহা বড়ই মধুর বোধ হইল। সন্ন্যাসীর আকার প্রকার দেখিয়া বিমলানন্দের ভক্তি হইল। সেই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তিনি শোকসন্তপ্ত চিত্ত বিশ্বপতির চরণে অর্পণ করিবার মানস করিলেন, কিন্তু সে পথ রুদ্ধ দেখিলেন। চক্ষু নিমীলিত করিবামাত্র নির্ম্মলার ছবি দেখিলেন, চক্ষুরুন্মেষ করিলেন, আবার নিমীলিত করিবামাত্র সেই ছবি দেখিতে পাইলেন। তখন ব্যাকুলচিত্তে মনে মনে কহিলেন "হৃদয়প্রতিমা! আর এ চক্ষু মেলিয়া তোমাকে হারাইতে চাহি না। সংসার শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য দেখিতে চাহি না। মানস চক্ষে তোমার ঐ প্রফুল্ল মুখকান্তি যেন চিরদিন দেখিতে পাই, আমাকে ত্যাগ করিও না, থাক থাক চিরদিন এই হৃদয় অধিকার করিয়া থাক, আমি তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া এ বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইব।" নীরবে অশ্রুধারা কপোলপ্রান্ত অভিষিক্ত করত পতিত হইল, বিমলানন্দ অবহিতচিত্তে সেই মানসমোহিনীর মূর্ত্তির অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে, সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বিমলানন্দের তথাবিধ ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন পরে স্নেহবচনে ডাকিলেন "বৎস।" বিমলানন্দ পরিধেয় বস্ত্রে চক্ষু মুছিয়া চাহিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি স্নানাহার কিছুই কর নাই, আইস গঙ্গাস্নান করিলে সকল কষ্ট দূর হইবে।"

বিমলানন্দ অবনতমস্তকে বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং উভয়ে গঙ্গার সুশীতল সলিলে অবগাহন করিলেন। জলে নামিবামাত্র বিমলানন্দ চক্ষের জল কিছুতেই রাখিতে পরিলেন না, পবিত্রসলিলে সে সন্তাপবারি মিশিয়া গেল। অনেকক্ষণ স্নানের পর উভয়ে উঠিয়া আসিলেন। বিমলানন্দের অন্য কোন বস্ত্র নাই। সন্ন্যাসী নিজে একখানি কৌপীন পরিলেন এবং একখানি বড় কৌপীন বিমলানন্দকে দিলেন। কৌপীন পরিতে বিমলানন্দের লজ্জাবোধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী একখানি গৈরিক বসন তাঁহাকে দিলেন, বিমলানন্দ তাহা পরিয়া ভক্তিভাবে তৎসমীপে বসিলেন। সন্ন্যাসী নিজে বিমলানন্দের শরীরে ভস্ম মাখাইয়া কহিলেন "তোমার এ সুন্দর শরীরে ভস্ম শোভা পায় না, তথাপি এ শরীর ও ভস্মে কোন প্রভেদ নাই, তাহা বুঝাইবার জন্য তোমার শরীরে ভস্ম মাখিয়া দিলাম।" সন্ন্যাসী তখন রুটী প্রস্তুত করিয়া বিমলানন্দকে দিলেন। বিমলানন্দ সজলনয়নে কহিলেন "পিতা! আমি আজ কিছুই খাব না, আমার পেটের ভিতর যেন কেমন করিতেছে।" সন্ন্যাসী কহিলেন "বুঝিয়াছি, কোন নূতন শোকের হস্তে পড়িয়াছ। বোধ হয় কোন প্রেমের তরী ডুবিয়াছে—সে'ত সকলই ভস্ম। তুমি এখনও ভস্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পার নাই।" বিমলানন্দের চক্ষে জল আসিল। সন্ন্যাসী কহিলেন "বৎস! শরীরকে কষ্ট দিও না। শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং—আমরা সন্ন্যাসী কিন্তু শরীরকে রক্ষা করিতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। তুমি আহার কর, আমি তোমার সন্তাপ দুর করিয়া দিব।" বিমলানন্দ অগত্যা কিছু আহার করিলেন। তখন উভয়ে শয়ন করিলেন। সন্ন্যাসী মধুরকণ্ঠে ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সুমিষ্ট স্বর ও অপূর্ব্ব ভাবের উচ্ছ্বাসে বিমলানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি অবহিতচিত্তে তাহা শুনিতে লাগিলেন। স্তোত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সন্ন্যাসী বিমলানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "বৎস! হৃদয় হইতে শোকসন্তাপ দূর করিয়া ভগবচ্চিন্তায় অনুরক্ত হও, এমন সুখ শান্তি আর কোথাও পাইবে না।" বিমলানন্দ কাতরবচনে কহিলেন "পিতা! এ পাপ হৃদয়ে ভগবানের ভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী। মোহজাল ছিন্ন করিয়া দেও, দেখিবে ভগবানের জ্যোতি হৃদয়কন্দর আলোকিত করিবে। যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত মোহের

অনুসরণ করিতেছ, সেরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের পথে বিচরণ করিলে সদ্যঃসিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়। তোমার ব্যাকুলতা পাইলে আমি ধন্য হইতাম।

বিমলানন্দ। পিতা! মোহজাল ছিন্ন করিবার উপায় কি?

সন্ন্যাসী। তুমি নিজে বুঝিয়া নিজে না চলিলে আমার উপদেশে তোমার কোন ফলই হইবে না। ব্যাধি নির্ণয় কর, ঔষধের অভাব হইবে না। জগতে এত ধর্ম্ম পুস্তক আছে, এত ধার্ম্মিক পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি মোহজাল ছিন্ন হইল না। তুমি যে দেশে জন্মিয়াছ সেই দেশে বুদ্ধদেব, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ অধিষ্ঠিত আছেন, তথাপি কেন মোহে ঘুরিতেছ? এই মোহচক্রে ঘুরিতে থাক, ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন আপনা হইতে মোহজাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। *কলুর বলদের ন্যায় অনবরত খাটিতে থাক, চক্ষের ঠুলি একদিন* খসিয়া পড়িবে।

বিমলানন্দ। সে ভাগ্য কি আমার হইবে। সকলের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিয়া থাকে?

সন্ন্যাসী। বৎস! মুখে যাহা চাহি তাহা অনেক সময়ে পাই না সত্য, কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একবার চাহিয়া দেখ, অবশ্য পাইবে। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। যাহারা আলস্যের কোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া পুণ্যের অলোকে বিভাসিত হইতে চাহে অথবা কল্পনায় ভাসিয়া স্বর্গরাজ্য প্রবেশের প্রত্যাশা করে, তাহারা পদে পদে বিড়ম্বিত হয়। কাহার না ইচ্ছা সাধু হই, তবে কেন এত লোক প্রলোভনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে? দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে, অথবা দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইব এরূপ প্রতিজ্ঞা না করিলে কিছুতেই রক্ষা নাই। যাও, ফিরিয়া যাইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন কর, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার কর, পরের জন্য অনবরত খাটিবে, কিন্তু কিছুই প্রত্যাশা করিও না, এই ভাব যখন স্বাভাবিক হইবে, তখন জগতের বিচিত্রতা বুঝিতে পারিবে, ক্রমে ক্রমে অসারতা উপলব্ধি হইবে। তখন মন আপনা হইতে ভগবানের দিকে পরিচালিত হইতে থাকিবে। তিনিই যে আমাদের একমাত্র অবলম্বন তাহা ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিবে। তদনুধ্যানে তখন কত আরাম ও

তৃপ্তি পাইবে; সঙ্গে সঙ্গে মোহজাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। অকস্মাৎ পূর্ণ জ্যোতিঃ দেখিয়া উৎফুল্ল হইবে। আজ যে ব্যাকুলতার সহিত মোহ মরীচিকার অনুসরণ করিতেছ, তখন সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত সেই জ্যোতির অনুসরণ করিতে থাকিবে, তবে সে ব্যাকুলতায় ক্লেশ নাই, শোক নাই, তাপ নাই, উহা শান্তির প্রবাহ, সুখের উৎস, ধর্ম্মের প্রস্রবণ। সেই ব্যাকুলতা স্বর্গাধিরোহণের পুষ্পরথ।

বিমলানন্দ। পিতা! সংসারের সম্বন্ধ আমার স্খলিত হইয়াছে, এ হৃদয় চিরদিনের তরে ভগ্ন হইয়াছে, আমি কাহার জন্য খাটিব?

সন্ন্যাসী। পরের জন্য খাটিবে। দেশের জন্য খাটিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারাই নিজের জন্য খাটে। এ ভগ্ন হৃদয় লইয়া নিষ্কর্ম্মা হইলে দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। এ হৃদয় লইয়া কখনও ভগবানকে পাইবে না। সংসার সুখে তোমার মন এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই, তুমি হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছ, তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই। যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতে নিবৃত্তি। যাও সংসারে ফিরিয়া যাও। প্রেমতরী ডুবিয়াছে, নূতনতরী আশ্রয় করিয়া ভাসিতে থাক, মনের সমুদয় বিষাদ বিদূরিত হইবে। প্রফুল্লমনে যেদিন সংসার হইতে অপসৃত হইতে পারিবে, সেই দিন প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারিবে। এখন যাহা কিছু করিবে সকলই বিড়ম্বনা।

বিমলানন্দ। দেব! আমি বিকলচিত্ত হইয়াছি, আমার হৃদয়ের স্বর্ণ প্রতিমা অতলজলে ডুবিয়াছে। আমি সে শূন্যহৃদয়ে আর কাহাকেও অধিষ্ঠিত করিতে পারি না।

বিমলানন্দ অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "বৎস! শোকের প্রথম আবেগ বড়ই অসহনীয়। এখন কোন সান্ত্বনাই তোমাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে না। তুমি কিছুকাল তীর্থপর্য্যটন কর। যেখানে উৎসব, যেখানে জনতা, সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। ক্রমে শোকের প্রবাহ মন্দীভূত হইবে, তখন সৎপথে মন পরিচালিত করিতে পারিবে। আর আমি তোমাকে যে বেশ পরাইয়া দিয়াছি, এ বেশ শীঘ্র ত্যাগ করিও না, এই ভাবে দেশপর্য্যটন করিবে, তাহাতে অনেক সুবিধা আছে।

বিমলানন্দ। পিতা! আমি ঘোর পাপী, আমার পক্ষে সন্ন্যাসীর বেশ শোভা পাইবে কেন?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া তীর্থপর্য্যটন করিলে বিপদ ও প্রলোভনের কম সম্ভাবনা। জগৎগুরুর শিষ্যের সম্মুখে কোন বাধা বিপত্তি তিষ্ঠিতে পারে না। যাহারা কপটাচারী, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। যাহারা পাপে অনুতপ্ত, তাহারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলে উহা কিয়ৎপরিমাণে পাপের প্রতিরোধক হইয়া দাঁড়ায়। তদ্ভিন্ন দস্যুতস্করের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে। পাণ্ডাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবে। যথেচ্ছভাবে তীর্থস্থান সকল দর্শন করিতে পারিবে। সময়মত আশ্রয় পাইবে। সাধু সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ পরিচয় হইবে। নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইবে। কিন্তু সাবধান লোভে পতিত হইও না। আত্মগরিমায় স্ফীত হইও না। কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিও না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সাহায্যের প্রার্থী হইও না। কোন গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইও না, যদি লও তবে এক বেলার বেশী কোনমতে থাকিও না। কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কাহারও মায়ায় আকৃষ্ট হইও না। নিজে মূর্খ ও পাপী এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে লৌকিক আচার ব্যবহার, প্রকৃতির শোভা ইত্যাদি অবলোকন করিতে থাকিবে। এই ভাবে কিয়দ্দিন ভ্রমণ করিলে তোমার মন আপনা হইতে সুস্থির হইবে, তখন স্বীয় বিবেকের নির্দ্দেশ-মতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না।

বিমলানন্দ। পিতা! আমি আপনার সহিত থাকিব, তাহা হইলে আমার মন শীঘ্রই সুস্থির হইবে।

সন্ন্যাসী। বৎস! আর ভ্রমে পতিত হইও না। মানুষের উপর অনুরাগ সংস্থাপন করিলে যে মনস্তাপ পাইতে হয়, তাহা কি বুঝিতে বাকি আছে? এ সংসারে যাহারা নিজের সুখ দুঃখের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে, তাহারা পদে পদে প্রতারিত ও সন্তাপিত হইয়া থাকে। আমি তোমার মায়ায় আকৃষ্ট হইতে চাহি না, তোমাকেও আকৃষ্ট হইতে দিব না, তাহাতে উভয়েরই দুঃখ। মানুষ ভুলিয়া গিয়া মানুষের দেবতাকে আশ্রয় কর, সমুদয় শোকতাপ নিমেষমধ্যে অপসারিত হইবে।

বিমলানন্দ। দেব! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল। আমি তৃণের

ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইব ? আমার যে এত আশা ছিল তাহার পরিণাম কি হইল ? এত যে কল্পনা ছিল, এত যে মহৎ উদ্দেশ্যে হৃদয় সংপূরিত ছিল, তাহা কি এইরূপে পর্য্যবসিত হইল। আমার হৃদয়ের সে প্রফুল্লভাব কোথায় গেল ?

বিমলানন্দ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী। বৎস ! স্থির হও। তোমাকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি নিজের কর্ত্তব্যপথ নিজে অবশ্যই স্থির করিয়া লইতে পারিবে। নিতান্ত তরুণ বয়স, তাহার উপর শোকের আঘাত বড়ই লাগিয়াছে, এই জন্য জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছ, ক্রমে এ ভাব অন্তর্হিত হইবে। বৎস। যদি প্রকৃত মহৎ উদ্দেশ্যে হৃদয় প্রণোদিত হয়, তবে সংসারের কোন বিপর্য্যয়ই সে হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে না। তুমি প্রণয়িনী হারাইয়া আজ কাঁদিতেছ, কিন্তু মহাত্মারা অনেক সময়ে প্রণয়িনীর স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিয়া জগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যুবকের মনে কত কল্পনাই ভাসমান, কিন্তু তাহার কোন একটী স্থায়ী হইলে, অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তরঙ্গাকুল সাগরের অভ্যন্তরে একটী তৃণ স্থিরবৎ দাঁড়াইল, তাহারই সমন্তাৎ রাশি রাশি পদার্থ আসিয়া সম্মিলিত হইল ; কালসহকারে সেই সমুদ্র ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব দ্বীপ প্রকাশমান হইয়া মানবের আবাসভূমিতে পরিণত হইল। মনে করিলে তুমিও অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিতে পার।

বিমলানন্দ। আমি অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমার দ্বারা আর কিছুই সাধিত হইবে না, আমি জগতে পাপ ও দুঃখ বৃদ্ধি করিতে আসিয়াছিলাম ; তাহাই করিয়া চলিলাম।

সন্ন্যাসী। বৎস ! মানবজীবন তুচ্ছ করিও না। ভগবান কোন্ সূত্রে কাহার দ্বারা কি সাধন করেন তাহা কে বলিতে পারে ? তোমার ন্যায় যুবকের পক্ষে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করা আদৌ শোভা পায় না। অজ্ঞান-তিমিরে তোমার দেশ আবৃত, কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, তোমরা মনে করিলে অনেক পরিমাণে স্বদেশের দুর্গতির অপনোদন করিতে পার।

বিমলানন্দ। পিতা ! এ পরাধীন দেশে কোন উন্নতিরই প্রত্যাশা নাই। যাঁহারাই দেশের জন্য খাটিতেছেন, তাঁহারাই বিফলমনোরথ হইয়া নিরাশ হইতেছেন

সন্ন্যাসী। বৎস! দেশ পরাধীন বলিয়া দুঃখ করিও না। উহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই ভারতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাস। ইহাদের মধ্যে একতা না থাকায় এতকাল ভারতের দুর্গতি-ভোগ হইয়াছে। শুভক্ষণে ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই একতার সূত্রপাত হইয়াছে। ক্রমে সমুদয় জাতি সেই একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক অতি সুমহান জাতিতে পরিণত হইবে। যতদিন তাহা সংসাধিত না হইবে, ততদিন ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বিমলানন্দ। যে জাতি ভারতের এতদূর কল্যাণসাধন করিবে, ভারত একতার বলে বলীয়ান হইয়া কি সেই জাতিকে দূরীকৃত করিয়া চিরকলঙ্কিত হইবে?

সন্ন্যাসী। তুমি আমি কিছুই করিব না। যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই সমুদয় করিবেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজ জাতিকে এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ইংরাজের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া ঘটনাক্রমে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেই হইবে এবং যে মুহূর্ত্তে সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে ইংরাজ জাতির আধিপত্য অপসৃত হইবে, ভারতের ইচ্ছা না থাকিলেও ভারত স্বাধীন হইয়া পড়িবে। যে ঘটনাসূত্রে রোমের আধিপত্য ইংরাজের দেশ হইতে স্খলিত হইয়াছিল, কে বলিবে যে তদনুরূপ ঘটনাসূত্রে ইংরাজের শাসন এ দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে না?

বিমলানন্দ। তাহা হইলেই বা আমাদের নিস্তার কোথায়? যে মুহূর্ত্তে ইংরাজ চলিয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে আমরা হয় অন্য দেশের অধীন হইয়া পড়িব, নতুবা নিজেরা মারামারি করিয়া হীনবল হইয়া পড়িব।

সন্ন্যাসী। আর নহে, ঈশ্বরের সে অভিপ্রায় নয়। ইংরাজী শিক্ষার গুণে ভারতবাসীর কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকসিত হইবে, স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সহস্র বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, স্বদেশের প্রতি মমতা সকলেরই হৃদয় পরিচালিত করিবে, একতার বিজয়ভেরীনিনাদে সমগ্র ভারতসন্তান মস্তক উত্তোলন করিবে। এই যে জাতীয় সমিতির অভ্যুত্থান হইয়াছে, উহাই ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবে। নিয়তির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে যখন ইংরাজ ভারত প্রত্যাখ্যান করিবে, তখন এই জাতীয় সমিতি দেশে শান্তি ও সুশাসন সংস্থাপন করিবে।

বিমলানন্দ। পিতা! ভারতের ভাগ্যে কি এমন দিন ঘটিবে?

সন্ন্যাসী। অবশ্যই ঘটিবে। আমি মানসচক্ষে ভারতের সে গৌরব-সূর্য্য প্রকাশমান দেখিতেছি। বৎস! স্বদেশের প্রতি তোমার এত অনুরাগ, তুমি কেন শোকে দুর্লভ জীবন ভাসাইয়া দিতেছ? একটী নারীতে হৃদয়ের সমুদয় প্রেমপ্রবাহ সংরুদ্ধ রাখিয়া জীবনের মহদুদ্দেশ্য সকল বিস্মৃত হইয়াছিলে, এখন উহা সম্প্রসারিত করিয়া স্বদেশের মঙ্গলানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হও। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা কর। এই নির্জ্জীব ও অচেতন জাতি যাহাতে সজীব ও সচেতন হইয়া উদ্যমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় তদ্বিষয়ে বিহিতবিধানে যত্ন কর। যেমন সাধ্য, তেমনি পরিশ্রম কর। যদি একটী হৃদয়ও প্রস্তুত করিতে পার, তবে জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

বিমলানন্দ অবহিতচিত্তে ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর উপদেশ শুনিতেছিলেন। মন অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছে। ভক্তিভাবে কহিলেন "গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন হৃদয় হইতে শোকতাপ দূর করিয়া আপনার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে পারি।" সন্ন্যাসী যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বিমলানন্দকে বুকের দিকে টানিয়া লইলেন। তদীয় স্নেহকরসংস্পর্শে বিমলানন্দ অচিরাৎ তাঁহার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাত হইবামাত্র বিমলানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী তথায় নাই। আকুলমনে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন, কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না, সন্নিহিত বটবৃক্ষাশ্রিত বিহঙ্গমসমূহের ন্যায় তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বিমলানন্দ অতীত রজনীর ঘটনার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিলেন। আবার নির্ম্মলার কথা মনে পড়িল, তখন সকল ডুবিয়া গেল, বিমলানন্দ তাহারই বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুরই স্থিরতা নাই, বিমলানন্দ তৃণের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। মন কাঁদিয়া আকুল হইল—"হায় আমি হৃদয়ে হৃদয়ে ভালবাসা লুকাইয়া রাখিলাম না কেন? কেন সে হৃদয়ের আবেগ দেখাইলাম? কেন এ হৃদয়ে লালসা জন্মিল? চিত্তের প্রফুল্লতা হারাইয়া আমার এ কি দশা হইল? নির্ম্মল! তুমি আর একবার আমাকে দেখা দেও, আমি শুদ্ধ তোমার মুখখানি দেখিব, আর স্পর্শ করিতে চাহিব না। তাহাতেও যদি তোমার লজ্জাবোধ হয়, তবে

আমি লুকাইয়া লুকাইয়া তোমাকে একবার দেখিব, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমাকে তিরস্কার করিলেই যথেষ্ট হইত, আমি তাহাতেই সংশোধিত হইয়া তোমাকে সুশীলার ন্যায় দেখিতাম, কখনও পাপকল্পনাকে মনে স্থান দিতাম না। তুমি আমাকে এ গুরুতর শাস্তি দিলে কেন? আমি চাহিলাম জল, তুমি সত্যসত্যই আমার মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলে; আমি চাহিলাম আশ্রয়, তুমি আমাকে অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে? আমি কি এতই পাপী যে তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলে না? তোমার অশ্রুবিন্দু দেখিলেই আমার পাপলালসা তিরোহিত হইত, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের কোন ব্যাঘাত হইত না।, ভগবান! আমার ত যাহা ঘটিবার তাহা হইয়াছে, এখন কি করিলে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহাই বলিয়া দিউন, আমার আর অন্য উপায় নাই।"

এইরূপে বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে বিমলানন্দ চলিলেন। সম্মুখে একটী সুরম্য উদ্যান, কত সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বিমলানন্দ দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন। উদ্যানস্বামী তাঁহাকে তথাবিধ আকৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন "সন্ন্যাসীঠাকুর! কোন ফুল চাহি কি?"

বিমলানন্দ চকিতভাবে কহিলেন "বাপ্‌রে। এ জীবনে আর ফুলস্পর্শ করিব না।" এই বলিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সরিয়া গেলেন।

এক স্থানে বিমলানন্দ দেখিলেন একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গার তীরস্থ হইয়াছেন, তদীয় পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পত্নী সাশ্রুলোচনে সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। দেখিয়া বিমলানন্দের চক্ষে জল আসিল, মনে মনে কাতর-ভাবে কহিলেন "নির্ম্মল! এইরূপ রোগশয্যায় একদিন যখন মৃতবৎ পড়িয়াছিলাম, তুমি আমার কত সেবা করিয়াছিলে; বড় সাধ ছিল অন্তিমকালে এইরূপ তোমাকে দেখিতে দেখিতে জীবনলীলা সংবরণ করিব—আমার সে সাধ চিরদিনের জন্য ফুরাইয়াছে, এ নির্ব্বান্ধবজগতে পথে ঘাটে পড়িয়া আমার জীবন শেষ হইবে।" কাঁদিতে কাঁদিতে বিমলানন্দ চলিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিমলানন্দ গঙ্গার সমীপবর্ত্তী তরুতলে উপবেশন করিলেন। একজন বৃদ্ধা স্নান পূজা সমাপনান্তে গৃহে যাইতেছিলেন, তিনি দেখিয়া কাতরহৃদয়ে কহিলেন

"আহা এই কচিবয়সে কঠিন সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়াছ, রোদে বাছাবি চাঁদমুখখানি শুকায়ে গিয়াছে। বাবা! তোমার কি মা নাই?"

বিমলানন্দ। মা! আমার সকল থাকিতেও কেহ নাই

বৃদ্ধা। বাবা! মায়ের মনে দুঃখ দিয়া কি এই বয়সে বিবাগী হইতে আছে? আহা! তোমাব মা এমন ছেলে হাবাইয়া অভাগিনী পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। বাবা তুমি গৃহে ফিবিয়া যাও।

বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল।

বিমলানন্দ। মা! আপনি কাঁদিবেন না। আমার মা সংসাব ছাড়িয়া কাশীবাসিনী হইয়াছেন। জগতে আমাব আব কেউ নাই। আমি সংসাবে একা থাকিয়া কি কবিব?

বৃদ্ধা। বাবা! তোমাবই শোকে তোমাব মা কাশীবাসী হইয়াছেন, একবার মায়ের বাছা মায়েব কোলে যাইয়া তাপিত প্রাণ শীতল কব। বাবা! ছেলে হাবাইয়া স্বর্গে থাকিলেও মায়েব প্রাণ স্থিব থাকে না। এস বাবা! আমাব বাড়ীতে এস, তোমাব মুখখানি শুকায়ে গেছে। আহা! এত বেলা হযেছে, এখনও কিছু আহাব হয় নাই।

বিমলানন্দ। মা! আমি আব গৃহস্থেব বাড়ী যাব না, যে ক'দিন বাঁচি, এইরূপ পথে পথে কাটাইব।

বৃদ্ধা। বালাই, কচিবয়সে মুখে ও সব কথা শোভা পায় না। তোমাব এ বয়সে অনেকে স্কুলে পড়িতেছে। বাবা! তোমাব কি বিয়ে হয় নাই?

বিমলানন্দ। মা! আমার আব কেউ নাই।

বৃদ্ধা। সেই জন্য এখনও সংসারে মন বসে নাই। তা বাবা তোমার যে চেহাবা তাহাতে তোমাব মত জামাই পাওয়া ত কপালের কথা। বাবা! আর কথায় কাজ নাই, বেলা গেছে, এস আমাব সঙ্গে এস, আমি বুড় মানুষ, আমার কথা শুন।

বিমলানন্দ অগত্যা বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সম্মুখে চারি পোতায় চারি খানি খড়েব ঘব, অতি পাবিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভক্তি হয়। চণ্ডীমণ্ডপেব পার্শ্বে ঠাকুব ঘর। বৃদ্ধা ঠাকুব ঘবে প্রবেশ কবিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করত বাহিরে আসিয়া কহিলেন "বাবা! তুমি ছেলে মানুষ, তুমি কি নিজে রসুই করিতে পারিবে? ঠাকুরেব ভোগ প্রস্তুত আছে, যিনি ভোগ রাঁধিয়াছেন তিনি কুলীনের মেয়ে।"

বিমলানন্দ। মা! আমি আপনার পাতে প্রসাদ পাইব। আমি পাপী, আমার অভিমান শোভা পাইবে কেন?

বৃদ্ধা। বাপ্‌রে—তুমি নারায়ণ, তাহাতে সন্ন্যাসী, তোমাকে কি আমি উচ্ছিষ্ট দিতে পারি?

বৃদ্ধা তখন যত্নপূর্ব্বক অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ ইত্যাদি বিমলানন্দকে আনিয়া দিলেন। সে মধুর স্নেহদর্শনে তাঁহার মন নিতান্ত বিগলিত হইল। অতি কষ্টে মনের উচ্ছ্বাস সংগোপন করত আহার করিলেন; বৃদ্ধা সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। আহারান্তে বিমলানন্দ চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া বসিলেন।

কথা গ্রামে শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একে একে কত লোকই দেখিতে আসিল। বৃদ্ধারা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল। যাহাদের অবিবাহিত কন্যা ঘরে আছে, তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এমনি একটী জামাই পাই, তবে আর দুঃখ থাকে না। সন্ধ্যার পর ক্ষীর, মোহনভোগ, লুচি, সন্দেস ইত্যাদি কত আসিয়া মজুত হইল। বিমলানন্দ দেখিয়া কাতরভাবে কহিলেন "আমি পাপী, নরাধম, আপনারা আমাকে এত যত্ন কেন করিতেছেন? আমি ধর্ম্মের জন্য এ সন্ন্যাসবস্ত্র পরি নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ইহা পরিয়াছি।" একজন বৃদ্ধা কহিলেন "তোমার ত এই বয়স, তুমি ইহার মধ্যে এমন কি পাপ করিয়াছ যে এত দুঃখ করিতেছ?" বিমলানন্দ ম্লানমুখে নীরব রহিলেন।

রাত্রি অনেক হইলে একে একে সকলে চলিয়া গেল, তখন বিমলানন্দ মনে মনে ভাবিলেন, আমি সন্ন্যাসীর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি নরপিশাচ, অথচ ইহারা আমাকে দেবতাবোধে ভক্তি করিতেছে। আমি সন্ন্যাসধর্ম্মের অবমাননা করিয়া এই কপট বেশ ধারণ করিয়াছি—ইহা আমার পাপশরীরে শোভা পাইবে কেন? তথাপি আমি গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিব না। তিনি স্বহস্তে আমাকে যে ভাবে সাজাইয়াছেন আমি সেই ভাবেই থাকিব। সংসারের সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমার প্রাণ উদাস হইয়াছে—আমি উদাসীন নয় ত আর ৫ক উদাসীন? এই উদাসীনবেশে আমি দেশে দেশে ফিরিব এবং ভস্ম-মাহাত্ম্য বুঝিতেও চেষ্টা করিব।" এইরূপ নানা চিন্তায় আকুল হইয়া বিমলানন্দ রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র প্রস্থান করিলেন। এবার স্থির করিলেন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চল যাইবেন। হরিদ্বারে

যাইবার নিতান্ত বাসনা জন্মিল, কিন্তু সঙ্গে একটী পয়সাও নাই যে রেল-গাড়ীতে যান। শরীরে খুব সামর্থ্য ছিল, তাই পূর্ব্বে অভ্যাস না থাকিলেও পদব্রজে চলিতে লাগিলেন।

বিমলানন্দ ক্রমে অজয় নদের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিশাল বালুকারাশির মধ্য দিয়া অতি স্বচ্ছ সলিল প্রবাহিত দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল; বিমলানন্দ সুশীতল বারিপানে শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি নদীতীরস্থ তরুমূলে উপবেশন করিলেন। সন্নিহিত নদীর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিমলানন্দ বিমোহিত হইলেন। ভূমিখণ্ড কোন স্থানে উন্নত, কোন স্থানে অবনত। দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রবাহিনী প্রবাহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেমন সুন্দর আম্রকানন, অপূর্ব্ব ইক্ষুক্ষেত্র, রমণীয় তালবৃক্ষের শ্রেণী। অনন্ত বালুকারাশির উপর সৌরকর নিপতিত হইয়া শুভ্র জ্যোতির বিকাশ করিয়াছে। দূরে ধেনুদল বিচরণ করিতেছে। আম্রকাননের শাখায় বসিয়া বিহঙ্গমগণ মধুর কাকলীতে তৎপ্রদেশ আমোদিত করিতেছে। সে সঙ্গীত পরাস্ত করিয়া অদূরে তালতরুতলে সাঁওতাল দুহিতা উপবেশন করিয়া আকণ্ঠপ্রসারিত স্বরে প্রেমসঙ্গীত চতুষ্প্রান্তে পরিপূরিত করিতেছে। সে স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সাঁও-তাল যুবক তাহার প্রত্যুত্তর সঙ্গীত গাহিতেছে। সঙ্গীতে প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। হৃদয়ের অপূর্ব্ব উল্লাস, প্রেমের উচ্ছ্বাস, স্বাস্থ্যের প্রফুল্লতা, স্বরের মোহনমূর্চ্ছনা সমবেত হইয়া মূর্ত্তিমতী কবিতার মধুরলীলা বিকাশ করিতেছে। কে না বলিবে যে এই প্রেমসঙ্গীত জয়দেবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কবিত্বের উন্মেষ করিয়াছিল, এবং ভাষার সুধাতরঙ্গ তুলিয়া প্রেমের আমন্ত্রধ্বনিতে তদীয় চিত্ত আলোড়িত করিয়াছিল। প্রেমের সে সঙ্গীত শুনিয়া বিমলানন্দ বিকলচিত্ত হইলেন, নয়নে অশ্রুধারা বহিল, কাতরভাবে নির্ম্মলাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন "সঙ্গীতময়ি! চিরদিনের তরে এ হৃদয়ের সঙ্গীত ফুরাইয়াছে, আর সে তন্ত্রী বাজিবে না। জীবনের কবিত্ব শুকাইয়াছে, কল্পনা তিরোহিত; সুখতারা অস্তমিত হইয়াছে। এ ভাববহ জীবন বহিয়া আর কোন ফল নাই। এই অজয়ের চরণতলে পতিত হইয়া আমার বোধ হইতেছে, আমি অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীট, এই অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে আমি

একটী কণামাত্র, কিন্তু নির্ম্মল! তুমি যখন এ হৃদয় অধিকার করিয়াছিলে, তখন আমার এ ভাব ছিল না, আমি তোমার স্নেহচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া যখন চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতাম, এ বিশাল পৃথিবী আমার সুখশয্যা, এই অনন্ত আকাশ আমার চন্দ্রাতপ, ঐ সূর্য্য আমার দীপালোক বলিয়া অনুমিত হইত। আজ যে জড়জগৎ মৃতজগৎ বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তাহা সজীব সচেতন ছিল। হায়! আমার প্রেমতরী ডুবিয়া যাওয়ায়, আমার এ কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। ভগবান্! আমার কি জীবনের শেষ পরিণাম এই হইল!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিমলানন্দ নেত্র নিমীলিত করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। আবার সেই প্রেমসঙ্গীত মৃদুতরঙ্গ প্রবাহের ন্যায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুধাস্রোত ঢালিয়া দিল। কত ভাবেই তাঁহার চিত্ত পরিচালিত হইতে লাগিল।

এদিকে ক্রমাগত স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গ করায় বিমলানন্দের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। এতক্ষণ সঙ্গীতের আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া তিনি কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জ্বরবোধ হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। বিমলানন্দ জ্বরের প্রকোপে অচেতন হইয়া সেই নির্ব্বান্ধব স্থানে একাকী পড়িয়া রহিলেন। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু সাধ্য নাই যে নামিয়া জল পান করেন। সান্ধ্যসমীরণের স্নিগ্ধতায় শরীরের সন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে চৈতন্যোদয় হইল, নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। বিমলানন্দ মনে মনে কহিলেন "নির্ম্মল! আজ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আজ রজনীতে অজয়তীরে এ দেহপাত হইবে। তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, যেন পরজন্মে তোমার পবিত্র মুখখানি একবার দেখিতে পাই।" বিমলানন্দ কল্পনাবলে সেই মুখখানি দেখিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থিরভাব ধারণ করিলেন। সহসা বোধ হইল যেন কে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বিমলানন্দের শরীর কণ্ঠকিত হইল, নয়ন উন্মীলন করিয়া অকস্মাৎ রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া "নির্ম্মলা, নির্ম্মলা" বলিয়া চীৎকার রোদনধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

রমণী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কলসী হইতে জল লইয়া বিমলানন্দের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া অঞ্চলে ব্যজন করিতে লাগিল। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি নয়নযুগল প্রসারণ করত কহিলেন "কৈ আমার নির্ম্মলা, আমার নির্ম্মলা

কোথায়?" রমণী মৃদুবচনে কহিল "আমার নাম নির্ম্মলা নয়।" বিমলানন্দ বিষণ্ণবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ান রহিলেন। রমণী কহিল "আপনার অসুখ দেখিতেছি, এখানে রাত্রিতে কিরূপে থাকিবেন? আমাদের বাড়ীতে চলুন।" বিমলানন্দ কহিলেন "না, না, আমি আর কোথায়ও যাইব না, আজ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" রমণী পুনরায় কহিল "এ নদীতীরে একাকী রাত্রিতে কিরূপে থাকিবেন? আমাদের বাড়ী নিকটে, উঠিয়া আসুন।" রমণীর স্নেহের আগ্রহভাব দেখিয়া বিমলানন্দ একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন— সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখখানি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন "এ মূর্ত্তি এখানে কিরূপে আসিল? কবির কথা সত্যসত্যই প্রকৃত, দেখিতেছি জগতের উদ্যানলতা এ বনলতার নিকট পরাস্ত হইল, অথবা বনদেবী প্রসন্না হইয়া হতভাগাকে আশ্রয় দিবেন বলিয়া যেন অবতীর্ণ হইয়াছেন। না, না, করুণার এ আশ্রয় আমি উপেক্ষা করিব না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল, নয়নযুগলে অশ্রু-বিন্দু উদ্গত হইল, তাহা মুছিয়া বিমলানন্দ কহিলেন "চল যাইতেছি।"

রমণীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, উৎসাহে কলসী লইয়া চলিতে লাগিল, বিমলানন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বিরাজিনী।

বিমলানন্দকে সঙ্গে করিয়া রমণী একটী ক্ষুদ্র বাটীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে তিনখানি খড়ের ঘর, একখানি চালা—উহার একখানি শয়নগৃহ, একখানি রন্ধনগৃহ, একখানি গোয়াল ও চালাখানি ঢেঁকিঘর। বাড়ীর চতুর্দ্দিক মাটীর প্রাচীরে বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকে গ্রাম্যরাস্তা, পূর্ব্বদিকে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, উত্তরে একটী ফলের বাগান। শয়নগৃহের সম্মুখের একাংশ ঘেরা ছিল, তথায় বিমলানন্দের শয্যা রচিত হইল, তিনি তথায় যাইয়া শয়ন করিলেন। একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি! ও কে?" রমণী কহিল "উনি সন্ন্যাসীঠাকুর, জ্বর হয়ে নদীর ধারে পড়েছিলেন, তুমি উঁহার নিকট বৈস।" বালক বিমলানন্দের চরণতলে বসিয়া পা টিপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কত ভাবস্রোতে হৃদয় পূর্ণ হইল। মনে মনে ভাবিলেন—এই জন্যই ঋষিরা গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পথে পথে বিচরণ করিয়া সুখ কোথায়? পরের সাহায্য ভিন্ন আমরা একদণ্ড দাঁড়াইতে পারি না, স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাই। সংসারে যাহার কেহ নাই, সে হতভাগ্য। যে একাকী থাকিতে চাহে সে ভ্রান্ত। হায়, হায়! আমার নির্ম্মলা থাকিলে, আমার আজ এ দুর্গতি হইবে কেন? ভগবান! এ হৃদয়ে শান্তি কবে পাইব? কবে তোমাকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া তোমাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিব? কৃপা কর, প্রসন্ন হও, এ হৃদয়ের বেদনা দূর করিয়া দেও। বিমলানন্দ কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রমণীর নাম বিরাজিনী। বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। দেড় বৎসর হইল বিরাজিনী পিতৃহীনা হইয়াছে। কুলীন কন্যা, বিশেষ অভিভাবক কেহ নাই, এজন্য অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। গ্রামে আত্মীয়ের মধ্যে পিতার জ্ঞাতি ভাই মাধবচন্দ্র আছেন, তিনি বিবাহের কথা বলিলে বিরাজিনী বলিত "আমার ভাই আগে মানুষ হউক, আমি এখন বিবাহ করিব না।" বিরাজিনীর অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, পিতার যত্নে ভাই

ভগিনী উভয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল। পিতা গুরু মহাশয়ের কার্য্য করিতেন, তাহাতে যাহা পাইতেন এবং বাগানের যে আয় হইত, তাহাতে সংসার এক প্রকার চলিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন তাঁহার দশ বিঘা ধানী জমি ছিল, তাহাতেও সংসারের অনেক সংকুলান হইত।

বিরাজিনীর ভ্রাতার নাম গোপাল। গোপাল ভিন্ন সংসারে বিরাজিনীর আর কেহ ছিল না, সে আর কাহাকেও জানিত না। পিতার মৃত্যুর পর হইতে বিরাজিনী ভ্রাতাকে মানুষ করিতেছে, একদিনও তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে দেয় নাই। সংসারে যাহা আয় ছিল তাহাতে তাহাদের কোন ভাবনা ছিল না। একটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল তাহাতে ৬।৭ সের করিয়া দুগ্ধ হইত। ঐ দুগ্ধে যে ঘৃত প্রস্তুত হইত তাহা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ হইত। নিজে যার পর নাই পরিশ্রমী ছিল, এজন্য বাড়ীতে সকল প্রকার তরকারী হইত। পুষ্করিণীতে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য ছিল। বাগানে যে ফলকরা হইত, তাহাতেও লাভ হইত। ফলকথা তাহাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। মাধবচন্দ্রের অবস্থা অতীব হীন ছিল, তিনি অনেক সময়ে বিরাজিনীর নিকট সাহায্য পাইতেন, একারণ অভিভাবক হইলেও, তিনি তাহার কথা খুব শুনিতেন, কখনও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না। ছোটলোক অনেকে তাহার বাধ্য ছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। তাহাদের ছেলে পিলে বাড়ীতে আসিলে, কখনও শুধু হাতে ফিরিয়া যাইত না। ইহাদের মধ্যে কালু ডোমই বিশেষ বাধ্য ছিল, সে বিরাজিনীকে মা বলিয়া ডাকিত এবং রাত্রিতে আসিয়া তাহার বাড়ীতে শুইয়া থাকিত। বিরাজিনী তাহাকে মাসে আট আনা করিয়া দিত।

সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আর কি করিব ? তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহাকে দেখিয়া বিমলানন্দের নির্ম্মলা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। বিরাজিনীর বাহ্যিক পারিপাট্য কিছুই ছিল না, কেশবিন্যাস ছিল না, অলঙ্কারের শোভা ছিল না, বস্ত্রের বাহার ছিল না, তবে স্বাস্থ্যের প্রফুল্লতা, স্বভাবের কোমলতা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। সুস্থ সবল সুছাঁদ শরীরে যৌবনের রেখা প্রকাশমান—যেন বিকাশোন্মুখ স্থলপদ্ম। মুখকমলে প্রীতিরেখা অঙ্কিত—যেন চন্দ্রের সুধায় গঠিত, সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন বনকুসুমের প্রতিবিম্ব পড়িয়া সে মুখকান্তিকে এত সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

যৌবনের চঞ্চলতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, নয়নের বৈদ্যুতিক বিস্ফুরণ, ভাবের উচ্ছ্বাস—সে সব কিছুই বিরাজিনী জানিত না ও বুঝিত না। সে জানিত না হিষ্টিরিয়ার পীড়া কাহাকে বলে, বুঝিত না সাংসারিক পরিশ্রম করিলে আবার সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া যায়। সাংসারিক পরিশ্রম করা যে হত-ভাগিনীর লক্ষণ, তাহা সে কখনও শুনে নাই, এবং নিজেও কখনও বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়া সংসারের উন্নতি করিয়াছিল, এবং প্রাণপণে ভ্রাতার লালনপালন করিত। পিতার কথা মনে পড়িলে সে সময়ে সময়ে কাঁদিত, আবার গোপালকে দেখিলে ও তাহাকে কোলে করিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। এইরূপে ভ্রাতাকে লইয়া বিরাজিনী জীবন অতিবাহিত করিতেছিল।

এদিকে শয়ন করিবামাত্র বিমলানন্দের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। গোপাল তাহা উত্তমরূপে মুছাইয়া দিল। জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলানন্দ উঠিয়া বসিলেন। বিরাজিনী কিছু দুগ্ধ গরম করিয়া আনিয়া দিল। বিমলানন্দের বিলক্ষণ ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, তিনি দুগ্ধপান করিয়া শয়ন করিলেন। বিরাজিনী ও গোপাল তাঁহার নিকট আসিয়া বসিল। এই সময়ে কালু তথায় আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে শয়ান দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! ও কে?"

বিরাজিনী। উনি একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর, জ্বর হয়েছে।

কালু। মা! সন্নেসীকে বিশ্বেস ক'রো না, শ্যালারা ভারি জোচ্চোর আমি অমন কত সন্নেসী দেখিছি। যে আসল সন্নেসী তার আবার জ্বর কোথায়? সে আবার নোকের বাড়ীতে এসে বাবুর মত শুয়ে থাক্‌বে কেন?

বিরাজিনী কালুর দিকে তাকাইয়া তাহাকে নিষেধ করিল। গোপাল কহিল "না কালু, এ সন্ন্যাসী ভাল মানুষ, তুই এঁকে দেখিস্ নাই, তাই অমন কথা বল্‌ছিস্।"

কালু আর কোন উত্তর না দিয়া ঢেঁকিঘরে যাইয়া শয়ন করিল।

বিমলানন্দ উঠিয়া বসিলেন, গোপালের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "গোপাল! কালু ঠিক্ বলেছে, আমি ভাল সন্ন্যাসী নহি, আমি পাপী, নরাধম, আমাকে কাহারও স্থান দিতে নাই।" বিরাজিনী অবনতবদনে ধীরে ধীরে কহিল "আপনি ওদের কথা শুন্‌বেন না, ওদের কি আর বুদ্ধি

বুদ্ধি আছে ?" গোপাল কহিল "আপনার চেহারা রাজার মত, আপনি ভালমানুষ, কালু চিনিতে পারে নাই।" বিমলানন্দ সজলনয়নে মুখাবৃত করত শয়ন করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বিমলানন্দ "নির্ম্মলা, নির্ম্মলা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিবাজিনী তাড়াতাড়ি বাহিবে আসিয়া ডাকিল। বিমলানন্দ চকিতভাবে কহিলেন "কৈ নির্ম্মলা না কি ?" পরে চৈতন্য হওয়ায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "আমাকে একটু জল দেও।" বিবাজিনী জল আনিয়া দিল, তাহা পান করিরা বিমলানন্দ শয়ন করিলেন, জ্বরের প্রকোপে নিতান্ত অস্থিব হইলেন। বিবাজিনী ললাটে হাত দিয়া বুঝিল বিলক্ষণ জ্বর আসিয়াছে, তথন তালবৃন্ত হস্তে কবিয়া ধীবে ধীবে ব্যজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পবে বিমলানন্দ কহিলেন "আব কষ্ট কবিতে হইবে না, তুমি শোওগে।"

বিবাজিনী। আমাব কিছুই কষ্ট হইতেছে না, আপনি ঘুমাইতে চেষ্টা করুন।

বিমলানন্দ। আমি চিরদিনেব তরে ঘুমাইব—গ্রামে ব্রাহ্মণ আছেত ?

বিরাজিনী। ও অমঙ্গল কথা মুখে আনিবেন না। আপনার বাড়ী কোথায় ? আপনার কে আছে ? আপনি ঠিকানা বলিলে কা'ল কালুকে পাঠাইয়া সংবাদ দিব। আপনাব অসুখেব কথা বাড়ীতে জানান উচিত।

বিমলানন্দ। আমি পথেব ফকিব হইযাছি, আমার থাকিয়াও কেহ নাই। আমি অজয়েব ধাবে বেশ ছিলাম, এতক্ষণ আমার সমুদয় যন্ত্রণাব শেষ হইত, তুমি আমাকে এথানে আনিয়া কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ, আমাকে সেথানে রাথিয়া আইস।

বিবাজিনী বিষণ্ণবদনে নীরবে বসিযা পূর্ব্ববৎ ব্যজন করিতে লাগিল। সে স্নেহেব ভাব দেথিয়া বিমলানন্দের চিত্ত বিগলিত হইল। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে গত হইল।

প্রভাত হইলে জ্বরের কথঞ্চিৎ উপশম হইল, বিমলানন্দ উঠিয়া বসিলেন। কালু উঠিয়া আসিয়া সে মূর্ত্তি অবলোকন কবত বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে অপবাধী মনে করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল "বাবাঠাকুর! কা'লু না বুঝ্‌তে পেরে অমন পাপ কথা মুখে এনেছিলাম, আমার অপবাধ মাপ ক'বো বাবা ঠাকুর।" বিমলানন্দ

প্রসন্নবদনে কহিলেন "না, না তোমার আবার অপরাধ কি? তুমি ঠিক কথা বলেছ, অনেক সন্ন্যাসী আছে, তাহারা বাস্তবিকই গৃহস্থকে ঠকাইয়া থাকে। আমি তোমার কথায় বড়ই সুখী হইয়াছি, আমার কাছে কিছু থাকিলে তোমাকে দিতাম, তবে আমি ফকির।"

কালু। বাবাঠাকুর! তুমি এ বয়সে কেন সন্নেসী হ'লে? তোমার কি মা বাপ নাই বাবাঠাকুর?"

বিমলানন্দ। আমার মাতাঠাকুরাণী তীর্থবাসিনী হয়েছেন। আমার আর কেউ নাই, আমি সংসারে সব হারাইয়া পথের ফকির হয়েছি।

কালু। বাবাঠাকুর তুমি কি বিয়ে কর নাই।

বিমলানন্দ। না, আমার কেউ নাই।

কালু। বাবাঠাকুর, তুমি বিয়ে করে আবার সংসারী হও। কিছু ওষুধ এনে যদি এখানে বস্‌তে পার, তবে বেশ দুদশ টাকা হয়। আমাদের রুক্মিণীহরণ ডাক্তারী কিছুই পড়ে নাই, অথচ আজ কাল বেশ দু দশ টাকা করেছে, মাগ ছেলের গায় ঢের গওনা দিয়েছে।

বিমলানন্দ। আমি টাকা নিয়া কি করিব? আমার কে আছে যে টাকা রোজগার করিব?

কালু। বাবাঠাকুর! টাকা দিয়া না হয় কি? টাকা দিয়া বাঘের দুধ মিলন যায়। বাবাঠাকুর! পেটের দায় বড় দায়—টাকা না হ'লে এক দণ্ড চলে না। তাহার উপর অসুখ বেসুখ আছে।

বিমলানন্দ পরাস্ত হইয়া নীরব হইলেন। কালু প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বেলা আটটার সময়ে পুনবায় জ্বর আসিল। মাধবচন্দ্র আসিয়া সমুদয় শুনিলেন এবং গম্ভীর ভাবে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে বসিয়া হাত দেখিয়া কহিলেন "ওঃ খুব জ্বর হয়েছে।" বিমলানন্দ অচেতন। মাধবচন্দ্র তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে কি বাঁধা আছে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া খুলিয়া নির্ম্মলার পত্র খানি দেখিতে পাইলেন। পত্র খানি লইয়া তিনি ধীরে ধীরে বিরাজিনীর কাছে আসিয়া চুপে চুপে তাহা পড়িলেন। নিজে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তবে বিরাজিনী ভাব গতিকে বুঝিল যে নির্ম্মলার শোকে ইঁহার এই দশা হইয়াছে। বিরাজিনী কহিল "ঐ চিঠিতে কোন ঠিকানা আছে কি?" মাধবচন্দ্র দেখিলেন উপরে এক স্থানে "কলিকাতা আমড়াই"

ষ্ট্রীট নং বাড়া” লেখা আছে। বিরাজিনী কহিল “কাকা! তুমি আজই কলিকাতায় যাও, ঐ ঠিকানায় তল্লাস করিলে অবশ্যই অনুসন্ধান পাইবে। পত্র খানি যেখানে ছিল, সেই স্থানে রাখিয়া দেও।” বিরাজিনী তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিয়া দিল, মাধবচন্দ্র আহার করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

এ দিকে জ্বরের অত্যন্ত বৃদ্ধি দেখিয়া গোপাল গ্রামের ডাক্তার রুক্মিণীহরণকে ডাকিয়া আনিল। ঔষধের গুণে ক্রমে বিমলানন্দের জ্বর কমিয়া আসিল। বিরাজিনী নিকটে বসিয়া বাতাস দিতে দিতে কহিল “আপনার মাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে, আপনার এ সময়ে তিনি আসিলে আপনার সকল অসুখ সারিয়া যাইত। তিনি কোথায় আছেন?”

বিমলানন্দ। তিনি কাশীতে আছেন। তিনি আসিলে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন।

বিরাজিনী। আপনি আর সন্ন্যাসী হইয়া কষ্ট করিবেন না, আপনার মা হয় ত কেঁদে কেঁদে পাগল হয়েছেন।

বিমলানন্দ। আমার মা কিছুই জানেন না। তিনি ধর্ম্মে মন দিয়াছেন; ছেলের জন্য আর তাঁহার টান নাই।

বিরাজিনী। হাজার ধর্ম্মে মন হইলেও, ছেলেকে মা কখনও ভুলিতে পারে না।

বিমলানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “তুমি এ সব কথা কিরূপে বুঝিলে?”

বিরাজিনী লজ্জায় মুখাবনত করিল। সে মধুর দৃশ্য দেখিয়া বিমলানন্দের সন্তাপিত প্রাণ কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল।

বিরাজিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল “আপনার নির্ম্মলা কে?” নির্ম্মলার নাম শুনিবামাত্র বিমলানন্দের শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল বিরসভাব ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। বিমলানন্দ শয়ন করিলেন। বিরাজিনী অপ্রতিভ হইয়া বাতাস দিতে লাগিল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

রাত্রিতে বিমলানন্দের ভয়ানক জ্বর হইল। সম্পূর্ণ বিকার হইয়াছে। বিমলানন্দ কতই বকিতেছেন। এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন

"ঐ আমার নির্ম্মলা ডুবিল, ধর, ধর, ধর।" কখনও বা কাতরস্বরে কহিলেন "আমার স্বর্ণপ্রতিমা ডুবিল, আজ আমার বিজয়া।" কখনও কহিলেন "নির্ম্মলা! তুমি কেঁদ না, আমি আজ হতে তোমাকে পবিত্রভাবে দেখিব।" কখনও কহিলেন "তুমি মাধবীলতা, আমি বিষতরু, তুমি আমার নিকটে এস না।" আবার কাঁদিয়া উঠিলেন "ডুবিল, ডুবিল, হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইল।" চক্ষুস্থির হইল, শরীর আড়ষ্ট হইল। বিরাজিনী কাঁদিয়া উঠিল। কালু দৌড়িয়া আসিল। গোপাল জাগিল। বিরাজিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "কালু! তুমি শীঘ্র ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।" কালু তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গেল। বিরাজিনী চখে মুখে ও মস্তকে জলসিঞ্চন করত বাতাস দিতে লাগিল, ক্রমে বিমলানন্দের সংজ্ঞা হইল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন—বিরাজিনী কাঁদিতেছে। স্নেহস্বরে কহিলেন "লক্ষ্মী কেঁদ না, কোন ভয় নাই।" চক্ষু মুদ্রিত হইল, নিদ্রার আবেশ আসিল। বিরাজিনী একদৃষ্টিতে সেই মুখখানি দেখিতে লাগিল। এত যে অসুখ, এত যে উপবাস, তথাপি যেন মুখখানি হাসিতেছে। সে রমণীয় মুখকান্তি দেখিয়া বালিকা মুগ্ধ হইল। নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা নাই। দেখিতে দেখিতে বালিকার হৃদয় ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস চলিয়া গেল, চক্ষে জল আসিল, কপোলপ্রান্ত ভাসিয়া গেল। বিরাজিনী মুখখানি অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। কি এক আবেগ আসিয়া তাহার হৃদয়কে উৎক্ষিপ্ত করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। তিনি বিমলানন্দকে কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলানন্দের বিলক্ষণ নেশা হইল। তিনি কখনও হাসিতে, কখনও কাঁদিতে, কখনও বা গান করিতে লাগিলেন। বিরাজিনী নিতান্ত ভীত হইল। কালু আসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবগতিক দেখিয়া মদের গন্ধ পাইয়া কহিল "মা! ভয় নাই, ডাক্তার খানিক মদ খাওয়াইয়া দিয়াছে। তুমি বাবাঠাকুরের মাথায় জল দিয়া বাতাস কর।" বিরাজিনী তাহা করায় বিমলানন্দ সুস্থ হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বিরাজিনী পার্শ্বে বসিয়া বাতাস দিতে লাগিল।

শেষরাত্রিতে বিরাজিনীর নিদ্রার আবেশ আসিল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার বোধ হইল যেন এক পরমা সুন্দরী রমণী বিদ্যুল্লতার ন্যায় সহসা অবতীর্ণা হইয়া মধুরকণ্ঠে কহিলেন "ভগ্নিনী বিরাজ! তুমি কোন ভাবনা করিও না, তোমাদের ক্ষীরভোগ নামে যে একটী আঁবগাছ আছে, তাহাকে

বেষ্টন করিয়া একটী লতা উঠিয়াছে, সেই লতার মূলের রস সেবন করাইলে, রোগী অচিরাৎ আরোগ্যলাভ করিবেন।" এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

জাগ্রত হইয়া বিরাজিনী আনন্দোৎফুল্লচিত্তে কালুকে ডাকিল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিল। বিরাজিনী প্রদীপহস্তে লতার মূল তুলিয়া আনিয়া রীতিমত পেষণ করত ভক্তিভাবে তাহার রস বিমলানন্দকে সেবন করাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমুদয় সন্তাপ সন্তাড়িত হইতে লাগিল। আরোগ্যের মঙ্গলময় লক্ষণ সকল ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হইল। শিশিরসম্পৃক্ত প্রভাতকুসুমের ন্যায় বিমলানন্দের মুখশ্রী কি রমণীয় শোভা ধারণ করিল—তিনি ভগবদ্ভক্তিতে পরিপ্লুত হইলেন। সে দৃশ্যদর্শনে বিরাজিনী একান্ত মুগ্ধ হইল।

বেলা এক প্রহরের সময়ে বিমলানন্দ উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন সকল অসুখ সারিয়া গিয়াছে। স্নেহবচনে কহিলেন "বিরাজ! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেতে দেও।" কথাগুলি বিরাজিনীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল; সে উৎসাহমনে উপযুক্ত পথ্য আনিয়া দিল। বিমলানন্দ সুস্থ হইলেন।

সন্ধ্যার পর বিমলানন্দ গোপাল ও বিরাজিনীর সহিত গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে কালু আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল "মা, বাবাঠাকুর আজ কেমন আছেন?" বিমলানন্দ বিরাজিনীর দিকে তাকাইলেন। বালিকা লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর না দিয়া গৃহের মধ্যে গেল। গোপাল কহিল "বাবু আজ বেশ ভাল আছেন।" বিমলানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "গোপাল! আমি আবার বাবু হলেম কবে?—আমি যে পথের ফকির।"

কালু কহিল "বাবাঠাকুর তোমার যে চেহারা, তাহাতে তোমাকে রাজপুত্র বলিয়া বোধ হয়।" বিমলানন্দ কহিলেন "তুমি আমাকে গালি দিতেছ?" কালু আহ্লাদভরে কহিল "কালুর গালি অনেক সময়ে খাটিয়া যায়।" তদনন্তর দুই এক কথার পর কালু যাইয়া ঢেঁকিঘরে শয়ন করিল। বিরাজিনীর যেন ঘরের মধ্যে কত কার্য্য ছিল সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর সে আসিয়া ধীরে ধীরে গোপালের নিকট বসিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিরাজিনী কহিল "আপনি যদি কাতর না হন, তবে আপনাকে একটা কথা বলিব।"

বিমলানন্দ। বলনা, এমন কি কথা আর থাকিতে পারে, যাহাতে এ হৃদয় কাতর হইবে। বল, আমি স্থিরভাবে শুনিব।

বিরাজিনী। আপনি নির্ম্মলার পরিচয় আমাকে দিলেন না, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

বিমলানন্দ চকিতভাবে কহিলেন "দেখিয়াছ?—সে কি? কবে, কোথায় দেখিলে? নির্ম্মলা ত জীবিত নাই।"

বিরাজিনী। আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তিনিই হয় ত নির্ম্মলা। কা'ল স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছি। এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই।

বিমলানন্দ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল।

বিরাজিনী দেখিয়া কহিল "এই ত আপনি কাঁদিতেছেন—আমি ইহা জানিলে ও কথা আপনাকে বলিতাম না, আপনার মনে অনর্থক কষ্ট দিলাম।"

বিমলানন্দ সাশ্রুনয়নে কহিলেন "বিরাজ! আমার সাধ্য নাই যে এ অশ্রু সম্বরণ করি। যতদিন বাঁচিব, এইরূপ অশ্রুধারায় মেদিনী অভিষিক্ত করিব। আমার স্নেহের প্রতিমা আমার হৃদয় শূন্য করিয়া অতল জলে ডুবিয়াছে, এ হৃদয় রাবণের চিতার ন্যায় অনবরত ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমার জীবনের সমুদায় সাধ মিটিয়াছে। আত্মহত্যা মহাপাতক, তাই এ ভারবহ দুঃখের জীবন লইয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। আমি তৃণের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমার হৃদয়রত্ন হারাইয়া আমি এই সংসারশ্মশানে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি—আমি না কাঁদিলে আর কে কাঁদিবে?"

বিমলানন্দ বস্ত্রে মুখাবৃত করত কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন, পরে নয়নযুগল মুছিয়া কহিলেন "স্বপ্নে আর কি দেখিয়াছ?"

বিরাজিনী। তিনি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং আপনার পীড়ার ঔষধ বলিয়া দিলেন, সেই ঔষধ সেবন করায় আপনার অসুখ সারিয়াছে।

বিমলানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "স্নেহময়ি! পরকালে যাইয়াও এ হতভাগাকে ভুলিতে পার নাই। আমার প্রতি তোমার এত স্নেহ, তথাপি

আমাকে এ মরুভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া গেলে কেন? হায় হায় আমি মহাপাতকী, তাই তুমি বাধ্য হইয়া আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছ। আমি ধার্ম্মিক হইলে, তুমি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিতে না। তাই তুমি লিখিয়াছ, 'আপনি পাপমোহে মগ্ন না হন, সেই জন্য আপনার শ্রীচরণ হইতে আমাকে অন্তর্হিত হইতে হইল—ইহাতে আমার মনে যে নিদারুণ ক্লেশ হইতেছে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই।' আবার লিখিয়াছ 'আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না, করিতে পারিব এরূপ আশাও কখন ছিল না।' হায় হায় আমি বুদ্ধিদোষে এমন স্নেহ-বস্তুকে হারাইলাম। বিরাজ! আমি আর এখানে থাকিয়া তোমাদের সরল মনে ব্যথা দিব না—এ সুখভোগ আমার উপযুক্ত নহে, আমার প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই। আমি চিরজীবন পথে পথে শ্মশানে শ্মশানে কাঁদিয়া বেড়াইব, তবেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

নয়নজলে বিমলানন্দের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সে ভাবদর্শনে বিরাজিনীর চিত্ত একান্ত বিগলিত হইল। তাহার চক্ষে জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিরাজিনী কহিল "আপনি অত কাতর হইবেন না, এই অসুখ হতে উঠেছেন, এখন এত শোক তাপ করিলে পুনরায় অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। শোকে আর ফল কি? যাহা গিয়াছে তাহা ত আর ফিরিয়া পাইবেন না?"

বিমলানন্দ। বিরাজ! আমি বুঝিয়াও মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। মনের ক্ষোভ কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। উদাস নিরাশ মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না।

বিরাজিনী। কি করিলে——কি হইলে আপনার মন সুস্থ হইতে পারে?

কথাগুলি বলিয়া বিরাজিনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। বিমলানন্দ সে সরল মনের প্রেমোচ্ছ্বাস বুঝিতে পারিয়া সস্নেহভাবে একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন "বিরাজ। সংসারে সুখী হইতে কাহার অনিচ্ছা? আমার এ হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়াছে—সুখভোগের আর সম্ভাবনা নাই। অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি শোওগে, এ কয়েক দিনের কষ্টে তোমার শরীর শুকায়ে গেছে, ঈশ্বর না করুন, তোমার যেন কোন অসুখ না হয়।"

বিরাজিনী গোপালকে লইয়া শয়ন করিল। ক্ষণ পরেই বিমলানন্দ নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু বালিকার হৃদয় কতভাবেই পরিচালিত হইতে লাগিল। মনে নূতন সাধ, নূতন বাসনা উদিত হইয়াছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। প্রেমের তরঙ্গ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে খেলিতেছে; তাহা দেখাইবার ইচ্ছা হইলেও বাধা জন্মিতেছে। মনে মনে ঐ চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেছে, কিন্তু তায় বালিকার প্রণয় কি তিনি আদর করিবেন? এক এক বার ইচ্ছা হইতেছে, কাঁদিয়া ঐ চরণযুগল বক্ষে ধারণ করি, কিন্তু হায় উনি যদি আমার বক্ষে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যান, তবে আমার দশা কি হইবে? দিদি নির্ম্মলা। (বলিতে বলিতে বিরাজিনীর শরীর কণ্টকিত হইল) তুমি যথার্থই ভাগ্যবতী—আজ তোমাকে হারাইয়া এ পুরুষরত্ন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন—ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? দিদি সে সৌভাগ্য আমার ঘটিবে কেন? আমি দুঃখিনী, আমার উচ্চ আশা শোভা পাইবে কেন? বলিতে বলিতে বিরাজিনীর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। রজনীর অন্ধকারে তাহা লীন হইয়া গেল। এইরূপে মনের ভাবতরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাত হইয়া সরলহৃদয়া বালিকার মন নিতান্ত আকুল করিল। ক্ষণপরে নিদ্রার শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় পাইয়া তাহার চিত্ত সুস্থির হইল।

স্বপ্নলব্ধ ঔষধের গুণে বিমলানন্দের শারীরিক সমুদায় গ্লানি তিরোহিত হইল। তিনি দেখিলেন মায়ায় অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছেন, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। সেই দিনই প্রস্থান করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া বিরাজিনীকে কহিলেন "বিরাজ ঘরে কাগজ আছে কি? এক খানি পত্র লিখিব।" বিরাজিনী দোয়াত কলম কাগজ আনিয়া দিল। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা বিরাজিনীর হস্তে দিয়া কহিলেন "একজন লোক দিয়া এই পত্রখানি ডাকঘরে পাঠাইয়া দেও। আর আমার একটী কথা আছে—আমি এক প্রকার সুস্থ হইয়াছি, এখন আমায় বিদায় দেও। আমি আজই যাইব স্থির করিয়াছি। তুমি আমার যাহা করিয়াছ তাহা আমি কখনও ভুলিব না, ভুলিতে পারিব না, তবে আমি আজ উদাসীন ভগ্নহৃদয়, আমার দ্বারা জগতের আর কাহারও কোন উপকার হইবে না, আশীর্ব্বাদ করি যেন চিরসুখে জীবন অতিবাহিত হয়।" অকস্মাৎ এই

নিদারুণ কথা শুনিয়া বিরাজিনী একান্ত আকুল হইল, কাতরভাবে কহিল "আপনি এখনও দুর্ব্বল, এ অবস্থায় কিরূপে যাইবেন?" গোপাল কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, এই সময়ে আসিয়া বিমলানন্দ যাইবেন শুনিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "তোমাকে যেতে দিব না, কোন মতেই যেতে দিব না।" বিমলানন্দের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি গোপালকে কোলে করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন "গোপাল তুমি কেঁদ না, আমি আজ যাব না।" গোপাল আনন্দে গলা জড়াইয়া ধরিল। সে দৃশ্য দর্শনে বিরাজিনী কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, কাতরভাবে তথা হইতে উঠিয়া গেল। বিমলানন্দ হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বিরাজিনী পত্র খানি লইয়া কালুর বাড়ী গেল এবং উহা ডাকঘরে দিয়া আসিবার জন্য তাহাকে বলিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর পত্র—না জানি উহাতে কত কথাই লেখা আছে, সে সব কথা জানিলে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কালু পত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল। হঠাৎ গ্রামের গোমস্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কালু তৎক্ষণাৎ পত্র খানি তাঁহাকে পড়িতে দিল। পত্র পড়িয়া গোমস্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এ যে বড় লোকের পত্র। রায় মহাশয়ের কন্যাকে দুই শত টাকা পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছেন? দুই শত টাকা পুরস্কার!—এ কি যে সে লোকের কাজ?" কালু আনন্দে অধীর হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বিরাজিনীর নিকট আসিয়া উৎসাহভরে কহিল "মা! বাবাঠাকুর সামান্য লোক নহেন, আমি পত্র পড়াইয়া শুনিয়াছি, বাবাঠাকুর তোমাকে দুই শত টাকা দিবার জন্য বাড়ীতে এই পত্র লিখিয়াছেন। মা, বাবাঠাকুর শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছেন।" বিরাজিনী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, কালুর কথা শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডল অভিমানস্ফুরিত হইল। সে কালুর নিকট হইতে পত্র খানি লইয়া প্রজ্জ্বলিত উনুনে নিক্ষিপ্ত করিল, দেখিতে দেখিতে উহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। কালু বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কহিল "মা এ কি করিলে? এতগুলি টাকা পাওয়া যাইত, তাহার পথ বন্ধ করিলে?" বিরাজিনী সতেজে কহিল "কালু! এত কাল যে তোমার মা কোন টাকা পায় নাই, তাহাতে কি তাহার চলে নাই? তুমি বৃথা কেন টাকার জন্য দুঃখ করিতেছ? তোমার মা এত অপদার্থ নহে যে অতিথির নিকট টাকা লইবে?" কালু

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বিষণ্ণবদনে চলিয়া গেল। বিরাজিনী ক্ষুব্ধচিত্তে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিল। নয়ন প্রান্তে অশ্রু উদ্গত হইল, সে অশ্রু ক্রমে কপোলপ্রদেশ প্লাবিত করিল। বিরাজিনী মনে মর্মে কাঁদিয়া কহিল "আমি চাহিলাম তোমার ঐ চরণে স্থান, তুমি কি আমায় পদাঘাত করিয়া বিদায় করিলে, আমি অনাথা সহায়হীনা, তুমি আসা অবধি আমার মনে কত সাহস, কত আনন্দ হইয়াছে। তোমার সেবা করিয়া আমার চিত্ত কত পরিতৃপ্ত হইতেছে। তোমাকে পাইয়া আমার গোপাল কত সুখী হইয়াছে। তুমি চলিয়া গেলে আমাদের দশা কি হইবে? থাক, তুমি থাক, তোমার ঐ যে কেমন মুখ খানি উহা দেখি, দিবানিশি দেখি, আমার ইহাই একমাত্র ভিক্ষা, আমি আর কিছুই চাহি না।" নয়নাশ্রু মুছিয়া সম্মুখে চাহিবামাত্র বিরাজিনী বিমলানন্দকে দেখিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। বিমলানন্দ কহিলেন "বিরাজ! তুমি কাঁদিতেছ?" বিরাজিনীর অশ্রুপ্রবাহ কমিয়া আসিয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া পুনরায় প্রবল হইল। বিমলানন্দ কাতরস্বরে কহিলেন "তুমি কেন এত কাঁদিতেছ, কেন এত ক্ষোভ করিতেছ?" বিরাজিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল "গোপালের কান্না দেখিয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে। আপনি গেলে সে খুব কাতর হবে।" বিমলানন্দ কহিলেন "বিরাজ! আমি জগতে কাঁদাইতে ও নিজে কাঁদিতে আসিয়াছি—ইহা আমার পক্ষে নূতন নহে। আমি অপরকে কাঁদাইয়াছি, শেষে নিরাশসাগরে ডুবাইয়াছি, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন নিজে কাঁদিতে হইবে, শেষ জীবন পর্য্যন্ত কাঁদিতে হইবে। আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি কাঁদিয়া বাহির হই। তুমি যে আমাকে কাঁদিতে দিতেছ না ইহাতে তোমার পাপ হইতেছে।" বলিতে বলিতে বিমলানন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিরাজিনী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেদিন বিরাজিনী নিতান্ত শোকাকুল হইল। আহার করিতে বসিল, কিন্তু চক্ষের জলে কিছুই আহার করিতে পারিল না। রাত্রিতেও সে কিছু আহার করিল না, গোপালকে কোলে করিয়া এক পাশে আসিয়া বসিল। এই সময়ে কালু আসিয়া প্রণাম করিল। গোপাল কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল "কালু! বাবু কাল আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন, বাবুর একটুও মায়া নাই।" কালু কাতর ভাবে বিমলানন্দকে বলিল "বাবাঠাকুর!

তোমার শরীর এখন ভাল ক'রে সারে নাই—আরও দিন কয়েক থাক।"

বিমলানন্দ। "আমি আর কষ্ট দিতে চাহি না, যত বেশী দিন থাকিব, ততই মায়া আসিয়া আমাকে ঘিরিবে, এই সময়েই আমার যাওয়া উচিত।

কালু। বাবাঠাকুর, তুমি চিরদিন থাকিলেও মায়ের আমার কোন কষ্ট নাই। মা আমার লক্ষ্মী, মায়ের কোন অভাব নাই। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে মা আমার কোন মতে স্থির থাক্‌তে পারে না। মায়ের কৃপায় আমরা কয়েক ঘর গরিব বেঁচে আছি।" বলিতে বলিতে কালুর চক্ষে জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কালু পুনরায় কহিল "বাবাঠাকুর, তুমি এ শরীর নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই আবার অসুখ হবে। তুমি এখন যেও না।"

বিমলানন্দ। কালু, আর ভয় নাই, এখন আমি ধীরে ধীরে যাইতে পারিব। সংসারে আমার মন নাই, আমি আর থাকিতে পারি না। লোকের নিকট এ পাপমুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা করে না।

কালু। বাবাঠাকুর। আমি বুড় মানুষ, আমার কথা শুন। তুমি আর ২।৫ দিন থেকে যাও, তাহা হ'লে মায়ের যত্নে তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে।

বিমলানন্দ। কালু, আমি তোমার কথামত আরও দুই এক দিন থাকিতাম, কিন্তু আমি বাড়ী পত্র দিয়াছি, হয়ত শীঘ্রই সেখান হইতে লোক আসিবে, তাহা হইলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, আমার আর যাওয়া হইবে না, এই সময়ে পলান উচিত।

কালু। বাবাঠাকুর! তোমার সে ভয় নাই। সে পত্র তোমার বাড়ীর কেহই পাবে না।

বিমলানন্দ। কেন? তুমি কি ডাকঘরে পত্রখানা দিয়া আইস নাই?

কালু। আমার মা সে পত্র পুড়িয়ে ফেলেছেন। মা আমাকে পত্র দিয়ে আস্‌বার পর, আমি সরকার মহাশয়ের দ্বারা পড়াইয়া জান্‌লাম যে তুমি মাকে ২০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখেছ। সে কথা জান্‌তে পেরে মা আমার সে পত্র আগুনে ফেলে দিয়েছেন। বাবাঠাকুর,

মায়ের আমার অভাব কি? মা কি অতিথির কাছে কখনও টাকা নিতে পারেন? তাতে যে মহাপাপ।

বিমলানন্দ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া একবার বিরাজিনীর দিকে তাকাইলেন, পরে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসভরে কহিলেন "কালু! তোমার মা সাক্ষাৎ দেবতা, এ নরপিশাচ দেবতাসন্নিধানে থাকিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ এক দেবতার আরাধনা করিয়াছিলাম, সে আরাধনায় বিঘ্ন হওয়ায় আমি পাতকগ্রস্ত হইয়াছি। কোন্ সাহসে আর দেবতার আরাধনা করিব? কোন সাহসে দেবতার সন্নিধানে দাঁড়াইব? আলোকের নিকট আঁধার টিকিবে কেন? না, না, এ কলুষময় মন লইয়া লোকালয়ে আর থাকিব না। যদি সাধনা এ মনকে পবিত্র করিতে পারে, তবেই আসিব নতুবা গিরিগুহার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লুকাইয়া রহিব এবং লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিব।"

বিমলানন্দ শোকাপ্লুতহৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কালু সমুদয় কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল "বাবাঠাকুর! তোমার দুঃখ দেখে আমার প্রাণ যেন ফেটে যায়। পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কি আর দুঃখ যায়, আমার কথা শুন্‌লে বাবাঠাকুর! তোমার আর দুঃখ থাকে না। একবার এই দিকে যদি একটু আইস, তবে আমার মনের কথা তোমাকে জানাই।"

বিমলানন্দ কালুর সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া উভয়ে রাস্তার উপর দাঁড়াইলেন। কালু বিমলানন্দের চরণযুগল ধরিয়া কাতরভাবে কহিল "বাবাঠাকুর! তুমি ইহাদিগকে ফেলে যেও না। তুমি আমার মাকে বিয়ে ক'রে এখানে থাক, আমার মায়ের মত লক্ষ্মী মেয়ে ভূভারতে আর নাই, মা আমার যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।" বিমলানন্দ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন ঘুরিতে লাগিল, পরে কাতরস্বরে কহিলেন "কালু! তোমার মা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমি সে ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না; তোমার মায়ের যাহাতে ভাল হয়, আমি তাহা করিব; যত টাকা লাগে আমি তাহা দিয়া ভাল পাত্রে বিবাহ দিয়া দিব। আমি নিজে আর সংসারী হইতে পারিব না, সংসারী হইলেও আমার আর সুখ হইবে না; আমি ঘোর পাপী, চিরদিন পথে কাঁদিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দেও,

আর বাধা দিও না।” বলিতে বলিতে বিমলানন্দের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। কালু আর কোন কথা বলিতে পারিল না, ম্লানমুখে যাইয়া শয়ন করিল। বিমলানন্দ আসিয়া বসিলেন। গোপাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। বিরাজিনী একাকিনী বসিয়া আছে। সে বিষাদময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া বিমলানন্দ কহিলেন “বিরাজ! আমাকে ভুলিয়া যাও, আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। তোমার সরল মনে যে বেদনা দিলাম, তাহাতে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, কিন্তু আমি এখন অনেকটা নিষ্ঠুর হইয়া দাঁড়াইয়াছি। এরূপ নিষ্ঠুর পূর্ব্বে হইতে পারিলে আমার এ দুর্গতি কখনও হইত না। বিরাজ! জগতে কাহাকেও ভালবাসিও না, যদি বাস তবে আসক্ত হইও না, আমার দশা দেখিয়া শিক্ষালাভ কর।” কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন “বিরাজ! আমি কা’ল সকালে যাব। মনে দুঃখ করিও না—প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দেও। তোমরা দুঃখিত হইলে, আমার চিত্ত আরও ব্যাকুল হইবে।”

বিরাজিনী। আপনি এখনও দুর্ব্বল আছেন, আর দিন কয়েক থাকিয়া যাইবেন।

বিমলানন্দ। আর না, আর কিছু দিন থাকিলে আমি আর যাইতে পারিব না। আমি কা’ল নিশ্চয়ই যাইব; আমাকে আর বাধা দিও না।

সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বিরাজিনী ধীরে ধীরে সলিতা সরাইতেছিল, অকস্মাৎ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকারে মুখখানি লুকাইয়া বিরাজিনী প্রাণভরিয়া কাঁদিয়া লইল। অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সে পুনর্বার প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপের প্রফুল্ল রশ্মি, সে মুখকান্তিতে প্রতিভাত হইয়া তাহার সমধিক শোভাসংবর্দ্ধন করিল। সে মূর্ত্তি দর্শনে বিমলানন্দ বিমুগ্ধ হইলেন—মুহূর্ত্তমধ্যে মনের ভাব সংযত করিয়া কহিলেন “আর কেন, রাত হয়েছে, তুমি শোওগে।” বিরাজিনী ধীরে ধীরে কহিল “আমার শেষ একটী প্রার্থনা আছে।”

বিমলানন্দ। কি, বলনা। আমি পূর্ণ করিতে পারিলে সুখী হইব।

বিরাজিনী। আপনি সন্ন্যাসী, আপনি আমাকে মন্ত্র দিউন, আমি চিরদিন আপনাকে পূজা করিব।

অশ্রুপূর্ণনয়নে বিমলানন্দ কহিলেন “বিরাজ! আমাকে যে ভাবে মনে করিতেছ, আমি তাহার কিছুই নহি, আমি কোন মতে তোমার

যোগ্য নহি। আমি, পাপী, নারীঘাতক, আমাকে তোমরা যতই ভক্তি করিবে, ততই আমার পাপ বৃদ্ধি হইবে, আমাকে সকলেই ঘৃণা কর, তাহা হইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমি কোন মন্ত্র দিতে জানি না, তবে আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাকে চিরসুখে রাখুন।"

বিরাজিনী আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শোকে মন নিতান্ত আকুল হইল। বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। বিমলানন্দ পুনরায় কহিলেন "বিরাজ! কেঁদনা, আমি আর একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। মনকে সুস্থ কর। এ দুদিনের স্বপ্ন ভুলিয়া যাও। রা'ত অনেক হয়েছে, তুমি শোওগে।" বিরাজিনী ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুতেই নিদ্রা হইল না, বিষম যাতনায় রজনী অতিবাহিত হইল।

সে রজনীতে বিমলানন্দেরও নিদ্রা হইল না। উঠিয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। পৃথিবী নীরব। তরুদল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ নক্ষত্ররাজি শোভা পাইতেছে, কেমন স্থিরভাব! স্তম্ভিত হইয়া বিমলানন্দ মনে মনে কহিতে লাগিলেন "ভগবান! এ স্থির জগতে আমার প্রাণ এত আকুল হইতেছে কেন? বালিকার সবল মন আজ এত ব্যাকুল হইল কেন? হায়! আজ দুইটী হৃদয় একই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে—না, না, তাহা নহে, একজন প্রেমনিধি হারাইয়া ব্যাকুল, আর একজন পাইবার জন্য আকুল। আমি নির্ম্মলাকে আমার করিতে পারিলাম না, আমার করিতে চাহিয়া তাহাকে হারাইলাম, সে আমাকে নিরাশ সাগরে ডুবাইয়া চলিয়া গেল, সে মনস্তাপ বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। তবে কেন এই বালিকার নয়নের অশ্রু মুছাইতেছি না? ইহার হৃদয়ের কাতরতা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিয়াও কেন শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছি না? ইহাতে কি আমি অপরাধী? আমি কি নিষ্ঠুর? না, না, আমার এ নির্ম্মলাময় হৃদয়ে অন্য কাহারও আসন হইতে পারে না, ইহা চিরদিন শূন্য রহিবে। হায়, তবে নির্ম্মলার অপরাধ কি? সে ত বাল্যকাল হইতে ভগবানে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছে, আমিই ত তাহাকে তাহা করিতে শিখাইয়াছি, সে প্রাণ মন সে আমাকে আবার কিরূপে সমর্পণ করিবে? সে পবিত্র শৈলশেখরে আরোহণ করিয়াছে, আমি তাহাকে অধঃপাতিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে ভগবজ্জ্যোতি হৃদয়কন্দরে সংপূরিত করিয়াছে, আমি তাহা নিষ্কাশিত করিয়া লালসাস্রোত প্রবেশ করাইবার উদ্যোগ

করিয়াছি। আমি কি দুরাত্মা! আমার কি স্পর্দ্ধা! ভগবান! বিশ্বপতি! আমায় ক্ষমা কর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। বুঝিলাম এ হৃদয় দুই জনে সমর্পণ করা যায় না। আমি তোমাকে ভুলিয়া নির্ম্মলাতে প্রাণ মন সুখ দুঃখ সকলই সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাই আজ আমার এ দুর্গতি। আমি যে জলবিম্বের অনুসরণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় লীন হইয়া গেল, আমি মোহমরীচিকার অনুধাবন করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। হে সন্তাপবিনাশন! আমায় রক্ষা কর, আমি আজ কাতরপ্রাণে তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম।

ক্রমে মন সুস্থির হইল। দূরে তারাদল হাসিতেছে। সে হাস্যসুধা যেন অজস্রধারায় জগতে বর্ষিত হইতেছে। মৃত জড়জগৎ আজ আবার সজীব হইল। পূর্ব্বে সেই পরিচিত প্রকৃতিরাজ্য আজ সহসা আবির্ভূত হইল; বিমলানন্দ পরিতৃপ্তচিত্তে তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিল, তিনি প্রশান্তচিত্তে আসিয়া শয়ন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাত হইলে বিমলানন্দ প্রসন্নবদনে গাত্রোত্থান করিলেন, হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। গোপাল ও বিরাজিনী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণাম করিল। বিরাজিনী কাতরবচনে কহিল "আপনি এ বেলা থাকিয়া যান, আমি জন্মের মত আপনাকে দুটা বেঁধে দিব। আমি আর কোন কথা বলিব না, আমার এই কথাটী শুনিতে হইবে।" বিরাজিনী সজলনয়নে অবনতবদনে সম্মুখে দাঁড়াইল। সে মূর্ত্তিদর্শনে বিমলানন্দ পরাস্ত হইয়া পুনরায় আসিয়া বসিলেন, গোপাল আসিয়া গলা ধরিয়া কোলে বসিল।

বিরাজিনীর হৃদয় মুহূর্ত্তমধ্যে আনন্দে পূর্ণ হইল, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। প্রাতে স্নান করিয়া আসিয়া রাঁধিতে লাগিল। কত যে রাঁধিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রাঁধিতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল। বিমলানন্দ যখন আহার করিতে আসিলেন, তখন পাতের নিকট ১৮টী বাটী সাজান দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, আসনে বসিতে সাহস হইল না। কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আসিয়া বসিলেন। গোপালও নিকটে বসিল। বিমলানন্দ দেখিলেন বিরাজিনী তথায় নাই, গোপালকে কহিলেন "তোমার দিদিকে ডেকে আন।

বিরাজিনী আসিয়া দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বিমলানন্দ কহিলেন "বিরাজ তুমি আমার সম্মুখে এস, নতুবা আমার আহার করিতে ভাল লাগিতেছে না।" বিরাজিনী সম্মুখে আসিয়া অবনতবদনে দাঁড়াইল। বিমলানন্দ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, যেন হৃদয় শূন্য হইয়াছে। সে মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না, কি যে আহার করিলেন তাহার কিছুমাত্র ঠিক থাকিল না। ইচ্ছা একবার প্রাণভরিয়া কাঁদেন, কিন্তু মন যারপর নাই সাপরাধ ও সঙ্কুচিত হইয়াছে সুতরাং কাঁদিবার শক্তি নাই। এখান হইতে না যাইতে পারিলে আর কান্না হইবে না, কান্না না হইলে এ প্রাণ যে স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বিরাজ। তুমি আমার যথেষ্ট করিয়াছ, আমি প্রতিদান কিছুই দিতে পারিলাম না, আমার আর কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই নয়নের অশ্রু। এত দিন নির্ম্মলার জন্য এ নয়নধারা বহিতেছিল, তুমি এসে আবার তাহাতে তরঙ্গ তুলিয়া দিলে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিমলানন্দের চক্ষে জল আসিল। তিনি আর আহার করিতে না পারিয়া উঠিলেন।

ক্রমে প্রস্থানের সময় আসিল। বিরাজিনী নিরাশমনে আকুলপ্রাণে রোদন করিতে লাগিল। মাধবচন্দ্রের কথা মনে পড়িল, কৈ তিনি ত এতদিন গিয়াছেন, তাঁহার ত কোন উদ্দেশই নাই। তিনি কি কোন অনুসন্ধান পাইয়াছেন? আর অনুসন্ধান পাইলেই বা কি? এই ত ইনি ছাড়িয়া চলিলেন।

বিমলানন্দ প্রস্থানে উদ্যত। বিরাজিনী ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কাতরস্বরে কহিল "আমি আপনার শিষ্য হইতে চাহিলাম, আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেন না। কিন্তু আমি চরণ কখনও ভুলিব না। আমার মৃত্যুর সময়ে একবার আমাকে দেখা দিবেন। ইহাই আমার শেষ ভিক্ষা।" বিরাজিনী কাঁদিয়া ফেলিল। গোপাল কাঁদিতে লাগিল। বিমলানন্দ হতবুদ্ধির ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ দূর হইতে যেন কি এক শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটতর হইতে লাগিল। বিরাজিনী বুঝিতে পারিল পাল্কী আসিতেছে। সহসা ঊর্দ্ধশ্বাসে মাধবচন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া বিরাজিনীকে কহিলেন "এনেছি, এনেছি, ইনি ত যান নাই—এই যে আছেন, ওঃ আমার পরিশ্রম সার্থক হইল,

আমার ভয় হয়েছিল যে উনি চলিয়া গিয়াছেন।” বিরাজিনী উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলানন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই খানি পাল্কী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

সহসা একখানি পাল্কী হইতে নির্ম্মলা অবতীর্ণ হইল। সে মূর্ত্তি দর্শনে “ও কে নির্ম্মলা” বলিয়া বিমলানন্দ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। নির্ম্মলা আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বীয় অঙ্কে তদীয় মস্তক ধারণ করিল। অপর পাল্কী হইতে বিমলানন্দের মাতা নামিয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিরাজিনী তাড়াতাড়ি শীতল জল আনিয়া দিল। নির্ম্মলা সেই জল বিমলানন্দের চক্ষু ও মস্তকে সিঞ্চন করিয়া স্বীয় অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে বিমলানন্দের সংজ্ঞা হইল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন হইতে লাগিল। বৃদ্ধা জননী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন “বাবা! আমার কপালে কি এই ছিল?” বিমলানন্দ সে মর্ম্মভেদী প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া—দিতে না পারিয়া—আকুলভাবে মাতৃচরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা স্নেহভরে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন; বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন “এমন ছেলে পেয়ে আমার মত কে অভাগী হয়েছে? আমার কোন আশাই সফল হলো না। বৌমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিব, সে সৌভাগ্য আমার ন্যায় পাপীর অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? সে সব আশা ত্যাগ ক’রে কাশী গেলাম, নির্ম্মলা আমার আসিল, ভাবিলাম দুইজনে ঠাকুর দেবতার নাম ক’রে দিন কাটাব, তা এ মহাপাতকীর ভাগ্যে হবে কেন? বিমল যে আমাকে অত জ্বালাবে পোড়াবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।” বলিতে বলিতে শোকে বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ক্রমে পাড়ার কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিল। কালুর স্ত্রী কিছুতেই চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না। বিমলানন্দের মাতা পুনরায় কহিতে লাগিলেন “যেদিন হইতে রায় মহাশয়ের নিকট শুনিলাম বিমল আমার বিবাগী হয়েছে, সেই দিন হইতে যেন পাগল হয়েছি, আহা নির্ম্মলা আমার কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে, বাছা আমার জলবিন্দুও খায় নাই”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলানন্দ যার পর নাই শোকাকুল হইয়া মাতৃ অঙ্কে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা অধোবদনে বসিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছে। বিরাজিনী নির্ম্মলার পশ্চাতে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, অতি কষ্টে নেত্রজল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না, কেমন অলক্ষিতভাবে নয়নপ্রান্ত দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে চলিয়া গেল। মাধবচন্দ্র বিরাজিনীকে ডাকিয়া কহিলেন "মা! তুমি আর দেরি কবিও না, আমরা আজ কিছুই খাই নাই, শীঘ্র রান্না চড়িয়ে দেও, আমি একবার বাড়ীতে খবর দিয়ে আসি।" এই বলিয়া মাধবচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। বিমলানন্দের মাতা কহিলেন "আমি আর একবার স্নান করিব, আমার শবীর যেন ঘুরিতেছে, মা লক্ষ্মী চলত আমাকে ঘাটটী একবার দেখাইয়া দেও।" বিরাজিনী সে মধুর আহ্বানে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করিল। আনন্দপূর্ণহৃদয়ে বৃদ্ধাকে সঙ্গে কবিয়া অজয়তীবে গমন কবিল। যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে বাড়ীতে গেল। কেবল নির্ম্মলা ও বিমলানন্দ বসিয়া আছেন। উভয়ে নীরব—অথচ মানসিক স্রোত খরতর প্রবাহিত। নির্ম্মলা অধোবদনে বসিযা রহিয়াছে। বিমলানন্দ ধীরে ধীরে একবার তাহাব দিকে তাকাইলেন, শরীর যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, অমনি নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন, অশ্রুধাবা বহিতে লাগিল। নির্ম্মলা কাতরবচনে সাশ্রুনয়নে কহিল "দাদা। আমার জন্য আপনাব সুখশান্তি নষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়া আমাব মন যে কিরূপ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আমি এতদিন আত্মঘাতিনী হইতাম, শুদ্ধ আপনি পদে পদে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই মনে কবিয়া এখনও জীবিত আছি। দাদা! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি সব ভুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার হউন। পিসীমাকে আর কষ্ট দিবেন না, তিনি কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছেন।"

শোকের প্রবল উচ্ছ্বাসে বিমলানন্দের কণ্ঠরোধ হইল। তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা নিকটে আসিয়া অঞ্চল দিযা সে অশ্রু মুছাইয়া দিল এবং বিমলানন্দের চরণযুগল ধরিয়া কহিল "দাদা! আপনার নির্ম্মলা আবাব আপনার নিকট এসেছে, আপনি আর কাঁদিবেন না। আমাকে এতদিন সুশীলার ন্যায় প্রতিপালন করিলেন এবং চিরদিন করিবেন ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। আপনি ভিন্ন আমাকে রক্ষা করে এমন কেহ আর নাই। আমার জন্য আপনার

কোন ক্লেশ হইলে, তাহা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টের বিষয়। আপনার যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল। বিমলানন্দ কহিলেন "তুমি দেবতা, আমি ঘোর পাতকী, তুমি আমার পায়ে হাত দিও না। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ইহজন্মে আর হইবে না, আমার সুখশান্তি চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হইয়াছে, আমার হৃদয় ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এ অন্ধকারময় সময়ে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তুমি বেঁচে আছ, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

নির্ম্মলা। দাদা আমি ভাবিয়াছিলাম আমার পাপছবি আপনার সম্মুখে না থাকিলে, আপনার মন পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে, তাই আপনাকে না বলিয়া পিসীমার নিকট গিয়াছিলাম। আপনি এতদূর কাতর হইবেন তাহা বুঝিতে পারি নাই, পারিলে ঝীকে বলিয়া আসিতাম। যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাউন। সংসারী হইয়া পিসীমাকে সুখী করুন।

বিমলানন্দ। নির্ম্মল। আমি আর সংসারী হইয়া কি করিব? যে অনুতাপবহ্নি এ হৃদয়ে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা দেখাইবার উপায় নাই। তাহা হয় ত ইহ জীবনে আর নিবিবে না। পাপ কল্পনায় মন যে এত হীনতেজ হয়, সমুদয় সুখস্ফূর্ত্তি অপগত হয়, তাহা পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। এক লালসাস্রোত আসিয়া সমুদায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না।

এই সময়ে গোপাল আসিয়া নির্ম্মলাকে কহিল "দিদি! তোমার পিসীমা তোমায় ডাক্‌চেন, তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা ফেলিয়া গেছেন, লইয়া ঘাটে যেতে তোমাকে বলেছেন, আমার সঙ্গে এস, আমি ঘাট দেখাইয়া দিব।" নির্ম্মলা বালকের সরলতাপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া স্নেহভরে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে লইয়া অজয়তীরে চলিল; বালক নামিতে চাহিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহাকে কোন মতে নামিতে দিল না।

বিমলানন্দ পরিতপ্তহৃদয়ে মনে মনে কহিতে লাগিলেন "কি সুন্দর সরলতা! ইহাই প্রকৃত স্বর্গীয় ভাব, কিন্তু হায় আমার তাহার কিছুই নাই। নাই বলিয়া আজ আমার এত দুর্দ্দশা। গোপাল! তুমি ধন্য, আজ তোমার সরলতার পুরস্কার স্বচক্ষে দেখিলাম। আর আমার কলুষময় জীবনের যে পুরস্কার তাহাও পদে পদে উপভোগ করিতেছি। ভগবান!

আমি কবে প্রকৃতিস্থ হইব, আমাকে কি চিরদিন এই ভাবে রাখিবে? আমার মনের অবসাদ কি দূর হইবে না? শান্তিসুখ কি আর পাইব না? নির্ম্মল! তুমি আমাকে ক্ষমা কর; আজ হইতে তুমি আমার দিদি হইলে, আমি গোপালের ন্যায় তোমাকে দিদি বলিয়া ডাকিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই অতি দ্রুতপদে নির্ম্মলা ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে অকস্মাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বিমলানন্দ পাছে চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় চকিতভাবে নির্ম্মলা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমলানন্দ পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছেন, নির্ম্মলার তদানীন্তন মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "নির্ম্মল! আর ভয় নাই, আমি কোথায়ও যাইব না। তোমার নিকট যে শিক্ষা পাইলাম তাহা ইহ জীবনে আর ভুলিব না। এত পুস্তক পড়িয়াছি ও উপদেশ শুনিয়াছি ও দিয়াছি, কিছুতেই আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এমন কি ভগবানকে ডেকেও মনে বলসঞ্চয় করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের নাম করিতাম, তন্মুহূর্ত্তে লালসাস্রোত আসিয়া সমুদয় ভাসাইয়া লইত। একমাত্র তোমার জ্বলন্ত পবিত্রতা আমার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিয়াছে। আমি যাহা কল্পনায় অনুভব করিতে পারি নাই, তাহা তোমাতে দেখিলাম। আজ আমার মন সুস্থ হইয়াছে। আমার পাপবহ্নিতে নিরীহ পতঙ্গ বিদগ্ধ হইল—এই ক্ষোভ ও মনস্তাপে আমি উন্মত্তবৎ হইয়াছিলাম, অনুতাপে প্রাণ আকুল হইয়াছিল, নিরাশায় মন ডুবিয়াছিল, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাইয়া সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ হইতে সত্য সত্যই তোমাকে সহোদরার ন্যায় দেখিব, দেখিতে পারিব। শুদ্ধ তাহাই নহে, তুমি আমার জীবনপথের শিক্ষয়িত্রী, আমার চরিত্ররচয়িত্রী, আমার কল্যাণবিধায়িত্রী। নির্ম্মল, ভগিনী, দিদি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

নির্ম্মলা অধোবদনে দাঁড়াইয়া আছে, নয়নযুগল হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে।

এই সময় বিমলানন্দের মাতা পূজা আহ্নিক সমাপন করত বিরাজিনীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নির্ম্মলা যাইয়া পিসীর নিকট দাঁড়াইল। পিসী একবার নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইলেন, পরে বিরাজিনীকে উদ্দেশ

করিয়া কহিলেন "মা লক্ষ্মি! আর দেরি করিও না, উনুন ধরাইয়া দেও, আমার নির্ম্মলা এ কয়েকদিন কিছুই খায় নাই, বাছার আমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।" বিরাজিনী প্রফুল্লচিত্তে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। নির্ম্মলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। বিরাজিনী উনুন ধরাইয়া নির্ম্মলাকে কহিল "দিদি! আমি রাঁধিলে আমার হাতে কি খাবে? তোমার রাঁধিতে কষ্ট হবে।" নির্ম্মলা সাদরে বিরাজিনীকে কোলে বসাইয়া মুখের উপর মুখখানি রাখিয়া স্নেহপূর্ণবচনে কহিল "ভগিনী, তুমি ত এখন আমাদের হয়েছ, তোমার হাতে খাব বলেই ত এত কষ্ট ক'রে এসেছি। পিসীমা চিরদিন যে ক্ষোভ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তোমার হাতে খেয়ে তাঁহার সে ক্ষোভ দূর হইবে।" বিরাজিনী কথার ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিল, না বুঝিলেও নিজের স্বপক্ষে তাহার অর্থ করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল, মস্তক অবনত হইল। নির্ম্মলা সে দৃশ্যদর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল। বিরাজিনী প্রফুল্লচিত্তে রন্ধন করিতে লাগিল।

বিরাজিনী। দিদি! তুমি বুঝি ইহাঁকে ফাঁকি দিয়া কাশীতে গিয়াছিলে?

নির্ম্মলা। কাকে ফাঁকি দিয়া?

বিরাজিনী কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে ঈষৎহাস্য করিল। নির্ম্মলা মনে মনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া কহিল "তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?

বিরাজিনী। আমি তোমার পত্র দেখিয়াছি।

নির্ম্মলা। তুমি কি লেখা পড়া জান?

বিরাজিনী। না, কাকা পড়িয়া শুনাইয়াছেন।

নির্ম্মলা। তাঁহার হাতে চিঠি গেল কিরূপে?

বিরাজিনী তাবৎবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল। পরে কহিল "ঐ চিঠি পাইয়াছিলাম বলিয়া ঠিকানা জানিতে পারায় কাকাকে পাঠাইতে পারিয়াছিলাম। ঐ চিঠি না পাইলে তোমাকে দেখিতে পাইতাম না।"

নির্ম্মলা। তুমি ঐ চিঠি শুনিয়া কি বুঝিয়াছিলে?

বিরাজিনী। তুমি রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, উনি বিবাগী হইয়াছেন।

নির্ম্মলার মুখমণ্ডল স্তম্ভিত হইল। অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অতি কষ্টে নির্ম্মলা অশ্রুবেগ সংবরণ করিল।

বিরাজিনী। দিদি! উনি সত্য সত্যই তোমার জন্য পাগল হয়েছিলেন, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই, উহাঁর চক্ষে জল আসিত। বিকারের সময় শুদ্ধ তোমার নাম ভিন্ন উহাঁর মুখে আর কিছুই শুনিতে পাই নাই।

এবার নির্ম্মলার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অবনতমুখে নির্ম্মলা মৃত্তিকায় কি আঁকিতেছে।

বিরাজিনী। যেরূপ অসুখ হয়েছিল, তাহাতে তুমি রক্ষা না করিলে উহাঁর বাঁচা কঠিন হইত।

নির্ম্মলা। আমি আর কি রক্ষা করিলাম? তুমিই ত সব করেছ।

বিরাজিনী। যখন উহাঁর পীড়া সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল, সেই সময় আমার হঠাৎ একটু নিদ্রাবেশ আসিল—দেখিলাম তুমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। আজ তোমাকে যেমন দেখিতেছি, সে দিনও ঠিক তেমনি দেখিয়াছিলাম। তুমি যে ঔষধ বলিয়া দিয়াছিলে, তাহা সেবন করাইলে সব অসুখ সারিয়া গেল।

নির্ম্মলা চমৎকৃত হইল, তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল, ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া আসিল।

এই সময় মাধবচন্দ্র আসিয়া বিরাজিনীকে বলিলেন "মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, খেতে দেও।" বিরাজিনী তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মলা ও বিমলানন্দের মাতা আহার করিতে বসিলেন।

নির্ম্মলা। পিসীমা! আজ আপনার সাধপূর্ণ হইল, আপনি যাহার হাতে খাইবেন বলিয়া মনে মনে এতদিন কত আশা করেছিলেন, আজ সেই রাঁধিয়া দিল।

বিমলানন্দের মাতার চক্ষে জল আসিল। তিনি গদগদস্বরে কহিলেন "আমার ভাগ্যে কি আর তাহা ঘটিবে? আমার আর সে বিশ্বাস নাই। বিমল যে আমাকে সুখী করিবে সে আশা আমি করি না।"

বিরাজিনী কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া সঙ্কুচিতভাবে নীরবে অবনতবদনে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিমলানন্দ তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা আনন্দাগ্রহে কহিলেন "বাবা! মেয়েটী যেন পূর্ণলক্ষ্মী, অতি সুন্দর রান্না হয়েছে, এ মেয়েকে ছেড়ে যেতে আমি কিছুতেই পারিব

না। আমি রায় মহাশয়ের কাছে সব কথা শুনেছি, কুলে শীলে সব মিলেছে, তিনিও খুব সম্মত আছেন, এখন তুমি কথা শুনিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এবার আমি কিছুতেই ছাড়িব না, তুমি আমার কথা না শুনিলে আমি নিশ্চয়ই অজয়ে ডুবিয়া মরিব।” বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। বিরাজিনী লজ্জায় যার পর নাই সঙ্কুচিত হইল, ইচ্ছা—উঠিয়া যাই, কিন্তু বিমলানন্দ দ্বারে দণ্ডায়মান, কাজেই যাইবার উপায় নাই। প্রাণের ভিতর কাঁপিতেছে, না জানি তিনি কি উত্তর দেন, তাহাই শুনিবার জন্য চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। বিমলানন্দ কাতর-বচনে কহিলেন “মা! খেতে বসে কি কাঁদ্‌তে আছে? আমি মায়ের কাছে এলেই মার আমার চক্ষে জল ধরে না। তুমি আমাকে ফেলে কাশী থাকিবে, তবে আমার সংসারী হয়ে লাভ কি?”

বিমলানন্দের মাতা। বাবা! তোমার মুখে কি ও কথা শোভা পায়? তুমিই ত আমাকে তাড়াইয়াছ। আমি নিতান্ত মনোদুঃখে কাশী গিয়াছিলাম। সংসারে আমার আর মায়া মমতা নাই, আমার এ বয়সে তাহা থাকা উচিত নহে। আমার এ বয়সে কি আর সংসারে থাকিতে আছে? আমার আর কি? আমি করে মরে যাব, তবে বংশে পিণ্ডলোপ হইবে এই জন্যই এত আকুল হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। আমাকে কাঁদাইলে কি তোমার সুখ হয়?

বিমলানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, কাতরভাবে বলিলেন “মা! আর কেঁদ না, আমি তোমা’র অবাধ্য আর হ’ব না। আমার পীড়ার সময়ে তোমার ঐ অশ্রুবিন্দু আমার বক্ষে অশনিপাত করিয়াছিল, আমি সেদিনকার কথা ভুলি নাই। যাহাতে তোমার নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হয় তেমন কার্য্য কখনও করিব না। আমি এখন আসি, আমি কাছে থাকিলে দুঃখে তোমার খাওয়া হইবে না।” এই বলিয়া বিমলানন্দ সরিয়া গেলেন। বৃদ্ধার মন আশ্বস্ত হইল। নির্ম্মলার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল। বিরাজিনীর বোধ হইল যেন জাগ্রতভাবে কোন সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, কত তরঙ্গ হৃদয়ে খেলিতেছে, তাহা অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই, তবে নির্ম্মলা কিছু কিছু বুঝিতেছে এবং মনে মনে কহিতেছে “স্নেহময়ি! আর ভয় কি? শীঘ্রই তোমার আশাপূর্ণ হইবে।” বিরাজিনী একবার নির্ম্মলার দিকে তাকাইল, তাহার বোধ হইল যেন

মনের সব কথা নির্ম্মলা বুঝিতে পারিয়াছে, তাই আর চাহিতে পারিল না, সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর মাধবচন্দ্র একখানি পঞ্জিকাহস্তে উপস্থিত হইয়া বিমলানন্দের মাতার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন "এই আমি পঞ্জিকা আনিয়াছি, শুভস্য শীঘ্রং, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। আগামী পরশ্ব বিবাহের উত্তম দিন আছে।" বিমলানন্দের মাতা নির্ম্মলার দিকে তাকাইয়া কহিলেন "মা! তোমার মত কি? তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।"

নির্ম্মলা। এ কাজে আর বিলম্ব করিতে নাই, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

বৃদ্ধা বিমলানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "বাবা! আমরা ত পরশু তোমার বিবাহ দিব, তাহাতে তোমার মত কি? আমার ইচ্ছা ছিল তোমার বিবাহে খুব খরচ করিব, তা এখন বিবাহ হউক, পরে দেশে যাইয়া খরচ করা যাইবে।"

মাধবচন্দ্র। উহাঁর আবার মত কি? আপনি গর্ভধারিণী, আপনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। আপনার মত লইয়াই সকলের মত। কেউ কি আর নিজের বিবাহের কথা নিজে বলিতে পারে?

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "সে কাল কি আর আছে? এখন ছেলে পিলের মত লইয়া সকল কাজ করিতে হয়—বাবা! বল পরশু বিবাহ হওয়াতে তোমার মত কি?"

বিমলানন্দ। মা। আমি আর কি বলিব? তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিবে।

মাধবচন্দ্র আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন "বেশ, বেশ, বেশ, আমি কল্যই সব যোগাড় করিয়া দিব। কিছুরই অভাব হইবে না।" এই সময়ে কালু আসিয়া সমুদয় কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নির্ম্মলার মনের বিষাদ নিমেষমধ্যে অপসারিত হইল। "এখন হইতে দাদা আমাকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতে পারিবেন, আর কোন অন্তরায় থাকিল না। দাদা আমার সংসারী হইয়া নিজে সুখী হইবেন এবং পিসীমাকে সুখী করিবেন। এতদিন পরে অজয়তীরে এই রত্ন আমরা কুড়াইয়া পাইলাম"—এইরূপ নানাভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল।

বিরাজিনী একাকিনী গৃহের মধ্যে বসিয়া আছে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে, প্রাণের ভিতর কি এক তরঙ্গ খেলিতেছে, আনন্দের গভীর প্রবাহে চঞ্চলতার ভাব বিকাশ পাইতেছে। যাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়মন অনুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল, যাঁহাকে হারাইলাম ভাবিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল, তিনি অচিরাৎ জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বামী হইবেন—সে সৌভাগ্য সুখের তুলনা ইহজীবনে আর হইতে পারে না—সে সুখ যে চিত্তকে প্রমত্ত করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গোপাল মাধবচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছে, রাত্রি হইল এখনও আইসে নাই, ভাবিয়া বিরাজিনীর মন উদ্বিগ্ন হইল। অমনি পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বহির্গমন করত বিরাজিনী মাধবচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। গোপাল বিরস-বদনে বসিয়া আছে। বিরাজিনী তাহাকে কোলে করিয়া স্নেহবচনে কহিল "গোপাল! তুমি এখনও বাড়ী যাও নাই, এখানে রয়েছ, চল আমরা যাই"—এই বলিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। সহসা বিরাজিনীর বোধ হইল তাহার অঞ্চল ভিজিতেছে, গোপালের মুখখানি তুলিয়া দেখিল সে কাঁদিতেছে। আকুল হইয়া বিরাজিনী জিজ্ঞাসা করিল "গোপাল! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" গোপাল অধিকতরবেগে রোদন করিতে লাগিল, কিছুমাত্র বাক্যস্ফুরণ হইল না। বিরাজিনী শোকাকুলচিত্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, এবং অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অনেক জিজ্ঞাসার পর গোপাল কহিল "পিসীমার কাছে শুন্‌লাম বাবুর সহিত তোমার বিয়ে হবে, তুমি আমাকে পিসীর বাড়ী রেখে তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। দিদি! আমি একা থাক্‌তে পার্‌ব না, তুমি গেলে আমি বাঁচ্‌ব না।" বিরাজিনী সজলনয়নে কহিল "না গোপাল! আমি তোমায় রেখে কোথাও যাব না, তুমি কেঁদ না। পিসীমা না জেনে বলেছেন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি কি তোমায় রেখে কোনখানে যেতে পারি? তুমি কেঁদ না—তোমায় ফেলে কোথাও যাব না।" গোপাল সুস্থ হইল, তখন বিরাজিনী তাহাকে কোলে করিয়া বিষণ্ণবদনে গৃহে আসিল।

বিমলানন্দ এতদিন রাত্রিতে আহার করিতেন না, কিন্তু আজ মায়ের কথা কিছুতেই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, পরিশেষে আহার করিয়া শয়ন করিলেন। গোপালও নিদ্রিত হইল। বিরাজিনী নির্ম্মলার নিকট শয়ন করিল।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নির্ম্মলা বলিল "বোন! আজ বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি, চল অজয় দেখিয়া আসি।" তখন উভয়ে অজয়তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বচ্ছসলিলে চন্দ্রের বিমল কিরণ পতিত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। সুবিস্তীর্ণ বালুকারাশি কেমন শোভা পাইতেছে। সুশীতল সমীরণ ধীরপ্রবাহে বহিয়া শরীর শীতল করিতেছে। সমস্ত দৃশ্যমান জগতে আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতেছে। দুই একটী বিহঙ্গ ভাবে বিভোর হইয়া শূন্যপথে নৃত্য করিতেছে। অদূরে আম্রকাননে একটী পাখী মনের উচ্ছ্বাসে কত কি বলিয়া যাইতেছে, কেহ শুনিতেছে না, অথচ সে আপন মনে বলিতেছে। নীরব পাদপরাজি নিবিষ্টভাবে তাহার কথা শুনিতেছে। দূরে শিবাকণ্ঠ শুনিবামাত্র দূর দূরান্তর হইতে শিবারব লহরে লহরে উঠিয়া নৈশ সমীরে লীন হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতি দেবী কি অপরূপ বেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যোগের মাধুরী, ভাবের লহরী, আনন্দের উচ্ছ্বাস, আশার চকিত বিভ্রম, কল্পনার ঐন্দ্রজালিক লীলা, গাম্ভীর্য্য ও চপলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ, আলোক ও আঁধার, হর্ষ ও বিষাদের বিচিত্র অভিনয় দেখাইবার জন্য কি সুমহান্ আয়োজন। সে শোভা অবলোকনে নির্ম্মলা বিস্ময়াবিষ্ট হইল, ভক্তির প্রবল স্রোত আসিয়া তাহার দেহমন প্লাবিত করিল। সে অনিমেষ লোচনে সে রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মলা সঙ্গিনীর মুখমণ্ডল বিষাদমেঘে সংবৃত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বোন আমার, দিদি আমার, তোমার মুখখানি মলিন দেখিতেছি কেন? একবার ঐ চাঁদের সঙ্গে একটু হাস, দেখে আমার চক্ষু সার্থক হউক।" বিরাজিনী সাশ্রুলোচনে নির্ম্মলার চরণ ধরিয়া কাতরবচনে কহিল "দিদি! তুমি নিজেকে রক্ষা করিয়াছ, আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমার আর কেউ নাই।"

নির্ম্মলা চকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল "কি হয়েছে বোন! আমায় সব কথা খুলে বল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিরাজিনী। দিদি! আমি বিয়ে কর্‌ব না।

নির্ম্মলা। কেন? তোমার হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন হইল কেন?

বিরাজিনী। দিদি! বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি গোপালকে বুকে করিয়া পিতার ভিটায় পড়ে আছি ও তাহাকে মানুষ

করিতেছি। গোপালের কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার বিবাহ হইলে গোপাল আমার কোথায় দাঁড়াইবে ?

নির্ম্মলা। এই কথা ? সে জন্য ভাবনা কি ? এ বিবাহ হইলে ত গোপালের পক্ষে ভালই হইবে। তাহার লেখা পড়া হইবে। এ বনের ভিতর থাকিলে ত তাহার লেখা পড়া কিছুই হইবে না।

বিরাজিনী। দিদি ! পরের বাড়ীতে গোপালের যত্ন হয় কি না তাহা ভাবিয়া আমি আকুল। গোপালের অযত্ন বা কষ্ট হইলে আমি বাঁচিব না। আর আমি যদি মরে যাই, তবে সে কোথায় দাঁড়াবে ?

নির্ম্মলা। বোন ! তুমি মিছা আশঙ্কা করিতেছ। তোমার যিনি স্বামী হইবেন, তুমি তাঁহাকে এখনও চিনিতে পার নাই। অত দয়া মায়া আর কোন মানুষে নাই। তিনি বিদ্বান, তাঁহার নিকট থাকিলে, গোপাল মানুষ হইতে পারিবে। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। আমি ত সম্পূর্ণ পর, আমার জন্য তিনি কত ব্যয় করিয়াছেন, কত কষ্ট করেছেন। গোপালের জন্য কোন চিন্তা নাই। তাহাকে কে কষ্ট দিবে ? ঘরে ত আর কেউ নাই। তোমারই উপর সংসারের সমুদয় ভার পড়্‌বে, তোমার কাছে গোপাল থাকিবে, তাহাতে তাহার কষ্ট হবে কেন ?

বিরাজিনী। কেন দিদি ! তুমি কোথায় যাবে ? আমি তোমাকে ছাড়্‌ব না।

নির্ম্মলা। আমাকে ভগবান যেখানে রাখিবেন, আমি সেই খানেই থাকিব। তোমাদের ছেড়ে আমি আর কোথায় যাব ? এ জগতে আমার আর কেউ নাই।

বিরাজিনীর মন আশ্বস্ত হইল। পুনরায় কহিল "দিদি। আমরা চলে গেলে এখানকার বিষয় কি হবে ?

নির্ম্মলা। এ সকল বিষয় এক্ষণে তোমার খুড়া মহাশয়ের কিম্বা অন্য কাহারও জিম্মায় থাকিবে, পরে গোপাল বড় হইয়া সমুদয় বুঝিয়া লইবে। ইচ্ছা হয় এখানে আসিয়া বাস করিবে, নতুবা অন্যত্র থাকিবে, সে জন্য কোন ভাবনা নাই।

বিরাজিনী। দিদি ! গোপালকে ছেড়ে আমি থাকিতে পারিব না, আমি যেখানে থাকিব, গোপালও সেখানে থাকিবে, তাহাকে ছেড়ে আমি কোনমতেই থাকিতে পারিব না।

নির্ম্মলা।" বোন্‌! সে জন্য কোন ভাবনা নাই। যে স্ত্রীকে ভালবাসে, সে শ্যালককে অনাদর করিতে পারে না। বিশেষ তোমার যিনি স্বামী হইবেন, তিনি সকলকেই ভালবেসে থাকেন। তাঁহার কাছে কোনমতে গোপালের অনাদর হইবে না। তাঁহারই বাড়ীর পার্শ্বে আমাদের বাড়ী, তাহা এখন তাঁহারই হয়েছে। সেই বাড়ীতে গোপাল বড় হয়ে বাস করিবে, তাহা হইলে আমার পিতার ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে। যাহাতে সেই সব বিষয় গোপাল পায় তাহা করিয়া দিব। বৌ সেই সব বিষয় বিক্রয় করিলে, পিসীমা তাহা কিনিয়া রাখিয়াছেন। সে সব এখন গোপালের হইবে। এখানকার বিষয় হইতে তাহা অনেক বেশী। বোন! তুমি ভাগ্যবতী, তাই তোমার ভাগ্যে এরূপ স্বামী জুটিতেছে। বৃথা আশঙ্কা করিয়া মনের আনন্দ নষ্ট করিও না। দেখ, কেমন ঐ চাঁদ হাসিতেছে, সমস্ত জগৎ হাসিতেছে। তোমার কি বিরসবদন শোভা পায়? এস আমরা খানিক বেড়াই।

বিরাজিনীর মন সুস্থ হইল। মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা বিকসিত হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে বিরাজিনী বলিল "দিদি! এইখানে উহাঁকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। উনি তোমার শোকে কাতর হইয়া এইখানে পড়িয়াছিলেন, আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া উহাঁকে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম।"

নির্ম্মলার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, পরে স্নেহভরে বিরাজিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল "বোন। আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও, তোমার যেরূপ গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে পাইয়া দাদার মন পরিতৃপ্ত হইবে, তিনি সুস্থচিত্ত হইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবে। এ সংসারে আমার ঐ একটীমাত্র বাসনা আছে, তাহা পূর্ণ হইলেই আমার মন নিশ্চিন্ত হইবে। বোন! সংসারের সকল আকর্ষণ দূর হইয়াছে। এখন যাহাতে পরকালে সদ্‌গতি হয়, তাহাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিশ্বেশ্বর কি এই অভাগিনীর প্রতি কৃপা করিবেন?" নির্ম্মলা উন্নতমুখী হইয়া শশধরের কমনীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিল। জগতে কেমন সুধাবর্ষণ হইতেছে। আনন্দপ্রভা আকাশের আনন্দময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ের স্তরে স্তরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিল। শুভ্র মেঘখণ্ড আকাশতলে

ভাসিয়া যাইতেছে। নির্ম্মলা ভক্তিভাবে বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করিয়া বিরাজিনীর দিকে তাকাইয়া কহিল "বোন! রাত্ অনেক হয়েছে, চল আমরা ঘরে যাই।" বিরাজিনী মুগ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গৃহে আসিয়া উভয়ে পরিতৃপ্তচিত্তে শয়ন করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল।

যথাসময়ে বিমলানন্দের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। সকলেরই মন আনন্দে উল্লসিত, কেবল বিমলানন্দ নীরব, বিষণ্ণবদন। স্ত্রী আচার প্রভৃতি সমুদায় যথারীতি সম্পন্ন হইল, বিমলানন্দকে যে যাহা আদেশ করিল তিনি তাহা প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে হাসাইতে পারিল না। মনে কত শত বিষাদভাব প্রতি পলে উদিত হইতে লাগিল, অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে এখন একটী ভাব প্রবল হইয়া উঠিল আমার এ কলুষময় মনে সুখশান্তি আর হইবে না, তবে আমার দ্বারা যদি অপরের কোন সুখ হয়, তাহাতে আমি আর বাধা দিব না, মাকে আমি আর কাঁদাইব না, তিনি যাহা বলিবেন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু হায় সরলহৃদয়া বিরাজিনী তোমার ভাগ্যে এ কি ঘটিল? এ রাহুর হস্তে পড়িয়া তোমার সুখচন্দ্র চিরদিনের তরে কবলিত হইল। যে নিজের দুঃখভারে অবনত, পাপের দংশনে জর্জ্জরিত, অনুতাপের অন্তর্দাহে বিদগ্ধ, সে তোমাকে কিরূপে সুখী করিবে?" এইরূপ নানা ভাবে বিমলানন্দের মন আলোড়িত হইল। বিমলানন্দের মাতা ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন "বাবা! তুমি আমার সুখের সময়ে এ দুঃখ দিতেছ কেন? এমন লক্ষ্মীমেয়ের সহিত তোমার বিবাহ দিলাম, তবুও তোমার মুখখানি ম্লান দেখিতেছি কেন? আমার কি কপালে ষোল আনা সুখ নাই?" এই বলিয়া বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বিমলানন্দ কাতরভাবে কহিলেন "মা! দুঃখ করিও না, আমাকে যাহা বলিতেছ, আমি ত মা তাহাই করিতেছি, তবে কেন মা দুঃখ করিতেছ? আমার সমান বয়সের কেহই এখানে নাই, কাজেই আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইতেছে। মা! একা কি কখনও কেহ হাসিতে পারে?" বিমলানন্দের মাতা পুত্রের কথাতে পরিতুষ্ট হইলেন। নির্ম্মলা মনে মনে ভাবিল "এ ভাব বেশী দিন থাকিবে না, বিরাজিনী যেরূপ বুদ্ধিমতী তাহাতে অনায়াসে স্বামীর মন ফিরাইতে পারিবে।" পাড়ার কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়া কহিল "না জানি আমাদের বিরাজের কপালে কি আছে। ছেলেটার যেরূপ মতিগতি তাহাতে পাছে

আবার বিবাগী হয়ে যায়।" বিরাজিনীর মনে কোন আশঙ্কাই নাই, তাহার একটী মাত্র ভাবনা, গোপালের যেন কোন কষ্ট না হয়। বিবাহের পর বিরাজিনী গোপালকে লইয়া নির্ম্মলার হস্তে দিয়া কহিল "দিদি! গোপালকে তোমার হাতে দিলাম, উহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা তোমায় করিতে হইবে।" নির্ম্মলা স্নেহভরে গোপালকে বুকে করিয়া লইল।

ক্রমে কয়েক দিন গত হইল। নির্ম্মলার কথামত গোপালের সম্পত্তির মধ্যে বাস্তু ও বাগান মাধবচন্দ্রের জিম্মায় রহিল, ধানী জমী কালুর দখলে থাকিল—এইরূপ কথাবার্ত্তা ও লিখিত পঠিত স্থির হইল যে গোপাল যখন সাবালক হইয়া সম্পত্তি চাহিবে তখন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তৎপর প্রস্থানের আয়োজন হইতে লাগিল। গাভীটী রাখিয়া যাইতে বিরাজিনীর মন ব্যাকুল হইল, অগত্যা স্থির হইল যতই কেন খরচ হউক না, উহাকে লইয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মেয়ে ছেলে আসিয়া অনেকে জড় হইল। কালু ও তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইল। বিরাজিনী যার পর নাই শোকাকুল চিত্তে রোদন করিতে লাগিল। তৎপর সকলে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে বাড়ীতে আসিলেন।

বিমলানন্দের মাতা নববধূকে পাইয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার মনের সমুদয় ক্ষোভ অপগত হইল। বিরাজিনী সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ পরিপক্ক ছিল, ক্রমে সংসারের সমুদয় ভার তাহার হস্তে পড়িল। বৃদ্ধা বুঝিতে পারিলেন বধূমাতার দ্বারা সংসার বেশ চলিবে। নির্ম্মলার পৈতৃক বিষয়াদি সমুদয় গোপালকে লিখিয়া দেওয়া হইল। গোপাল স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

এইরূপে দুই মাস গত হইল। একদিন বৃদ্ধা বিমলানন্দকে কহিলেন "বাবা! তোমার কল্যাণে আমার মনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে, আমি মনের মত পুত্রবধূ পাইয়াছি, এখন আমি নির্ম্মলাকে লইয়া কাশীবাসী হইব। আমার এ বয়সে আর সংসারে থাকা উচিত নহে।" বিমলানন্দ অগত্যা সম্মত হইলেন। পূর্ব্বেই কাশীতে বাড়ী খরিদ হইয়াছিল, সুতরাং থাকিবার কোন অসুবিধা ছিল না। বিমলানন্দ নির্ম্মলার নামে তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিলেন, তাহার সুদে উভয়ের এক প্রকার চলিয়া যাইবে, তদ্ভিন্ন নগদ টাকা কিছু দিয়া উভয়কে কাশীতে পাঠাইয়া

দিলেন। যাইবার সময়ে বিমলানন্দ স্নেহপূর্ণ বচনে নির্ম্মলাকে কহিলেন "নির্ম্মল! জগৎ তোমাকে হতভাগিনী বলিবে, কিন্তু তোমা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী আর কেহ নাই। তুমি সংসারের মোহমুক্ত হইয়া সমুদয় প্রাণ-মন ভগবানে সমর্পণ করিতে পারিয়াছ, তোমার পথে আর কিছুমাত্র অন্তরায় নাই। তুমি জীবনের প্রকৃত সম্বল কি, উদ্দেশ্য কি, তাহা বেশ বুঝিয়াছ। তোমার এ স্বভাবসুন্দর পবিত্র জীবনের নিকট জগতের যাবতীয় ধর্ম্মপুস্তক পরাস্ত হইল, সাধকের কঠোর তপস্যা পরাভব মানিল। জীবনে যে পবিত্র দীপশিখা জ্বালিয়াছ, তাহা প্রতিনিয়ত জ্বলিতে থাকুক। আমার এ কলুষময় মায়ায় তোমাকে আবদ্ধ করিতে চাহি না। যাও তীর্থবাসিনী হইয়া এই কলিযুগে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করত পরমমঙ্গলাস্পদ মোক্ষপদ লাভ কর।" নির্ম্মলা অবনতমস্তকে অবহিতচিত্তে ভক্তিভাবে তৎসমুদয় শ্রবণ করিল এবং প্রণতা হইয়া চরণধূলি মস্তকে লইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে পিসীর সহিত কাশীধামে যাত্রা করিল। তথায় উপনীত হইয়া নির্ম্মলা বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিল। প্রতিদিন ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রহৃদয়ে বেলা দশটা পর্য্যন্ত পূজা করিত তৎপর দেবালয়াদি দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পাক করত পিসীকে দিত এবং নিজে আহার করিত। অপরাহ্ণে পিসীর নিকট বসিয়া মহাভারত কিম্বা কোন পুরাণাদি পাঠ করিত, অথবা কোন স্থানে কথকতা হইলে তাহা শুনিতে যাইত। সন্ধ্যার সময়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি হইত, তখন করযোড়ে ভক্তিভাবে সজলনয়নে দাঁড়াইয়া থাকিত। তৎকালে চিত্তে যে আনন্দ ও তৃপ্তি উদ্বেলিত হইত তাহা অতুলনীয়। সেই আনন্দ-স্রোতে ভাসমানা হইয়া যেন কি এক সুরম্য রাজ্যে সমাগত হইত। রাত্রিতে ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিয়া পিসীকে শুনাইত। তৎপর নীরব রজনীর তমসাবৃত নিভৃত নিকেতনে উপবেশন করিয়া বহির্দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করত যোগামৃতপানে নিরত রহিত, অন্তশ্চক্ষু বিকসিত করিয়া আভ্যন্তরিক জগতের অপূর্ব্ব লীলাময় মাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধ হইত। কোন বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলে কিম্বা কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইলে তাহা লিখিয়া বিমলানন্দকে পাঠাইত। সাধারণতঃ এই ভাবে দিন অতিবাহিত হইত। তদ্ভিন্ন কাহারও অসুখ হইলে প্রাণপণে তাহার সেবাশুশ্রূষা করিত। যাহারা পথ্যের ব্যবস্থা করিতে অপারগ, তাহাদের জন্য পথ্য আনিয়া দিত।

বৈকালে অনেক বালক বালিকা আসিয়া সমবেত হইত। তাহারা নির্ম্মলার শিক্ষামতে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিত, তৎপর তাহাদের মধ্যে হরিরলুট বিতরণ হইত। এই ভাবে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে অবস্থিতি করত প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে নির্ম্মলা ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।